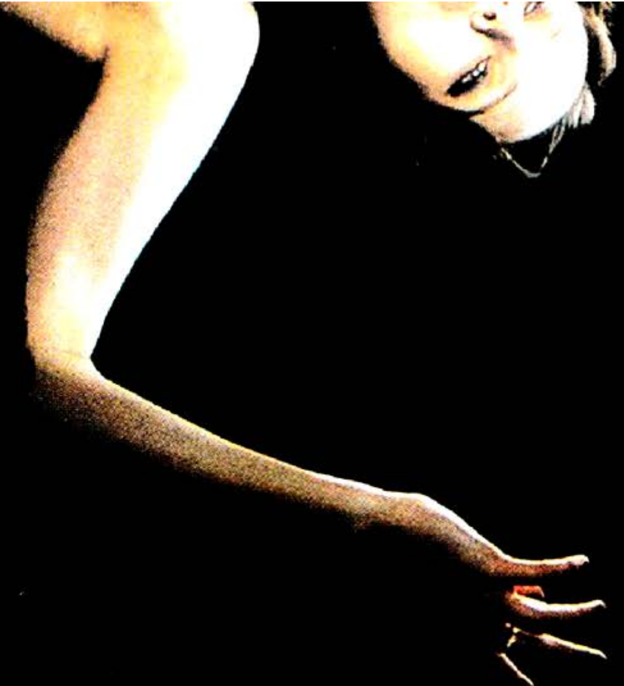
মেমোরিজ অভ মিডনাইট

দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট -এর সিকুয়েল

সিডনি শেলডন

অনুবাদ অনীশ দাস অপু





'দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট'-এর সিকুয়েল

মেমোরীজ অভ মিডনাইট

স্মৃতি ভ্রষ্ট ক্যাথেরিন ডগলাস বাস্তবে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় নির্দয় গ্রীক টাইকুন কনর্স্টানটিন ডেমিরিসের বিরুদ্ধে। ডেমিরিস ক্যাথেরিনের স্বামীকে হত্যা করেছিলেন। এখন যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে ডেমিরিস ক্যাথেরিনকে হত্যা করতে চাইছেন। কারণ এক ভয়ংকর সত্য ক্যাথেরিন ছাড়া কেউ জানে না.....

'এক নিশ্বাসে কোনও থ্রিলার পড়তে চাইলে শেলডনের এ বই তুলে নিন। মন্ত্রমুগ্ধের মত আটকে রাখবে আপনাকে' -**নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ**

প্রচ্ছদ । ধ্রুব এষ

'দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট'-এর সিকুয়েল

মেমোরিজ অভ মিডনাইট

মূল : সিডনি শেলডন

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

অক্ষর বিন্যাস
সিফাত কম্পিউটার
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয়   সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

MEMORIES OF MIDNIGHT : TRANSLATED BY ANISH DAS APU
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email   anindyaprokash@yahoo.com

First Published : February 2008
Second Print : February 2011

Price : Taka 300.00
US $ 10

ISBN 978-984-414-048-6

উৎসর্গ

আহমেদ নাদির
স্বপ্নবাজ এক তরুণ
আমার বিশ্বাস, একদিন তার সবগুলো স্বপ্ন পূরণ হবে

ভূমিকা

কাউলুন : মে ১৯৪৯

'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্টের মতো ঘটাতে হবে। পারবে কাজটা করতে?'

কথাটি তার জন্য অপমানজনক। রাগ হল তার। এ ধরনের প্রশ্ন রাস্তা থেকে তুলে আনা অ্যামেচারকে করা যায়, তার মতো প্রফেশনালকে নয়। তার ইচ্ছে করল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জবাব দেয় ও হ্যাঁ, আশা করি কাজটা করতে পারব আমি। অ্যাক্সিডেন্টটা কি বাড়ির ভেতরে ঘটাতে চান? তাহলে তাকে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে ঘাড় মটকানোর ব্যবস্থা করা যায়। মার্সেইতে একজন নর্তকীকে সে এভাবে হত্যা করেছে। অথবা তার ভিক্টিম অতিরিক্ত মদপান করে বাথটাবে ডুবে মারা যেতে পারে। গস্তাদ-এ এক কোটিপতি নারীর অমন মৃত্যু ঘটেছিল। তাকে ওভারডোজ হেরোইন দিলেও চলে। সে তিনরকম উপায়ে হেরোইন দিতে পারবে। অথবা মেয়েটি বিছানায় শুয়ে লাইটার জ্বালাতে গিয়ে পুড়ে মরেছে, এমন দুর্ঘটনাও ঘটানো যায়। প্যারিসের লেফট ব্যাংক-এর লা হোটেল-এর গোয়েন্দার জীবনাবসান হয়েছিল এভাবেই। নাকি আপনি মেয়েটিকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে চান? আমি ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, প্লেনক্রাশ কিংবা সাগরে সলিল সমাধির ব্যবস্থাও করতে পারি।

কিন্তু সে এসবের কিছুই বলল না। কারণ সত্যিকথা এটাই সামনে বসা মানুষটিকে ভয় লাগছে তার। এ লোক সম্পর্কে গা-হিম-করা অনেক গল্প শুনেছে সে। সেসব গল্প বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

সে শুধু বলল, 'জ্বী, স্যার। আমি অ্যাক্সিডেন্টের ব্যবস্থা করতে পারব। কেউ জানতে পারবে না।'

ওরা কাউলুনের দেয়াল-দিয়ে-ঘেরা একটি ভবনের দোতলায় বসেছে। দেয়াল-ঘেরা এ-শহরের প্রতিষ্ঠাতা একদল চীনা। ব্রিটিশ বর্বরদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে ১৮৪০ সালে তারা এ শহর প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহরের দেয়াল বা প্রাচীর প্রায় ধ্বংস করে দেয়া হয়। তবে এখানে আরেকটি দেয়াল আছে যে-কারণে বহিরাগতরা এ এলাকার ছায়াও মাড়ায় না রয়েছে গলা কাটার দল, নেশাখোর এবং ধর্ষণকারী। তারা সরু অন্ধকার গলিপথে ভূতের মতো ঘুরে বেড়ায়। ট্যুরিস্টদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয় এদের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকার জন্য। এমনকি পুলিশও তুংতাউ গুয়েন স্ট্রিটের ভেতরে

উঁকি দেয়ার চেষ্টা করে না। বাইরে থেকে খিস্তিখেউড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। দেয়াল-ঘেরা এ নগরীর বাসিন্দাদের মুখের বুলিই এটা।

সামনে বসা মানুষটি ঠাণ্ডা, কালোচোখে দেখছেন তাকে। অবশেষে কথা বললেন, 'ঠিক আছে। কীভাবে কী করবে সে ভার তোমার ওপরেই রইল।'

'জ্বী, স্যার। টার্গেট কি কাউলুনে আছে?'

'লন্ডন। তার নাম ক্যাথেরিন। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।' সে আমার লন্ডন অফিসে কাজ করে।

'ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে ভালো হতো।' এক মুহূর্তে ভাবলেন ডেমিরিস। 'আমি আগামী হপ্তায় লন্ডনে এক্সিকিউটিভদের ডেলিগেশন পাঠাচ্ছি। তুমি ওই পার্টিতে থাকবে।' সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি।

'একটা কথা।'

'জ্বী, স্যার?'

'আমি চাই না কেউ ওর লাশ খুঁজে পাক।'

লিমুজিনে চড়লেন তিনি। রওনা হলেন সিম শা সুই এলাকার লাস্কার রো'র ব্লু হাউজ অভিমুখে। তাঁর পেছনের গাড়িতে সশস্ত্র ছ'জন দেহরক্ষী। ব্লু হাউজ খুব হোমড়াচোমড়াদের জন্য বিনোদন স্থান। এখানে দর্শনার্থীর কাতারে রয়েছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের সব বড় বড় মাথা, ফিল্ম তারকা এবং কর্পোরেশনের সভাপতিগণ। এর গোপনীয়তা নিয়ে গর্ব করে প্রশাসন। বছর ছয় আগে এখানকার স্টাফ এক মেয়ে তার খদ্দেরদের ব্যাপারে এক সাংবাদিকের কাছে সোৎসাহে গল্প বলছিল। পরদিন সকালে অ্যাবার দিন জেটিতে মেয়েটির লাশ পাওয়া যায়। তার জিভ ছিল কাটা। ব্লু হাউজ-এ সবকিছু বিক্রি হয় কুমারী, ছেলে, সমকামী... এ এমন এক জায়গা যেখানে এখনও দশ শতকের চিত্রকলা ইশিনপোর খেলা চলে। ব্লু হাউজ নিষিদ্ধ আনন্দের ভাণ্ডার।

পুরুষটি দুই যমজ বোনকে আসতে বলেছিলেন। অপূর্ব সুন্দরী তারা, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো ফিগার। তাঁর মনে পড়ে গেল শেষবার এখানে আসার স্মৃতি। বাথটাব বোঝাই সুগন্ধী গরম পানি। দুই বোনের উষ্ণ মুখ ব্যস্ত ছিল তাঁর শরীর নিয়ে। ভাবতেই উত্তেজনা বোধ করলেন তিনি।

'আমরা চলে এসেছি, স্যার।'

তিন ঘণ্টা পরে ওদের সঙ্গে কাজ শেষ হলো তাঁর। তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট। তিনি লিমুজিনের ড্রাইভারকে আদেশ করলেন মোডি রোড-এ যেতে। লিমুজিনের বারান্দা দিয়ে তাকালেন। ঝলমলে আলো জ্বলছে। এ নগরীতে এ আলো কখনও নেভে না। চীনারা এর নাম দিয়েছে গাউ লাং-নয় ড্রাগন– তিনি কল্পনা করলেন ড্রাগনগুলো শহরের ওপরে, পাহাড়ে ওঁৎ পেতে রয়েছে। যে কোনও সময় নিচে

এসে দুর্বল আর অসাবধানীদের ধ্বংস করে দেবে। তিনি এ দুটোর কোনওটাই নন।

ওঁরা মোডি রোড-এ পৌঁছুলেন।

তাও যাজক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যাজক যেন প্রাচীন পার্চমেন্ট থেকে উঠে আসা এক চরিত্র, পরনের রঙ ম্লান হয়ে আসা অরিয়েন্টাল রোব তাঁর সাদা দাড়ির সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে।

'জু সান।'

'জোও সান।'

'গেই দো চিন?'

'ইয়াত–চিহ্ন।'

'জু।'

যাজক চোখ বুজে নীরবে প্রার্থনা করলেন। তারপর আগরবাতি বসানো চিম বা কাঠের বাটিটি নাড়াতে লাগলেন। একটি আগরবাতি পড়ে গেল মাটিতে। বন্ধ হল কাঁপুনি। তাও ধর্মযাজক তাঁর দর্শনার্থীর দিকে ঘুরলেন। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললেন 'দেবতারা বলছেন আপনি শীঘ্রি আপনার বিপজ্জনক শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পাবেন।'

আনন্দ বোধ করলেন মানুষটি। আজ তাঁর দিনটি বেশ ভালো যাচ্ছে। আজ আগিওস কনস্টানটিনুয়াস ডে। তাঁর জন্মদিন।

'দেবতারা আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন।'

'দো জে।'

'হ্ ওয়াহ্।'

পাঁচ মিনিট বাদে তিনি আবার চড়ে বসলেন লিমুজিনে। চললেন হংকং বিমানবন্দরে। ওখানে তাঁর ব্যক্তিগত বিমান অপেক্ষা করছে তাঁকে এথেন্সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

অনীশ দাস অপু

এক

আইওনিনা, গ্রীস জুলাই ১৯৪৮

প্রতি রাতে একই স্বপ্ন দেখে চিৎকার দিয়ে ঘুম ভেঙে যায় তার। দেখে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে একটি হ্রদে এক পুরুষ এবং একটি নারী তাকে বরফঠাণ্ডা পানিতে চুবিয়ে মারতে চাইছে। তীব্র আতঙ্ক নিয়ে প্রতিরাতে জেগে ওঠে সে, হাঁ করে হাঁপাতে থাকে, ঘামে ভিজে গোসল শরীর।

সে জানে না সে কে। অতীতের কোনও কথাই তার মনে নেই। সে ইংরেজিতে কথা বলে– তবে জানে না কোথায় তার বাড়ি, কীভাবেই বা গ্রীসের এই ছোট্ট কনভেন্টে এল। এখানে ওরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

সময় যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা আবছা স্মৃতি ঝিলিক দেয় মনের কুঠুরিতে, অস্পষ্ট কারও কারও ছবি ভাসে দু'এক মুহূর্তের জন্য। তারপর চট করে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্মৃতি বা ছবি কোনওটাকেই সে ধরে রাখতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ মনের আয়নায় ঝলসে ওঠে ওগুলো অপ্রত্যাশিত সব মুহূর্তে, বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয় তাকে।

প্রথম প্রথম সে প্রশ্ন করত। মঠের খ্রিস্টান নানরা ওর প্রতি বেশ সদয় এবং সমঝদার। কিন্তু সিস্টার থেরেসা ছাড়া এখানে আর কারও কথা বলার অধিকার নেই। তারা সবাই মৌনব্রত পালন করে। থেরেসা এ মঠের মাদার সুপিরিয়র।

'আপনি কি জানেন আমি কে?' জিজ্ঞেস করে সে।

'না, মাই চাইল্ড,' জবাব দেন সিস্টার থেরেসা।

'আমি এখানে এলাম কী করে?'

'আইওনিনা গাঁয়ে, পাহাড়ের কোলে তোমাকে পেয়েছি। গত বছর ঝড়ের মধ্যে একটি হ্রদে নৌকা নিয়ে ডুবে গিয়েছিলে তুমি। তবে ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের দু'জন সিস্টার তোমাকে দেখে ফেলে। তারা তোমাকে এখানে নিয়ে আসে।'

'কিন্তু... তার আগে আমি কোথায় ছিলাম?'

'দুঃখিত, বাছা। আমি জানি না।'

এ জবাব তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। 'আমার খোঁজ করেনি কেউ?' কেউ আমার সন্ধান পাবার চেষ্টা করেনি?'

মাথা নাড়লেন থেরেসা। 'কেউ না।'

হতাশায় তার চিৎকার দিতে ইচ্ছে করে। বলে সে, 'খবরের কাগজ... তারা নিশ্চয় আমার নিখোঁজ সংবাদ ছেপেছে।'

'তুমি তো জানো, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিষেধ। ঈশ্বরের ইচ্ছে আমরা মেনে নিয়েছি, বাছা। আমরা তাঁর করুণার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ তুমি বেঁচে আছ।'

এর বেশী কিছু জানতে পারেনি সে। শুরুতে এতটাই অসুস্থ ছিল, নিজেকে নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় পায়নি। তবে আস্তে আস্তে, সে ফিরে পেতে থাকে শক্তি এবং স্বাস্থ্য।

চলাফেরার মত শক্তি ফিরে পাবার পরে সে কনভেন্টের বাগানে হেঁটে বেড়ায়। সূর্যের নরম আলো ছুঁয়ে যায় শরীর, ফুরফুরে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে লেবু। আর আঙুরের সুঘ্রাণ।

এখানকার পরিবেশ নির্মল এবং শান্ত। তবু সে শান্তি অনুভব করে না। *আমি হারিয়ে গেছি,* ভাবে সে। *কিন্তু কারও তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। কেন? আমি কি অন্যায় কিছু করেছি? কে আমি? কে আমি? কে আমি?*

অস্পষ্ট ছবিগুলো একের পর এক ভিড় করে। চলে যায়। একদিন স্বপ্নে দেখল সে একটি ঘরের মধ্যে। নগ্ন একটি পুরুষ তার জামাকাপড় খুলে ফেলছে। চমকে উঠে জেগে যায় সে। এটা কি সত্যি স্বপ্ন? নাকি তার জীবনে এমন কিছু ঘটেছিল? ওই লোকটা কে? এমন কেউ যাকে সে বিয়ে করেছিল? তার কি স্বামী ছিল? তার আঙুলে বিয়ের কোনও আংটি নেই। তার কাছে আসলে কিছুই নেই শুধু একটি সোনালি পাখি ছাড়া। ডানা ছড়ানো পাখিটির চোখের মণি লাল পাথরের।

সে এক অচেনা মানুষ। সে বাস করছে কতগুলো অচেনা মানুষের মাঝে। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই, কোনও মনোবিজ্ঞানী নেই যিনি ওকে পরামর্শ দেবেন। তার মন এমনই বিপর্যস্ত যে অতীতের ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনে করার চেষ্টা না করলেই বরং সে ভালো থাকবে।

কিন্তু ছবিগুলো দ্রুত তার মনে ভিড় করতে থাকে। তার মন যেন হঠাৎ করেই বিশাল এক ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। ধাঁধাটি কোনওভাবেই মেলাতে পারছে না সে। মাঝে মাঝে সে বিরাট একটি স্টুডিও দেখতে পায়। স্টুডিওতে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা অনেক লোক। তারা বোধহয় কোনও ছবি বানাচ্ছে। আমি কি অভিনেত্রী ছিলাম, না, তাকে কোনও দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কী দায়িত্ব?

এক সৈনিক তাকে এক তোড়া ফুল দিয়েছে। আপনাকে ফুলের দাম দিতে হবে, হাসে সৈনিক।

দুই রাত বাদে সে সেই লোকটিকে আবার স্বপ্নে দেখে যাকে সে বিদায় জানাতে বিমান বন্দরে গিয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে যায় তার। কারণ সে স্বপ্নে দেখেছে লোকটিকে হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর থেকে তার জীবনে শান্তি বলে কিছু নেই। এ স্রেফ স্বপ্ন নয়, ওগুলো ছিল তার জীবনের টুকরো অংশ, তার অতীত। *আমি কে তা জানতেই হবে।*

তারপর একদিন, মধ্যরাতে হঠাৎ করেই অবচেতন মনে উদয় হলো একটি নাম। *ক্যাথেরিন। আমার নাম ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।*

দুই

এথেন্স, গ্রীস

কনস্টানটিন ডেমিরিসের সাম্রাজ্যর নাম কোনও মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না যদিও তিনি বহু দেশের চেয়ে শক্তিশালী এবং বৃহদায়তন রাজ্যের শাসক। তিনি বিশ্বের সেরা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ধনী। বিশ্ব জুড়ে তাঁর অসামান্য প্রভাব। তাঁর কোনও টাইটেল নেই, নেই অফিশিয়াল অবস্থান, তবে তিনি নিয়মিত প্রধানমন্ত্রী, কার্ডিনাল, রাষ্ট্রদূত এবং রাজাদের কেনা-বেচা করেন। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ডেমিরিসের শুঁড়। তিনি অত্যন্ত কারিশম্যাটিক একজন মানুষ, অসম্ভব ধুরন্ধর, শক্তপোক্ত গড়ন, মাঝারী উচ্চতার চেয়ে খানিকটা লম্বা, পিপের মত বুক, চওড়া কাঁধ। তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা, গ্রীক নাকটা খাড়া, জলপাই-কালো চোখ। তার মুখখানা শিকারী বাজপাখিকে মনে করিয়ে দেয়। তিনি আটটি ভাষায় কথা বলতে পারেন, শিল্পকলা অনুরাগী হিসেবে রয়েছে বিশেষ খ্যাতি। বিশ্বের অন্যতম সেরা আর্ট কালেক্টর হিসেবে তিনি পরিচিত। তাঁর রয়েছে এক ঝাঁক ব্যক্তিগত বিমান, পৃথিবীর নানান দেশে ডজনখানেক অ্যাপার্টমেন্ট, শ্যাতু এবং ভিলা। সৌন্দর্যের পূজারী ডেমিরিস, সুন্দরী নারীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রচণ্ড। বিছানায় দুর্দান্ত খেলুড়ে হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। অর্থনৈতিক অ্যাডভেঞ্চারগুলোর মতই আকর্ষণীয় তাঁর রোমান্টিক গল্প।

কনস্টানটিন ডেমেরিস নিজেকে দেশ প্রেমিক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। কলোনাকি এবং সারায়, ব্যক্তিগত দ্বীপের ভিলায় সবসময় নীল-সাদা গ্রীক পতাকা উড়তে থাকে। তবে তিনি কোনও আয়কর দেন না। সাধারণ মানুষের মত আইন মেনে চলারও প্রয়োজন বোধ করেন না ডেমিরিস। তাঁর রক্তে বইছে ইকর–দেবতার রক্ত।

ডেমিরিসের সঙ্গে যে-ই সাক্ষাৎ করতে আসে, কিছু না কিছু পাবার প্রত্যাশা করে কেউ ব্যবসায় টাকা খাটাতে চায়; কেউ আসে চ্যারিটির জন্য চাঁদা চাইতে; অথবা কেউ স্রেফ তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করে। মানুষ আসলে তাঁর কাছে কী চাইতে আসে তা অনুমান করতে পারেন ডেমিরিস, এবং সেসব অনুমান মিলে যায় বলে

গর্ববোধও করেন। তাঁকে লোকে যা বলে তা তিনি বিশ্বাস করেন না, কারও ওপর তাঁর আস্থাও নেই। তাঁর নীতি হলো, 'বন্ধুদেরকে কাছে আসতে দাও, তবে শত্রুদেরকে আরও কাছে।' সাংবাদিকরা ডেমিরিসের সৌজন্য, ভদ্রতা, নম্রতা এবং বিনয়ের কথাই শুধু জানে। তারা কল্পনাও করতে পারে না হাসিখুশি মানুষটির মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক খুনী, এক ভয়ঙ্কর যোদ্ধা যিনি সবকিছু ধ্বংস করে দেন।

কনস্টানটিন ডেমিরিস কখনও অপমান ভোলেন না। প্রাচীন দু'টি গ্রীক শব্দ দিকাইওসিনি (ন্যায় বিচার) এবং একদিকিসিস (প্রতিশোধ) এর প্রচণ্ড ভক্ত তিনি। তাঁকে যারা কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে, তাদের কথা কখনও বিস্মৃত হন না ডেমিরিস এবং একশ গুণ বেশী শোধ নেন। তাঁর মস্তিষ্ক চলে অংকের হিসেবে। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে রচনা করেন ফাঁদ, ছড়িয়ে দেন জাল। সে জালে ধরা পড়ে শত্রু এবং তিনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা টার্গেটকে নিয়ে চিন্তা করেন ডেমিরিস। বিশ্লেষণ করেন ভিক্টিমের ব্যক্তিত্ব, যাচাই করেন তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা।

একবার এক ডিনার পার্টিতে এক চিত্র-প্রযোজক ডেমিরিসকে 'ওই তেল ব্যবসায়ী গ্রীকটা' বলে সম্বোধন করেছিল। সরাসরি ডেমিরিসকে বলে নি সে, তিনি ঘটনাক্রমে শুনে ফেলেছিলেন। ডেমিরিস সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। দুই বছর পরে ওই প্রযোজক আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা এক চিত্র নায়িকাকে নিয়ে বিশাল বাজেটের একটি ছবি শুরু করে। ছবিতে প্রযোজক নিজেই পুরো টাকা ঢেলেছিল। ছবির কাজ অর্ধেক হয়েছে, ডেমিরিস ওই সময় অভিনেত্রীকে তাঁর ইয়টে আমন্ত্রণ জানান।

'আমরা হানিমুন করতে যাচ্ছি,' অভিনেত্রীকে বলেন তিনি।

মধুচন্দ্রিমার মজা পেয়েছিল অভিনেত্রী তবে তাকে ডেমিরিস বিয়ে করেন নি। অভিনেত্রী প্রযোজকের ওই ছবিতে আর কাজ না করায় বন্ধ করে দিতে হয় শুটিং। পথে বসে প্রযোজক।

ডেমিরিসের খেলায় এরকম কয়েকজন খেলোয়াড় আছে যাদেরকে নিয়ে এখনও খেলেন নি তিনি। তবে তাঁর কোনও তাড়া নেই। তিনি পরিকল্পনা করছেন কীভাবে ফাঁদ পাতবেন, গুটিয়ে আনবেন জাল, তারপর ধ্বংস করে দেবেন। তবে আজকাল তাঁর কোনও শত্রু নেই বললেই চলে। কারণ কেউ তাঁর শত্রু হতে চায় না। ফলে অতীতের শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তায় মশগুল থাকেন তিনি।

তবে কনস্টানটিন ডেমিরিসের দিকাইওসিনি দ্বি-ধার তরবারি বিশেষ। তিনি যেমন কোনও ক্ষতের কথা ভুলে যান না তেমনি কেউ তাঁর উপকার করলে সে কথাও মনে রাখেন। কৈশোরে এক গরীব জেলে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল।

ডেমিরিস ওই জেলেকে মাছ ধরার অত্যাধুনিক নৌকা কিনে দিয়েছেন। ডেমিরিসের যখন খাবার কিনে খাওয়ার টাকা ছিল না, এক পতিতা তাকে খাওয়াত, পরাত। সেই পতিতা হঠাৎ করেই একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের মালিক হয়ে যায়। কোনওদিন জানতে পারে নি কোন্ দয়াবান তাকে বাড়িটি কিনে দিয়েছে।

ডেমিরিসের বাবা ছিল পিরাউসের জাহাজ ঘাটার কুলি। তাঁরা ছিলেন চোদ্দ ভাই বোন। কোনওদিন পেট ভরে খেতে পারেন নি ডেমিরিস।

একদম শুরু থেকেই কনস্টানটিন ডেমিরিস প্রমাণ করেন ব্যবসায় তাঁর মাথা দারুণ খোলে। স্কুল শেষে হাবিজাবি কাজ করে তিনি বাড়তি পয়সা আয় করতেন। ষোল বছর বয়সে টাকা জমিয়ে তাঁর চেয়ে বেশী বয়সের এক পার্টনারকে নিয়ে ডক এলাকায় খাবারের দোকান খুলে বসেন। ব্যবসা বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু পার্টনার ডেমিরিসের সঙ্গে প্রতারণা করে। তাকে পথে বসাতে দশ বছর লেগেছে ডেমিরিসের। তরুণ ছেলেটির বুকে আশার আগুন জ্বলত দাউদাউ করে। রাতের বেলা ঘুম আসত না চোখে, জেগে থাকতেন, আঁধারে জ্বলজ্বল করত চোখ। *আমি একদিন ধনী হবো। বিখ্যাত হবো। সবাই একদিন আমার নাম জানবে।* এসব চিন্তা ছিল তাঁর ঘুমপাড়ানি গান। তিনি জানতেন না কীভাবে স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটবে। তবে বিশ্বাস করতেন একদিন স্বপ্ন হবে সত্যি।

ডেমিরিস তাঁর সতেরতম জন্মদিনে সৌদি আরবের তেলখনি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়লেন। হঠাৎই যেন ভবিষ্যতের দরজা খুলে গেল জাদুর মত।

বাবার কাছে গেলেন তিনি। 'আমি সৌদি আরব যাচ্ছি। ওখানকার তেল খনিতে কাজ করব।'

'তুই তেলখনি সম্পর্কে কী জানিস?'

'কিছুই জানি না, বাবা। তবে জানব।'

এক মাস পরে সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

ট্রান্স কন্টিনেন্টাল অয়েল কর্পোরেশনের কোম্পানি পলিসি ছিল তারা দেশের বাইরের শ্রমিকদের দু'বছরের চুক্তিতে কাজে লাগাত। তবে দু'বছর নয়, ডেমিরিসের ইচ্ছে ছিল যতদিন না ভাগ্য গড়ে তোলা যায়, ততদিন সৌদি আরবে থাকবেন। তিনি আরব্য রজনীর স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন দেখতেন সৌদি আরব এমন একটি দেশ যার মাটির নিচে আছে কালো সোনা আর মাটির ওপরে অপূর্ব সুন্দরী রহস্যময়ী নারী। তবে বাস্তবতা ছিল ভিন্ন।

গ্রীষ্মের এক সকালে ফাদিলিতে হাজির হলেন ডেমিরিস। জায়গাটা মরুভূমির মাঝখানে। কুৎসিত চেহারার পাথুরে একটা ভবন, চারপাশে ঘিরে রয়েছে ছোট কুটির। এখানে হাজার খানেক শ্রমিক কাজ করে, বেশীর ভাগ সৌদি। ধুলো মাখা, কর্কশ রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়া নারীদের চেহারা দেখার জো নেই। কারণ বোরকায় আড়াল করে রাখে মুখ।

কুৎসিত ভবনটিতে ঢুকলেন ডেমিরিস পার্সোনেল ম্যানেজার জেজে ম্যাকইনটায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তরুণ ছেলেটি ভেতরে ঢুকলে মুখ তুলে চাইলেন ম্যানেজার। 'তাহলে হোম অফিস তোমাকে পাঠিয়েছে, অ্যা?'

'জ্বী, স্যার।'

'অয়েল ফিল্ডে আগে কখনও কাজ করেছ, বেটা?'

মিথ্যা জবাব দেয়ার ইচ্ছেটা কষ্ট করে সামলালেন ডেমিরিস।

'না, স্যার।'

হাসলেন ম্যাকইনটায়ার। 'জায়গাটাকে তোমার ভালবাসতে হবে। তুমি সভ্যতা থেকে বহু দূরে, এখানকার খাবারের মান অত্যন্ত খারাপ। ভুলেও কোনও মহিলার দিকে হাত বাড়াবে না। ওরা তোমার ওল কেটে নেবে। রাতে করার মত কিছুই নেই। তবে বেতন ভালোই পাবে, চলবে?'

'আমি এখানে শিখতে এসেছি,' আগ্রহ নিয়ে বললেন ডেমিরিস।

'তাই? তাহলে যেটা তোমার সবচেয়ে আগে শিখে রাখা দরকার সেটার কথা বলি। তুমি একটি মুসলিম দেশে আছ। এর মানে মদ স্পর্শ করা চলবে না। এখানে কেউ চুরি করে প্রথমবার ধরা পড়লে ডান হাত কেটে নেয়া হয়। দ্বিতীয়বার চুরির শাস্তি বাম হাত কর্তন। তৃতীয়বারে তোমাকে হারাতে হবে পা। আর কাউকে যদি খুন করো, তোমার শিরচ্ছেদ করা হবে।'

'আমি কাউকে খুন করতে আসি নি।'

'বেশ,' হাসলেন ম্যাকইনটায়ার। 'তাহলে তো ভালোই।'

এখানে নানান দেশের মানুষ বাস করে। তারা যে যার স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। ডেমিরিসের কান দুটি খুব সজাগ। দ্রুত ভাষা শিখে নিতে লাগলেন। শ্রমিকরা এসেছে মরুভূমি কেটে রাস্তা বানাবে, বাড়ি করবে, বসাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ড্রেন কাটবে, আরও বহু ধরনের কাজ এরা করবে। তারা ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করে। তাদেরকে সইতে হয় মশা মাছির কামড়, ধুলোর অত্যাচার জ্বর এবং ডিসেন্ট্রি।

প্রায় সব মানুষই ড্রিলিং-এর কাজে নিয়োজিত। জুলজিস্ট, সার্ভেয়ার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অয়েল কেমিস্ট– সকলেই আমেরিকান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রোটারি ড্রিল আবিষ্কার হয়েছে এবং আমেরিকানরা এ কাজটির সঙ্গে পরিচিত। ডেমিরিস এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন।

ডেমিরিসের বেশীরভাগ সময় কাটে ড্রিলারদের সঙ্গে। ড্রিলিং মেশিন কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের শেষ নেই। ড্রিলাররা তরুণ ছেলেটির যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেয় হাসিমুখে। সব কথা ক্ষুরধার মস্তিষ্কে গেঁথে রাখেন ডেমিরিস।

কনস্টানটিন ডেমিরিস সূর্যোদয় থেকে সর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা কাজ করেন। তিনি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করেন, ট্রাক চালান।

জে.জে ম্যাকইনটায়ার সত্যি কথাই বলেছেন। খাবার অত্যন্ত বিশ্রী, এখানে জীবনযাপন খুবই কষ্টের। রাতে কাজ করার মত সত্যি কিছু থাকে না। ডেমিরিসের মনে হয় শরীরের প্রতিটি লোমকূপে ঢুকে গেছে বালু। মরুভূমি যেন জ্যান্ত। এর কবল থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। আর মরুঝড় শুরু হলে তো অবস্থা কেরোসিন। অথচ এই ঝড়ের মধ্যেও তাদেরকে কাজ করতে হয়। আবু হাদ্রিয়া এবং কাতিফ-এ নতুন অয়েল ফিল্ডের সন্ধান মিলেছে। শ্রমিকদের কাজ বেড়ে যায় দ্বিগুণ।

দু'জন নতুন মানুষ এসেছে। এক ইংরেজ জুলজিস্ট এবং তার স্ত্রী। হেনরী পটারের বয়স পঁয়ষট্টি, তার স্ত্রী সিবিল ত্রিশের কোঠায়। এ শহরের বাইরে সিবিলকে দেখলে কেউ সুন্দরী বলবে না। কারণ তার চেহারা সাদামাটা, কণ্ঠস্বর উঁচু, কর্কশ। তবে ফাদিলিতে সবার চোখে সে অপরূপা। হেনরী পটার নতুন তেল খনির খোঁজে প্রায়ই বাইরে যায়, সিবিল বেচারীকে একা কাটাতে হয় ঘরে।

তরুণ ডেমিরিসের ওপর দায়িত্ব বর্তেছিল সিবিলকে তাদের কোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে দিতে।

'আমার জীবনেও এমন বিশ্রী জায়গা দেখি নি,' ক্যানকেনে গলায় অনুযোগ করে সিবিল। 'হেনরী সবসময় এরকম বিশ্রী জায়গায় আমায় টেনে আনে। এখানে যে কেন মরতে এলাম।'

'আপনার স্বামী খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করছেন,' বললেন ডেমিরিস।

আকর্ষণীয় চেহারার তরুণটির আপাদমস্তকে চোখ বুলাল সিবিল।

'আমার স্বামীর যে কাজগুলো করা দরকার তা সে করছে না। তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কী বলতে চাইছি?'

ডেমিরিস বুঝতে পেরেছেন মহিলা কী বোঝাতে চেয়েছে। 'না, ম্যাম।'

'তোমার নাম কী?'

'ডেমিরিস, ম্যাম। কনস্টানটিন ডেমিরিস।'

'তোমার বন্ধুরা তোমাকে কী নামে ডাকে?'

'কোস্টা।'

'বেশ, কোস্টা, আমার ধারণা তুমি আর আমি খুব ভালো বন্ধু হতে পারব। এই ফকিরনীর বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনও মিল নেই, তাই না?'

'ফকিরনীর বাচ্চা?'

'এ দেশের শ্রমিকগুলোর কথা বলছি।'

'আমি এখন কাজে যাব, ম্যাম।' বললেন ডেমিরিস।

পরবর্তী কয়েক হপ্তায় সিবিল পটার কারণে অকারণে ডেকে পাঠাতে লাগল তরুণকে।

'হেনরী আজ সকালে আবার চলে গেছে,' বলল সে ডেমিরিসকে।

'ফালতু খুঁড়াখুঁড়ি করতে গেছে,' বাঁকা সুর তার কণ্ঠে। 'অথচ বাড়িতে তার বেশী খোড়াখুড়ি করা দরকার।'

ডেমিরিস কিছু বললেন না। কোম্পানির খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এই জুলজিস্ট। তার স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে চাকরিটা খোয়াতে চান না তিনি। জানেন না ঠিক কীভাবে, তবে তাঁর মন বলছে এ চাকরিই একদিন তার স্বপ্নের বাস্তবায়নের পাসপোর্ট হবে। তেল হলো ভবিষ্যৎ এবং ডেমিরিস এর অংশ হতে বদ্ধপরিকর।

এক মাঝ রাতে সিবিল পটার ডেকে পাঠালেন ডেমিরিসকে। তিনি কমপাউন্ডে চলে এলেন। দরজায় নক করলেন।

'ভেতরে এসো,' বলল সিবিল। পরনে পাতলা নাইটগাউন। ভেতরে আর কিছু নেই।

'আ– আমাকে আপনি ডেকেছিলেন ম্যাম?'

'হ্যাঁ, এসো, কোস্টা। বেডসাইড ল্যাম্পটা কাজ করছে না।'

চোখ সরিয়ে নিলেন ডেমিরিস। হেঁটে গেলেন ল্যাম্পের সামনে। ওটা পরীক্ষা করলেন। 'এর মধ্যে কোনও বালব নেই... 'টের পেলেন তাঁর পিঠে শরীর চেপে ধরেছে সিবিল, হাত জোড়া সরসর করে উঠে আসছে বুকে। 'মিসেস পটার...'

সিবিলের ঠোঁট চেপে বসল ডেমিরিসের মুখে। ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বিছানায়। যা ঘটছে তাতে নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না ডেমিরিসের।

জামা কাপড় খুলে নগ্ন করে ফেলা হলো ডেমিরিসকে। সিবিলের শরীরে প্রবেশ করলেন তিনি। সিবিল আনন্দে গোঙাচ্ছে।

'দ্যাটস ইট! ওহ্, ইয়েস দ্যাটস ইট। মাই গড, তোমারটা কত্ত বড়!'

শেষ পরিতৃপ্তির নিশ্বাসটা ফেলল সিবিল, ঝাঁকি খেল শরীর।

'ওহ্, ডার্লিং, আই লাভ ইউ।'

ডেমিরিস তার পাশে শুয়ে রইলেন। আতঙ্কিত। *এ আমি কী করলাম? পটার যদি জানতে পারেন তো আমি শেষ।*

ডেমিরিসের মনের কথা যেন পড়তে পারল সিবিল। খিলখিল হাসল, 'আমাদের এ ছোট্ট গোপন বিষয়টি গোপনই থাকবে, না, ডার্লিং?'

তাদের ছোট্ট গোপন কাণ্ডটি আরও কয়েক মাস গোপনেই চলল। সিবিলকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না ডেমিরিসের। কারণ সিবিলের স্বামী প্রায়ই

কয়েকদিনের জন্য উধাও হতো কাজে। কাজেই ডেমিরিসকে মহিলার সঙ্গে বিছানায় যেতেই হতো। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো, সিবিল উন্মাদের মত ডেমিরিসের প্রেমে পড়ে যায়।

'এরকম জায়গায় তোমাকে মানায় না, ডার্লিং,' সিবিল বলল ডেমিরিসকে। 'তোমাকে নিয়ে আমি ইংল্যান্ড চলে যাব।'

'আমার বাড়ি গ্রীসে।'

'ওটা আর তোমার দেশ নয়,' ডেমিরিসের শরীরে হাত বুলাচ্ছে সিবিল। 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে। আমি হেনরীকে ডিভোর্স দিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

আতঙ্ক বোধ করলেন ডেমিরিস, 'সিবিল, আ-আমার টাকা পয়সা নেই। আমি...'

ডেমিরিসের বুকে ঠোঁট ছোঁয়াল সিবিল। 'ওটা কোনও সমস্যাই নয়। টাকা কীভাবে কামাতে হয় আমি জানি, সুইটহার্ট।'

'জানো?'

বিছানায় উঠে বসল সিবিল। 'কাল রাতে হেনরী আমাকে বলেছে সে একটা নতুন অয়েল ফিল্ডের সন্ধান পেয়েছে। ওকে খুব উত্তেজিত লাগছিল। রিপোর্টটা লিখে ও চলে গেছে। বলেছে সকালের ডাকে ওটা পাঠিয়ে দিতে। ওটা আমার কাছে আছে। দেখবে?'

ডেমিরিসের বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল। 'হ্যাঁ- দে-দেখব।' বিছানা থেকে নামল সিবিল, নিতম্বে ঢেউ তুলে এগোল ঘরের কিনারের ভাঙা একটা টেবিলের দিকে। বড় একটা ম্যানিলা খাম হাতে নিয়ে ফিরে এল বিছানায়।

'খোলো।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ডেমিরিস। তারপর খুললেন খাম। ভেতরের কাগজ তুলে আনলেন দু'আঙুলে। মোট পাঁচটি কাগজ। দ্রুত কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলালেন। তারপর আবার শুরু থেকে পড়া শুরু করলেন।

'তথ্যগুলো তোমার কাজে লাগবে?'

কাজে লাগবে? যে নতুন অয়েল ফিল্ডের কথা এখানে বলা হয়েছে তা ইতিহাসের সবচে' বড় তেল খনিগুলোর একটি হতে চলেছে।

ঢোক গিললেন ডেমিরিস। 'হ্যাঁ। মনে হয়, মনে হচ্ছে কাজে লাগবে।'

'তাহলে তো হয়েই গেল,' খুশি খুশি গলা সিবিলের। 'আমাদের টাকার সমস্যা মিটল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডেমিরিস। 'কাজটা অত সহজ নয়।'

'কেন নয়?'

ব্যাখ্যা দিলেন ডেমিরিস। 'এ তথ্য তার কাছেই মূল্যবান যে এই এলাকার জমি কেনার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তার জন্য টাকার দরকার।' ডেমিরিসের ব্যাংকে মাত্র তিনশ ডলার আছে।

'আরে, টাকার জন্য ভেবোনাতো। হেনরীর টাকা আছে। আমি একটা চেক লিখে দিচ্ছি। পাঁচ হাজার ডলারে হবে?'

যা শুনলেন নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না কনস্টানটিন ডেমিরিসের, 'হবে। আ...আমি জানি না কী বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব।'

'এতো আমাদের জন্যই, ডার্লিং। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য।'

বিছানায় উঠে বসলেন ডেমিরিস। দ্রুত চিন্তা করছেন। 'সিবিল, তুমি এ রিপোর্ট – আরও দু'একটা দিন আটকে রাখতে পারবে?'

'অবশ্যই। শুক্রবার পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে। তাতে চলবে, ডার্লিং?' ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন ডেমিরিস। 'চলবে।'

সিবিলের দেয়া পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে – না এটা উপহার নয়, ধার হিসেবে নিয়েছেন তিনি, নিজেকে বলেন ডেমিরিস– নয়া তেলখনির আশপাশের জমি কিনে ফেললেন। কয়েক মাস পরে মূল খনি থেকে যখন স্রোতের বেগে বেরুতে শুরু করল তেল, রাতারাতি কোটিপতি বনে গেলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

তিনি সিবিল পটারকে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে দিলেন. সেই সঙ্গে উপহার পাঠালেন নতুন নাইটগাউন। তারপর ফিরে এলেন গ্রীসে। সিবিলের সঙ্গে আর কোনওদিন তাঁর দেখা হয়নি।

তিন

অতীতের নানান কণ্ঠ শুনতে পায় ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। তবে তা অস্পষ্ট এবং টুকরো টুকরো, ওকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়...

'তুমি কি জানো তুমি একটি অসাধারণ মেয়ে, ক্যাথি? তোমাকে প্রথম দেখার দিন থেকে তেমনটিই মনে হয়েছে আমার...'

'আমাদের সম্পর্ক শেষ। আমি ডিভোর্স চাই...আমি একজনের প্রেমে পড়েছি...'

'আমি জানি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি...নিজেকে আমি শোধরাতে চাই...'

'ও আমাকে খুন করতে চাইছে।'

'কে আপনাকে খুন করতে চাইছে।'

'আমার স্বামী।'

কণ্ঠগুলো এখানেই থেমে থাকে না। ওকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে। ওর অতীত যেন খেলনা দূরবিন দিয়ে দেখা ছবি। একের পর এক বদলে যাচ্ছে। ওর মনের ভেতরে খেলা করছে।

কনভেন্টটি চমৎকার, শান্তিময় স্বর্গ হতে পারত, কিন্তু ওটা পরিণত হলো নরকে। *এটা আমার জায়গা নয়। কিন্তু আমার জায়গা কোথায়?* জানে না ক্যাথেরিন।

কনভেন্টে আয়না নেই। তবে বাগানের পাশে স্বচ্ছ জলের একটি পুকুর আছে। পারতপক্ষে পুকুরের ধার ঘেঁষে না ক্যাথেরিন ভয়ে। ভাবে নিজের চেহারা দেখে হয়তো আঁতকে উঠবে। কিন্তু আজ সকালে ও পুকুরের ধারে গেল, ঝুঁকল এবং তাকাল। পুকুরের জলে প্রতিবিম্বিত হলো অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ের মুখ। মেয়েটির মাথায় একরাশ কালো চুল, নিখুঁত, সুঠাম শরীর। ধূসর, বিষণ্ন চোখ জোড়ায় যেন লুকিয়ে আছে অনেক বেদনা...হয়তো জলের কারসাজি। মুখখানা হাসি হাসি, ত্রিশের কোঠায় বয়সের এক নারী তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কিন্তু এ নারীর অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। স্মৃতিভ্রষ্ট এক মহিলা। *কারও সাহায্য আমার দরকার।* মরিয়া হয়ে ভাবল ক্যাথেরিন। *এমন কেউ যার সঙ্গে কথা বলতে পারি।* সে সিস্টার থেরেসার অফিসে গেল।

'সিস্টার...'

'ইয়েস, চাইল্ড?'

'আ– আমার মনে হয় আমার একজন ডাক্তার দেখানো দরকার, এমন কাউকে দেখাতে চাই যে বলতে পারবে আমি কে।' অনেকক্ষণ ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সিস্টার থেরেসা।

'বসো।'

ক্যাথেরিন প্রাচীন, অসংখ্য দাগঅলা ডেস্কের সামনে, শক্ত চেয়ারে বসল।

শান্ত গলায় সিস্টার থেরেসা বললেন, 'মাই ডিয়ার, ঈশ্বরই তোমার ডাক্তার। যখন সময় হবে তিনিই যা জানাবার তোমাকে জানিয়ে দেবেন। তাছাড়া, বাইরের কারও এ চার দেয়ালের ভেতরে ঢোকা নিষেধ।'

হঠাৎ একটা স্মৃতি ঝিলিক দিল ক্যাথেরিনের মনে...আবছা একটা মানুষ কনভেন্টের বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ওর সঙ্গে, ওর হাতে কী যেন একটা জিনিস গুঁজে দিলেন...দৃশ্যটা উধাও হয়ে গেল।

'কিন্তু এটা তো আমার জায়গা নয়।'

'তোমার জায়গা কোনটি?'

সমস্যা তো এখানেই। 'আমি ঠিক জানি না। আমি কিছু একটা খুঁজছি। মাফ করবেন, সিস্টার থেরেসা, কিন্তু আমি জানি সেটা এখানে নেই।'

ওকে লক্ষ্য করছেন সিস্টার থেরেসা, তাঁকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'আচ্ছা। এখান থেকে যদি চলে যাও তাহলে কোথায় যাবে?'

'আমি জানি না।'

'ঠিক আছে। বিষয়টি আমি ভেবে দেখব। কয়েকদিনের মধ্যে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আবার কথা বলব।'

'ধন্যবাদ, সিস্টার।'

ক্যাথেরিন চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ নিজের ডেস্কে বসে রইলেন সিস্টার থেরেসা। শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন। কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁকে। অবশেষে এক টুকরো কাগজ টেনে নিলেন তিনি। লিখতে লাগলেন।

'প্রিয় মহাশয়,' শুরু করলেন তিনি। 'একটা ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য মনে হলো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আমাদের বন্ধুটি বলেছে সে আর কনভেন্টে থাকতে চায় না। কী করব সে ব্যাপারে অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিন।'

তিনি চিঠিখানা একবার পড়লেন, তারপর হেলান দিলেন চেয়ারে। চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবছেন। *তাহলে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার মরণের ওপার থেকে ফিরে এসেছে। খুব খারাপ। ওর কবল থেকে রক্ষা পেতে হবে আমাকে। তবে খুব সাবধানে।*

প্রথম কাজ হবে মেয়েটিকে কনভেন্ট থেকে নিয়ে আসা। ডেমিরিস সিদ্ধান্ত নিলেন সিস্টার থেরেসার সঙ্গে দেখা করবেন।

পরদিন সকালে ডেমিরিসকে নিয়ে তাঁর শোফার চলল আইওনিনা অভিমুখে। যেতে যেতে কনস্টানটিন ডেমিরিস শুধু ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের কথাই ভাবলেন। মেয়েটির সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখা হয়, খুব সুন্দর লাগছিল ওকে। উজ্জ্বল, ঝকমকে, প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারিণী সুরসিক এক যুবতী। গ্রীসে আসার আনন্দে উত্তেজিত। *ওর সবকিছুই ছিল,* ভাবলেন ডেমিরিস। তারপর দেবতারা প্রতিশোধ নিলেন। ক্যাথেরিন ডেমিরিসের এক পাইলটকে বিয়ে করেছিল। ওদের বিয়েটা পরিণত হয়েছিল জ্যান্ত নরকে। প্রায় রাতারাতি যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছিল ক্যাথেরিনের। মাতাল এক *মুটকিতে* পরিণত হয় সে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডেমিরিস, কী অপচয়!

ডেমিরিস সিস্টার থেরেসার অফিসে বসেছেন।

'আপনাকে খবর দিয়ে আনানোর জন্য খুবই শরমিন্দা অনুভব করছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন সিস্টার থেরেসা। 'কিন্তু মেয়েটির কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এবং...'

'আপনি ঠিক কাজটিই করেছেন', সিস্টারকে আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন ডেমিরিস। 'অতীতের কোনও কথা কি সে মনে করতে পারছে?'

মাথা নাড়লেন সিস্টার থেরেসা। 'না। বেচারী...' জানালার সামনে হেঁটে গেলেন তিনি। বাগানে নানরা কাজ করছে।

'ওই যে সে।'

থেরেসার পাশে এসে দাঁড়ালেন কনস্টানটিন ডেমিরিস, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তিনজন নান তার দিকে পেছন ফিরে আছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাঝখানের জন ফিরল। খুব সুন্দরী। সেই মুটকি মেয়েটা কই গেল?

'মাঝখানের ওই মেয়েটাই সে,' বললেন সিস্টার থেরেসা। ভেতরে ভেতরে চমকে গেলেন ডেমিরিস। এতটা পরিবর্তন তিনি কল্পনাই করেন নি। মাথা ঝাঁকালেন শুধু।

'আমি ওকে নিয়ে কী করব?' জানতে চাইলেন থেরেসা।

'আমি একটু ভেবে দেখি,' বললেন ডেমিরিস। 'তারপর আপনাকে জানাব।'

একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে কনস্টানটিন ডেমিরিসকে। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার একদমই বদলে গেছে। শ্বাসরুদ্ধকর এক সুন্দরীতে পরিণত হয়েছে সে। *কেউ ওকে এখন দেখলে চিনতে পারবে না,* ভাবলেন ডেমিরিস। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। পৈশাচিক বুদ্ধি। তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

ওই দিন সন্ধ্যায় সিস্টার থেরেসাকে একটি চিঠি লিখলেন তিনি।

এ আসলে একটি মিরাক্‌ল, ভাবল ক্যাথেরিন। এ যেন স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সিস্টার থেরেসা দুপুরের খাবারের পরে ওর ঘরে এসেছিলেন।

'তোমার জন্য একটি খবর আছে, বাছা।'

'বলুন?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন থেরেসা। 'সুখবর। আমি কনভেন্টের এক বন্ধুর কাছে তোমার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি তোমাকে সাহায্য করতে চান।'

লাফিয়ে উঠল ক্যাথেরিনের কলজে। 'সাহায্য করতে চান– কীভাবে?'

'সে কথা তিনি নিজেই বলবেন তোমাকে। তবে মানুষটি খুবই দয়ালু। তোমাকে আর কনভেন্টে থাকতে হবে না।'

শেষ কথাটা শুনে হঠাৎ শরীর কেমন কেঁপে উঠেছিল ক্যাথেরিনের। হিম হয়ে এসেছিল গা। সে অদ্ভুত এক জগতে প্রবেশ করতে চলেছে যে দুনিয়ার সব কিছু তার অচেনা। *কিন্তু তার উপকারী বন্ধুটি কে?*

সিস্টার থেরেসা শুধু বলেছেন, 'তিনি খুব ভালো মানুষ। তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। সোমবার সকালে তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।'

পরবর্তী দু'রাত এক মুহূর্তের জন্যও দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না ক্যাথেরিন। কনভেন্টের পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায় যাওয়ার চিন্তা ওকে আতঙ্কিত করে তুলছে। নিজেকে ওর নগ্ন এবং সব হারানো একজন মানুষ মনে হচ্ছে। *আমি কে তা না জানাই হয়তো আমার জন্য ভালো। প্লীজ গড, আমাকে সাহায্য করো।*

সোমবার সকাল সাতটায় কনভেন্টের গেটে এসে থামল একটি লিমুজিন। গত রাতে ঘুমাতে পারে নি ক্যাথেরিন। অজানা ভবিষ্যতে কপালে কী আছে ভেবে বিনিদ্র রজনী কেটেছে তার।

সিস্টার থেরেসা ওকে নিয়ে হেঁটে এলেন গেটে।

'আমরা তোমার জন্য প্রার্থনা করব। তবে যদি কখনও ফিরে আসার ইচ্ছে জাগে মনে, মনে রেখো, তোমার জন্য আমাদের দরজা সবসময় খোলা।'

'ধন্যবাদ, সিস্টার। আমার মনে থাকবে।'

তবে ক্যাথেরিন জানে সে কোনওদিনই এখানে ফিরে আসবে না।

আইওনিনা থেকে এথেন্সের দীর্ঘ যাত্রায় ক্যাথেরিনের মনে বিচিত্র সব আবেগ খেলা করল। কনভেন্টের ফটকের বাইরের জগৎ দারুণ উত্তেজক, কিন্তু তবু এর মধ্যে

অশুভ কী যেন একটা আছে। অতীতে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে ওর জীবনে তা কি জানতে পারবে ক্যাথেরিন? সে যে স্বপ্ন দেখত ওকে কেউ ডুবিয়ে মারতে চাইছে তার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে?

দুপুর নাগাদ ওরা এথেন্সে ঢুকে পড়ল। শহরটা অদ্ভুত এবং অবাস্তব লাগছে ক্যাথেরিনের কাছে – তবু কেমন জানি চেনা চেনাও মনে হচ্ছে। *আমি আগেও এখানে এসেছি,* উত্তেজিত হয়ে ভাবল ক্যাথেরিন।

পুব দিকে চলল ড্রাইভার। পনের মিনিট বাদে একটি পাহাড়ের ওপর প্রকাণ্ড একটি এস্টেটে পৌঁছুল। লোহার লম্বা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা, গেটের পাশে পাথরের গেট হাউজ। লম্বা ড্রাইভওয়ের দু'পাশে সুঠাম শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাইপ্রেসের ঝাড়। গাড়ি থামল মধ্যযুগীয় কায়দায় গড়ে তোলা সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটি ভিলার সামনে। ভিলার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে আধ ডজন দারুণ দারুণ মূর্তি।

ক্যাথেরিনের জন্য গাড়ির দরজা খুলে ধরল শোফার। ক্যাথেরিন গাড়ি থেকে নামল। সদর দরজায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল এক লোক।

'*কালি মেহরা,*' গ্রীক ভাষায় সুপ্রভাত জানাল ক্যাথেরিন।

'*কালি মেহরা।*'

'আ– আপনিই কি সেই মানুষ যার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি?'

'জ্বী, না। মি. ডেমিরিস আপনার জন্য লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছেন।'

ডেমিরিস। এ নাম জীবনেও শোনেনি ক্যাথেরিন। এ লোক কেন ওকে সাহায্য করতে চাইছেন?

প্রকাণ্ড বৃত্তাকার একটি ঘরের দিকে ক্যাথেরিনকে নিয়ে এগোল লোকটি। ঘরটির ছাদ ঢালু। মেঝে তেলতেলে ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের।

লিভিংরুমটি বিশাল। অনেক উঁচুতে ছাদ, নিচু আরামদায়ক কাউচ এবং চেয়ার দিয়ে সাজানো। একদিকের দেয়াল ঢেকে আছে বিরাট একটি ছবিতে। ওরা লাইব্রেরির দরজার সামনে চলে এল। থেমে দাঁড়াল লোকটি।

'মি. ডেমিরিস আপনার জন্য ভেতরে অপেক্ষা করছেন।'

লাইব্রেরির দেয়াল সাদা এবং সোনালি রঙের মিশেল দেয়া। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো বইয়ের তাকে চামড়া মোড়ানো থরে থরে বই। বইয়ের নাম সোনার জলে লেখা। প্রকাণ্ড একটি ডেস্কের পেছনে বসে আছেন একজন মানুষ। ক্যাথেরিনকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন তিনি। ভাবলেন মেয়েটির চেহারায় তাঁকে চিনে ফেলার ছাপ ফুটবে। কিন্তু ফুটল না।

'স্বাগতম। আমি কনস্টানটিন ডেমিরিস। তুমি কে?' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন তিনি। *ও কি নাম বলতে পারবে?*

'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না ডেমিরিস। 'ওয়েলকাম, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। বসো, প্লীজ।' তিনি মেয়েটির বিপরীতে কালো একটি লেদার কাউচে বসলেন। কাছাকাছি ওকে আরও সুন্দর লাগছে।

'আপনি... আপনি অনেক দয়া করেছেন আমাকে,' বলল ক্যাথেরিন।

'কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন...'

মৃদু হাসলেন তিনি। 'এর বিশেষ কোনও কারণ নেই। সিস্টার থেরেসাকে আমি নিয়মিত সাহায্য করি। কনভেন্টটি টাকা পয়সার টানাটানিতে আছে খুব। আমি যদ্দূর পারি সাহায্য করে যাচ্ছি। তোমার কথা চিঠিতে লিখেছিলেন থেরেসা। জানতে চেয়েছিলেন আমি সাহায্য করতে পারব কিনা। বলেছিলাম সাহায্য করতে চাই।'

'ওটা আপনার...' থেমে গেল ক্যাথেরিন, কীভাবে কথা শেষ করবে বুঝতে পারছে না। 'সিস্টার থেরেসা কি বলেছেন আমি... আমার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ। এরকম একটা কথা উনি বলেছিলেন,' বিরতি দিলেন তিনি। তারপর সাবলীল গলায় জানতে চাইলেন. 'কী কী কথা মনে করতে পারছ তুমি?'

'আমি আমার নামটা জানি। তবে জানি না কোথেকে এসেছি বা আসলে আমি কে।' মাথা ঝাঁকাল ও, আশান্বিত গলায় বলল। 'হয়তো এথেন্সে এমন কাউকে খুঁজে পাব যে আমাকে চেনে।'

সতর্ক হয়ে উঠলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'এরকম কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে,' সাবধানে বললেন তিনি। 'এ বিষয় নিয়ে আমরা কাল সকালে কথা বলি, কেমন? আমি এখন মীটিং-এ যাব। তোমার জন্য এখানে একটি স্যুইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করি স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।'

'আ– আমি জানি না আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন তিনি। 'তার প্রয়োজন নেই। এখানে তোমার যত্ন আত্তির কোনও অভাব হবে না। ভেবে নাও বাড়িতেই এসেছ।'

'ধন্যবাদ, মি.–'

'বন্ধুরা আমাকে কোস্টা বলে ডাকে।'

এক হাউজকীপার ক্যাথেরিনকে দারুণ সুন্দর একটি বেডরুম স্যুইটে নিয়ে এল। ঘরের দেয়াল সাদা রঙের, প্রকাণ্ড বিছানার ওপরে মখমলের"চাঁদোয়া, সাদা কাউচ, আরাম কেদারা, অ্যান্টিক টেবিল এবং বাতি। দেয়ালে ঝুলছে বিমূর্ত চিত্রকলা। জানালা দিয়ে সাগর নজরে আসে। পান্না রঙের সমুদ্র।

হাউজকীপার বলল, 'মি. ডেমিরিস আপনার জন্য কিছু জামাকাপড়ের অর্ডার দিয়েছেন। পছন্দ হয় কিনা একবার দেখুন।'

এই প্রথম নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ক্যাথেরিন। ওর পরনে এখনও কনভেন্টের আলখেল্লা।

'ধন্যবাদ,' নরম বিছানায় বসল ও, শরীর ডুবে গেল। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে আছে ও। কে এই লোক, কেনই বা তিনি ওর প্রতি এমন সদয় আচরণ করছেন?

ঘণ্টাখানেক বাদে জামাকাপড় বোঝাই করে হাজির হলো একটি ভ্যান। এক মহিলা ঢুকল ক্যাথেরিনের শোবার ঘরে।

'আমি মাদাম ডিমাস। আপনার জন্য কিছু ড্রেস নিয়ে এসেছি। আপনি কি একটু নগ্ন হবেন?'

'জ্বী... কী বললেন?'

'আপনি কি পরনের কাপড়গুলো একবার খুলবেন? আমাদের ড্রেস না পরলে তো বুঝতে পারব না কোনটা আপনার গায়ে ফিট করবে।'

কতদিন আগে ক্যাথেরিন কারও সামনে নগ্ন হয়েছিল?

কাপড় খুলতে লাগল ও ধীরে ধীরে। গা খোলা হয়ে দাঁড়াল মহিলার সামনে। অভ্যস্ত চোখে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখল মাদাম ডিমাস।

'আপনার ফিগার খুবই চমৎকার। মনে হচ্ছে আমাদের ড্রেসগুলো আপনার গায়ে মানিয়ে যাবে।'

দুই নারী সহকারী বাক্স ভর্তি ড্রেস নিয়ে হাজির হলো। একে একে বের করে দেখাল আন্ডারওয়্যার, ব্লাউজ, স্কার্ট, জুতো।

'আপনার যা খুশি বেছে নিন,' বলল মাদাম ডিমাস।

'আ...আমি এগুলো পরতে চাই না,' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল ক্যাথেরিন। 'কারণ আমার কাছে টাকা নেই।'

হেসে উঠল মহিলা। 'টাকা নিয়ে ভাবতে হবে না। মি. ডেমিরিস টাকা দিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু কেন?'

ড্রেসগুলো দেখে ক্যাথেরিনের মনে হচ্ছে আগেও সে পরেছে এগুলো। চমৎকার সব রঙের দারুণ সব ড্রেস।

তিন মহিলাই যে যার কাজে অত্যন্ত দক্ষ। ক্যাথেরিনকে সাজিয়ে দিল তারা। দু'ঘণ্টা বাদে ক্যাথেরিনকে চেনাই যাচ্ছিল না। পরীর মত লাগছিল। ক্যাথেরিন সেজেগুজে বিছানায় বসে থাকল। কী করবে বুঝতে পারছে না। ভাবল আমার যাবার কোনও জায়গা নেই। কিন্তু ওর শহরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। বারবার মন বলছে অতীতে ওর জীবনে যা ঘটেছে তা এই এথেন্স শহরেই ঘটেছে। সিধে হলো ক্যাথেরিন। *এসো আগন্তুক। দেখব তুমি কে।*

ফ্রন্ট হল-এ হেঁটে গেল ক্যাথেরিন। এক বাটলার এগিয়ে এল।

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মিস?'

'হ্যাঁ। আমি... আমি একটু শহরে যাব। আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবে?'

'ট্যাক্সির প্রয়োজন হবে না, মিস। আপনার জন্য লিমুজিন রেডি আছে।'

ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। 'ধন্যবাদ।' ও শহরে গেলে কি মি. ডেমিরিস রাগ করবেন?

কিছুক্ষণ পরে ক্যাথেরিন একটি ডেইমলার লিমুজিনের পেছনের আসনে উঠে বসল। গাড়ি চলল এথেন্সের কেন্দ্রস্থলে।

কোলাহলপূর্ণ, ব্যস্ত শহরের ঐতিহাসিক সব নিদর্শন চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে ক্যাথেরিনের।

সামনের দিকে ইঙ্গিত করে গর্বিত গলায় ড্রাইভার বলল, 'অ্যাক্রোপলিসের ওপরে ওটা পার্থেনন. মিস।'

সাদা মার্বেল পাথরের ভবনটি চেনা চেনা লাগল ক্যাথেরিনের।

'জ্ঞানের রানি এথেনার জন্য তৈরি,' বলল সে।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল ক্যাথেরিন। 'আপনি কি গ্রীক ইতিহাসের ছাত্রী, মিস?'

হতাশার অশ্রু ঝাপসা করে দিল ক্যাথেরিনের দৃষ্টি। 'আমি জানি না,' ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ। 'আমি জানি না।' আরেকটি ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। 'এটা হেরোডিস অ্যাটিকাস নাট্যমঞ্চ। কয়েকটি দেয়াল এখনও খাড়া হয়ে আছে। এক সময় পাঁচ হাজার মানুষ এখানে এক সঙ্গে বসে উপভোগ করত নাটক।'

'ছয় হাজার দুশো সাতাশ জন.' মৃদু গলায় বলল ক্যাথেরিন।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য আধুনিক হোটেল এবং অফিস ভবন। অতীত এবং বর্তমানের অভূতপূর্ব মিশ্রণ। লিমুজিন শহরের কেন্দ্রস্থলের একটি বড় পার্ক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। পার্কের মাঝখানে জল ছিটাচ্ছে সুদৃশ্য ঝর্না। পার্কে সারি বাঁধা টেবিল, পাশে সবুজ ও কমলা রঙের খুঁটি।

আমি এসব আগেও দেখেছি, ভাবল ক্যাথেরিন। ওর হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এবং তখন একজন সুখী মানুষ ছিলাম আমি।

প্রায় প্রতিটি ব্লকেই রয়েছে আউটডোর ক্যাফে। কিনারে দাঁড়িয়ে পুরুষরা সদ্য সাগর থেকে তুলে আনা স্পঞ্জ বিক্রি করছে। ফেরিঅলারা উজ্জ্বল রঙের ফুল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সিনটাগমা স্কোয়ারে পৌঁছুল লিমুজিন।

একটা হোটেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথেরিন :

'থামো! থামো!'

ফুটপাতের ধার ঘেঁষে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। ক্যাথেরিনের দম যেন বন্ধ হয়ে এল। *এ হোটেলটি চিনতে পারছি আমি। এখানে আমি ছিলাম।*

কথা বলার সময় কেঁপে গেল গলা। 'আমি এখানে নামব। তুমি আমাকে দু'ঘণ্টা পরে নিয়ে যেতে পারবে?'

'অবশ্যই, মিস,' দ্রুত ক্যাথেরিনের দিকের দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার। গ্রীষ্মের গরম বাতাসে বেরিয়ে এল ক্যাথেরিন। ওর পা কাঁপছে। 'আপনি ঠিক আছেন তো, মিস?' জবাব দিল না ক্যাথেরিন। যেন একটা খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে ও, পড়ে যাবে অতল গহ্বরে।

ভিড় ঠেলে এগোল ক্যাথেরিন। কানে বিস্ফোরণের মত বাজছে মানুষজনের কণ্ঠ। কনভেন্টের নীরবতা আর নির্জনতার পরে সবকিছু কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে। প্লাকার দিকে এগোচ্ছে ক্যাথেরিন। এটা পুরনো এথেন্সের হৃদপিণ্ড। সরু সরু গলি-ঘুঁপচি, ভাঙা চোরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ছোট ছোট বাড়ি আর কফির দোকানগুলোতে। দোকানপাট, ভবন সবকিছুই পরিচিত লাগছে ক্যাথেরিনের কাছে। একটা সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। *আমি ওই টেবিলে বসেছি। ওরা আমাকে গ্রীক ভাষায় লেখা একটি মেনু কার্ড ধরিয়ে দিয়েছিল। আমরা মোট তিনজন ছিলাম।*

কী খাবে? জিজ্ঞেস করেছিল ওরা।

আমার হয়ে আপনি অর্ডার দেবেন? আমি হয়তো খাবার ভেবে দোকানের মালিককেই অর্ডার দিয়ে বসব।

ওরা হেসে উঠেছিল। কিন্তু 'ওরা' কারা ছিল?

এক ওয়েটার এগিয়ে এল ক্যাথেরিনের কাছে। 'Boro ha Sas voithiso?

'Ocui efharisto'

অবাক হয়ে গেল ক্যাথেরিন। *গ্রীক ভাষায় আমি কথা বললাম কী করে? আমি কি গ্রীক?*

দ্রুত পা চালাল ক্যাথেরিন। কেউ যেন ওকে গাইড করছে। ক্যাথেরিন যেন জানে কোথায় যেতে হবে। ট্রেক্লিনকাস নামে একটি ক্যাফের পাশ কাটাল ও। চেনা চেনা লাগল। এখানে ওকে নিয়ে কিছু একটা ঘটেছে কিন্তু মনে পড়ছে না।

এক লোক হনহন করে এগিয়ে আসছে ক্যাথেরিনের দিকে। ক্যাথেরিন এক দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। লোকটা লম্বা, কালো। ক্যাথেরিন ওকে কোনওদিন দেখেনি। তবু...

'হ্যালো,' ক্যাথেরিনকে দেখে খুশি হওয়ার ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

'হ্যালো,' গভীর দম নিল ক্যাথেরিন। 'আপনি আমাকে চেনেন?'

দাঁত বের করে হাসছে লোকটা। 'অবশ্যই আমি তোমাকে চিনি।'

ধড়াশ করে লাফ দিল ক্যাথেরিনের হৃৎপিণ্ড। অবশেষে নিজের অতীত জানার সুযোগ এসেছে। কিন্তু জনারণ্যে পূর্ণ রাস্তায় একজন অচেনা মানুষকে সে কী করে জিজ্ঞেস করবে, 'কে আমি?'

'আমরা...কী একটু কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'একশোবার পারি।'

আতঙ্ক বোধ করল ক্যাথেরিন। নিজের পরিচয় রহস্য অবশেষে জানা যাবে। প্রচণ্ড ভয় লাগছে ওর। *অতীত না জানতে চাওয়াটাই কি ভালো নয়? যদি আমি ভয়ানক কোনও অপরাধ করে থাকি?*

লোকটা ওকে নিয়ে ছোট একটি শুঁড়িখানার দিকে এগোল। 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে আমার।'

ঢোক গিলল ক্যাথেরিন। 'আমারও।'

এক ওয়েটার ওদেরকে টেবিলে বসিয়ে দিল।

'কী খাবে?' জানতে চাইল লোকটা।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন। 'কিছু না।'

অনেক প্রশ্ন ভিড় করেছে বুকে। কোত্থেকে শুরু করবে ও?

'তুমি খুব সুন্দর,' বলল লোকটা। 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিয়তি। তুমি কী বলো?'

'আমারও তাই ধারণা,' উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে ক্যাথেরিন। বুক ভরে শ্বাস নিল। 'আ- আমাদের কোথায় পরিচয় হয়েছিল?'

মুচকি হাসল লোকটা। 'ব্যাপারটা জানা কি জরুরী, Koritisimon? প্যারিস অথবা রোমে কোনও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় কিংবা কোনও পার্টিতে।' সে ঝুঁকল সামনে, ক্যাথেরিনের হাতে চাপ দিল। 'এখানে তোমার মত সুন্দরী একটিও নেই। তুমি কত নেবে?'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন। এক মুহূর্তের জন্য কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর বুঝতে পেরে শিউরে উঠল। লাফ মেরে খাড়া হল।

'আরি! কী হল? তুমি যা চাও তাই আমি দেব...'

ঘুরল ক্যাথেরিন। এক ছুটে পালিয়ে গেল। দৌড়ে নামল রাস্তায়। ছুটতে ছুটতে বাঁক ঘুরল দাড়ি। মন্থর হলো গতি। অপমানে জল এসে গেছে চোখে।

সামনে ছোট্ট একটি শুঁড়িখানা। জানালায় লেখা- *মাদাম পিরিস- জ্যোতিষি*। থমকে দাঁড়ালো ক্যাথেরিন। *আমি মাদাম পিরিসকে চিনি। আগেও একবার এসেছি এখানে।* পাগলা ঘোড়ার মত লাফাতে লাগল কলজে। মনে হচ্ছে অন্ধকার

দরজার ওপাশে ঘটবে রহস্যের সমাপ্তি। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখল ক্যাথেরিন। ঘরের অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল। কিনারে একটি বার, দেখেই চেনা চেনা লাগল। ডজন খানেক টেবিল এবং চেয়ার। এক ওয়েটার ওকে দেখে এগিয়ে এল। গ্রীক ভাষায় সম্বোধন করল, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' ক্যাথেরিন জানাল সে মাদাম পিরিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওয়েটার তাকে ঘরের কিনারে একটি খালি টেবিল দেখিয়ে বসতে বলল। ক্যাথেরিন এগিয়ে গেল ওদিকে। বসে পড়ল চেয়ারে।

কালো পোশাক পরা অশীতিপর এক বৃদ্ধা এগিয়ে এল ক্যাথেরিনের দিকে।

'আপনার জন্য...?' থেমে গেল সে। ভুরু কুঁচকে দেখল ক্যাথেরিনকে। বড়বড় হয়ে গেল চোখ। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে...' আঁতকে উঠল সে। 'আপনি ফিরে এসেছেন!'

'আপনি জানেন আমি কে?' আগ্রহে জানতে চাইল ক্যাথেরিন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধা, চোখে নগ্ন আতঙ্ক।

'না! আপনি মরে গেছেন! চলে যান!'

গুঙিয়ে উঠল ক্যাথেরিন, টের পেল খুলির চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। 'প্লীজ– আমি শুধু...'

'চলে যান, মিসেস ডগলাস!'

'আমাকে জানতেই হবে...।

বুকে ক্রসচিহ্ন আঁকল বুড়ি, তারপর এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

চেয়ারে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল ক্যাথেরিন, কাঁপছে। তারপর এক ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। মস্তিস্কে বাড়ি খাচ্ছে বৃদ্ধার কণ্ঠ। *মিসেস ডগলাস!*

যেন খুলে দেয়া হলো একটি ফ্লাডগেট। ক্যাথেরিনের মাথার ভেতরে হঠাৎ করেই যেন একসঙ্গে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল বাতির আলোয় আলোকিত ডজন খানেক দৃশ্য। সিনেমার মত ফুটে উঠছে। *আমি মিসেস ল্যারি ডগলাস।* স্বামীর সুদর্শন চেহারা দেখতে পাচ্ছে ক্যাথেরিন। পাগলের মত ল্যারির প্রেমে পড়েছিল সে। কিন্তু কিছু একটা ঝামেলা হয়ে যায়। বড় ধরনের কোনও ঝামেলা...।

তাশপরে দেখতে পেল ও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। পরের দৃশ্যে নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাথেরিন, ভয় লাগছে পা জোড়া বোধহয় ওর শরীরের ভার আর বইতে পারবে না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। একের পর এক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

প্রচুর মদ পান করত ক্যাথেরিন। ল্যারিকে হারিয়ে ফেলেছিল। তবে ল্যারি আবার ফিরে আসে ওর জীবনে। ওর অ্যাপার্টমেন্টে বসে ল্যারি বলছিল, 'আমি জানি তোমার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি ভুলগুলো শোধরাতে চাই, ক্যাথি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে

ভালোবাসি নি। আমাকে আরেকটি সুযোগ দাও। চলো আমরা হানিমুনে যাই। চমৎকার একটা জায়গার কথা জানি আমি। জায়গাটির নাম আইওনিনা।

এরপরে আতঙ্কের প্রহরগুলোর শুরু।

ক্যাথেরিনের মনছবিতে ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ভেসে উঠল।

ও ল্যারির সঙ্গে পাহাড় চুড়োয় উঠেছে, হারিয়ে গেছে ঘন কুয়াশায়, ল্যারি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় কয়েকজন ট্যুরিস্ট এসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে যায় ক্যাথেরিন।

তারপরে গুহা।

'হোটেল ক্লার্ক আমাকে এখানকার কয়েকটি গুহার কথা বলেছে। নব-দম্পতিরা নাকি সবাই ওই গুহা দেখতে যায়।

কানে হাত চাপা দিল ক্যাথেরিন। যেন ভয়ঙ্কর কণ্ঠটি শুনতে চায় না।

গুহার মৃত্যু ফাঁদ থেকে রক্ষা করা হয়েছিল ওকে, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হোটেলে। এক ডাক্তার ওকে সিডেটিভ দেয়। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে যায় ক্যাথেরিন। শুনতে পায় ল্যারি আর তার প্রেমিকা রান্নাঘরে বসে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। বাতাসের গর্জনে ওদের সব কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না।

– কেউ জানবে না–

– তোমাকে তো বলেছিই ব্যাপারটা আমি–

– ভজকট হয়ে যায়। ওরা কিছু–

– এখন করো। ও ঘুমাচ্ছে।

ক্যাথেরিনের মনে পড়ল সে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিল– একটি রো বোটে উঠে পড়ে। কিন্তু ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হ্রদের মাঝখানে ঢেউয়ের ধাক্কায় ডুবে যায় বোট। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ক্যাথেরিন।

রাস্তার ধারে বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল ক্যাথেরিন। নড়াচড়ার শক্তি নেই। তার মানে ওর দুঃস্বপ্নগুলো সত্যি ছিল। ওর স্বামী এবং তার রক্ষিতা ওকে খুন করতে চেয়েছিল।

রক্ষা পাবার পরে যে মানুষটি কনভেন্টে ওকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর কথা আবার ভাবল ক্যাথেরিন। তিনি ওর হাতে সোনালি একটি পাখি গুঁজে দিয়েছিলেন। পাখির ডানা জোড়া দু'পাশে ছড়ানো ছিল। যেন উড়ে যাবে। *'কেউ আর তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। দুষ্ট লোকেরা মারা গেছে।'* মানুষটির চেহারা এখনও পরিষ্কার নয় ক্যাথেরিনের কাছে।

দপদপ করতে লাগল মাথার ভেতরটা।

অবশেষে সিধে হলো ক্যাথেরিন। হাঁটতে লাগল নিজের গাড়ির দিকে। ড্রাইভার ওকে কনস্টানটিন ডেমিরিসের কাছে নিয়ে যাবে। ওখানে নিরাপদে থাকবে ক্যাথেরিন।

চার

'ওকে বাসা থেকে বের হতে দিলে কেন?' গর্জে উঠলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

'আমি দুঃখিত, স্যার,' বলল বাটলার। 'আপনি ওনার বাইরে যাবার ব্যাপারে কিছু বলেননি তাই...'

নিজেকে সামলাতে বেগ পেতে হলো ডেমিরিসের। 'বলাটা জরুরী মনে করিনি। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরলেই হয়।'

'আর কিছু স্যার?'

'না।'

চলে গেল বাটলার। জানালার সামনে হেঁটে এলেন ডেমিরিস, সাজানো গোছানো বাগানে তাকালেন। এথেন্সের রাস্তায় বের হওয়া বিপজ্জনক ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের জন্য। তাকে যে কেউ চিনে ফেলতে পারে। *ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখব না। তবে আগে প্রতিশোধ নেব। ওকে বাঁচিয়ে রেখে শোধ নিতে হবে। ওকে আমি ভোগ করব। এখান থেকে পাঠিয়ে দেব দূরে কোথাও, যেখানে ওকে কেউ চিনবে না। লন্ডন ওর জন্য নিরাপদ হবে। ওর ওপর চোখ রাখা যাবে। ওখানকার অফিসে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।*

ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরল ক্যাথেরিন। চেহারা দেখেই বুঝে ফেললেন ডেমিরিস মেয়েটির মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেন অন্ধকার একটা পর্দা তুলে ফেলা হয়েছে এবং হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ক্যাথেরিন। পরনে সাদা সিল্কের সুট, সাদা ব্লাউজ– দারুণ লাগছে। ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছেন না ডেমিরিস। *নোস্তিমি*, ভাবলেন তিনি। *সেক্সি।*

'মি. ডেমিরিস...'

'কোস্টা।'

'আ...আমি এখন জানি যে কে আমি– এবং কী ঘটেছিল।'

ডেমিরিসের চেহারায় কোনও ভাব ফুটল না। 'তাই নাকি? বসো, মাইডিয়ার। তারপর তোমার কথা শুনব।'

উত্তেজনার চোটে বসতে পারল না ক্যাথেরিন, পায়চারি করতে লাগল। কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে স্রোতের মত। 'আমার স্বামী এবং তার–

তার প্রেমিকা, নোয়েল, আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।' বিরতি দিল সে, উদ্বেগ নিয়ে তাকাল ডেমিরিসের দিকে। 'শুনতে অদ্ভুত লাগছে? আ–আমি জানি না। হয়তো বা।'

'বলে যাও, মাই ডিয়ার।' মৃদু গলায় বললেন তিনি।

'কনভেন্টের কয়েকজন সন্ন্যাসিনী আমার জীবন বাঁচায়। আমার স্বামী আপনার চাকরি করত, তাই না?'

ইতস্তত করলেন ডেমিরিস, সাবধানে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' ওকে কতটুকু বলা যায়? 'আমার একজন পাইলট ছিল। তোমার প্রতি একটা দায়িত্ববোধ এসে যায় আমার। তাই...'

ডেমিরিসের মুখোমুখি দাঁড়াল ক্যাথেরিন। 'কিন্তু আপনি তো জানতেন আমি কে। বলেননি কেন?'

'তুমি শক পাবে ভেবে বলিনি', নরম কণ্ঠ ডেমিরিসের।

'ভেবেছি তুমি নিজে থেকে জানতে পারলেই ভালো হবে।'

'আমার স্বামী আর ওই মহিলার কী হয়েছে বলতে পারবেন? ওরা কোথায়?'

ক্যাথেরিনের চোখে চোখ রাখলেন ডেমিরিস। 'ওদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ক্যাথেরিনের। অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। এমন দুর্বল লাগল শরীর, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'আমি...'

'রাষ্ট্রের নির্দেশে ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, ক্যাথেরিন।'

'কিন্তু... কেন?'

'কারণ ওরা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

ভুরু কোঁচকাল ক্যাথেরিন। 'বুঝতে পারলাম না। রাষ্ট্র কেন ওদেরকে মেরে ফেলবে? আমি বেঁচে আছি...'

'ক্যাথেরিন, গ্রীক আইন খুব কড়া। আর এখানে বিচার হয় খুব দ্রুত। ওদের পাবলিক ট্রায়াল হয়েছিল। অনেকেই স্বাক্ষ্য দিয়েছে তোমার স্বামী এবং নোয়েল পেজ তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। ওরা দোষী সাব্যস্ত হয়। এবং ওদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে,' হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে ক্যাথেরিনকে। 'বিচার...'

কনস্টানটিন ডেমিরিস হেঁটে এলেন ওর পাশে, একটি হাত রাখলেন কাঁধে। 'অতীতের কথা ভুলে যাও। ওরা তোমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল। তার শাস্তিও পেয়েছে। এসো, আমরা বরং ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলি। তুমি কী করতে চাও?'

ডেমিরিসের কথা শুনতে পায়নি ক্যাথেরিন। সে ল্যারির কথা ভাবছে। ল্যারির সুদর্শন, হাসিমুখ ভাসছে চোখে।

'ক্যাথেরিন...'

মুখ তুলে চাইল ও। 'জ্বী?'

'সামনের দিনগুলোতে কী করবে ভাবছ?'

'আ...আমি জানি না কী করব। হয়তো এথেন্সে থাকব...'

'না,' দৃঢ় গলা ডেমিরিসের। 'এখানে থাকা উচিত হবে না। অনেক অস্বস্তিকর স্মৃতি তোমাকে বিব্রত করবে। তুমি গ্রীস ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে ভালো হবে।'

'কিন্তু আমার তো যাবার কোনও জায়গা নেই।'

'আমি জায়গা বাতলে দিচ্ছি', বললেন ডেমিরিস। 'লন্ডনে আমার অফিস আছে। তুমি ওয়াশিংটনে উইলিয়াম ফ্রেজার নামে এক লোকের সঙ্গে একসময় কাজ করতে। মনে পড়ে?'

'উইলিয়াম...' হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক্যাথেরিনের। খুব সুখের সময় ছিল সেসব দিন।

'তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কাজ করতে।'

'জ্বী। আমি...'

'লন্ডনে একই কাজ তুমি আমার জন্যেও করতে পার,'

ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী করব...।

'ঠিক আছে। এখনই কিছু বলতে হবে না। ঘরে যাও, বিশ্রাম নাও। কাল সকালে তোমার সিদ্ধান্ত জানিয়ো।'

'আপনি খুব সমঝদার মানুষ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল ক্যাথেরিন, 'আর আপনার মনেও অনেক দয়া। আপনার দেয়া কাপড়গুলো...' ক্যাথেরিনের হাত চাপড়ে দিলেন ডেমিরিস, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভগ্নাংশ সেকেন্ড ধরে থাকলেন। 'ইটস মাই প্লেজার।'

বেডরুমের জানালা দিয়ে নীল ঈজিয়ান সাগর দেখছে ক্যাথেরিন। উত্তপ্ত সূর্যের রশ্মিতে পানিতে রঙের যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। কনস্টানটিন ডেমিরিসের কথা ভাবছে। তিনি ওকে অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে। এই মানুষটি ক্যাথেরিনের লাইফ লাইন। ডেমিরিসকে ছাড়া সে জীবন চালাতে পারবে না। তিনি ওকে লন্ডনে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছেন। *আমি কি কাজটি নেব?* ভাবছে ক্যাথেরিন। দরজায় কে যেন করাঘাত করল। চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। 'আপনার ডিনার নিয়ে এসেছি, মিস...'

ক্যাথেরিন চলে যাবার পরে কনস্টানটিন ডেমিরিস অনেকক্ষণ বসে থাকলেন লাইব্রেরিতে। ক্যাথেরিনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিয়ে চিন্তা করছেন। *নোয়েল।* জীবনে একবারই আবেগের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন ডেমিরিস। নোয়েল পেজের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। নোয়েল হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রেমিকা এবং রক্ষিতা। নোয়েলের মত নারী জীবনে দেখেননি ডেমিরিস। শিল্পকলা, সঙ্গীত,

ব্যবসা সবকিছু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল নোয়েলের। ডেমিরিসের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল সে। নোয়েলের সবকিছু তাঁকে আশ্চর্য করে তুলত। নোয়েল তার জন্য অবশেসন হয়ে উঠেছিল। তার মত সুন্দরী, যৌনাবেদময়ী নারীর দেখা পাননি ডেমিরিস। নোয়েল তাঁর অজানা আবেগ জাগিয়ে তুলেছিল। নোয়েল ছিল তাঁর প্রেমিকা, আস্থাভাজন বন্ধু। তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ডেমিরিস। অথচ সে কিনা ডেমিরিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ল্যারি ডগলাসের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এ ভুলের মাশুল নোয়েলকে দিতে হয়েছে নিজের জীবনের বিনিময়ে। কনস্টানটিন ডেমিরিস নোয়েলের লাশ কবর দিয়েছেন সারায়, তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপে। সবাই ভেবেছে প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসা থেকে কাজটি করেছেন ডেমিরিস। সবাই প্রশংসা করেছে। কিন্তু ডেমিরিস কাজটি করেছেন ভিন্ন কারণে। তিনি যখন নোয়েলের কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে যান, জান্তব উল্লাস অনুভব করেন। ডেমিরিসের বেডরুমে নোয়েলের খুব সুন্দর একটা বাঁধানো ছবি আছে। নোয়েল হাসছে ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে। হাসতেই থাকবে নোয়েল, কোনওদিন জ্যান্ত হতে পারবে না।

নোয়েলের মৃত্যুর পরে এক বছরেরও বেশি সময় চলে গেছে, ডেমিরিস এখনও ভুলতে পারেননি তার কথা। এমন একটি ক্ষত সে সৃষ্টি করেছে ডেমিরিসের বুকে, কোনও ডাক্তারের পক্ষে ওই ক্ষত সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

কেন, নোয়েল, কেন? তোমাকে তো আমি সবকিছুই দিয়েছিলাম। তোমাকে আমি ভালোবাসতাম। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তারপর ল্যারি ডগলাস। তাকেও শাস্তি পেতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। কিন্তু ওর মৃত্যু পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারেনি ডেমিরিসকে। তাঁর বুকে এখনও রয়ে গেছে প্রতিশোধের বাসনা। ডগলাস নোয়েলের সঙ্গে যা যা করেছে ক্যাথেরিনের সঙ্গে ডেমিরিসও তেমনটি করবেন। তারপর তিনি ক্যাথেরিনকে পাঠিয়ে দেবেন ল্যারির কাছে।

'কোস্টা...'

স্ত্রীর কণ্ঠ।

মেলিনা ঢুকলেন লাইব্রেরিতে।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের স্ত্রী মেলিনা লামব্রু আকর্ষণীয়া চেহারার এক নারী, তাঁর জন্ম প্রাচীন, অভিজাত এক গ্রীক পরিবারে। তিনি বেশ লম্বা, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট।

'কোস্টা, হলঘরে একটি মেয়েকে দেখলাম,' বললেন মেলিনা। 'কে ও?' স্ত্রীর প্রশ্ন ডেমিরিসকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বাস্তবে। 'কী? ওহ্। মেয়েটি আমার এক ব্যবসায়ী সহকারীর বান্ধবী। লন্ডনের অফিসে কাজ করবে।'

'ওকে এক নজর দেখেছি মাত্র। কার সঙ্গে যেন মিল আছে চেহারায়।'

'আচ্ছা?'

'হুঁ', ইতস্তত করছেন মেলিনা। 'তোমার এক পাইলটের স্ত্রীর সঙ্গে মিল আছে চেহারায়। কিন্তু তা কী করে হয়? ওরা তো মেয়েটিকে হত্যা করেছে।'

'হ্যাঁ', সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডেমিরিস। 'ওরা ওকে হত্যা করেছে।'

মেলিনার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডেমিরিস। তাঁকে সাবধান হতে হবে। মেলিনা বোকা নন। *একে আমার বিয়ে করাই উচিত হয়নি।* ভাবলেন তিনি। *বিরাট* ভুল হয়ে গেছে...।

দশ বছর আগে মেলিনা লামব্রু এবং কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিয়ে এথেন্স থেকে রিভিয়েরা এবং নিউপোর্টের সমস্ত ব্যবসায়ী এবং সামাজিক মহলে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। উত্তেজনা সৃষ্টি হবার কারণ মাত্র একমাস আগে কনের সঙ্গে আরেক লোকের বিয়ে হবার কথা ছিল।

শৈশব থেকেই মেলিনা লামব্রুকে নিয়ে আশঙ্কিত ছিলেন তাঁর পরিবার। দশ বছর বয়সে মেলিনা ঘোষণা দেন তিনি নাবিক হবেন। পারিবারিক শোফার তাঁকে জেটিতে আবিষ্কার করে, তিনি জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতলব করেছিলেন। মেলিনাকে জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়।

সতের বছর বয়সে নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় মেলিনার। তিনি তখন সুন্দরী, অসম্ভব রকমের ধনী, সবাই তাকে চেনে কোটিপতি মিহালিস লামব্রুর কন্যা হিসেবে। পত্রিকাঅলারা আগ্রহ নিয়ে মেলিনার গল্প ছাপত। রূপকথার রাজকুমারী যেন মেলিনা। তাঁর খেলার সাথী ছিল রাজকুমার আর রাজকন্যারা। বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারিণী হয়েও মাথাটা নষ্ট হয়ে যায় নি মেলিনার। মেলিনার একটি ভাই ছিল, স্পাইরস, তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়। দু'ভাই বোনে খুব মিল। তের বছর বয়সে বোট দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারান মেলিনা। তখন থেকে স্পাইরসই বোনের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে।

স্পাইরস যেন দশহাত দিয়ে আগলে রাখতেন বোনকে। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই মনে হতো মেলিনার। মেলিনা একুশে পা দেয়ার পরে বোনের জন্য দুশ্চিন্তা দ্বিগুণ বেড়ে যায় ভাইয়ের। রূপবতী ও ধনবতী বোনের জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজতে থাকেন তিনি। অনেকেই মেলিনার পাণিপ্রার্থী ছিল। কিন্তু এদের কাউকেই পছন্দ হয়নি স্পাইরোর।

'পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে', বোনকে উপদেশ দিতেন ভাই। বিশ্বের সকল সুযোগসন্ধানী পুরুষ তোমাকে বিয়ে করার জন্য মুখিয়ে আছে। তোমার বয়স কম, তুমি দেখতে ভালো এবং তোমার টাকার অভাব নেই। এবং তোমাকে এক নামে সবাই চেনে।'

'ভালোই বলেছ, ভাইয়া। সঠিক পাত্র খুঁজতে খুঁজতে আমার বয়স আশি পেরিয়ে যাবে। তারপর কুমারী পরিচয়ে মৃত্যু ঘটবে আমার।'

'চিন্তা কোরো না, মেলিনা। সঠিক মানুষটির সন্ধান তুমি পেয়ে যাবে। সে নিজেই চলে আসবে তোমার কাছে।'

সঠিক মানুষটির নাম কাউন্ট ভ্যাসিলিস ম্যানোস। বয়স পঁয়তাল্লিশ, বিখ্যাত এক গ্রীক পরিবারের সন্তান। সফল একজন ব্যবসায়ী। তরুণী, সুন্দরী মেলিনাকে দেখা মাত্র তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন কাউন্ট। সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন পরে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন তিনি।

'এ লোকটি তোমার স্বামী হবার যোগ্য, খুশি গলায় বললেন স্পাইরস। 'ম্যানোস মাটির মানুষ, তোমার জন্য উন্মাদ।'

তবে মেলিনা ভাইয়ের মত উল্লসিত নন। 'ওকে আমার অসাধারণ কিছু মনে হয়নি, ভাইয়া। সে ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না। যতক্ষণ কথা বলে শুধু ব্যবসা, ব্যবসা আর ব্যবসা। ওর মধ্যে রোমান্টিকতা কম।'

ভাই দৃঢ় গলায় বললেন, 'রোমান্সের চেয়ে বিয়েটাই আসল। তোমার খাঁটি একজন স্বামী দরকার যে তোমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে।'

ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে কাউন্টের প্রস্তাব মেনে নিতে হলো মেলিনাকে। রোমাঞ্চিত হলেন কাউন্ট। 'তুমি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষে পরিণত করেছ,' ঘোষণার সুরে বললেন তিনি। 'নতুন একটি কোম্পানি খুলেছি আমি। নাম দেব মেলিনা ইন্টারন্যাশনাল।'

তবে মেলিনা কাউন্টের কাছ থেকে এরচেয়ে গোলাপ উপহার পেলেই বরং খুশি হতেন। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। হাজারখানেক আমন্ত্রণপত্র বিলি করা হলো। বিয়ে নিয়ে আরও নানান বিস্তারিত পরিকল্পনাও করা হলো।

এরপরে মেলিনা লামব্রুর জীবনে প্রবেশ করলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

এক পার্টিতে পরিচয় দু'জনের। পার্টির আমন্ত্রণকর্তাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনি মেলিনা লামব্রু – কনস্টানটিন ডেমিরিস।'

গভীর কালো চোখের পূর্ণদৃষ্টি নিয়ে মেলিনার দিকে তাকালেন ডেমিরিস।

'ওরা কতদিন আপনাকে এখানে থাকতে দেবে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মানে?'

'আপনাকে নিশ্চয় স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সুন্দর কী জিনিস তা জানার জন্য।'

হেসে উঠলেন মেলিনা। 'আপনি তোষামোদ ভালোই জানেন দেখছি, মি. ডেমিরিস।'

মাথা নাড়লেন ডেমিরিস। 'আপনি তোষামোদের বাইরে। আপনার রূপ নিয়ে যত প্রশংসাই করি না কেন, তবু যথার্থ বলা হবে না।'

ওই মুহূর্তে কাউন্ট ম্যানোস চলে আসায় তাঁদের আলোচনায় ছেদ পড়ল।

সে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, ডেমিরিসের কথা মনে পড়ল মেলিনার। ডেমিরিসের কথা তিনি আগেই শুনেছেন। জানেন মানুষটি ধনবান, বিপত্নীক, নির্দয় এক ব্যবসায়ী এবং মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। *ভাগ্যিস, এ লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে না।* ভাবলেন মেলিনা।

তাঁর ভাবনার কথা জেনে হাসছিলেন দেবতারা।

পার্টির পরদিন সকালে, মেলিনার বাটলার ঢুকল ব্রেকফাস্ট রুমে। 'আপনার নামে একটি প্যাকেট এসেছে, মিস লামব্রু। মি. ডেমিরিসের শোফার দিয়ে গেছে।'

'নিয়ে এসো।'

কনস্টানটিন ডেমিরিস তাহলে তার ধন-সম্পদ জৌলুস দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে চাইছে, ভাবলেন মেলিনা। *বেশ। তবে তাকে হতাশ হতে হবে। সে যাই পাঠাক... বহুমূল্য গহনা কিংবা অমূল্য কোনও অ্যান্টিক... আমি এখুনি তা ফেরত দেব।*

প্যাকেটটি ছোট এবং আয়তাকার, সুন্দর র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো। কৌতূহলী মেলিনা খুললেন ওটা। কার্ডে লেখা আমার মনে হয় আপনি এটা উপভোগ করবেন, কনস্টানটিন।

নিকোস কাজানজাকিসের বই 'টোডা রাবা; চামড়ার বাঁধাই। মেলিনার প্রিয় লেখক। *লোকটা জানল কী করে?*

মেলিনা ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন এবং ভাবলেন :*। ব্যস, এটুকুই।*

পরদিন সকালে আরেকটা প্যাকেট এল। এবারে মেলিনার প্রিয় সুরকার ডেলিউসের রেকর্ডিং। কার্ডে লেখা টোডা রাবা পড়ার সময় এই গান শুনতে নিশ্চয় ভালো লাগবে আপনার।

তারপর থেকে প্রতিদিন উপহার আসতে লাগল। মেলিনার প্রিয় ফল, পারফিউম, মিউজিক, বই। মেলিনার পছন্দ জানতে নিশ্চয় প্রচুর খাটাখাটুনি করতে হয়েছে ডেমিরিসকে তবে মানুষটার তাঁর প্রতি এমন মনোযোগ উপভোগই করছিলেন মেলিনার।

ডেমিরিসকে ধন্যবাদ জানাতে ফোন করলেন। তিনি বললেন, 'আপনাকে এমন কিছু আমি দিইনি যা দিয়ে আপনার যথার্থ মূল্যায়ন করা যায়।'

ক'জন মেয়েকে লোকটা এর আগে এ কথা বলেছে?

'আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন, মেলিনা?'

না বলতে গিয়েও থেমে গেলেন মেলিনা। এ লোকটির সঙ্গে লাঞ্চ করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

'আচ্ছা, করব।'

কাউন্ট ম্যানোসকে মেলিনা জানালেন তিনি কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে লাঞ্চ করবেন। আপত্তি জানালেন কাউন্ট। 'ওই ভয়ঙ্কর লোকটির সঙ্গে কথা বলে তুমি মজা পাবে না। ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ কেন?'

'ভাসিলিস, লোকটা প্রতিদিন আমাকে ছোটখাট উপহার পাঠাচ্ছে। ওকে মানা করব আর যেন এসব না পাঠায়।' কথাটা বলেই মেলিনার মনে হলো এটা তো টেলিফোনেও বলা যেত।

প্যানেপিস্তিমিউ স্ট্রীটের জনপ্রিয় ফ্লোকা রেস্টুরেন্টে একটা টেবিল রিজার্ভ করেছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। অপেক্ষা করছিলেন মেলিনার জন্য।

মেলিনাকে দেখে চেয়ার ছাড়লেন তিনি। 'আপনি এসেছেন। ভাবছিলাম শেষ পর্যন্ত মত বদলে ফেলেন কিনা।'

'আমি কথা দিলে কথা রাখি।'

তিনি মেলিনার চোখে চোখ রাখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমিও রাখি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।' বিরক্ত এবং বিস্মিত বোধ করলেন মেলিনা। 'মি. ডেমিরিস, আমার সঙ্গে একজনের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

'ম্যানোস?' হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মত ভঙ্গি করলেন ডেমিরিস। 'সে তোমার যোগ্য নয়।'

'তাই নাকি? কেন জানতে পারি?'

'ওই লোকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। ওদের গোটা পরিবারেই বইছে দূষিত রক্ত। লোকটা যক্ষ্মার রোগী। ব্যাসেলসের পুলিশ তাকে ধর্ষণের অভিযোগে খুঁজছে। সে টেনিসের মত ভয়ানক খেলায় আসক্ত।'

না হেসে পারলেন না মেলিনা। 'আর আপনি?'

'আমি টেনিস খেলি না।'

'আচ্ছা। তো এ কারণেই বুঝি আপনাকে আমার বিয়ে করা উচিত?'

'না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে কারণ তোমাকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি নারী করব।

'মি. ডেমিরিস।'

মেলিনার হাতে হাত রাখলেন ডেমিরিস। 'কোস্টা।'

হাত সরিয়ে নিলেন মেলিনা। 'মি. ডেমিরিস। আমি এখানে এসেছি বলতে আমাকে আর উপহার পাঠাবেন না। আপনার সঙ্গে আর দেখা করার ইচ্ছেও আমার নেই।'

অনেকক্ষণ মেলিনার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেমিরিস।

'আমি নিশ্চিত, তুমি হৃদয়হীনা নও।'

'আশা করি।'

হাসলেন তিনি। 'বেশ। তাহলে নিশ্চয় তুমি আমার হৃদয় ভেঙে দিতে চাইবে না।'

'আপনার হৃদয় সহজে ভেঙে যাওয়ার মত কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আপনি তো মেয়ে পটাতে ওস্তাদ।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে ওসব ভুলে গেছি আমি। এখন শুধু তোমাকেই স্বপ্নে দেখছি।'

হেসে ফেললেন মেলিনা।

'আমি সিরিয়াস। ছোটবেলা থেকে লামব্রু পরিবারের কথা শুনে আসছি। আমি তখন খুবই গরীব ছিলাম আর তোমরা মস্ত ধনী। আমার কিছুই ছিল না। দিন আনি দিন খাই দশা আমাদের। আমার বাবা পিরাউসের জাহাজ ঘাটার কুলি ছিল। আমরা চোদ্দজন ভাইবোন। দুবেলা ঠিক মত খাবারও জুটত না।'

মায়া লাগল মেলিনার। 'কিন্তু আপনি তো এখন ধনী।'

'হ্যাঁ। তবে আরও অনেক ধনী হবো।'

'আপনি ধনী হলেন কীভাবে?'

'খিদে। আমার ভেতরে রয়েছে আগ্রাসী ক্ষুধা। আমি এখনও ক্ষুধার্ত।'

ডেমিরিসের চোখ দেখে মেলিনা বুঝলেন সত্যি কথাই বলছে লোকটা। 'আপনি... কীভাবে শুরু করলেন?'

'সত্যি জানতে চাও?'

মেলিনা বললেন, 'সত্যি জানতে চাই।'

'সতের বছর বয়সে আমি মধ্যপ্রাচ্যে একটি ছোট তেলখনিতে কাজ করতে যাই। তবে খুব একটি ভালো কাজ দেখাতে পারছিলাম না। এক রাতে এক তরুণ জুলজিস্টের সঙ্গে ডিনার করছিলাম। সে এক বড় তেল কোম্পানিতে কাজ করত। আমি সে রাতে স্টিকের অর্ডার দিই, জুলজিস্ট শুধু সুপ খেয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে স্টিক কেন খেল না। জবাবে বলল তার নিচের পাটির দাঁত নেই এবং দাঁত কেনার পয়সাও নেই। আমি তাকে পঞ্চাশ ডলার দিই নতুন দাঁত কিনতে। এক মাস পরে, এক গভীর রাতে সে আমাকে ফোন করে বলে সে নতুন একটি তেলখনি আবিষ্কার করেছে। তবে সে তার নিয়োগকর্তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। পরদিন সকালে আমার কাছে টাকা-পয়সা যা ছিল সব নিয়ে তার কাছে চলে যাই। সন্ধ্যা নাগাদ তার আবিস্কৃত তেল খনির আশপাশের জমিন কিনে ফেলি। ওই খনি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেলখনির একটি।'

প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মেলিনা মুগ্ধ হয়ে।

'ওই ছিল শুরু। তেল পরিবহনের জন্য ট্যাঙ্কারের দরকার হয়ে পড়ে। আমি কিছুদিন পরে ট্যাঙ্কার কিনি। তারপর কিনে ফেলি তেল পরিশোধনাগার। তারপরে একটি এয়ারলাইন।' কাঁধ ঝাঁকালেন ডেমিরিস। 'এরপর থেকে চলছে এরকম।'

বিয়ের পরে মেলিনা জানতে পারেন স্টিক খাওয়ার গল্পটি ছিল বানোয়াট।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে আবার দেখা করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না মেলিনার। কিন্তু পরিকল্পিত কাকতালীয়ভাবে বিভিন্ন সময় দেখা হয়ে যেতে লাগল দু'জনের – পার্টি, থিয়েটার কিংবা চ্যারিটিতে। ওসব জায়গায় মেলিনা ডেমিরিসের চৌম্বকীয় উপস্থিতি টের পেতেন। ডেমিরিসের পাশে, স্বীকার করতে দ্বিধা জাগলেও এটাই সত্যি যে, ভ্যাসিলিস ম্যানোসকে মেলিনার বিরক্তিকরই লাগত।

মেলিনা লামব্রু ফ্লেমিশ চিত্রকরদের একনিষ্ঠ অনুরাগী। ব্রুগেল-এর 'বরফে শিকারী' শিরোনামের ছবিটি বাজারে আসার পরে, মেলিনা ওটা কেনার আগেই ডেমিরিস চিত্রকল্পটি তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন উপহার হিসেবে।

মেলিনার রুচিবোধ সম্পর্কে ডেমিরিস এত খোঁজখবর রাখেন! মুগ্ধ হয়ে যান মেলিনা। 'এত দামী উপহার আমি নিতে পারব না।'

আপত্তি জানান তিনি। 'এটা উপহার নয়। এর মূল্য তোমাকে পরিশোধ করতে হবে। আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার করবে।'

অবশেষে রাজি হন মেলিনা। এ লোকের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা কঠিন।

হপ্তাখানেক বাদে মেলিনা কাউন্ট ম্যানোসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ভেঙে দিলেন।

ভাইকে খবরটা দিলে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। 'কেন?' জিজ্ঞেস করেন স্পাইরস। 'কেন এ কাজ করলে তুমি?'

'কারণ আমি কনস্টানটিন ডেমিরিসকে বিয়ে করব।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল স্পাইরসের। 'তোমার মাথাটা গেছে। ডেমিরিসকে তুমি বিয়ে করতে পার না। ও একটা দানব। ও তোমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। যদি...'

'তুমি ওকে ভুল ভেবেছ, ভাইয়া। ও চমৎকার একজন মানুষ। আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। এটা...'

'আসলে প্রেমে পড়েছ তুমি,' দাবড়ে উঠলেন ভাই। 'জানি না লোকটার মতলব কী, তবে প্রেম-ট্রেম ওর মধ্যে নেই। মেয়েদের সঙ্গে সে কীরকম ফস্টিনস্টি করে বেড়ায়, জান না? সে...'

'ওসবই এখন অতীত, ভাইয়া। আমি ওর বউ হবো।'

বোনের বিয়ে নিয়ে আর কোনও কথা বলার সুযোগ পেলেন না স্পাইরস।

একমাস পরে মেলিনা লামব্রু এবং কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিয়ে হয়ে গেল।

শুরুতে মনে হচ্ছিল এটি একটি যথার্থ বিবাহ। কনস্টানটিন বেশ মজার মানুষ। বিছানায়ও তিনি দারুণ। মেলিনাকে দারুণ দারুণ সব উপহার দিয়ে সব সময় চমক দিয়ে চলেছেন।

মধুচন্দ্রিমার প্রথম রাতে ডেমিরিস বললেন, 'আমার প্রথম স্ত্রী আমাকে সন্তান দিতে পারেনি। আমরা এবারে অনেকগুলো ছেলের বাবা-মা হবো।'

'মেয়ের বাবা হবে না?' ঠাট্টা করলেন মেলিনা।

'সে তোমার ইচ্ছে। তবে আগে ছেলে চাই।'

মেলিনা যেদিন জানতে পারলেন তিনি মা হতে চলেছেন, ডেমিরিসের উল্লাস দেখে কে।

'ও আমার সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হবে,' সুখি গলায় ঘোষণা করলেন তিনি।

গর্ভধারণের তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হয়ে গেল মেলিনার। ডেমিরিস তখন দেশের বাইরে। ফিরে এসে খবরটা শুনে উন্মাদ হয়ে গেলেন।

'তুমি কী করেছ?' চেঁচাতে লাগলেন তিনি। 'কীভাবে ঘটল এ ঘটনা?'

'কোস্টা, আমি...'

'তুমি নিশ্চয় অসাবধানী ছিলে।'

'না, কসম খেয়ে বলছি...।

গভীর দম নিলেন ডেমিরিস। 'ঠিক আছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমরা আরেকটি সন্তান নেবো।'

'আ...আমি পারব না' স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না মেলিনা।

'কী বললে?'

'ওরা অপারেশন করেছে। বলেছে আমি আর মা হতে পারব না।'

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ডেমিরিস। তারপর কোনও কথা না বলে চলে গেলেন।

এরপর নরক ভেঙে পড়ল মেলিনার জীবনে। কনস্টানটিন ডেমিরিসের মনে এরকম ধারণা বদ্ধমূল হলো, তাঁর স্ত্রী ইচ্ছা করে পেটের সন্তান নষ্ট করেছেন। তিনি মেলিনাকে অগ্রাহ্য করতে লাগলেন, মেতে উঠলেন পরনারী নিয়ে।

মেলিনা বিষয়টি সহ্য করতে লাগলেন। তবে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল ডেমিরিস প্রকাশ্যে মেলিনাকে অপমান করতেন। তিনি সিনেমা তারকা, অপেরা গায়িকা এবং বন্ধু পত্নীদের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে গেলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনও রাখ ঢাক ছিল না। তিনি প্রেমিকাদের নিয়ে সারায় গেলেন, ইয়ট নিয়ে ঘুরলেন, পাবলিক ফাংশনে উপস্থিত হলেন। সংবাদপত্রগুলো ডেমিরিসের প্রেমকাহিনী রস মাখিয়ে ছাপতে লাগল।

একদিন ওরা এক প্রসিদ্ধ ব্যাংকারের বাড়ি গেছেন ডিনারের দাওয়াতে।

'মেলিনা এবং আপনাকে আসতেই হবে।' বলেছিলেন ব্যাংকার।

'আমি ওরিয়েন্টালের একজন শেফ জোগাড় করেছি। পৃথিবীর সেরা চাইনিজ রাঁধে সে।'

মান্যগণ্যরা ছিলেন অতিথির তালিকায়। ডিনার টেবিলে হাজির হলেন শিল্পী, রাজনীতিক এবং শিল্পপতিরা। খাবারটা দারুণ উপভোগ্য ছিল। শেফ হাঙরের ডানার সুপ, চিংড়ির রোল, মুশু পর্ক, পিকিং ডাক, গরুর বুকের মাংস, ক্যান্টন নুডলসহ আরও ডজনখানেক পদ রেঁধেছে।

মেলিনা টেবিলের এক প্রান্তের শেষ মাথায় আমন্ত্রণকর্তার পাশে বসেছেন। টেবিলের অপরপ্রান্তের শেষ মাথায় আমন্ত্রণকর্ত্রীর পাশের চেয়ার দখল করেছেন ডেমিরিস। তাঁর ডানে সুন্দরী এক তরুণী অভিনেত্রী। তার প্রতি মনোযোগ ছিল ডেমিরিসের। অন্য সবাইকে অগ্রাহ্য করে চলছিলেন তিনি।

উচ্চস্বরে বলা তাদের প্রতিটি কথা শুনতে পাচ্ছিলেন মেলিনা। 'তোমার ছবির কাজ শেষ হলে আমার ইয়টে চলে এসো। চমৎকার ছুটি কাটাতে পারবে। ডালমাশিয়ান কোস্টে যাব আমরা...

মেলিনা শুনতে না চাইলেও ডেমিরিসের উঁচু গলা অগ্রাহ্য করা হচ্ছিল না। 'সারায় কখনও গেছ? ছোট্ট, তবে সুন্দর একটি দ্বীপ। খুবই নির্জন। ভালো লাগবে তোমার।' মেলিনার ইচ্ছে করল টেবিলের নিচে ঢুকে পড়েন। তবে আরও খারাপ ঘটনা ঘটা তখনও বাকি ছিল।

গরুর মাংসের পদ খাওয়া শেষ হয়েছে, বাটলার রূপোর ফিঙ্গার বৌল নিয়ে এল হাত ধোয়ার জন্য।

অভিনেত্রীর সামনে বাটি রেখেছে বাটলার, ডেমিরিস বললেন, 'তোমার ওটা দরকার হবে না।' মুচকি হেসে তিনি অভিনেত্রীর হাত ধরলেন তারপর চম্পককলি আঙুলে লেগে থাকা সস জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে লাগতেন। অতিথিরা ওদের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন চোখ।

চেয়ার ছাড়লেন মেলিনা, ফিরলেন নিমন্ত্রণ কর্তার দিকে। 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আ-আমার মাথা ধরেছে।'

অতিথিরা দেখলেন পালিয়ে গেলেন মেলিনা। ডেমিরিস সে রাতে বাড়ি ফিরলেন না, পরের রাতেও নয়।

ঘটনাটা শুনে রাগে নীল হয়ে গেলেন স্পাইরস।

'বলো তুমি কিছু বলবে না,' রাগে ফুঁসছেন ভাই। 'কুত্তার বাচ্চাকে আমি খুন করব।'

'ওর প্রকৃতিই এরকম,' স্বামীর পক্ষ নিলেন মেলিনা। 'সুন্দরী মেয়ে দেখলে সামলাতে পারে না।'

'প্রকৃতি? আরে, ও তো একটা জানোয়ার। ওকে ডিভোর্স দিচ্ছ না কেন তুমি?'

একাকী রাতগুলোতে এ প্রশ্নে নিজেকে বহুবার জর্জরিত করেছেন মেলিনা। সব সময় একই জবাব পেয়েছেন *আমি ওকে ভালোবাসি।*

সকাল সাড়ে পাঁচটায় চাকরানির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল ক্যাথেরিনের।

'সুপ্রভাত, মিস...'

চোখ মেলল ক্যাথেরিন। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাল চারপাশে। কনভেন্টের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নয়, চমৎকার একটি শয়ন কক্ষে শুয়ে আছে সে...মনে পড়ে গেল সব কথা। *এথেন্সে আগমন...তুমি ক্যাথেরিন ডগলাস...ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে রাস্ট্র...*

'মিস...'

'উঁ?'

'মি. ডেমিরিস জানতে চেয়েছেন আপনি টেরেসে তাঁর সঙ্গে নাস্তা করবেন কিনা।'

ঘুম ঘুম চোখে মহিলার দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। ভোর চারটা পর্যন্ত জেগেছিল ও অস্থির চিত্ত নিয়ে।

'মি. ডেমিরিসকে বলো আমি এখুনি আসছি।'

মিনিট কুড়ি বাদে এক বাটলার ক্যাথেরিনকে নিয়ে সাগরের দিকে মুখ ফেরানো প্রকাণ্ড টেরেসে নিয়ে এল। কুড়ি ফুট নিচে বাগান। একটি টেবিলে বসে আছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। অপেক্ষা করছেন। ক্যাথেরিন হেঁটে আসছে, ওকে লক্ষ করলেন তিনি। আশ্চর্য সারল্য ঘিরে রয়েছে মেয়েটিকে। কল্পনায় বিছানায় ওকে নগ্ন দেখলেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'গুড মর্নিং। এত সকালে ঘুম থেকে তোমাকে জাগিয়ে তোলার জন্য দুঃখিত। কিছুক্ষণ পরে অফিস যাবো। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে যাই।'

'জ্বী, অবশ্যই,' বলল ক্যাথেরিন।

প্রকাণ্ড মার্বেল টেবিলে, ডেমিরিসের বিপরীতে বসল ও সাগরের দিকে মুখ করে। সূর্য সবে উঁকি দিচ্ছে পুবাকাশে, সাগর ঝিলমিল করছে।

'নাস্তায় কী নেবে?'

মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন। 'আমার খিদে পায়নি।'

'কফি খাও অন্তত?'

'ধন্যবাদ।'

বাটলার বেলিক কাপে ঢেলে দিল গরম কফি।

'তো, ক্যাথেরিন,' শুরু করলেন ডেমিরিস, 'কালকের প্রস্তাব নিয়ে কিছু ভেবেছ?'

গত রাতে আসলে কিছু নিয়েই ভাবেনি ক্যাথেরিন। এথেন্সে ওর কিছু নেই। এবং ওর কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। আমি ওই কনভেন্টে আর কোনওদিন ফিরে যাব না, কসম খেয়েছে ও। তবে লন্ডনে ডেমিরিসের অফিসে কাজ করার প্রস্তাবটি মন্দ নয়। ওখানে ওর নতুন জীবন শুরু হতে পারে।

'জ্বী,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'ভেবেছি।'

'তো?'

'আ-আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

স্বস্তির নিশ্বাসটা চেপে রাখলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

'শুনে খুশি হলাম। কখনও লন্ডনে গেছ?'

'না। মনে হয়– যাইনি।'

'বিশ্বের অন্যতম সভ্য শহর। তোমার ভালোই লাগবে।'

ইতস্ততঃ করল ক্যাথেরিন। 'মি. ডেমিরিস, আপনি আমার জন্য এত কিছু করছেন কেন?'

'ধরে নাও দায়িত্ববোধ থেকে,' বিরতি দিলেন তিনি। 'আমি তোমার স্বামীকে নোয়েল পেজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।'

'অঃ,' আস্তে বলল ক্যাথেরিন। *নোয়েল পেজ।* নামটা শুনে শিউরে উঠেছে শরীর। ওরা পরস্পরের জন্য মরেছে। *ল্যারি নিশ্চয় মহিলাকে ভীষণ ভালোবাসত।*

সারারাত ওকে জ্বালাতন করা প্রশ্নটা অবশেষে করেই ফেলল ক্যাথেরিন। 'ওদেরকে...কীভাবে মেরে ফেলা হয়?'

সামান্য বিরতি। 'ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে।'

'ওঃ' ক্যাথেরিন যেন অনুভব করল বুলেট ঢুকে যাচ্ছে ল্যারির বুকে, ছিঁড়ে ফেলছে সেই মানুষটির শরীর যাকে সে এক সময় ভালোবাসত পাগলের মত। প্রশ্নটা করে খারাপ লাগছে না।

'তোমাকে কিছু পরামর্শ দিই, শোনো। অতীতের কথা একদম ভুলে যাও। অতীত শুধু কষ্ট দেয়। সবকিছু তোমাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।'

ধীরে ধীরে বলল ক্যাথেরিন। 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি চেষ্টা করব।'

'বেশ। আজ সকালেই আমার একটা প্লেন লন্ডন যাচ্ছে। তুমি অল্পক্ষণের মধ্যে রেডি হতে পারবে?'

ল্যারির সঙ্গে ভ্রমণের আদ্যোপান্ত মনে পড়ে গেল ক্যাথেরিনের। ওরা কত লটবহর নিয়ে বেরুত। কত প্রস্তুতি। তবে আজ ওর সঙ্গে কোনও লটবহর নেই, প্রস্তুতির প্রয়োজনও নেই। 'জ্বী, পারব।'

'চমৎকার। ভালো কথা,' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললেন ডেমিরিস, 'তোমার তো স্মৃতি ফিরে এসেছে। এমন কারও কথা কি মনে পড়ছে যার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাইছ?'

তাৎক্ষণিকভাবে উইলিয়াম ফ্রেজারের নাম মনে এল। কিন্তু এ লোকের সঙ্গে এখনই সাক্ষাৎ করতে চায় না ক্যাথেরিন। *একটু থিতু হয়ে নিই, কাজ শুরু করে দিই। তারপর তার সঙ্গে দেখা করব।* ভাবল ও।

কনস্টানটিন ডেমিরিস লক্ষ করছেন ওকে, জবাবের অপেক্ষায়।

'না,' বলল ক্যাথেরিন। 'তেমন কারও কথা মনে পড়ছে না।'

ক্যাথেরিন জানে না এইমাত্র সে বাঁচিয়ে দিল উইলিয়াম ফ্রেজারের জীবন।

'আমি তোমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছি।' ডেমিরিস ওকে একটা খাম দিলেন। 'এতে তোমার অগ্রিম বেতন আছে। থাকার জায়গা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। লন্ডনে কোম্পানির ফ্ল্যাট আছে। তুমি ওখানে থাকতে পারবে।'

'আপনি সত্যি দয়ালু।'

ক্যাথেরিনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ডেমিরিস। 'আমি তোমার ভালো বন্ধু।'

'আপনি খুব ভালো বন্ধু।'

হাসলেন ডেমিরিস। কিছু বললেন না।

ঘন্টা দুই পরে ডেমিরিস ক্যাথেরিনকে তাঁর রোলস রয়েসে তুলে দিলেন। ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে গাড়ি।

'এনজয় লন্ডন,' বললেন তিনি। 'আমি তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব।'

গাড়ি চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে লন্ডনে ফোন করলেন ডেমিরিস। 'ও রওনা হয়ে গেছে।'

পাঁচ

সকাল ন'টায় হেলেনিকন এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়বে প্লেন। এটা একটা হকার সিডনি। ক্যাথেরিন অবাক হয়ে দেখল বিমানে সেই একমাত্র যাত্রী। পাইলট মধ্যবয়স্ক গ্রীক, প্যান্টলিস। হাসিখুশি মানুষটা ক্যাথেরিনের আসন দেখিয়ে দিল।

'আমরা একটু পরেই উড়াল দেব,' জানাল সে।

'ধন্যবাদ।'

ক্যাথেরিন দেখল পাইলট ককপিটে ঢুকে কো-পাইলটের পাশে বসেছে। হঠাৎ বুকে ধুকপুক শুরু হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। এ প্লেনটি ল্যারি চালাত। আমি যে সীটে বসে আছি এখানে কি নোয়েল পেজ বসত? ক্যাথেরিনের মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে, দেয়ালগুলো যেন চারপাশ থেকে ঘিরে চেপে আসছে ওকে। চোখ বুজল ক্যাথেরিন, গভীর দম নিল। যা ঘটার ঘটেছে, ভাবল ও, ডেমিরিস ঠিকই বলেছেন, *'ওটা অতীত ছিল। ওই অতীত বদলানো যাবে না।'*

ইঞ্জিনের গর্জন ভেসে এল কানে। চোখ খুলল ক্যাথেরিন। আকাশে উঠে পড়েছে প্লেন, উত্তর-পশ্চিমে, লন্ডন অভিমুখে চলেছে। *ল্যারি কতবার এ বিমান চালিয়েছে?* ল্যারি। নামটা ওর শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করল। একে একে ভিড় করে এল সমস্ত স্মৃতি...

১৯৪০ সালের গ্রীষ্ম ছিল ওটা। আমেরিকার বিশ্বযুদ্ধে জড়ানোর আগের বছর। নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সবে পাশ করে বেরিয়েছে ক্যাথেরিন। শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন এসেছে। ওখানে সে উইলিয়াম ফ্রেজারের অফিসে চাকরির খোঁজে গিয়েছিল। স্টেট ডিপার্টমেন্টের অত্যন্ত ক্ষমতাধর মানুষ ছিলেন ফ্রেজার। তাঁকে নিয়ে লাইফ সাময়িকী প্রচ্ছদ রচনা করেছে। ধনবান, ব্যাচেলর এই মানুষটি ক্যাথেরিনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। ক্যাথেরিনকে তিনি বিয়েও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই সময় ক্যাথেরিনের জীবনে ধূমকেতুর মত উদয় হয় তুখোড় যুদ্ধ বৈমানিক ল্যারি ডগলাস। ল্যারি ঝড় তোলে ক্যাথেরিনের জীবনে। ওরা বিয়ে করে। কিন্তু ল্যারি ফিরে যায় সাবেক প্রেমিকা নোয়েলের কাছে। ওদের মিলনের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় ক্যাথেরিন। ওরা ওকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে...

'মিস আলেকজান্ডার...'

একটা ঝাঁকি খেল ক্যাথেরিন। অতীত রোমন্থনের সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

পাইলট দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর পাশে। 'আমরা চলে এসেছি। লন্ডনে আপনাকে স্বাগতম।'

এয়ারপোর্টে ক্যাথেরিনের জন্য একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। শোফার বলল, 'আমি আপনার লাগেজ নিয়ে আসছি, মিস আলেকজান্ডার। আমার নাম আলফ্রেড। আপনি কি সরাসরি আপনার ফ্ল্যাটে যাবেন?'

আমার ফ্ল্যাট। 'হ্যাঁ, তাই ভালো।'

ক্যাথেরিন সীটে বসল। অবিশ্বাস্য। কনস্টানটিন ডেমিরিস ওর জন্য প্রাইভেট প্লেনের ব্যবস্থা করেছেন, থাকার একটা জায়গা দিয়েছেন। হয় তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দয়াল মানুষ নতুবা...বিপরীত কোনও শব্দ মাথায় আনতে চাইল না ক্যাথেরিন। তিনি অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে দয়ালু মানুষ।

ক্যাথেরিনের ফ্ল্যাট ঈটন স্কোয়ারের এলিজাবেথ স্ট্রিটে। অত্যন্ত অভিজাত একটি বাড়ি। বিশাল এন্ট্রান্স হল, চমৎকার সাজানো ড্রইংরুম, মাথার ওপর ঝুলছে ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি, কাঠের প্যানেল দেয়া লাইব্রেরি, রান্নাঘরে খাবারের অভাব নেই। তিনটি সুসজ্জিত বেডরুম। এ ছাড়া সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সও আছে।

কালো পোশাক পরনে, চল্লিশোর্দ্ধ এক মহিলা খুলে দিল দরজা। ক্যাথেরিনকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন, মিস আলেকজান্ডার। আমি অ্যানা। আপনার হাউজকীপার।'

অবশ্যই, আমার হাউজকীপার, সবকিছু আস্তে আস্তে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ক্যাথেরিন। 'কেমন আছ?'

শোফার ক্যাথেরিনের সুটকেস এনে বেডরুমে রাখল। 'লিমুজিন সবসময় আপনার জন্য রেডি থাকবে।' বলল সে। 'আপনি কখন অফিস যাবেন তা অ্যানাকে বললেই হবে। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

লিমুজিন আমার জন্য রেডি থাকবে, 'ধন্যবাদ।'

অ্যানা বলল, 'আমি আপনার ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে রাখছি। কোনও কিছুর দরকার হলে জানাবেন।'

'এ মুহূর্তে কিছু দরকার নেই,' বলল ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিন ফ্ল্যাট ঘুরে দেখছে, অ্যানা ওর সুটকেস থেকে মালপত্র বের করতে লাগল। বেডরুমে ঢুকল ক্যাথেরিন। ওর জন্য কিনে দেয়া ডেমিরিসের সুন্দর

সুন্দর ড্রেসগুলো দেখছে। সবকিছু কেমন অবাস্তব লাগছে। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে সে কনভেন্টের গোলাপ গাছে পানি ঢালছিল। আর এখন জমিদার কন্যার মত বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। ওর চাকরিটা কী ধরনের হবে জানে না ক্যাথেরিন। *তবে আমি কঠোর পরিশ্রম করব। ওনাকে কখনোই আমার জন্য ছোট হতে দেব না। উনি এত চমৎকার একজন মানুষ।* হঠাৎ প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করল ক্যাথেরিন। নরম, আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়ল। *এক মিনিট বিশ্রাম নেব,* ভাবল ও। চোখ বুজে এল ওর।

ডুবে যাচ্ছে ক্যাথেরিন, বাঁচাও! বাঁচাও! বলে চিৎকার করছে। ল্যারি সাঁতার কেটে আসছে ওর দিকে। কিন্তু কাছে এসে ক্যাথেরিনের মাথা পানির নিচে ঠেসে ধরল। ...একটা অন্ধকার গুহায় ঢুকেছে ক্যাথেরিন। বাদুর উড়ে আসছে ওর দিকে, ওর চুল খামচে ধরছে, আঠালো ঘিনঘিনে ডানার ঝাপটা মারছে মুখে। জেগে গেল ক্যাথেরিন চিৎকার দিয়ে। থরথর করে কাঁপছে গা।

গভীর দম নিল ও। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। *যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল ও। সবকিছুর অবসান ঘটেছে। ওটা গতকাল ছিল। এটা বর্তমান। কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কেউ না। আর কোনওদিন নয়।*

ক্যাথেরিনের চিৎকার শুনতে পেয়েছে হাউজকীপার অ্যানা। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর নেমে এল হলঘরে। ফোন তুলল। খবরটা জানাতে হবে কনস্টানটিন ডেমিরিসকে।

হেলেনিক ট্রেডের কর্পোরেশনের অফিস ২১৭, বন্ড স্ট্রীটে, একটি পুরানো সরকারি ভবনে। ভবনটির বহিরাংশ স্থাপত্য বিদ্যার মাস্টারপীস বলা চলে, অভিজাত এবং মনোহর।

ক্যাথেরিন অফিসে ঢুকে দেখল কর্মকর্তারা তার জন্য অপেক্ষা করছে। আধডজন মানুষ দরজার সামনে দাঁড়ানো তাকে স্বাগত জানানোর জন্য।

'ওয়েলকাম, মিস আলেকজান্ডার, আমি ইভলিন কে। এ কার্ল... ও টাকার... ম্যাথিউ... জেনি...

নাম এবং মুখগুলো ঝাপসা হয়ে এল ক্যাথেরিনের কাছে।

'কেমন আছেন?'

'আপনার অফিস রেডি। চলুন, আপনাকে নিয়ে যাই।'

'ধন্যবাদ।'

রুচিশীলভাবে সাজানো রিসেপশন রুম। রয়েছে একটি চেস্টারফিল্ড সোফা, একজোড়া চিপেনডেন চেয়ার এবং ট্যাপেস্ট্রি। কার্পেট বিছানো লম্বা করিডর ধরে এগোল ওরা। পাইনের প্যানেলিং করা একটি কনফারেন্স রুম পাশ কাটাল। ঘরটিতে ঝকঝক করছে টেবিল এবং চামড়ার চেয়ার।

ক্যাথেরিন একটি আরামদায়ক, সুসজ্জিত অফিসে ঢুকল।

'এটা আপনার অফিস।'

'সুন্দর,' বিড়বিড় করল ক্যাথেরিন।

ডেস্কে তাজা ফুল সাজিয়ে রাখা।

'মি. ডেমিরিস পাঠিয়েছেন।'

মানুষটার সবদিকেই খেয়াল আছে।

ইভলিন কে মধ্যবয়সী, হাসিখুশি চেহারা, সুন্দর ব্যবহার। সে বলল, 'নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনার হয়তো ক'টা দিন সময় লাগবে। তবে কাজ কঠিন কিছু নয়। আমরা ডেমিরিস সাম্রাজ্যের নার্ভ সেন্টারগুলোর একটি। দেশের বাইরের অফিস থেকে আসা রিপোর্টগুলো সমন্বয় করি আমরা, তারপর এথেন্সে, হেডকোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিই। আমি অফিস ম্যানেজার। আপনি হবেন আমার সহকারী।'

'অঃ,' *তাহলে আমি অফিস ম্যানেজারের সহকারী।* ক্যাথেরিন জানে না ওরা তার কাছ থেকে কী আশা করছে। হঠাৎ করেই ফ্যান্টাসির দুনিয়ায় ঠেলে দেয়া হয়েছে ওকে। প্রাইভেট প্লেন, লিমুজিন, ভৃত্যসহ সুন্দর ফ্ল্যাট...

'ভিম ভানদিন আমাদের রেসিডেন্ট ম্যাথমেটিকাল জিনিয়াস। সে সমস্ত স্টেটমেন্ট কম্পিউট করে তা ঢুকিয়ে দেয় মাস্টার ফিনানসিয়াল– অ্যানালিসিস চার্টে। ক্যালকুলেটরের চেয়েও দ্রুত চলে তার মস্তিষ্ক। চলুন, ওর অফিসে যাই। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

করিডর ধরে এগোল ওরা। চলে এল হলঘরের শেষ মাথার একটি অফিসে। কড়া না নেড়েই দরজা খুলে ফেলল ইভলিন।

'ভিম, ইনি আমার নতুন সহকারী।'

অফিসে ঢুকল ক্যাথেরিন। দাঁড়িয়ে পড়ল বিব্রত হয়ে। ভিম ভানদিনের বয়স ত্রিশের কোঠায়, রোগা-পাতলা মানুষ, আগ্রহশূন্য চেহারা। ক্যাথেরিনকে সে লক্ষই করেনি। ফাঁকা দৃষ্টি জানালায়।

'ভিম, ভিম! ইনি ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।'

ঘুরল সে। 'ক্যাথেরিন দ্য ফার্স্ট-এর আসল নাম মার্থা স্কোরোস্কা। পেশায় ছিলেন কাজের বুয়া, জন্ম ১৬৮৪। রাশানরা তাঁকে বন্দি করে। তিনি পিটার প্রথমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং ১৭২৫ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার সম্রাজ্ঞীর দায়িত্ব পালন করেন। ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট ছিলেন এক জার্মান যুবরাজের কন্যা। তাঁর জন্ম ১৭২৯ সালে, তিনি বিয়ে করেন পিটারকে। ১৭৬২ সালে সিংহাসনে সম্রাট হিসেবে আরোহণ করেন পিটার তৃতীয়। ক্যাথেরিন স্বামীকে হত্যা করে দখল করে নেন সিংহাসন। তাঁর রাজত্বকালে পোলান্ড তিন ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে দুটো যুদ্ধে অংশ নেন তিনি...' ঝর্ণার মত উৎসারিত হলো তথ্যগুলো, একঘেয়ে উচ্চারণ।

ক্যাথেরিন মনোযোগ দিয়ে শুনল। 'বেশ... বেশ ইন্টারেস্টিং' অবশেষে মন্তব্য করল সে।

ভিম ভানদিন তাকাল অন্যদিকে।

ইভলিন বলল, 'ভিম আসলে অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়।'

লজ্জা পায়? ভাবল ক্যাথেরিন। *এ লোকটা তো খুবই অদ্ভুত। আর এ জিনিয়াস? এটা কীরকম চাকরি?*

এথেন্সে, আঘিহ্ জেরোনডা স্ট্রীটের অফিসে বসে লন্ডন থেকে আসা একটি ফোনে কথা বলছিলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। তাকে রিপোর্ট করছে আলফ্রেড।

'আমি মিস আলেকজান্ডারকে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছি। মি. ডেমিরিস আপনার পরামর্শ মত জিজ্ঞেস করেছিলাম অন্য কোথাও যেতে চান কিনা। তিনি জবাব দিয়েছেন না।'

'বাইরের কারও সঙ্গে সে যোগাযোগ করে নি?'

'না, স্যার। ফ্ল্যাট থেকে শুধু কয়েকটি ফোন করেছেন।'

এ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ডেমিরিসের। ঘরে কী ঘটছে না ঘটছে প্রতি ঘণ্টায় অ্যানা তাঁকে টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছে। সন্তুষ্ট চিত্তে রিসিভার রেখে দিলেন ডেমিরিস। সিদ্ধান্ত নিলেন শীঘ্রি লন্ডন যাবেন।

নতুন কাজটি ভালোই লাগছে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের। কনস্টানটিন ডেমিরিসের সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্য থেকে প্রতিদিন রিপোর্ট আসে। ইন্ডিয়ানার ইস্পাত কারখানার মালের বর্ণনা, ইটালির অটোমোবাইল ফ্যাক্টরির অডিট, অস্ট্রেলিয়ার খবরের কাগজের চেইনের ইনভয়েস, স্বর্ণখনি, ইনসিওরেন্স কোম্পানি এমনি অসংখ্য রিপোর্ট। ক্যাথেরিন খবরগুলো একত্রিত করে সরাসরি ভিম ভানদিনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ভিম মাত্র একবার রিপোর্টগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুতগতির ক্ষুরধার মস্তিষ্ক প্রায় সাথে সাথে বিশ্লেষণ করে ফেলে কোম্পানি কোত্থেকে কত লাভ করবে বা কত ক্ষতি হবে।

নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে ক্যাথেরিন। পুরানো অফিস ভবনটির প্রেমে পড়ে গেছে সে।

একবার ভিমের সামনে ইভলিন কে'র কাছে অফিস ভবন নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা বলেছিল ক্যাথেরিন। সাথে সাথে ভিম তাকে যে সব তথ্য জানিয়ে দিয়েছে তা হলো– এ ভবন ছিল সরকারি কাস্টম হাউজ। ১৭২১ সালে স্যার ক্রিস্টোফার রেন এর ডিজাইন করেন। লন্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরে ক্রিস্টোফার রেন নতুন করে পঞ্চাশটি গির্জার ডিজাইন করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল সেন্ট পল চার্চ, সেন্ট মাইকেল এবং সেন্ট ব্রাইড। তিনি রয়াল এক্সচেঞ্জ এবং বাকিংহাম হাউজের ডিজাইনও করেছেন। তিনি ১৭২৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে সেন্ট পল এ সমাহিত করা হয়। এ বাড়িটি ১৯০৭-এ অফিস ভবনে

রূপান্তর ঘটানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার একে অফিশিয়াল এয়ার রেইড শেল্টার হিসেবে ঘোষণা করে।

এয়ার - রেইড শেল্টারটি বোমা নিরোধক বড়সড় একটি কক্ষ। বেযমেন্টের সঙ্গেই রুমটি। ঘরে লোহার ভারী দরজা। ক্যাথেরিন এ ঘরে উঁকি দিয়েছে। কল্পনা করেছে হিটলার-এর বাহিনী যখন লুফতওয়াফ বিমান থেকে বোমা ফেলত তখন এ ঘরে ব্রিটিশ পুরুষ, নারী এবং শিশুরা আশ্রয় নিত।

বেযমেন্টটিও আকারে কম বড় নয়, গোটা ভবন জুড়ে এর বিস্তৃতি। এখানে বিরাট একটি বয়লার আছে। ভবন উষ্ণ রাখে। বয়লার রুমে ইলেকট্রনিক এবং টেলিফোন যন্ত্রের ছড়াছড়ি। তবে বয়লার রুমে প্রায়ই সমস্যা হয়। ক্যাথেরিনকে বহুবার এ ঘরে আসতে হয়েছে মিস্ত্রি নিয়ে। তারা বয়লার ঝালাই করে বিদায় হয়েছে।

'বয়লারটা দেখলেই কেমন ভয় লাগে,' বলেছে ক্যাথেরিন।

'এটা বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা নেই তো?'

'আরে না,' জবাব দিয়েছে মিস্ত্রি। 'সেফটি ভালভটা দেখছেন না? বয়লার যদি কোনও কারণে খুব উত্তপ্তও হয়ে ওঠে, সেফটি ভালভ অতিরিক্ত সমস্ত বাষ্প ছেড়ে দেবে। তখন আর কোনও ভয় নেই।'

কাজ শেষে ক্যাথেরিন লন্ডনের নানান জায়গায় ঘুরতে বেরোয়। কখনো যায় নাটক দেখতে, কখনও বা ব্যালে নাচ উপভোগ করে অথবা শোনে মিউজিক কনসার্ট। হ্যাচার্ড এবং ফয়েল-এর মত পুরানো বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারতেও মজা। এ ছাড়াও রয়েছে ডজনখানেক জাদুঘর, ছোট ছোট অ্যান্টিকের দোকান এবং রেস্টুরেন্ট। ক্যাথেরিন সেসিল কোর্টের শিলালিপির দোকানে যায়, শপিং করে হ্যারডস, ফনটাম, ম্যাসন, মার্কস এবং স্পেন্সারে। রোববার চা খায় স্যাভয়-এ।

মাঝে মাঝে অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যায় ক্যাথেরিনের। ল্যারির কত কথা স্মৃতিতে এসে ভিড় করে! কিন্তু অতীত নিয়ে ভাবতে চায় না ক্যাথেরিন। ভবিষ্যতটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রতিদিন যেন মানসিকভাবে শক্তিশালি হয়ে উঠছে ও।

ক্যাথেরিন এবং ইভলিন কে বন্ধু হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে দু'জনে মিলে একসঙ্গে বাইরে যায়। এক রোববার ওরা টেমসের তীরে একটি উন্মুক্ত চিত্রকলা প্রদর্শনীতে গেল।

ওখানে তরুণ-বুড়ো অনেক শিল্পী ছিল, তাদের পেইন্টিং প্রদর্শন করছে। সবার মধ্যে একটি ব্যাপারে মিল আছে: এরা কোনও গ্যালারিতে তাদের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে নি। অবশ্য ছবিগুলোও জঘন্য। তবু চিত্রশিল্পীদের জন্য মায়া হচ্ছিল বলে একটা ছবি কিনল ক্যাথেরিন।

'এ ছবি তুমি কোথায় রাখবে?' জানতে চাইল ইভলিন।

'বয়লার রুমে,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

একদিন লন্ডনের রাস্তায় হাঁটছে দু'জনে, ফুটপাতের কয়েকজন আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এরা রঙিন চক দিয়ে ফুটপাতে ছবি আঁকে। কারও কারও কাজ খুবই চমৎকার। পথচারীর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যায়, ওদের ছবি আঁকা দেখে। তারপর দয়াপরবশ হয়ে শিল্পীদের উদ্দেশে দু'একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দেয়। এক বিকেলে লাঞ্চ করে ফিরছে ক্যাথেরিন, এক বুড়োর ছবি দেখে দাঁড়াল। খুব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকছে লোকটা। মাত্র শেষ করেছে, এমন সময় ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি, ফুটপাত থেকে ধুয়ে ফেলল সদ্য আঁকা ছবি। *'আমার অতীত জীবনের মতো,* ভাবল ক্যাথেরিন।

ইভলিন ক্যাথেরিনকে নিয়ে শেফার্ড মার্কেটে গেল। 'এটা মজার জায়গা,' বলল সে।

জায়গাটা মজারই। টিডি ডলস নামে তিনশ বছরের পুরনো একটি রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। রয়েছে সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, একটি বাজার, বিউটি পার্লার, বেকারী, অ্যান্টিক শপ এবং দুই-তিন তলা বেশ কিছু ভবন।

এখানে কিছু মেল বক্স আছে, নেম প্লেটগুলো ভারী অদ্ভুত। একটিতে লেখা 'হেলেন' নিচে লেখা 'ফরাসী শিক্ষা দেয়া হয়।' আরেকটিতে লেখা 'রোজি,' নিচে লেখা 'এখানে গ্রীক শেখানো হয়।'

'এটা কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন। জোরে হেসে উঠল ইভলিন। অনেকটা সেরকমই। তবে এখানে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় মেয়েরা তা স্কুলে শিখতে পারে না।'

ক্যাথেরিনের মুখ লাজে রাঙা হয়ে গেছে দেখে আরও জোরে হাসতে লাগল ইভলিন।

বেশীরভাগ সময় একা থাকে ক্যাথেরিন। তবে একাকীত্ব যাতে খুব বেশী স্পর্শ করতে না পারে এ জন্য নিজেকে নানান কাজে ব্যস্ত রাখে সে। সে অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছু নিয়েই দুশ্চিন্তা করে না। সে উইন্ডসর ক্যাস্‌ল্‌ দেখেছে, ক্যান্টারবারির দারুণ সুন্দর ক্যাথেড্রালে ঢুঁ মেরে এসেছে, গিয়েছে হ্যাম্পটন কোর্টে। ছুটির দিনে সে গ্রামে যায়, ছোট ছোট সরাইখানায় কাটায় সময়, মেঠোপথ ধরে অনেকক্ষণ হাঁটে।

আমি বেঁচে আছি, ভাবে সে। কেউই জন্ম নিয়েই সুখি হয় না। সবাইকে যে যার মত করে সুখ সৃষ্টি করে নিতে হয়। আমি সংগ্রামী একজন মানুষ। আমার বয়স কম, স্বাস্থ্য ভালো। আমার জীবনে সুন্দর সুন্দর জিনিস ঘটবে।

সোমবার আবার কাজ শুরু হবে ক্যাথেরিনের। ফিরে যাবে সে ইভলিন, অন্যান্য মেয়ে এবং ভিম ভানদিনের কাছে।

এক প্রহেলিকার নাম ভিম ভানদিন।

এমন মানুষ জীবনে দেখেনি ক্যাথেরিন। অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারী মোট কুড়িজন। ভিম ভানদিন এদের সবার বেতন কত, তাদের ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স নাম্বার ইত্যাদি সব গড়গড় করে বলে দিতে পারে।

ভিম ভানদিন যা শোনে বা পড়ে কখনোই কিছু ভোলে না। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার অবিশ্বাস্য। যে কোনও প্রশ্নের জবাব তার জানা। কিন্তু মানুষটা বড্ড অসামাজিক।

ক্যাথেরিন ভিম ভানদিনকে নিয়ে একদিন কথা বলেছিল ইভলিনের সঙ্গে। 'ভিমকে আমি একদমই বুঝতে পারি না।'

'ও আসলে খেয়ালী প্রকৃতির,' বলেছে ইভলিন। 'ও যেমন সেভাবেই ওকে তোমার মেনে নিতে হবে। তার সমস্ত আগ্রহ শুধু সংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে। মানুষের ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই।'

'ওর কোনও বন্ধু নেই?'

'না।'

'ডেট করে না? মেয়েদের সঙ্গে বাইরে টাইরে যায় না?'

'নাহ্।'

ভিমকে ক্যাথেরিনের মনে হয় বিচ্ছিন্ন, একা একজন মানুষ। ওর প্রতি তার কেমন মায়া পড়ে যায়। চেষ্টা করে ভানদিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে।

এক গভীর রাতে ফোন করলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। ক্যাথেরিন তখন ঘুমাবার তোড় জোড় করছে।

'আশা করি ডিস্টার্ব করি নি। কোস্টা বলছি।'

'না না। একদম না,' ডেমিরিসের কণ্ঠ শুনে বরং খুশিই হয়েছে ক্যাথেরিন। মানুষটাকে ও খুব মিস করছে। কিছু কিছু ব্যাপারে ডেমিরিসের পরামর্শ দরকার ওর। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে ইনিই একমাত্র মানুষ যিনি ক্যাথেরিনের অতীত জানেন। তাঁকে পুরানো বন্ধু বলে মনে হয় ওর।

'তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল, ক্যাথেরিন। লন্ডনে নিশ্চয় খুব একা লাগছে তোমার। কারণ ওখানে তো তোমার পরিচিত কেউ নেই।'

'মাঝে মাঝে একটু একা লাগে বৈকি,' স্বীকার করল ক্যাথেরিন। 'তবে এর সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি। আপনার কথাটা সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করি। অতীত ভুলে যাও, ভবিষ্যতের জন্য বাঁচো।'

'দ্যাটস রাইট। ভবিষ্যতের কথা যখন উঠল বলেই ফেলি— কাল আমি লন্ডন আসছি। তোমার সঙ্গে ডিনার করব।'

'আপনার সঙ্গে ডিনার করতে খুব ভালো লাগবে আমার,' খুশি খুশি গলা ক্যাথেরিনের। এ সুযোগে মানুষটাকে বলে দেয়া যাবে সে তাঁর প্রতি কত কৃতজ্ঞ।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। হাসছেন। *খেলা শুরু হয়ে গেছে।*

রিজ হোটেলে ডিনার করল ওরা। ডাইনিংরুমটি অভিজাত, খাবারটা দারুণ। তবে উত্তেজিত ক্যাথেরিন সামনের মানুষটি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারছে না। একে তার কত কথা বলার আছে!

'আপনার অফিস স্টাফরা খুব ভালো,' বলল ক্যাথেরিন।

'ভিম তো খুবই আজব মানুষ। আমি এরকম মানুষ জীবনে দেখি নি যে কিনা...'

তবে ডেমিরিস ক্যাথেরিনের কথা শুনছেন না, ওকে দেখছেন শুধু। ভাবছেন *মেয়েটি কত সুন্দর। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি আস্তে ধীরে খেলাটা খেলব এবং ছিনিয়ে আনব বিজয়। আর এটা করব নোয়েল তোমার এবং তোমার প্রেমিকের জন্য।*

'আপনি লন্ডনে কতদিন আছেন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'দু'একদিন। একটা কাজ আছে। ওটা সেরেই চলে যাব,' কথাটা সত্যি। তবে কাজটা তিনি ফোনেও সেরে নিতে পারতেন। তিনি আসলে লন্ডনে এসেছেন ক্যাথেরিনের কাছাকাছি হওয়ার জন্য, ওকে মানসিকভাবে তাঁর ওপর আরও নির্ভরশীল করে তুলবেন। সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'ক্যাথেরিন, আমি কি তোমাকে সৌদি আরবের তেলখনিতে আমার কাজ করার গল্প বলেছি কখনও...?'

পরের রাতেও ক্যাথেরিনকে নিয়ে ডিনারে গেলেন ডেমিরিস। 'ইভলিন আমাকে বলেছে অফিসে খুব ভালো কাজ দেখাচ্ছ তুমি। তোমার বেতন বাড়িয়ে দেব আমি।'

'আপনি তো আমার জন্য ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছেন,' আপত্তি জানাল ক্যাথেরিন। 'আমি...'

ডেমিরিস ওর চোখে চোখ রাখলেন। 'তুমি জানো না আমি তোমার জন্য আরও কত কী করতে পারি।'

বিব্রতবোধ করল ক্যাথেরিন। মানুষটা এত দয়ালু! ভাবল সে।

পরের দিন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন ডেমিরিস। 'তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে, ক্যাথেরিন?'

'জ্বী।'

মানুষটার প্রতি সাংঘাতিক আকর্ষণ অনুভব করছে ক্যাথেরিন। ওর প্রতি লোকটির খেয়াল দেখে সে অভিভূত। বিমান বন্দরে পৌছে ডেমিরিস ক্যাথেরিনের গালে হালকা চুমু খেলেন। 'একসঙ্গে সময় কাটাতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে, ক্যাথেরিন।'

'আমারও। ধন্যবাদ, কোস্টা।'

ক্যাথেরিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আকাশে উড়াল দিয়েছে ডেমিরিসের বিমান। *উনি একদম অন্যরকম,* ভাবছে ক্যাথেরিন। *ওনাকে খুব মিস করব।*

ছয়

কনস্টানটিন ডেমিরিস এবং তার সম্বন্ধী স্পাইরস লামব্রুর সম্পর্ক সবাইকে বিস্মিত করে তোলে।

স্পাইরস লামব্রু ডেমিরিসের মতই ধনী এবং প্রভাবশালী। ডেমিরিস বিশ্বের লেটেস্ট কার্গো শিপের বহরের মালিক, স্পাইরস লামব্রুর অবস্থান ঠিক তাঁর পরেই। কনস্টানটিন ডেমিরিস অনেকগুলো সংবাদপত্র এয়ারলাইন, তেল খনি, ইস্পাত কারখানা এবং স্বর্ণখনির মালিক। স্পাইরস লামব্রুর রয়েছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি, ব্যাংক, বিপুল পরিমাণের রিয়েল এস্টেট এবং কেমিকেল প্ল্যান্ট। তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, তবে বাইরে বন্ধুত্বের ভান করেন।

'ব্যাপারটা বেশ মজার যে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দু'জন মানুষ পরস্পরের বন্ধু', বলে লোকে।

কিন্তু বাস্তবে তাঁরা একে অন্যের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং একে অন্যকে ঘৃণা করেন। স্পাইরস লামব্রু ১০০ ফুট লম্বা একটি ইয়ট কেনার সাথে সাথে কনস্টানটিন ডেমিরিস ১৫০ ফুট লম্বা ইয়ট কিনে ফেলেন। তাঁর ইয়টে রয়েছে চারটি জি.এম ডিজেল ইঞ্জিন, তেরজন ক্রু, দুটি স্পীডবোট এবং মিষ্টি পানির সুইমিংপুল।

স্পাইরস লামব্রুর ট্যাঙ্কারের সংখ্যা যখন দাঁড়ায় বারোতে, এবং সম্মিলিত ওজন দুই লাখ টন, কনস্টানটিন ডেমিরিস নিজের বহর সমৃদ্ধ করে তোলেন তেইশটি ট্যাঙ্কার দিয়ে, ওজন সাড়ে ছয় লাখ টন। স্পাইরস লামব্রু'র সংগ্রহে রয়েছে দুর্দান্ত এক ঝাঁক রেসের ঘোড়া, ডেমিরিস তার চেয়েও বড় আস্তাবল গড়ে তোলেন এবং রেসে তাঁর ঘোড়াই জিতে যায়।

এই দুই পুরুষের মাঝে মাঝে মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে যায় চ্যারিটি কমিটি, বিভিন্ন কর্পোরেশনের বোর্ডে কিংবা পারিবারিক পার্টিতে।

দু'জনের মেজাজ-মর্জিও সম্পূর্ণ আলাদা। কনস্টানটিন ডেমিরিস রীতিমত সংগ্রাম করে এতদূরে এসেছেন, স্পাইরস লামব্রু বংশগতভাবেই ধনী। তিনি লম্বা-পাতলা, অভিজাত চেহারার একজন মানুষ, সবসময় নিখুঁত ছাটাইয়ের সুট পরেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা গ্রীসের রাজা ছিলেন। স্পাইরস লামব্রু'র বাবা জাহাজ এবং ভূমির ব্যবসা করে বিরাট বড়লোক হয়ে ওঠেন। স্পাইরস তাঁর বাবার সাম্রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি বর্ধিতও করেছেন।

স্পাইরস লামব্রু এবং কনস্টানটিন ডেমিরিসের বন্ধুত্ব স্রেফ লোক দেখানো। দু'জনেই পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ডেমিরিস স্পাইরসকে ধ্বংস করতে চান ব্যবসায়িক স্বার্থে, নিজে টিকে থাকার প্রয়োজনে, লামব্রু ডেমিরিসকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন মেলিনার প্রতি তার বোন-জামাই'র অসদাচরণের প্রতিশোধ নিতে।

স্পাইরস লামব্রু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী। কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন সে ব্যাপারে সাইকিকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তবে ভণ্ড সাইকিকদের তিনি সহজেই চিনতে পারেন। শুধু একজন সাইকিক বা জ্যোতিষীর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেই সাইকিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল মেলিনার গর্ভপাত ঘটবে এবং বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারবেন না। এ ছাড়াও আরও নানান ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে মেলিনার জীবনে। সেই জ্যোতিষীর নাম মাদাম পিরিস।

কনস্টানটিন ডেমিরিস আগিহ্‌ জেরোভা স্ট্রীটের অফিসে প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল ছ'টায় হাজির হন। এটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন কাজ শুরু করে ততক্ষণে ডেমিরিস কয়েক ডজন দেশের সঙ্গে নিজের ব্যবসায়িক আলাপ সেরেও ফেলেছেন।

ডেমিরিসের প্রাইভেট অফিসটি খুব সুন্দর। জানালা দিয়ে গোটা এথেন্স শহর দেখা যায়। অফিসের মেঝে কালো গ্রানিট পাথরের, আসবাবগুলো ইস্পাত এবং চামড়ার তৈরি। একদিকের দেয়ালে লেগার্স, ব্রাকসহ আধডজন পিকাসোর ছবি ঝুলছে। রয়েছে কাঁচ এবং ইস্পাতের তৈরি প্রকাণ্ড একটি ডেস্ক। তার পেছনে সিংহাসনের মত চামড়ার চেয়ার। ডেস্কের ওপর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ক্রিস্টালের মৃত্যু-মুখোশ। নিচে লেখা:

আলেকজান্দ্রোস। মানুষের রক্ষক।

আজ সকালে কনস্টানটিন ডেমিরিস অফিসে ঢুকেই দেখলেন তাঁর প্রাইভেট ফোনটি বাজছে। মাত্র আধডজন মানুষ তাঁর এ ফোন নাম্বার জানে।

ফোন তুললেন ডেমিরিস। *'কালিমেহরা'* (সুপ্রভাত)।

'কালিমেহরা,' ওপাশ থেকে জবাব দিল স্পাইরস লামব্রু'র প্রাইভেট সেক্রেটারি নিকোস ভেরিটস। তার কণ্ঠ বিচলিত শোনাল।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন, মি. ডেমিরিস। আপনি বলেছিলেন কোনও খবর থাকলে যেন আপনাকে জানাই...'

'হুঁ। খবরটা কী?'

'মি. লামব্রু অরোরা ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি কোম্পানি কিনে ফেলার পরিকল্পনা করছেন। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকায় আছে এর নাম। পরিচালনা পর্ষদে মি. লামব্রুর এক বন্ধু আছেন। তিনি মি. লামব্রুকে বলেছেন

বিরাট একটি সরকারি কন্ট্রাক্ট পেতে চলেছে কোম্পানিটি। যুদ্ধ বিমান বানাবে। বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। এ ঘোষণা এলেই স্টকের দাম হু হু করে বেড়ে যাবে...'

'স্টক মার্কেট নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই,' ধমকে উঠলেন ডেমিরিস। 'জরুরী কোনও বিষয় ছাড়া আমাকে আর ফোন করবে না।'

'আমি দুঃখিত, মি. ডেমিরিস। আমি ভাবলাম...'

কিন্তু ডেমিরিস ফোন রেখে দিয়েছেন।

আটটায় ডেমিরিসের সহকারী গিয়ান্নিস চারস অফিসে ঢুকল। তার দিকে তাকালেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে একটি কোম্পানি আছে, অরোরা ইন্টারন্যাশনাল। আমাদের সবগুলো খবরের কাগজকে জানিয়ে দাও কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে তদন্ত করা হচ্ছে। সূত্র হিসেবে উল্লেখ করবে অজানা সূত্র। তবে খবরটা ছড়িয়ে দাও। স্টক ড্রপ করার আগ পর্যন্ত গল্প ছাপিয়ে যাবে। তারপর কিনতে থাকবে স্টক যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ চলে আসে।'

'জ্বী, স্যার। আর কিছু?'

'না। আমি কর্তৃত্ব নেয়ার পরে ঘোষণা করবে গুজবটি নিছকই গুজব ছিল। বলবে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ জানিয়েছেন স্পাইরস লামব্রু ভেতরের খবর পাবার ভিত্তিতে স্টক কিনেছেন।'

গিয়ান্নিস চারোস বলল, 'মি. ডেমিরিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা ক্রিমিনাল অফেন্স।'

হাসলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস, 'আমি জানি।'

এক মাইল দূরে, সিনটাগমা স্কোয়ারে, নিজের অফিসে বসে কাজ করছেন স্পাইরস লামব্রু। তাঁর অভিজাত রুচির প্রতিফলন ঘটেছে অফিসের সাজসজ্জায়। আসবাবের বেশীরভাগ দুর্লভ অ্যান্টিক, ফরাসী এবং ইতালির মিশেল দেয়া। তিনদিকের দেয়ালে ফরাসী ইমপ্রেসনিস্টদের ছবি। চতুর্থ দেয়ালে ভ্যান রাই সেলবার্গ থেকে শুরু করে ডি স্মেট পর্যন্ত অনেক বেলজিয়াম চিত্রশিল্পীর পেইন্টিং। আউটার অফিসের দরজার সাইন বোর্ডে লেখা লামব্রু অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। তবে সহযোগী কেউ নেই তাঁর। স্পাইরস লামব্রু উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে সফল একটি ব্যবসার হাল ধরেছেন, কয়েক বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এর বিস্তৃতি।

স্পাইরস লামব্রু'র সুখি থাকার কথা। তিনি ধনী এবং সফল একজন মানুষ, তাঁর স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। কিন্তু কনস্টানটিন ডেমিরিস যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন পরিপূর্ণ সুখি হওয়া কপালে নেই স্পাইরসের। বোন-জামাই তাঁর কাছে

অভিশাপ-বিশেষ। লামব্রু ডেমিরিসকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। ডেমিরিসের কোনও নীতি বোধ নেই। মেলিনার সঙ্গে ডেমিরিস যে সব আচরণ করেছেন, তাতে তিনি সম্বন্ধীর ঘৃণাই কুড়িয়েছেন শুধু। ডেমিরিসের সঙ্গে স্পাইরসের বিষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরু দশ বছর আগে।

স্পাইরস লামব্রু বোনের সঙ্গে লাঞ্চ করছিলেন। তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ভাইকে এতটা উত্তেজিত হতে খুব কমই দেখেছেন মেলিনা।

'মেলিনা, তুমি কি জানো প্রতিদিন পৃথিবী যে পরিমাণ ফসিল ফুয়েল হজম করে তা তৈরি হতে হাজার বছর সময় লাগে?'

'না, ভাইয়া।'

'ভবিষ্যতে তেলের চাহিদা বেড়ে যাবে সাংঘাতিক। এত তেল ধারণ করার মত অয়েল ট্যাঙ্কারও থাকবে না।'

'তুমি অয়েল ট্যাঙ্কার বানাবে?'

মাথা ঝাঁকালেন স্পাইরো। 'তবে সাধারণ ট্যাঙ্কার নয়। আমি বড় বড় ট্যাঙ্কার বানাব। বর্তমানে ট্যাঙ্কারের যে বহর আছে তারচেয়ে আকারে সেটা দ্বিগুণ হবে।' তাঁর কণ্ঠে উল্লাস। 'আমি এ বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে চিন্তাভাবনা করছি। পারস্য উপসাগর থেকে এক গ্যালন অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তুলে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুব উপকূলের বন্দরে তা পৌঁছে দিতে খরচ পড়ে সাত সেন্ট। কিন্তু বড় একটি ট্যাঙ্কারে গ্যালন প্রতি খরচ পড়বে তিন সেন্ট। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

'ভাইয়া– এত বড় ট্যাঙ্কারের বহর কেনার টাকা কোথায় পাবে?'

হাসলেন স্পাইরো। 'আমার পরিকল্পনার সবচেয়ে মজার অংশ তো ওটাই। আমাকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না।'

'মানে?'

সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'আগামী মাসে আমেরিকা যাচ্ছি আমি। বড় অয়েল কোম্পানিগুলোর মালিকদের সঙ্গে কথা বলব। আমি এসব ট্যাঙ্কারে তাদের জন্য তেল বহন করব অর্ধেক খরচে।'

'কিন্তু... তোমার তো কোনও বড় ট্যাঙ্কার নেই।'

হাসিটা মুখে ধরে রাখলেন স্পাইরো। 'তা নেই। তবে আমি তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যদি দীর্ঘ-মেয়াদী ভাড়ার চুক্তি করতে পারি, ব্যাংকগুলো আমাকে টাকা ধার দেবে। ওই টাকা দিয়ে বড় বড় অয়েল ট্যাঙ্কার কিনব আমি। কেমন হবে, বলোতো?'

'ভাইয়া, তুমি একটি জিনিয়াস। দারুণ একটা বুদ্ধি বের করেছ।'

মেলিনা ভাইয়ের পরিকল্পনা শুনে এমনই উত্তেজিত ছিলেন, সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারে বিষয়টি ডেমিরিসকে বলে দিলেন, সব কথা বলে জানতে চাইলেন মেলিনা, 'প্ল্যানটা দারুণ, না?'

এক মুহূর্ত নীরব থাকলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'তোমার ভাই স্বপ্নদ্রষ্টা। তবে এ পরিকল্পনা কাজে লাগবে না।'

অবাক হলেন মেলিনা। 'কেন?'

'কারণ এটা ফালতু একটা প্ল্যান। প্রথমত, তেলের জন্য বিশাল কোনও চাহিদা ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে না। কাজেই তোমার ভাইয়ের কল্পনার ট্যাঙ্কার বেকার বসে থাকবে। দ্বিতীয়ত, তেল কোম্পানিগুলো যে বহরের কোনও অস্তিত্বই নেই সেখানে তাদের মূল্যবান তেল পাঠাবে না। তৃতীয়ত, তোমার ভাইয়া যে সব ব্যাংকারের কাছে যাবেন, তারা তাঁকে হাসতে হাসতে অফিস থেকে বের করে দেবে।'

বেজায় হতাশ হলেন মেলিনা। 'ভাইয়াকে কত খুশি দেখলাম। তুমি বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে একটু কথা বলবে?'

মাথা নাড়লেন ডেমিরিস। 'তার স্বপ্ন তাকেই দেখতে দাও, মেলিনা। তবে তুমি আমার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছ এটা যেন তিনি জানতে না পারেন।'

'ঠিক আছে, কোস্টা। তুমি যা বলো।'

পরদিন সকালেই কনস্টানটিন ডেমিরিস উড়াল দিলেন আমেরিকায় বড় ট্যাঙ্কার নিয়ে কথা বলার জন্য। তিনি জানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলোর বাইরে বিশ্বের পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে সাতটি কোম্পানি : স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অব নিউজার্সি, স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অব ক্যালিফোর্নিয়া, গালফ অয়েল দ্য টেক্সাস কোম্পানি, সোকোনি ভ্যাকুয়াম, রয়ালডাচ শেল এবং অ্যাংলো-ইরানিয়ান। তিনি জানেন এদের যে কোনও একজনকে হাত করতে পারলেই বাকিরাও পেছন পেছন চলে আসবে।

কনস্টানটিন ডেমিরিস প্রথমে গেলেন স্ট্যান্ডার্ড অয়েল অব নিউজার্সির নির্বাহী অফিসে। চতুর্থ ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়েল কার্টিসের সঙ্গে তাঁর আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. ডেমিরিস?'

'আমি একটা কনসেপ্ট নিয়ে এসেছি। আমার বিশ্বাস এতে আপনার কোম্পানির উপকার হবে।'

'জ্বী, আপনি ফোনেও একথা বলেছিলেন,' ঘড়ি দেখলেন কার্টিস। 'কিছুক্ষণ পরে আমার একটা মিটিং আছে। আপনি যদি সংক্ষেপে...'

'খুব সংক্ষেপেই বলব আমি। পারস্য উপসাগর থেকে অপরিশোধিত এক গ্যালন তেল আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌছাতে খরচ পড়ে যায় সাত সেন্ট।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আমি যদি আপনাদেরকে গ্যালন প্রতি তিন সেন্টে তেল পরিবহনের গ্যারান্টি দিই?'

হাসলেন কার্টিস, 'আপনি মিরাকলটা ঘটাবেন কী করে?'

নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিলেন ডেমিরিস। 'বর্তমানে যে ট্যাঙ্কারগুলো তেল পরিবহন করছে, তার চেয়ে দ্বিগুণ ধারণ ক্ষমতাসম্পূর্ণ ট্যাঙ্কার ব্যবহার করব। আপনারা মাটি থেকে তেল বের করা মাত্র গন্তব্যে পৌঁছে যাবে ওই তেল।'

কার্টিস লক্ষ করছিলেন ডেমিরিসকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'অতবড় ট্যাঙ্কারের বহর কোথায় পাবেন?'

'কিনব।'

'দুঃখিত, আমরা আপনার ট্যাঙ্কার কেনায় অর্থ বিনিয়োগ করতে...'

বাধা দিলেন ডেমিরিস। 'আপনাদের একটি পয়সাও দিতে হবে না। আপনাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘ-মেয়াদী একটি চুক্তি করতে চাই। আপনারা বর্তমানে তেল পরিবহনে যে ভাড়া দিচ্ছেন তার অর্ধেক ভাড়ায় আমি আপনাদের মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেব। টাকা দেবে ব্যাংক।'

অনেকক্ষণ নীরব থাকবেন ওয়েল কার্টিস। তারপর কেশে পরিষ্কার করে নিলেন গলা। 'চলুন, আপনার সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্টের পরিচয় করিয়ে দিই। উনি দোতলায় বসেন।'

ওটা ছিল শুরু। অন্যান্য তেল কোম্পানিগুলো কনস্টানটিন ডেমিরিসের নতুন তেল ট্যাঙ্কারের সাথে চুক্তি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে স্পাইরস লামব্রু জেনে গেছেন কী ঘটছে। তবে ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। তিনি আমেরিকায় উড়ে গেলেন কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করার জন্য। কিন্তু ডেমিরিস বড় বড় কোম্পানিগুলো আগেই হাতিয়ে নিয়েছেন।

'ও তোমার স্বামী,' গর্জে উঠেছেন লামব্রু, 'তবে কসম খাচ্ছি, মেলিনা, ও যা করেছে সে জন্য ওকে একদিন মাশুল গুণতে হবে।'

যা ঘটেছে তার জন্য খুব খারাপ লাগছিল মেলিনার। মনে হচ্ছিল ভাইয়ের সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

স্বামীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বললে ডেমিরিস শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছেন, 'আমি ওদের কাছে যাইনি, মেলিনা। ওরাই আমার কাছে এসেছে। আমি কী করে ওদের না বলি?' তাদের আলোচনার সমাপ্তি ঘটে ওখানেই।

লামব্রুর সহকারী নিকোস ভেরিটস অফিসে ঢুকল। সে স্পাইরস লামব্রুর সঙ্গে গত পনের বছর ধরে আছে। তার মধ্যে কোনও কল্পনাশক্তি নেই, নেই কোনও ভবিষ্যৎ। তবে ডেমিরিস এবং লামব্রুর মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে সে নিজের জন্য স্বর্ণসুযোগ বলে মনে করে। সে চায় এ প্রতিযোগিতায় জিতে যাক ডেমিরিস।

নিয়মিত সে ডেমিরিসকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দিয়ে যাচ্ছে এ আশায় যে একদিন এ জন্য পুরস্কৃত হবে।

ভেরিটস লামব্রুর সামনে এসে বলল, 'মাফ করবেন। জনৈক মি. অ্যান্থনি রিজ্জোলি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন লামব্রু, 'আচ্ছা, ওকে পাঠিয়ে দাও।'

অ্যান্থনি রিজ্জোলির বয়স পঁয়তাল্লিশ। তার চুলের রঙ কালো, সরু নাক, গভীর বাদামী চোখ। ট্রেইনড বক্সারের ক্ষিপ্রতা চলাফেরায়, তার পরনে ধূসর রঙের দামী সুট, হলুদ সিল্ক শার্ট এবং নরম চামড়ার জুতো। সে মৃদুভাষী এবং বিনয়ী। তবে তার মধ্যে অশুভ কী একটা যেন আছে।

'প্লেজার টু মীট ইউ, মি, লামব্রু।'

'বসুন, মি. রিজ্জোলি।'

বসল রিজ্জোলি।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'মি. ভেরিটসকে আগেই বলেছি আপনার একটি কার্গো শিপ ভাড়া করতে চাই। মার্সেইতে আমার একটি কারখানা আছে। কিছু ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যাব আমেরিকায়। আমরা দু'জনে যদি একটি চুক্তিতে আসতে পারি, ভবিষ্যতে আপনাকে অনেক কাজ পাইয়ে দিতে পারব।'

স্পাইরস লামব্রু হেলান দিলেন চেয়ারে, সামনের লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করছেন। 'আপনি কি শুধু ওই জিনিসগুলোই পরিবহন করতে চাইছেন, মি. রিজ্জোলি?'

ভুরু কুঁচকে গেল টনি রিজ্জোলির। 'মানে? আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ঠিকই বুঝেছেন,' বললেন লামব্রু। 'আমার জাহাজ আপনাকে দেয়া যাবে না।'

'কেন যাবে না? আপনি আসলে কী বলতে চান?'

'মাদক, মি. রিজ্জোলি। আপনি একজন মাদক ব্যবসায়ী।'

চোখ সরু হয়ে এল রিজ্জোলির। 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আপনি নিশ্চয় গুজব শুনেছেন।'

কিন্তু লামব্রু জানেন ওটা গুজব নয়। তিনি এ লোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। টনি রিজ্জোলি ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় মাদক ব্যবসায়ী। সে মাফিয়ার হয়ে কাজ করে। শোনা যায়, রিজ্জোলির পরিবহন উৎস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। এজন্যই চুক্তি করতে সে এত আগ্রহী।

'আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে।'

টনি রিজ্জোলি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্পাইরস লামব্রুর দিকে। হিম শীতল চাউনি। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে,' পকেট থেকে একটা

বিজনেস কার্ড বের করে ছুঁড়ে দিল ডেস্কে।' 'যদি মত বদলান, এ ঠিকানায় আমাকে পাবেন।' চেয়ার ছাড়ল সে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কার্ডটি তুলে দেখলেন স্পাইরস লামব্রু। ওতে লেখা 'অ্যান্থনি রিজ্জোলি–ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট।' কার্ডের নিচে এথেন্সের একটি হোটেলের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দেয়া।

চোখ বড় বড় করে আলোচনা শুনছিল নিকোস ভেরিটস। টনি রিজ্জোলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে সে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কী সত্যি...?'

'হ্যাঁ। মি. রিজ্জোলি হেরোইনের ব্যবসা করেন। তাকে আমাদের কোন জাহাজ ভাড়া দিলে সরকার আমাদের জাহাজ ব্যবসাই বন্ধ করে দেবে।'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে লামব্রুর অফিস থেকে বেরিয়ে এল টনি রিজ্জোলি। *ওই হারামজাদা গ্রীকটা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যেন আমি রাস্তার ফকির। ব্যাটা ড্রাগসের কথা জানল কী করে? শিপমেন্টটি বেশ বড়–কমপক্ষে দশ মিলিয়ন ডলারের। নিউ ইয়র্কে মাল পৌঁছানোই এখন সমস্যা। নারকোটিক্স বিভাগের শেয়ালগুলো গোটা এথেন্সে গিজগিজ করছে। সিসিলিতে ফোন করে ওদেরকে বিরতি দিতে বলব।* টনি রিজ্জোলি কখনও মাল সরবরাহে বিরতি দেয়নি। এবারের মালও যথাস্থানে পৌঁছে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল সে। নিজেকে সে জাত বিজয়ী মনে করে।

নিউ ইয়র্কের হেলস কিচেনে বড় হয়েছে রিজ্জোলি। ভৌগোলিকভাবে এ এলাকার অবস্থান হলো ম্যানহাটনের পশ্চিমে এইটথ এভিন্যু এবং হাডসন নদীর মাঝখানে। হেলস কিচেন শহরের মধ্যে শহর। একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। এর রাস্তায় সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় গুণ্ডাপাণ্ডার দল। রয়েছে গফার্স, পার্লার মব, গোরিলা এবং রেডস গ্যাং। একশ ডলারে এখানে মানুষ খুন করা যায়, আরও কম টাকায় বাধিয়ে দেয়া হয় দাঙ্গা।

হেল'স কিচেনের বাসিন্দারা নোংরা বাড়িতে বাস করে। তাদের সঙ্গী ছারপোকা, ইঁদুর এবং তেলাপোকা। এসব বাড়িতে বাথটাব নেই। তরুণরা হাডসন নদীর জেটিতে ন্যাংটা হয়ে গোসল করে। সেখানে শহরের সমস্ত আবর্জনা ড্রেনের পাইপ থেকে মিশে যায়। জেটির বাতাস ভারী লাশ, পচা বেড়াল এবং কুকুরের গন্ধে।

হেল'স কিচেনের রাস্তায় নানান দৃশ্য দেখা যায়। সাইরেন বাজিয়ে ছুটে চলেছে দমকলের গাড়ি...বাড়ির ছাদে উঠে গোলাগুলি করছে দুই পক্ষ... বিয়ের বর-কনে মিছিল নিয়ে যাচ্ছে... ফুটপাতে বল খেলছে বাচ্চারা... লাগাম ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়ার পেছনে ছুটেছে কেউ...। এখানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা রাস্তা, বাড়ির ছাদ, আবর্জনা বোঝাই ময়লার ড্রাম এবং গরমের দিনে নদী। আর

এ শহরের সবকিছু ছাপিয়ে যে জিনিসটি দারুণভাবে প্রকট তা হলো দারিদ্র। আর এখানেই বেড়ে উঠেছে টনি রিজ্জোলি।

টনি রিজ্জোলির শৈশবের স্মৃতির কথা মনে করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে–দুধ কেনার টাকা চুরি যাওয়ার অপরাধে তাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তখন তার বয়স সাত। তার চেয়ে বয়সে এবং আকারে বড় ছেলেরা ছিল টনির জন্য আতঙ্ক। স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই ওকে মার খেতে হতো। আর স্কুলে মারামারি ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। তবে পনেরতে পা দেয়ার পর থেকে আর মার খেতে হয়নি টনিকে। উল্টো অন্যদেরকে ধরে ধরে পিট্টি দিয়েছে। কারণ ততদিনে শক্ত, পেশীবহুল একটি শরীরের অধিকারী টনি। আর মারামারিটা সে ভালোই রপ্ত করে নিয়েছিল। ব্যাপারটা সে যথেষ্ট উপভোগও করত। নিজেকে তার নেতা নেতা মনে হতো। সে এবং তার বন্ধুরা মিলে স্টিলম্যানের জিমনেশিয়াম বক্সিং-এর আয়োজন করত।

বক্সিং-এ জেতা যোদ্ধাদের ওপর নজর রাখত মবস্টাররা। তারা বাজিও ধরত। ফাইটে সবসময় জিতে যেত টনি রিজ্জোলি। মবস্টাররা পছন্দ করত তাকে। তার ফাইট দেখতে ফ্রাঙ্ক কস্তেল্লো, জো আডোনিস এবং লাকি লুসিয়ানোর মত মবস্টাররা আসত।

একদিন রিজ্জোলি লকার রুমে পোশাক বদলাচ্ছে, শুনে ফেলল তাকে নিয়ে ফ্রাঙ্ক কস্তেল্লো এবং লাকি লুসিয়ানো কথা বলছে। 'ছেলেটি একটা সোনার খনি,' বলছিল লুসিয়ানো, 'গত হপ্তায় ওর ওপর বাজি ধরে পাঁচ হাজার টাকা জিতেছি আমি।'

'লু ডোমেনিকের সঙ্গে ওর ফাইটটাও বাজি ধরবে?'

'অবশ্যই। এখন দশহাজার টাকা বাজি ধরব।'

টনি রিজ্জোলি তার ভাই জিনোকে দুই মবস্টারের আলোচনার কথা জানাল।

'জেসাস!' চেঁচিয়ে উঠল তার ভাই। 'ওরা তোমার ওপর বাজি ধরছে।'

'কিন্তু কেন? আমি তো পেশাদার কোনও বক্সার নই।'

এক মুহূর্ত ভাবল জিনো। 'তুমি তো এখন পর্যন্ত কোনও লড়াইতে হারনি, টনি, তাই না?'

'হু।'

'ওরা এটাকেই পুঁজি করে বাজি ধরছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টনি। 'কিন্তু এতে আমার কী এসে যায়?' জিনো ওর একটা হাত খামচে ধরল। আগ্রহে বলল, 'অনেক কিছুই এসে যায়। আমাদের দু'জনের জন্যই। এখন যা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনো...।

শুক্রবারের এক বিকেলে স্টিলম্যানের জিম-এ লড়াই হলো লু ডোমেনিক এবং টনির মধ্যে। দর্শক সারিতে হাজির হয়ে গেল শহরের সেরা গুণ্ডার দল– ফ্রাঙ্ক

কস্তেল্লো, জো এডোনিস, আলবার্ট আনাসতাসিয়া, লাকি লুসিয়ানো এবং মেয়ার ল্যানস্কি। লড়াই উপভোগ করল তারা। তবে বক্সারদের দিয়ে টাকা কামাইয়ের ধান্ধাটা তাদের কাছে আরও উপভোগ্য ছিল।

লু ডোমেনিকের বয়স সতের, টনির চেয়ে এক বছরের বড় এবং ওজনও পাঁচ পাউন্ড বেশি। তবে টনি রিজ্জোলির মত মারামারিতে দক্ষতা তার নেই এবং প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার প্রবণতাও তার মধ্যে অনুপস্থিত।

লড়াই হলো পাঁচ রাউন্ডের। প্রথম রাউন্ডে ভালোই দেখাল টনি। দ্বিতীয় রাউন্ডেও তাই। তৃতীয় রাউন্ডেও ডোমেনিককে বেধড়ক পেটাল টনি। মবস্টাররা ধরেই নিয়েছে জিততে চলেছে টনি। তারা টাকা গুনতে শুরু করল।

'ছোকরা একদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে,' মন্তব্য করল লাকি লুসিয়ানো। 'ওর ওপরে কত বাজি ধরেছ?'

'দশ হাজার,' জবাব দিল ফ্রাঙ্ক কস্তেল্লো।

হঠাৎ ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পঞ্চম রাউন্ডের মাঝামাঝিতে টনি রিজ্জোলিকে এক আপার কাট মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল লু ডোমেনিক। গুণতে শুরু করল রেফারি... খুব ধীরে ধীরে। তাকিয়ে আছে পাথর মুখ দর্শকদের দিকে।

'উঠে দাঁড়াও, ছোড়া' চেঁচিয়ে উঠল জো অ্যাডোনিস।

'উঠে দাঁড়িয়ে লড়ো!'

সেকেন্ড গণনা চলল, অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও শেষ পর্যন্ত দশ পর্যন্ত গুনল রেফারি। টনি রিজ্জোলি মেঝেতে নট নড়ন চড়ন হয়ে শুয়েই থাকল।

'কুত্তার বাচ্চা। গেল আমার টাকাগুলো!'

টনি রিজ্জোলিকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেল ওর ভাই জিনো। টনি শক্ত করে বুজে থাকল চোখ। ভয় পাচ্ছে মবস্টাররা যদি টের পেয়ে যায় ও জ্ঞান হারায়নি, বারোটা বাজাবে ওর।

বাড়ি ফেরার পরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল টনি।

'আমরা জিতেছি,' উৎফুল্ল গলায় বলল ওর ভাই। 'জানো কত টাকা জিতেছি? প্রায় এক লাখ ডলার।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না...'

'আমি টাকাটা ধার করে তোমার ওপর বাজি ধরেছিলাম। ওরা তো আর জানত না তুমি ইচ্ছে করে হেরে যাবে। আমরা এখন ধনী হয়ে গেছি।'

'কিন্তু ওরা যদি জেনে ফেলে?' জিজ্ঞেস করল টনি। হাসল জিনো। 'তা কোনওদিনই জানতে পারবে না।'

পরদিন টনি রিজ্জোলি ছুটির পরে স্কুল থেকে বেরিয়েছে, একটা লম্বা, কালো লিমুজিন দেখতে পেল। ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ানো। পেছনের সীটে বসে আছে লাকি লুসিয়ানো, জানালা দিয়ে হাত নেড়ে ডাক দিল সে টনিকে। 'ভেতরে এসো।'

বুকে ধরফড় শুরু হয়ে গেল টনির। 'এখন আমি কোথাও যেতে পারব না, মি. লুসিয়ানো। আমার দেরী হয়ে গেছে...।

'উঠে পড়ো।'

লিমুজিনে উঠে পড়ল টনি রিজ্জোলি। লুসিয়ানোর ইঙ্গিতে গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

লুসিয়ানো টনির দিকে ফিরল। 'তুমি একটা মস্ত চালাকি করেছ,' নিরুত্তাপ কণ্ঠ তার। 'লড়াই করে কত কামিয়েছ?'

'কিছুই না, মি. লুসিয়ানো,' কাঁপা গলায় জবাব দিল টনি, 'আমি...?'

'আমি আরেকবার জানতে চাইব। চালাকি করে কত কামিয়েছ?'

ইতস্তত করল টনি। 'এক হাজার ডলার।'

হেসে উঠল লাকি লুসিয়ানো। 'ওতো মুরগির খাবার। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...বয়স কত তোমার?'

'ষোল।'

'ষোল বছরের বাচ্চার জন্য টাকাটা কম নয়। তুমি জানো তোমার জন্য আমি এবং আমার বন্ধুরা কতগুলো টাকা খুইয়েছি।'

'আমি দুঃখিত। আমি–'

'বাদ দাও। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলব না, টনি। খুললে আমার বন্ধুরা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আমি চাই তুমি আগামী সোমবার আমার সঙ্গে দেখা করবে। তুমি আর আমি মিলে একসঙ্গে কাজ করব।'

সপ্তাখানেক বাদে টনি রিজ্জোলি লাকি লুসিয়ানোর জন্য কাজ শুরু করে দিল। নাম্বার রানার হিসেবে কাজ শুরু করল সে, তারপর হলো এনফোর্সার। মাথায় ঘিলু আছে ওর, কাজও করে জলদি। শীঘ্রি লুসিয়ানোর লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি ঘটল তার।

লাকি লুসিয়ানোকে পুলিশ যখন গ্রেফতার করল, বিচার হলো এবং তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো জেলে, টনি রিজ্জোলি লুসিয়ানোর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থেকে গেল।

মাফিয়া পরিবারগুলো জুয়া, মহাজনি, ব্যবসা, পতিতাবৃত্তিসহ লাভজনক এরকম অবৈধ বহু কাজের সঙ্গে জড়িত, মাদক ব্যবসা নিয়ে অনেকেই ভুরু কোঁচকালেও কয়েকজন মাফিয়া সদস্য এর সঙ্গে জড়িত ছিল। মাফিয়া পরিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদেরকে মাদক ব্যবসার অনুমতি দিয়েছিল। শর্ত ছিল নিজেদের ঝুঁকিতে এ ব্যবসা করতে হবে।

মাদক ব্যবসা দারুণ টানছিল টনি রিজ্জোলিকে। সে লক্ষ করেছে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত লোকজনের কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। তারা বিশৃঙ্খলভাবে যে যার মত ব্যবসা করছে। এ ব্যবসায় যদি সঠিকভাবে মস্তিষ্ক এবং পেশী খাটানো যায়...।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল টনি।

টনি রিজ্জোলি বিশৃঙ্খল কোনও কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়াতে রাজি নয়। সে হেরোইন সম্পর্কে যত লেখা পেল সব পড়ে ফেলল। জানল হেরোইন নারকোটিক্সের রাজা হতে চলেছে। হেরোইন আসক্তদের দাস বানিয়ে রাখা যায়, তাদের কাছ থেকে যা খুশি আদায় করা সম্ভব। আর তুরস্কে সবচেয়ে বেশি পপি চাষ হয় যা দিয়ে তৈরি করা হয় হেরোইন।

মাফিয়া পরিবারের তুরস্কের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। রিজ্জোলি পেটে লুক্কা নামে একজন কাপু'র সঙ্গে কথা বলল।

'আমি হেরোইন ব্যবসা করতে চাই,' বলল টনি। 'তবে যা করব পরিবারের জন্য। আমি এ কথাটাই আপনাকে জানাতে এসেছি।'

'তুমি খুব ভালো ছেলে, টনি।'

'আমি তুরস্কে যাব। ওখানকার সবকিছু তদারকি করব। আপনি সাহায্য করতে পারবেন?'

ইতস্তত করলেন বৃদ্ধ। 'আমি ওদেরকে বলে দেখতে পারি। তবে ওরা আমাদের মত নয়, টনি। ওদের নিয়ম নীতির কোনও বালাই নেই। ওরা জানোয়ার। ওদের আস্থা অর্জন করতে না পারলে ওরা স্রেফ তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'আমি সাবধানে থাকব।'

'তাতো থাকতেই হবে।'

দুই হপ্তা পরে তুরস্কের পথে রওনা হয়ে গেল টনি রিজ্জোলি।

সে ইজমির আফিয়ন এবং এস্কিশেহির ভ্রমণ করল। এখানে উৎপাদিত হয় পপি। শুরুতে ওদের সন্দেহের মুখোমুখি হতে হলো টনিকে। সে একজন আগন্তুক। আর অচেনা মানুষকে তারা স্বাগত জানায় না।

'আমরা একত্রে মিলে অনেক ব্যবসা করতে পারব,' বলল রিজ্জোলি। 'তোমাদের পপি মাঠগুলো একবার আমাকে ঘুরে দেখতে দাও।'

জবাবে কাঁধ ঝাঁকাল অপরপক্ষ। 'পপি মাঠটাট আমি চিনি না। আপনি খামোকা সময় নষ্ট করছেন। বাড়ি ফিরে যান।'

কিন্তু রিজ্জোলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে আধডজন ফোন করল, তারবার্তা বিনিময় হলো, অবশেষে কিলিস-এ টার্কিশ সিরিয়ান সীমান্তের কাছে একটি আফিম খেত দেখার অনুমতি মিলল তার। খেতের মালিক কারেল্লা। দেশের অন্যতম ভূ-স্বামী।

'আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারি না,' বলল টনি। 'আপনারা এ ফুল থেকে কীভাবে হেরোইন তৈরি করেন!

সাদা কোট পরা এক বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করলেন ব্যাপারটা। 'হেরোইন বানাতে ধাপে ধাপে অনেক কাজ করতে হয়, মি. রিজ্জোলি। আফিম থেকে তৈরি হয় হেরোইন। এতে মরফিন এবং অ্যাসেটিক এসিডের প্রয়োজন। Papaver Somniferum বা ঘুম ফুল নামে পরিচিত এক ধরনের বিশেষ পপি থেকে তৈরি করা হয় হেরোইন। আফিম নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ opos থেকে, এর অর্থ রস।

'আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।'

ফুল তোলার সময় টনিকে আমন্ত্রণ জানানো হলো কারেল্লার মূল জমিতে। কারেল্লার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের হাতে স্কালপেলের মত দেখতে এক জোড়া কাঁচি, এ দিয়ে ফুল কাটা হয়। বাতাসে পপি ফুলের মাতাল করা গন্ধ। ঘুম এসে গেল রিজ্জোলির। তাকে সাবধান করে দিল কারেল্লা। 'ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। একবার মাঠে শুয়ে পড়ছেন কী আর কোনওদিন ঘুম ভাঙবে না।'

কারেল্লা জানালো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পপি ফুল তুলতে হয়। নয়তো নষ্ট হয়ে যায় ফসল। আর এই চব্বিশ ঘণ্টা খামার বাড়ির জানালা এবং দরজা বন্ধ রাখা হয়।

হেরোইন কীভাবে পাচার করা হয় জানতে চাইল টনি।

'নানান পরিবহন আছে,' জবাব দিল কারেল্লা। ট্রাক, বাস, ট্রেন, গাড়ি, খচ্চর, উট...।'

'উট?'

'আমরা উটের পেটে হেরোইনের ক্যান ভরে পাচার করি মাল। তবে গার্ডরা মেটাল ডিটেকটর ব্যবহার করে বলে রাবার ব্যাগ ব্যবহার করি। যাত্রা শেষে উটগুলোকে হত্যা করি। তবে সমস্যা হলো মাঝে মাঝে ব্যাগগুলো উটের পেটের ভেতরে ফেটে যায়। সীমান্ত এলাকায় মাতালের মত আচরণ করতে থাকে জানোয়ারগুলো। গার্ডরাও তখন ধরে ফেলে হেরোইন আছে উটের পেটে।'

'কোন রুট ব্যবহার করেন?'

'কখনও আলেপ্পো, বৈরুত এবং ইস্তাম্বুলের রুট ব্যবহার করা হয়। ওখান থেকে মার্সেই। আবার কখনও ড্রাগস ইস্তাম্বুল থেকে গ্রীসে যায়। তারপর সিসিলি হয়ে কর্সিকা, মরক্কো এবং তারপর পাড়ি দেয় আটলান্টিক।'

'বাহ্ চমৎকার,' বলল রিজ্জোলি। 'আমি পরিবারকে বলব আপনাদের কথা। তবে আরেকটি কথা।'

'কী?'

'আমি আগামী শিপমেন্টের সঙ্গে থাকতে চাই।'

দীর্ঘ বিরতি, 'কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক।'

'আমি ঝুঁকি নেব।'

পরদিন বিকেলে টনি রিজ্জোলির সঙ্গে বিশালদেহী ডাকাতের মত চেহারার এক লোকের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। লোকটার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ। 'এ মুস্তাফা। আফিয়নে বাড়ি, তুর্কি ভাষায় আফিয়ন মানে আফিম। মুস্তাফা আমাদের সবচেয়ে দক্ষ চোরাকারবারীদের একজন।'

'দক্ষ হতেই হয়,' বিনীত গলায় বলল মুস্তাফা। 'কারণ এ কাজে পদে পদে বিপদ।'

দাঁত বের করে হাসল টনি। 'তবে ঝুঁকিটা পুষিয়েও যায়, না?'

গম্ভীর গলায় বলল মুস্তাফা। 'আপনি টাকার কথা বলছেন। আমাদের কাছে আফিম টাকার চেয়েও মূল্যবান। আফিম আমাদের কাছে খোদা-প্রদত্ত অমৃত। এ হলো প্রাকৃতিক ওষুধ। এ ওষুধ খাওয়া যায়, চামড়ায় ঢোকানো যায় এবং অনেক ছোটখাটো রোগবালাইও সেরে যায় এতে–পেটে ব্যথা, সর্দি, জ্বর, গায়ে ব্যথা ইত্যাদি। তবে পরিমাণের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। বেশী পরিমাণে নিলে শুধু জ্ঞানই হারাবেন না, যৌনশক্তিও হারিয়ে ফেলবেন। আর তুরস্কে পুরুষত্বহীন পুরুষের কোনও দাম নেই।'

'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

আফিয়ান থেকে যাত্রা শুরু হলো মাঝরাতে। একদল কৃষককে নিয়ে হাঁটা ধরল মুস্তাফা। খচ্চরের পিঠে আফিম, মোট সাড়ে তিনশ কিলো, ৭০০ পাউন্ডেরও বেশি। সাতটা তাগড়া খচ্চরের পিঠে বেঁধে দেয়া হয়েছে থলেগুলো। ভেজা খড়ের মত বাতাসে ভাসছে আফিমের মিষ্টি, তীব্র গন্ধ। ডজনখানেক কৃষক পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খচ্চর। তাদের সবার হাতে রাইফেল।

'আজকাল খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়,' রিজ্জোলিকে বলল মুস্তাফা। 'ইন্টারপোলসহ পুলিশ খুঁজছে আমাদের। অথচ আগের দিনে কোনও ঝামেলাই ছিল না। বরং মজা ছিল। আমরা কালো বাক্সে পুরে পাচার করতাম কফিন। রাস্তায় লোকজন বা পুলিশ দেখলে মাথার হ্যাট নামিয়ে সম্মান দেখাত আমাদের প্রতি। ভাবত কফিন বহন করছি।'

আফিয়ন প্রদেশ তুরস্কের পশ্চিমাংশে, উঁচু একটি মালভূমিতে সুলতান পাহাড়ের পাদদেশে। প্রত্যন্ত এ সকল দেশের প্রধান শহরগুলো থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায়।

'এ এলাকাটা খুব ভালো,' জানাল মুস্তাফা। 'ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

নির্জন পাহাড়ি রাস্তা ধরে ধীরগতিতে হেঁটে চলেছে খচ্চরের দল। তিনদিন পরে, মাঝরাতে ওরা তুর্কী-সিরিয়ান সীমান্তে পৌঁছাল। সেখানে কালো পোশাক

পরা এক মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। সঙ্গে ময়দার বস্তা, স্যাডল হর্ন থেকে ঝুলছে রশি। তবে মাটি স্পর্শ করছে না। রশিটি বেশ লম্বা, দৈর্ঘে দুশো ফুট। রশির অপর প্রান্ত ধরল মুস্তাফা এবং তার ভাড়া করা পনেরজন অনুচর। তারা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো। তাদের সবার মুক্তহাতে আফিমের থলে। প্রতিটি থলেতে রয়েছে পঁয়ত্রিশ পাউন্ড আফিম। মহিলা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চলল অ্যান্টিপারসোনেল মাইন পুঁতে রাখা মাঠ দিয়ে। তবে মাঠের একটা অংশ ভেড়া চলাচলের জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে। ওই রাস্তা ধরে এগোচ্ছে মহিলা। রশি মাটিতে পড়ে যাওয়া মানে মুস্তাফাদের জন্য এটা একটা সংকেত। সামনে ফরাসী গার্ড আছে। মহিলাকে জেরা করার জন্য থামানো হলে মুস্তাফারা নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে যাবে।

ওরা কিলিস অতিক্রম করল। এটা বর্ডার পয়েন্ট। এদিকে প্রচুর মাইন পুঁতে রাখা আছে। এখানে ফরাসী সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। এ এলাকা পাড়ি দিয়ে চোরাকারবারীরা তিন মাইল প্রশস্ত বাফার জোনে ঢুকে গেল। তারপর পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ওখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সিরিয়ান স্মাগলাররা। তারা আফিমের থলে মাটিতে রেখে হাতে তুলে নিল রাকির বোতল। রিজ্জোলি দেখল ওজন করা হলো আফিম, তারপর বস্তায় পুরে, বেঁধে তুলে দেয়া হলো সিরিয়ান গাধার পিঠে। কাজ শেষ। *বেশ,* ভাবল রিজ্জোলি। *দেখা যাক ওরা কীভাবে এ জিনিস থাইল্যান্ডে পৌঁছে দেয়।*

রিজ্জোলির পরবর্তী গন্তব্য ব্যাংকক। থাই মাছ ধরার নৌকায় উঠল সে। আফিম পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ে খালি কেরোসিনের ড্রামে রাখা হয়েছে। মাছ ধরার নৌকা হংকং পৌঁছল। ড্রামগুলো লিমা এবং ল্যাড্রন আইল্যান্ডের অগভীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হলো। হংকং-এর তিনটি মাছ ধরার নৌকা ড্রামগুলো তুলে নিল বড়শি বিঁধিয়ে। 'খারাপ না,' বলল রিজ্জোলি। *তবে এরচেয়েও ভালো রাস্তা বের করতে হবে।*

হেরোইন উৎপাদনকারীরা হেরোইনের সংকেতিক নাম দিয়েছে। 'H' বা 'Horse' মানে ঘোড়া। তবে টনি রিজ্জোলির কাছে হেরোইন মানে সোনা। এর লাভ আকাশচুম্বি। যেসব কৃষক কাঁচা আফিম উৎপাদন করে তাদেরকে প্রতি দশ কিলোর জন্য দেয়া হয় ৩৫০ ডলার। কিন্তু আফিম শোধন হয়ে হেরোইন হিসেবে যখন নিউ ইয়র্কের রাস্তায় বিক্রি হয়, তখন দাম দাঁড়ায় ২,৫০,০০০ ডলারে।

দশ বছর আগে শুরুটা ছিল এরকম। তবে এখন মাদক পাচার কঠিন হয়ে গেছে। ইন্টারপোল বা ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ সম্প্রতি তাদের তালিকার শীর্ষে রেখেছে মাদক চোরাকারবার। যেসব বন্দরে চোরাচালান হচ্ছে বলে সামান্য সন্দেহও রয়েছে পুলিশের, সেখানকার সমস্ত নৌযান সার্চ করে দেখা হয়।

এজন্যই রিজ্জোলি স্পাইরস লামব্রুর কাছে গিয়েছিল। তাঁর নৌযান পুলিশের সন্দেহের উর্ধ্বে। তার কার্গো শিপ পুলিশ সার্চ করবে না। কিন্তু হারামীর বাচ্চা রিজ্জোলির কথা শুনতেই চাইল না। দূর দূর করে ওকে তাড়িয়ে দিল। *আর কোনও রাস্তা বের করতে হবে,* ভাবল রিজ্জোলি। *এবং দ্রুত।*

'ক্যাথেরিন– আমি কি তোমাকে বিরক্ত করলাম?'

এখন মাঝরাত। 'না, কোস্টা। আপনার কণ্ঠ শুনে খুব ভালো লাগছে।'

'সব ঠিকঠাক মত চলছে তো?'

'জ্বী– ধন্যবাদ। আমি কাজটা খুব উপভোগ করছি।'

'বেশ। আমি কিছুদিনের মধ্যে লন্ডন আসছি। তখন তোমার সঙ্গে দেখা করব। কোম্পানির কিছু কাজ আছে।'

'ঠিক আছে।'

'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

এবারে ফোন করল ক্যাথেরিন। 'কোস্টা– কী বলব ভেবে পাচ্ছি নে। লকেটটা খুব সুন্দর। আপনার উচিত হয়নি এতদামী–'

'ওটা খুব ছোট একটি উপহার, ক্যাথেরিন। ইভলিন বলেছে অফিস নাকি তোমার দ্বারা অনেক উপকৃত হচ্ছে। আমি শুধু আমার প্রশংসা ব্যক্ত করতে চেয়েছি মাত্র।'

কাজটা খুব সহজ, তাকালেন ডেমিরিস। ছোট ছোট উপহার এবং সামান্য প্রশংসা।

তারপর তিনি বলবেন, আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।

তারপর 'আমি বড় একা' ধরনের আকুতি।

বিয়ে নিয়ে আবছা কথাবার্তা, দ্বীপ ভ্রমণের জন্য ইয়টে আমন্ত্রণ। এ রুটিন কখনও ব্যর্থ হবার নয়। আর এতে খুব মজা পাবেন তিনি, ভাবলেন ডেমিরিস, *কারণ আমি এর অন্যরকম সমাপ্তি ঘটাব। ওকে মরতে হবে।*

তিনি নেপোলিয়ন চোটাসকে ফোন করলেন। আইনজীবী তাঁর কণ্ঠ শুনে খুশি হলেন। 'অনেকদিন পরে ফোন করলেন, কোস্টা। সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'বলুন।'

'রাফিনায় নোয়েল পেজের ছোট একটি ভিলা আছে। আপনি ভিলাটি আমার জন্য কিনবেন, তবে অন্য কারও নামে।'

'অবশ্যই। আমি আমার অফিসের একজন আইনজীবীকে...'

'আমি চাই কাজটা আপনি নিজে করবেন।'

সামান্য বিরতি, 'ঠিক আছে। করব।'

'ধন্যবাদ।'

ফোনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন নেপোলিয়ন চোটাস, ওই ভিলা ছিল নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের মধু কুঞ্জ। ওখানে ওরা প্রেম করত। কিন্তু কনস্টানটিন ডেমিরিসের ওই ভিলাটি প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন?

সাত

আরসাকিওন কোর্টহাউস এথেন্সের ডাউনটাউনে। ধূসর, মস্ত ভবনটি গোটা ইউনির্ভাসিটি এবং স্ট্রাডা জুড়ে বিস্তৃত। ভবনের ত্রিশটি কোর্টরুমের মাত্র তিনটি কক্ষ ক্রিমিনাল ট্রায়ালের জন্য ব্যবহার করা হয় : রুম ২১, ৩০ এবং ৩৩।

আনাসতাসিয়া সাভালাসের হত্যা মামলার বিচার চলছে। পাবলিকের খুব আগ্রহ এ মামলার ব্যাপারে। বিচার চলছে ৩৩ নম্বর কক্ষে। আদালত কক্ষটি চল্লিশ ফুট প্রশস্ত এবং তিনশ ফুট লম্বা। আসনগুলো তিনটি ব্লকে বিভক্ত। ছয় ফুটের ব্যবধানে প্রতিটি সারিতে ন'টি করে কাঠের বেঞ্চ। কোর্টরুমের সামনে একটি ডায়াস, ছয় ফুট উঁচু মেহগনি পার্টিশনে ঘেরা। ওখানে পিঠ উঁচু চেয়ারে বসেছেন তিন বিচারক।

ডায়াসের সামনে স্বাক্ষীর কাঠগড়া, একটি ছোট প্লাটফর্ম। তাতে ছোট একটি টেবিল। দূর প্রান্তের দেয়ালে জুরী বক্স, এ মুহূর্তে বসে আছেন দশজন জুরী। বিবাদীর বক্সের সামনে আইনজীবীর টেবিল।

বিবাদীর পক্ষে আছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা উকিল নেপোলিয়ন চোটাস। চোটাস শুধু হত্যা মামলা পরিচালনা করেন। ব্যর্থতা বলে কোনও শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। শোনা যায়, তার ফী মিলিয়ন ডলার। নেপোলিয়ন চোটাস রোগা-পাতলা, অতিশয় কৃশ চেহারার একজন মানুষ। তাঁর চোখ জোড়া বড় বড়, বিষণ্ন, ব্লাডহাউন্ডের দৃষ্টি তাতে, মুখখানা ভাঙাচোরা। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদের দশাও ভালো নয়, চেহারা সুরৎ দেখে মোটেই শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাস জাগে না। তবে চোটাসের বিভ্রান্তিকর আচরণের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে একটি প্রতিভাদীপ্ত, তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক।

প্রেস নেপোলিয়ন চোটাসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তিনি যে নারীর পক্ষে লড়ছেন তাতে তাঁর জিতে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। নিঃসন্দেহে প্রথমবারের মত পরাজয়ের স্বাদ নিতে চলেছেন ঝানু উকিল।

সরকার পক্ষের উকিল পিটার ডেমোনিডস এর আগেও চোটাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি কাউকে, এমনকী নিজের কাছেও কখনও স্বীকার করেননি যে চোটাসের দক্ষতা ঈর্ষা করেন না। আনাসতাসিয়া সাভালাসের মামলায় চোটাসের জিতে যাওয়ার সম্ভাবনা যে শূন্য, সে ব্যাপারে ডেমোনিডস নিশ্চিত।

খুব সহজ একটা কেস : আনাসতাসিয়া সাভালাস এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। জর্জ সাভালাস নামে এক ধনবানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। লোকটি আনাসতাসিয়ার চেয়ে তিন বছরের বড়। আনাসতাসিয়ার সঙ্গে তাদের যুবক শোফার জোসেফের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সাক্ষ্য মতে, আনাসতাসিয়ার স্বামী তাকে ডিভোর্সের হুমকি দেন এবং উইল থেকে আনাসতাসিয়ার নাম বাদ দেয়ার ভয় দেখান। হত্যাকাণ্ডের রাতে, আনাসতাসিয়া বাড়ির সমস্ত চাকর বাকরকে ছুটি দিয়ে দেয় এবং স্বামীর জন্য ডিনার রান্না করে। জর্জ সাভালাসের সর্দি লেগেছিল। ডিনার খাওয়ার সময় তিনি খুব কাশছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য এক বোতল কফের ওষুধ নিয়ে আসে। সাভালাস ওষুধের বোতলে একবার মাত্র চুমুক দেন। তার পরপরই মারা যান।

অত্যন্ত সহজ একটি কেস।

সকাল বেলাতেই ৩৩ নম্বর কক্ষ ভরে গেছে দর্শকদের ভিড়ে। আনাসতাসিয়া সাভালাস সাধারণ কালো শার্ট এবং ব্লাউজ পরে বসে আছে বিবাদীর টেবিলে। তার অঙ্গে গহনার বালাই নেই, মেকআপও করেছে অতি সামান্য। তবু তার রূপ যেন ফেটে পড়ছে।

প্রসিকিউটর পিটার ডেমোনিডস জুরীদের উদ্দেশে শুরু করলেন বক্তৃতা।

'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, মাঝে মাঝে মার্ডার কেসে বিচার শেষ হতে সময় লেগে যায় তিন-চার মাস। তবে এ মামলায় এতটা সময় লাগবে বলে আমার মনে হয় না। আপনারা কেসের ঘটনা যখন শুনবেন, আমি নিশ্চিত, দ্ব্যর্থহীনভাবে একটি রায়ের ব্যাপারেই রাজি হয়ে যাবেন– এটা একটি ফার্স্ট-ডিগ্রী মার্ডার কেস। রাষ্ট্র প্রমাণ করে দেবে বিবাদী স্বইচ্ছায় তাঁর স্বামীকে খুন করেছেন। কারণ তিনি যখন জানতে পারেন বিবাদী তাদের শোফারের সঙ্গে প্রণয়লীলায় জড়িত তখন তিনি বিবাদীকে বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকি দেন। আমরা প্রমাণ করে দেব যে বিবাদীর উদ্দেশ্যেই ছিল ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ধন্যবাদ।' নিজের আসনে ফিরে এলেন তিনি।

চিফ জাস্টিস ফিরলেন চোটাসের দিকে। 'বিবাদী পক্ষের উকিল কি তাঁর ওপেনিং স্টেটমেন্ট দিতে প্রস্তুত আছেন?'

ধীরে ধীরে সিধে হলেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'জ্বী, ইয়োর অনার।' তিনি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পা বাড়ালেন জুরী বক্সের দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করে দেখলেন জুরীদের। তারপর যখন মুখ খুললেন, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন।

'আমার অনেক বয়স হয়েছে। আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি কোন নারী বা পুরুষ তাদের মন্দ প্রকৃতি আড়াল করতে পারে না। মন্দ প্রকৃতি সব সময় প্রকাশ হয়ে পড়বেই। এক কবি একবার বলেছিলেন চোখ হলো আত্মার জানালা। আমি এ কথা বিশ্বাস করি। ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, বিবাদীর চোখের দিকে

দয়া করে একবার তাকান। ও চোখ দেখলেই বোঝা যায় ওই মানুষ কাউকে হত্যা করতে পারে না।' নেপোলিয়ন চোটাস ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন, যেন কী বলবেন ভাবছেন। তারপর স্খলিত পদক্ষেপে ফিরে এলেন নিজের আসনে।

বিজয় উল্লাস অনুভব করলেন পিটার ডেমোনিডস। *জেসাস ক্রাইস্ট। এমন দুর্বল ওপেনিং জীবনেও শুনিনি আমি। বুড়ো নির্ঘাত হেরে যাবে।*

'প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি কি তাঁর প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করার জন্য প্রস্তুত?'

'জ্বী, ইয়োর অনার। আমি রোসা লিকুরগসকে ডাকছি।'

বিশালদেহী, মধ্যবয়স্কা এক মহিলা দর্শক সারি থেকে উঠে এল, হন হন করে এগোল কোর্টরুমের সামনে। তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হলো।

'মিসেস লিকুরগস, আপনার পেশা কী?'

'আমি হাউজকীপার...' তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। 'আমি মি. সাভালাসের হাউজকীপার ছিলাম।'

'মি. জর্জ সাভালাস?'

'জ্বী।'

'আমাদেরকে বলবেন কী কতদিন ধরে মি, সাভালাসের বাড়িতে কাজ করছেন?'

'পঁচিশ বছর।'

'বাপরে, অনেক লম্বা সময়। আপনার চাকুরীদাতাকে কি আপনি পছন্দ করতেন?'

'তিনি ছিলেন দেবতার মত।'

'মি. সাভালাস কি তাঁর প্রথম বিয়ের সময় আপনাকে নিয়োগ দেন?'

'জ্বী, স্যার। তাঁর প্রথম স্ত্রীর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার সময় আমি মি সাভালাসের পাশে ছিলাম।'

'তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক কি ভালো ছিল?'

'তাঁরা পরস্পরকে পাগলের মত ভালোবাসতেন।'

নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে তাকালেন পিটার ডেমোনিডস, তার কাছ থেকে আপত্তি আশা করছেন। কিন্তু চোটাস নিজের আসনে বসে রইলেন, আপন ভাবনায় মগ্ন।

বলে চললেন পিটার ডেমোনিডস। 'আনাসতাসিয়া সাভালাসের সঙ্গে মি. সাভালাসের দ্বিতীয় বিয়ের সময়ও কি আপনি তাঁর চাকরি করছিলেন?'

'জ্বী, স্যার।'

'এ বিয়েটা কি সুখের ছিল?' ডেমোনিডস আবার আড়চোখে তাকাল চোটাসের দিকে। কিন্তু ও তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

'সুখের বিয়ে? না, স্যার। তাঁরা কুকুর-বেড়ালের মত ঝগড়া করতেন।'

'আপনি এসব ঝগড়ার কোনওটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কি?'

'তাদের ঝগড়া সবাই শুনতে পেত। আমাদের বাড়িটি বিশাল।'

'ঝগড়া কি মুখেই সীমাবদ্ধ থাকত মানে গালিগালাজ চলত নাকি হাতাহাতিও হতো?'

'হাতাহাতি হতো। তবে ম্যাডামই স্যারের গায়ে হাত তুলতেন।'

'আপনি মিসেস সাভালাসকে তাঁর স্বামীর গায়ে হাত তুলতে দেখেছেন?'

'বহুবার,' স্বামী আনাসতাসিয়ার দিকে তাকাল, মহিলার চেহারায় জ্বলজ্বল করছে সন্তুষ্টি ও উল্লাস।

'মিসেস লিকুরগস, যে রাতে মি, সাভালাস মারা যান কারা কারা কাজ করছিল বাড়িতে?'

'কেউ না।'

পিটার ডেমোনিডস বিস্ময় ফোটালেন কণ্ঠে। 'আপনি বলতে চাইছেন অত বড় একটা বাড়িতে কোনও কর্মচারী ছিল না? মি. সাভালাসের রাঁধুনী, চাকরানি কিংবা বাটলার কিছুই ছিল না?'

'তা তো ছিলই, স্যার। আমাদের বাড়িতে সবাই আছে। তবে ম্যাডাম সবাইকে ওই দিন ছুটি দিয়ে দেন। তিনি বলেন স্বামীর জন্য নিজ হাতে রান্না করবেন ডিনার। ওটা নাকি তাদের দ্বিতীয় হানিমুন হতে যাচ্ছে।' শেষের কথাটা উচ্চারিত হলো ঘৃণা নিয়ে।

'তো–মিসেস সাভালাস সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলেন?'

এবারেও চিফ জাস্টিস তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে, ভাবলেন কোনও আপত্তি তুলবেন চোটাস। কিন্তু আইনজীবী আগের মতই চুপচাপ বসে থাকলেন।

ডেমোনিডস হাউজকীপারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বলছেন বাড়িতে সাধারণত যেসব কর্মচারী থাকে তাদের সবাইকে মিসেস সাভালাস ছুটি দিয়ে দেন যাতে তিনি স্বামীর সঙ্গে একা থাকতে পারেন?'

'জ্বী, স্যার। আর বেচারা মানুষটার সেদিন সাংঘাতিক ঠাণ্ডা লেগেছিল।'

'মিসেস সাভালাস কি মাঝেমধ্যেই তার স্বামীর জন্য রান্না করতেন?'

নাক কোঁচকাল হাউজকীপার। 'উনি রান্না করতেন, না, স্যার। উনি বাড়ির কোনও কাজই করতেন না।'

নেপোলিয়ন চোটাস চুপচাপ বসে শুনছেন, যেন তিনি উকিল নন, একজন দর্শকমাত্র।

'ধন্যবাদ, মিসেস লিকুরগস, আপনি এখন যেতে পারেন।'

পিটার ডেমোনিডস চোটাসের দিকে ফিরলেন, তৃপ্তিটাকে গোপন করার চেষ্টা করলেন। মিসেস লিকুরগসের সাক্ষ্য জুরীদেরকে ভালোই প্রভাবিত করেছে। তাঁরা বিবাদীর দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। 'আপনার সাক্ষী?'

মুখ তুলে চাইলেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'কী? ওহ্, নো কোশ্চেনস।'

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন চিফ জাস্টিস। 'মি. চোটাস...আপনি সাক্ষীকে জেরা করবেন না?'

সিধে হলেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'না, ইয়োর অনার। আমার ধারণা ভদ্রমহিলা একটি কথাও বানিয়ে বলেননি।'

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না পিটার ডেমোনিডসের। মাই গড, ভাবলেন তিনি। *বুড়ো লড়াই পর্যন্ত করতে চাইছে না। বুড়োর দিন শেষ।* ডেমোনিডস নিজের বিজয়ের ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত।

প্রধান বিচারক তাকালেন প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির দিকে।

'আপনি আপনার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।'

'জোসেফ পাপাসকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান করছি।'

লম্বা, সুদর্শন, কালো চুলের এক তরুণ উঠে এল দর্শকসারি থেকে। হেঁটে এগোল উইটনেস বক্সে। শপথ পাঠ করল। শুরু করলেন পিটার ডেমোনিডস। 'মি. পাপাস, আদালতকে কী অনুগ্রহ করে জানাবেন আপনি কোন্ পেশায় আছেন?'

'আমি একজন শোফার।'

'আপনি কি এ মুহূর্তে কাজ করছেন?'

'না।'

'কিন্তু আপনি তো কিছুদিন আগেও চাকরি করতেন। আপনি জর্জ সাভালাসের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, তাঁর অধীনে কাজ করতেন, নয় কি?'

'জ্বী।'

'সাভালাস পরিবারে কতদিন ধরে কাজ করেছেন?'

'এক বছরেরও বেশী।'

'কাজটা কি উপভোগ্য ছিল?'

চোটাসের দিকে চট করে তাকাল পাপাস। কিন্তু তিনি নিরুত্তর।

'কাজটা কি আপনি উপভোগ করতেন, মি. পাপাস?'

'কাজটা মোটামুটি ছিল।'

'আপনি কি ভালো বেতন পেতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো কাজটা ভালোই ছিল বলা যায়। আপনি কি মিসেস সাভালাসের সঙ্গে নিয়মিত বিছানায় যেতেন?'

নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে সাহায্যের আশায় তাকাল জোসেফ পাপাস। কিন্তু কোনও সাহায্য এল না।

'আ...জ্বী, স্যার। আমার ধারণা যেতাম।'

কণ্ঠে ভৎর্সনা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন না পিটার ডেমোনিডস। 'আপনার ধারণা ছিল? আপনি শপথ নিয়েছেন, আপনার সঙ্গে মিসেস সাভালাসের সম্পর্ক

ছিল নাকি ছিল না?' চেয়ারে বসা পাপাস শরীর মোচড়াল।' আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল।

'আপনার কি ব্যাপারটা ভেবে একবারও খারাপ লাগেনি যে মাসের পর মাস মি. সাভালাসের নুন খাচ্ছেন অথচ তারই স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন?'

'আমাদের সম্পর্কটা নিছক শারীরিক প্রেম ছিল না।'

সাবধানে ফাঁদ পাতলেন পিটার ডেমোনিডস। 'স্রেফ শারীরিক প্রেম ছিল না, এ কথার মানে কী? আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'মানে– আমি আর আনাসতাসিয়া বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলাম।'

আদালতে বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল। জুরীরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিবাদীর দিকে।

'বিয়ের বুদ্ধিটা কার ছিল? আপনার নাকি মিসেস সাভালাসের?'

'দুজনেরই।'

'সত্যি বলছি, মি. পাপাস। আপনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। আপনি বিয়ে করার চিন্তা করেছিলেন কীভাবে? মিসেস সাভালাসের তো স্বামী ছিল, তাই নয়? আপনি কি পরিকল্পণা করেছিলেন বুড়ো হয়ে মি. সাভালাস মরে যাবেন তারপর তার স্ত্রীকে বিয়ে করবেন? নাকি কোনও ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটানোর মতলব ছিল? আসলে মতলবটা কী ছিল?'

প্রশ্নটা এমন সরাসরি ছিল সে প্রসিকিউটরসহ তিন বিচারক নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে তাকালেন। চোটাস আপত্তি জানাবেন ভাবছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিবাদী পক্ষের উকিল কাগজে কী সব হিজিবিজি দাগ কাটছেন, এদিকে যেন মনোযোগই নেই তাঁর। আনাসতাসিয়া সাভালাসকেও উদ্বিগ্ন মনে হলো।

পিটার ডেমোনিডস সুযোগটা নিলেন। 'আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি, মি. পাপাস।'

চেয়ারে অস্বস্তি নিয়ে নড়চড়ে উঠল জোসেফ পাপাস। 'আমি এ প্রশ্নের সঠিক জবাব জানি না।'

চাবুকের মত সপাং করে উঠল পিটার ডেমোনিডসের কণ্ঠ। 'তাহলে সঠিক কথাটি আমাকেই বলতে দিন। মিসেস সাভালাস পথের কাঁটা দূর করতে তাঁর স্বামীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তিনি জানতেন তাঁর স্বামী তাঁকে ডিভোর্স দেবেন এবং সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। তিনি...'

'অবজেকশন!' নেপোলিয়ন চোটাস নয়, আপত্তি এল স্বয়ং প্রধান বিচারকের কাছ থেকে। 'আপনি সাক্ষীকে সরাসরি চাপ প্রয়োগ করছেন।' নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে তাকালেন তিনি। আইনজীবীর নীরবতা তাঁকে বিস্মিত করেছে। বৃদ্ধ বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে আছেন, চোখ আধবোজা।

'দুঃখিত, ইয়োর অনার।' বললেন পিটার ডেমোনিডস। তবে জানেন তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। চোটাসের দিকে ফিরলেন তিনি।

'ইয়োর উইটনেস।'

উঠে দাঁড়ালেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'ধন্যবাদ মি. ডেমোনিডস। নো কোয়েশ্চেন।'

তিন বিচারক পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। বিস্মিত। একজন বললেন, 'মি. চোটাস, আপনি নিশ্চয় সচেতন আছেন সাক্ষীকে ক্রস-এক্সামিন করার এটাই একমাত্র সুযোগ?'

চোখ পিটপিট করলেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'জ্বী, ইয়োর অনার।'

'কিন্তু আপনি তাকে কোনও প্রশ্ন করতে চাইছেন না?'

শূন্যে হাত নেড়ে অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলেন চোটাস। 'না, ইয়োর অনার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বিচারক, 'বেশ। প্রসিকিউটর তাঁর পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।'

পরবর্তী সাক্ষী মিহালিস হারিটোনিডস ষাটোর্দ্ধ এক হোঁতকা।

শপথ বাক্য পাঠ শেষে প্রসিকিউটর মিহালিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আদালতকে কী অনুগ্রহ করে জানাবেন আপনার পেশা কী?'

'জ্বী, স্যার। আমি একটি হোটেলের ম্যানেজার।'

'হোটেলের নামটা বলুন?'

'দ্য আর্গোস।'

'হোটেলটি কোথায়?'

'কর্ফুতে।'

'মি. হারিটোনিডস, এ ঘরের কেউ কি আপনার হোটেলে কখনও উঠেছেন?'

চারপাশে চোখ বুলাল মোটু। 'জ্বী, স্যার। ওই নারী-পুরুষ দু'জন।'

'রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে সাক্ষী জোসেফ পাপাস এবং আনাসতাসিয়া সাভালাসকে ইংগিত করেছেন,' পিটার সাক্ষীর দিকে ফিরল।'

'ওরা কী আপনার হোটেলে একাধিকবার অবস্থান করেছেন?'

'জ্বী, স্যার। কমপক্ষে ছ'বার।'

'তারা একই ঘরে একত্রে কি রাত কাটিয়েছেন?'

'জ্বী, স্যার। তাঁরা সাধারণত সাপ্তাহিক ছুটিতে আসতেন।'

'ধন্যবাদ, মি. হারিটোনিডস,' পিটার তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে। ইয়োর উইটনেস।'

'নো কোয়েশ্চেন।'

চিফ জাস্টিস দুই বিচারকের দিকে তাকালেন। ফিসফাস করলেন তাঁরা কয়েক সেকেন্ড।

প্রধান বিচারক নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে মুখ তুললেন।

'এ সাক্ষীকে আপনার কোনও প্রশ্ন করার নেই, মি. চোটাস?'

'না, ইয়োর অনার। আমি তার সাক্ষ্য বিশ্বাস করি। তার হোটেলটি সুন্দর। আমি নিজেও ওখানে থেকেছি।'

চিফ জাস্টিস দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে। তারপর ফিরলেন প্রসিকিউটরের দিকে। 'রাষ্ট্রপক্ষের উকিল তাঁর পরবর্তী সাক্ষীকে আহ্বান করতে পারেন।'

এবারে ডাক পড়ল ড. ভাসিলিস ফ্রানগেসকোস-এর। লম্বা, সুদর্শন ভদ্রলোক দর্শক সারি থেকে বেরিয়ে এলেন, সোজা এগোলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। তাঁকে শপথ পড়ানো হলো।

'ড. ফ্রানগেসকোস, আদালতে বলবেন কী ধরনের চিকিৎসা আপনি করে থাকেন?'

'আমি একজন সাধারণ প্রাকটিশনার।'

'কতদিন ধরে প্রাকটিস করছেন, ডক্টর?'

'প্রায় ত্রিশ বছর।'

'আপনার নিশ্চয় লাইসেন্স আছে।'

'অবশ্যই।'

'ড. ফ্রানগেসকোস, জর্জ সাভালাস কি আপনার রোগী ছিলেন?'

'জ্বী, ছিলেন।'

'কতদিন ধরে?'

'দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে।'

'মি. সাভালাসের কোনও বিশেষ রোগের চিকিৎসা করছিলেন কি?'

'প্রথমবার তিনি আমার কাছে এসেছিলেন উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা নিয়ে।'

'এরপরে আর চিকিৎসা করেননি?'

'জ্বী, করেছি। মাঝে মাঝেই তিনি আসতেন আমার কাছে। কখনও বা ব্রংকাইটিস কখনওবা পেটের বেদনা নিয়ে–সিরিয়াস কোনও অসুখ তাঁর ছিল না।

'মি. সাভালাসের সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয় আপনার?'

'গত বছরের ডিসেম্বরে।'

'তার মানে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে।'

'ঠিক বলেছেন।'

'উনি কি আপনার অফিসে এসেছিলেন, ডক্টর?'

'না, আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম।'

'আপনি কি বাড়িতে গিয়েও চিকিৎসা করেন?'

'সাধারণত না।'

'কিন্তু এ কেসের ক্ষেত্রে গিয়েছিলেন?'

'জ্বী।'

'কেন?'

ইতস্তত করলেন ডাক্তার। 'কারণ আমার অফিসে আসার মত শারীরিক অবস্থা তাঁর ছিল না।'

'কী রকম শারীরিক অবস্থা ছিল তাঁর?'

'তাঁর শরীরে ক্ষত চিহ্ন ছিল, পাঁজরে চিড় ধরে গিয়েছিল।'

'তিনি কি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন?'

দ্বিধান্বিত গলায় জবাব দিলেন ডক্টর। 'না। তিনি আমাকে বলেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে মেরেছেন।'

আদালত কক্ষে গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল।'

পিটার ডোমিনিডস বললেন, 'ধন্যবাদ, ড. ফ্রানগেসকস। আর কোনও প্রশ্ন নয়।' চোটাসের দিকে তাকালেন। 'ইয়োর উইটনেস।'

'নো কোয়েশ্চেন।'

তারপর একের পর এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়ে গেল : এক চাকরানি বলল সে মিসেস সাভালাসকে বিভিন্ন সময়ে শোফারের কোয়ার্টাসে যেতে দেখেছে... এক বাটলার জানাল সে শুনেছে জর্জ সাভালাস তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্সের হুমকি দিয়ে উইল বদলানোর কথা বলেছেন...প্রতিবেশীরা বলল তারা সাভালাস দম্পতির ঝগড়া শুনেছে।

কিন্তু নেপোলিয়ন চোটাস এসব সাক্ষীর কাউকে জেরা করলেন না।

আনাসতাসিয়া সাভালাসকে দ্রুত ঘিরে ধরছিল জাল।

পিটার ডেমোনিডস ইতিমধ্যে জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত। মনের চোখে তিনি খবরের কাগজের হেডলাইন দেখতে পাচ্ছিলেন। ইতিহাসের দ্রুততম রায় হতে যাচ্ছে এ মামলার। *বিচার এমনকী আজও শেষ হয়ে যেতে পারে,* ভাবলেন তিনি। *বিখ্যাত নেপোলিয়ন চোটাস একজন পরাজিত মানুষ।*

'আমি এবারে মি. নিকো মেনটাকিসকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকছি।'

মেনটাকিস রোগা-পাতলা এক তরুণ, ধীরে সুস্থে, সতর্কতার সাথে কথা বলে।

'মি. মেনটাকিস, আদালতকে জানাবেন কী আপনি কোন্ পেশার সঙ্গে জড়িত?'

'জ্বী, স্যার। আমি নার্সারীতে কাজ করি।'

'বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন?'

'না, স্যার। এটা ওই নার্সারী নয়। আমার নার্সারীতে নানান রকম ফুলের গাছ আছে।'

'ও, আচ্ছা, আপনার ফুলের গাছ যাতে সতেজ থাকে এজন্য যত্ন নিতে হয় না?'

'জ্বী, স্যার। যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। আমরা কখনও অসুস্থ, রোগাক্রান্ত গাছ বিক্রি করি না। আমাদের কাস্টমারদের বেশীরভাগ রেগুলার।'

'মি. মেনটাকিস, মিসেস সাভালাস কি আপনাদের রেগুলার কাস্টমার?'

'জ্বী, স্যার। মিসেস সাভালাস উদ্ভিদ এবং ফুল ভালোবাসেন।'

অধৈর্য গলায় প্রধান বিচারক বললেন, 'মি. ডেমোনিডস, আদালত মনে করছে এ ধরনের প্রশ্নের কোনও যৌক্তিকতা নেই। আপনি অন্য কোনও প্রশ্ন করুন।'

'আদালত যদি আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়, ইয়োর অনার, তাহলে এ সাক্ষীর কাছ থেকে এ মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য পাব বলে আমার বিশ্বাস।'

চিফ জাস্টিস তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে। 'মি. চোটাস, এ ধরনের প্রশ্নের আপনার কোনও আপত্তি আছে?'

মুখ তুলে চাইলেন নেপোলিয়ন চোটাস, পিটপিট করলেন চোখ।

'জ্বী, না, ইয়োর অনার।'

হতাশ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন চিফ জাস্টিস। তারপর ফিরলেন পিটার ডেমোনিডসের দিকে। 'বেশ। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।'

'মি. মেনটাকিস, মিসেস সাভালাস কি ডিসেম্বরের কোনও একদিন এসে আপনাকে বলেছিলেন তাঁর কয়েকটি গাছ মরে যাচ্ছে?'

'জ্বী, স্যার। তিনি বলেছিলেন।'

'তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে পোকার কামড়ে তাঁর ফুলের গাছ মরে যাচ্ছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'পোকার হামলা রুখতে আপনার কাছে তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন, নয় কি?'

'জ্বী, স্যার।'

'আপনি তাঁকে কী দিয়েছিলেন।'

'আমি তার কাছে কিছু অ্যান্টিমনি বিক্রি করি।'

'আদালতকে বলবেন কি আসলে ওটা কী ছিল?'

'বিষ। আর্সেনিকের মত।'

আদালতে তুমুল শোরগোল সৃষ্টি হল।

চিফ জাস্টিস হাতুড়ি দিয়ে দড়াম করে বাড়ি মারলেন টেবিলে। 'আবার যদি এরকম কোলাহল হয় আমি রক্ষীদের বলব এ আদালত খালি করে দিতে।' তিনি পিটার ডেমোনিডসের দিকে ফিরলেন। 'আপনি জেরা চালিয়ে যেতে পারেন।'

'আপনি তাহলে তাঁর কাছে অ্যান্টিমনি বিক্রি করেছিলেন?'

'জ্বী, স্যার।'

'এবং বলছেন ওটা ভয়ঙ্কর বিষ ছিল। আর্সেনিকের মত।'

'জ্বী, স্যার। খুবই ভয়ঙ্কর বিষ।'

'আপনি বিষ বিক্রি করার সময় নিশ্চয় তার রশিদ লিখে রেখেছেন?'

'জ্বী, স্যার।'

'রশিদ কি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, মি. মেনটাকিস?'

'জ্বী, এনেছি।' সে একটি খাতা দিল পিটার ডেমোনিডসকে।

প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি বিচারকদের সামনে হেঁটে গেলেন। 'ইয়োর অনার, আমি এতে লেবেল লাগাতে চাই। 'Exhibit A' হিসেবে সাক্ষীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।' তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে।

মাথা নাড়লেন চোটাস। 'নো কোয়েশ্চেন।'

গভীর দম নিলেন পিটার ডেমোনিডস। এবারে বোমা ফাটানোর সময় হয়েছে। 'আপনাদের 'Exhibit B' দেখাতে চাই।'

তিনি ঘরের শেষপ্রান্তে হেঁটে গেলেন। দরজায় দাঁড়ানো রক্ষীকে বললেন, 'ওটা নিয়ে এসো।'

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রক্ষী। একটু পরেই ফিরে এল। হাতের ট্রেতে কফের সিরাপের বোতল। বোতলের বেশ খানিকটা খালি। দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখল রক্ষী প্রসিকিউটরের হাতে তুলে দিল বোতল। পিটার ডেমোনিডস ওটা জুরীদের টেবিলে রাখলেন।

'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, আপনারা হত্যার অস্ত্রটি দেখছেন, এ অস্ত্র ব্যবহার করেই হত্যা করা হয় জর্জ সাভালাসকে। এ কফ সিরাপই মিসেস সাভালাস তার স্বামীকে খেতে দিয়েছিলেন যে রাতে তিনি মারা যান। এর মধ্যে অ্যান্টিমনি আছে। ভিক্টিম এ বিষ পান করার কুড়ি মিনিটের মাথায় ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।'

চেয়ার ছাড়লেন নেপোলিয়ন চোটাস, মৃদু গলায় বললেন, 'অবজেকশন। প্রসিকিউটিং অ্যার্টনি কী করে জানলেন যে ওই বোতল থেকেই মি. সাভালাসকে ওষুধ দেয়া হয়েছিল?' পিটার ডেমোনিডস বন্ধ করে দিলেন ফাঁদের দরজা। 'আমার বিজ্ঞ সহকর্মীর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি মিসেস সাভালাস স্বীকার করেছেন তাঁর স্বামী যে রাতে মারা যান সে রাতে তিনি এ ওষুধ তাঁকে পান করান। এ বোতল পুলিশের কাছে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। আদালতে নিয়ে আসার কয়েক মিনিট আগে মাত্র তালা খোলা হয়েছে। করোনার পরীক্ষা করে বলেছেন জর্জ সাভালাস অ্যান্টিমনি পয়জনিং-এ মারা গেছেন। এ কফ সিরাপে আছে অ্যান্টিমনি,' তিনি চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে।

পরাজয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'তাহলে আমার কিছু বলার নেই।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন পিটার ডেমোনিডস। 'না থাকারই কথা। ধন্যবাদ, মি. চোটাস। প্রসিকিউশনের জেরার এখানেই শেষ।'

চিফ জাস্টিস তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে। 'বিবাদীপক্ষ কি তার সামেশনের জন্য প্রস্তুত?'

নেপোলিয়ন চোটাস বললেন, 'জ্বী, ইয়োর অনার,' অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।. তারপর টলতে টলতে পা বাড়ালেন সামনে। দাঁড়ালেন জুরী

বক্সের সামনে। মাথা চুলকাচ্ছেন, যেন কী বলবেন মনস্থির করার চেষ্টা করছেন। অবশেষে শুরু করলেন তিনি, ধীরে ধীরে, শব্দ বাছাই করে।

'আপনাদের কেউ কেউ হয়তো ভেবে অবাক হয়েছেন আমি কেন কোনও সাক্ষীকে জেরা করলাম না। সত্যি বলতে কী, আমার ধারণা, মি. ডেমোনিডস সে কাজটি এমন সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন আর কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয়নি।'

গর্দভটা কেসটা আমার জন্য আরও সহজ করে দিল, খুশি মনে ভাবলেন পিটার ডেমোনিডস।

নেপোলিয়ন চোটাস এক মুহূর্ত তাকালেন কফের সিরাপের বোতলের দিকে, তারপর ফিরলেন জুরীদের দিকে। 'প্রতিটা সাক্ষীকে খুব সৎ মনে হয়েছে। কিন্তু ওরা কি কোনও কিছু প্রমাণ করতে পেরেছেন? আমি আসলে বলতে চাইছি...'

মাথা নাড়লেন তিনি।' যাকগে, সাক্ষীরা যা বলে গেলেন তার সারমর্ম যোগ করলে আমরা যা পাই তাহলো : এক সুন্দরী তরুণী এক বুড়োকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বুড়ো সম্ভবত তাকে শারীরিকভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।' জোসেফ পাপাসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন চোটাস। 'কাজেই সে এক সুদর্শন তরুণকে খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু খবরের কাগজের দৌলতে এ সমস্ত খবরই তো আমাদের জানা, তাই না? ওদের প্রেমের ব্যাপারে গোপন কিছু নেই। গোটা পৃথিবী এ ঘটনা জানে। বিশ্বের সবগুলো ট্র্যাশ পত্রিকায় এ নিয়ে গল্প ছাপা হয়েছে। এখন, আমি বা আপনি হয়তো তরুণীর আচরণ সমর্থন করতে পারছি না, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, তবে আনাসতাসিয়া সাভালাসকে এখানে ব্যভিচারীর মামলার আসামী করা হয়নি। তাকে এ আদালতে এ অভিযোগে আনা হয়নি যে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত তারও যৌনকামনা রয়েছে। তাকে আনা হয়েছে হত্যার অভিযোগে।'

আবার বোতলটা দেখলেন তিনি, যেন ওটা তাঁকে জাদু করেছে।

বুড়ো বকবক করছে করুক, ভাবলেন পিটার ডেমোনিডস। কোর্টরুমের ঘড়ি দেখলেন। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বিচারক দুপুরে আদালত মুলতবি ঘোষণা করবেন।

বুড়ো গর্দভ এর মধ্যে তার সামেশন শেষ করতে পারবে না, তবু ওকে ভয় পাচ্ছি কেন আমি? অবাক হলেন তিনি।

বলে চলেছেন নেপোলিয়ন চোটাস, 'সাক্ষ্য প্রমাণগুলো একটু ঝালিয়ে নেয়া যাক, কী বলেন? মিসেস সাভালাসের কয়েকটি ফুলের গাছ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি এগুলোকে পোকার হাত থেকে বাঁচাতে প্লান্ট এক্সপার্ট মি. মেনটাকিসের শরণাপন্ন হন। তিনি তাকে অ্যান্টিমনি ব্যবহারের পরামর্শ দেন। মিসেস সাভালাস তার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেন। একে কি আপনারা খুন বলবেন? আমি অবশ্যই বলব না। তারপর হাউজকীপারের সাক্ষ্যে আসুন। সে বলেছে মিসেস

সাভালাস বাড়ির সমস্ত চাকরকে ছুটি দিয়ে দেন যাতে তিনি নিজের হাতে রান্না করে স্বামীর সঙ্গে হানিমুন ডিনার করতে পারেন। আমার ধারণা, হাউজকীপার নিজেও মি. সাভালাসের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। কোনও মানুষের প্রতি গভীর মমতা এবং অনুভূতি না থাকলে একটানা পঁচিশ বছর কাজ করা সম্ভব নয়। সে আনাসতাসিয়া সাভালাসকে ঘৃণা করত। তার গলার স্বর শুনে কি আপনারা তা বুঝতে পারেন নি?' সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন চোটাস। 'ধরুন, বিবাদী তার স্বামীকে সত্যি গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তিনি চাইছিলেন বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে। একজন নারী তার পুরুষের জন্য কীভাবে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, এর মধ্যে অন্যতম উপায় হলো তার জন্য রান্না করা। এতে কি ভালোবাসা প্রকাশ পায় না?

'আমার তো মনে হয় পায়।' আবার বোতলের দিকে তাকালেন তিনি। 'এবং স্বামী অসুস্থ হলে কি স্ত্রী তার পরিচর্যা করেন না?'

দেয়াল ঘড়ি জানান দিল বারোটা বাজতে আর এক মিনিট বাকি।

'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, এ বিচার শুরু হওয়ার সময় আমি এ মহিলার চেহারার দিকে তাকাতে আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম। এ মুখ খুনীর মুখ নয়। ওই চোখ হত্যাকারীর চোখ নয়।'

পিটার ডেমোনিডস লক্ষ করলেন জুরীরা কটমট করে তাকিয়ে আছেন বিবাদীর দিকে। তাঁদের দৃষ্টিতে ঘৃণা। পিটার জুরীদের পকেটে পুরে ফেলেছেন।

'আইন খুব পরিষ্কার, ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ। আমাদের সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী অপরাধীর রায় দেবেন। বিবাদীর অপরাধের ব্যাপারে আপনাদের কারও মনে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই তা আমি অনুমান করতে পারি।'

কথা বলার সময় আবার খুকখুক কাশলেন নেপোলিয়ন চোটাস। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। জুরীদের টেবিলে রাখা সিরাপের বোতলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'তবে আমাদের প্রসিকিউটর কিছুই প্রমাণ করতে পারেন নি, পেরেছেন কী? শুধু এ বোতলটা ছাড়া যে বোতল মিসেস সাভালাস তার স্বামীকে দিয়েছিলেন। এটা আসলে কোনও কেসই নয়।' আবার কাশতে লাগলেন তিনি। তারপর অবচেতন মনেই যেন হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন বোতল। ছিপি খুললেন, বড় এক চুমুক দিলেন বোতলে। আদালত কক্ষের সবাই আঁতকে উঠল ভয়ে।

চিফ জাস্টিস প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মি. চোটাস...' আরেক চুমুক সিরাপ পান করলেন নেপোলিয়ন চোটাস।

'ইয়োর অনার, প্রসিকিউটররের কেস আসলে ভুয়া একটা মামলা। জর্জ সাভালাস এ মহিলার হাতে মারা যান নি। বিবাদী পক্ষ এ মামলার সমাপ্তি ঘোষণা করছে।'

ঘড়িতে ঢংঢং শব্দে বারোটা বাজল। এক রক্ষী ছুটে এল চিফ জাস্টিসের কাছে। তাঁর কানে কানে কী যেন বলল, চিফ জাস্টিস হাতুড়ির বাড়ি দিলেন

ডেক্সে। 'অর্ডার! অর্ডার! আমরা আদালত মুলতবি ঘোষণা করছি। জুরীরা এখন বিশ্রাম নেবেন এবং পরে মামলার রায় ঘোষণা করবেন। আদালতের কার্যক্রম আবার বেলা দু'টায় শুরু হবে।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন পিটার ডেমোনিডস। কেউ বোতল বদলে দিয়েছে! কিন্তু তা কী করে সম্ভব! এভিডেন্স সবসময় কঠোরভাবে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। তাহলে কী প্যাথলজিস্টের কোনও ভুল হলো? তিনি সহকারীর সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘুরলেন। কথা শেষ করে মুখ তুলে দেখলেন চলে গেছেন নেপোলিয়ন চোটাস।

বেলা দুটোয় আবার বসল আদালত। জুরীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন আদালত কক্ষে। যে যার আসনে বসলেন। নেপোলিয়ন চোটাসকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হারামজাদা মরেছে, ভাবলেন পিটার ডেমোনিডস।

এমন সময় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন চোটাস। তাঁকে সুস্থ লাগছে। তাঁর দিকে সবাই তাকিয়ে আছে, নিজের আসনে এসে বসলেন চোটাস।

প্রধান বিচারক বললেন, 'জুরীগণ, আপনারা কী কোনও রায়ে পৌছাতে পেরেছেন?'

জুরীদের ফোরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জ্বী, ইয়োর অনার। আমরা বিবাদীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করছি।'

দর্শক হাততালি দিয়ে উঠল।

পিটার ডেমোনিডসের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। *বাস্টার্ডটা আবার হারিয়ে দিল আমাকে,* দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে। মিটি মিটি হাসছেন ঝানু আইনজীবী।

আট

গ্রীসের সবচেয়ে নামজাদা ল ফার্ম ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা অবসর নিয়েছেন বহু আগে। ফার্মটি এখন চালাচ্ছেন নেপোলিয়ন চোটাস। আধ ডজন অংশীদার রয়েছেন বটে তবে তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চোটাস।

ধনী মানুষরা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেই নেপোলিয়ন চোটাসের শরণাপন্ন হন। তাঁর রেকর্ড কিংবদন্তীতুল্য। তিনি শুধু একের পর এক সাফল্য অর্জন করে গেছেন, ব্যর্থ হন নি কখনও। আনাসতাসিয়া সাভালাসের সাম্প্রতিক বিচার বিশ্বব্যাপী খবরের কাগজগুলোর হেডলাইনে পরিণত হয়েছে। কেউ কল্পনাও করেনি এ মামলার বিবাদীকে জিতিয়ে আনতে পারবেন চোটাস। বিরাট একটি ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। তবে জানতেন ঝুঁকি না নিলে বাঁচানো যেত না ক্লায়েন্টকে। সিরাপ পান করার সময় জুরীদের চেহারা মনে পড়তে মুখ টিপে হাসলেন চোটাস। তিনি সামেশন টানার সময়টা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাছাই করেছিলেন। *জুরীরা যদি মত বদলে বারোটার সময় বিশ্রামে না যেতেন...*ভাবতেই গা শিউরে ওঠে নেপোলিয়ন চোটাসের।

সিরাপের বোতলে সত্যি বিষ ছিল। চোটাস বিষ পানই করেন। তবে সবকিছুর বন্দোবস্ত আগেই করা ছিল। আদালতের একটি কক্ষে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন একজন ডাক্তার। তিনি ওই ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ডাক্তার চোটাসের পেটে পাম্প করা শুরু করে দেন। অ্যান্টিমনির বিষ কুড়ি মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটায় ভিক্টিমের। তবে কুড়ি মিনিটের আগেই চোটাসের স্টমাক পাম্প করে বিষ বের করে ফেলেন ডাক্তার।

আনাসতাসিয়া সাভালাসের জীবন বাঁচাতে এক মিলিয়ন ডলার ফী নিয়েছেন নেপোলিয়ন চোটাস। টাকাটা সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। এথেন্সের অভিজাত এলাকা কলোনারাইতে চোটাসের প্রাসাদোপম একটি বাড়ি আছে। কর্ফু দ্বীপে একটি দৃষ্টিনন্দন ভিলার মালিক তিনি। প্যারিসের এভিন্যু ফচ-এর বিলাসবহুল একটি অ্যাপার্টমেন্টেরও মালিক তিনি।

জীবনটা সুখে পরিপুর্ণ থাকার কথা ছিল। তবে চোটাসের সুখের আকাশে কালো একটি মেঘ উদয় হয়েছে। তার নাম ফ্রেডেরিক স্টাভরস। সে ট্রিটসিস

অ্যান্ড ট্রিটসিস-এর নবতম সদস্য। ফার্মের অন্যান্য আইনজীবীদের স্টাভরসের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই-।

'ও দ্বিতীয় রেটের উকিল, নেপোলিয়ন। আমাদের মত ফার্মে কাজ করার যোগ্যতা তার নেই...'

'স্টাভরস আমার কেসটার বারোটা বাজিয়েছে। লোকটা একটি গর্দভ...'

'স্টাভরস গতকাল আদালতে কী করেছেন জানেন? বিচারক তো ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েই বের করে দিচ্ছিলেন...'

'স্টাভরসকে আপনি বের করে দিচ্ছেন না কেন? ও আমাদের সবার সুনাম হানি করছে।'

নেপোলিয়ন চোটাস এসব খবরই জানেন। তাঁর ইচ্ছে করছিল বলতে আমি ওকে বের করে দিতে পারি না। কিন্তু মুখে বললেন, 'ওকে আরেকটা সুযোগ দিন। স্টাভরস ভালো কাজ দেখাবে।'

একবার এক দার্শনিক বলেছিলেন, যা চাইবে ভেবে চিন্তে চাইবে। কারণ তুমি ওটা পেয়েও যেতে পার।'

ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস-এর কনিষ্ঠ সদস্য ফ্রেডেরিক স্টাভরস যা চেয়েছে, পেয়েছে। তবে প্রত্যাশার জিনিসটি পেয়ে সুখি হতে পারেনি। বরং বিশ্বের সবচেয়ে দুঃখি মানুষে পরিণত হয়েছে। সে ঘুমাতে পারে না, খেতে পারে না। দিন দিন সে শরীরের ওজন হারাচ্ছে।

'তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত, ফ্রেডেরিক,' বলে তার স্ত্রী। 'চেহারার কী দশা হয়েছে খেয়াল করেছ।'

'না। আমি...ডাক্তার দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

ফ্রেডেরিক স্টাভরস জানে তার সমস্যা কী। কোনও ডাক্তার এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তার বিবেক তাকে দংশন করছে।

ফ্রেডেরিক স্টাভরস প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আদর্শবাদী একজন মানুষ। বহু বছর সে এথেন্সের দরিদ্র অঞ্চল মনাস্টিরাকির একটি জীর্ণ অফিসে কাজ করেছে। অভাবী মক্কেলের পক্ষে লড়াই করেছে। কোনও পারিশ্রমিক নেয়নি। নেপোলিয়ন চোটাসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে রাতারাতি বদলে যায় তার জীবন।

বছরখানেক আগে ল্যারি ডগলাসের পক্ষে লড়াই করছিল স্টাভরস। ডগলাসের স্ত্রী ক্যাথেরিনকে হত্যার দায়ে নোয়েল পেজের বিচার চলছিল। ল্যারি ছিল সে মামলার অন্যতম আসামী। কনস্টানটিন ডেমিরিস তাঁর রক্ষিতা নোয়েলের পক্ষে মামলা চালাতে ভাড়া করেছিলেন নেপোলিয়ন চোটাসকে।

'চোটাস যখন আদালতে জেরা করেন তখন যদি তুমি তাকে দেখতে।' স্ত্রীকে বলতে স্টাভরস। 'মানুষটা এক কথায় অবিশ্বাস্য। তার ফার্মে যদি যোগ দেয়া যেত!'

নেপোলিয়ন চোটাস ল্যারি এবং নোয়েলের পক্ষে লড়াই করছিলেন। তবে বিচারের শেষ দিকে অস্বাভাবিক মোড় নেয় মামলা। নেপোলিয়ন চোটাস নোয়েল পেজ, ল্যারি ডগলাস এবং ফ্রেডরিক স্টাভরসকে একটি প্রাইভেট চেম্বারে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন শলা-পরামর্শের জন্য।

চোটাস স্টাভরসকে বলেছিলেন, 'আমি বিচারকদের সঙ্গে মীটিং করেছি। বিবাদীপক্ষ যদি নিজে থেকে তাদের অপরাধ স্বীকার করে তাহলে বিচারকরা ওদেরকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেবেন। এর মধ্যে চার বছর সাসপেন্ড করা হবে। বাস্তবে ছয় মাসের বেশী তাদের জেল খাটতে হবে না।' ল্যারিকে বলেছিলেন তিনি, 'যেহেতু আপনি আমেরিকান, মি. ডগলাস, আপনাকে এদেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। আপনি কোনওদিনই আর গ্রীসে ফিরতে পারবেন না।'

নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাস চোটাসের পরামর্শে হত্যার দায় স্বীকার করতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু বিচারকরা তাদের অপরাধ স্বীকার করার পর যখন ঘোষণা করেন নোয়েল এবং ল্যারি দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, স্টাভরস তখন কেবল বুঝতে পারে পুরোটাই চোটাসের চালাকি ছিল। তিনি সবাইকে বোকা বানিয়েছেন। কনস্টানটিন ডেমিরিস নোয়েল পেজকে রক্ষার জন্য ভাড়া করেননি চোটাসকে; বরং সে যাতে দোষী বলে সাব্যস্ত হয় সেটাই চেয়েছেন। নোয়েল ডেমিরিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ডেমিরিস এভাবে তার শোধ নেন।

স্টাভরস ঠিক করেছিল সে প্রধান বিচারকের কাছে যাবে। চোটাসের কুকীর্তি ফাঁস করে দিয়ে অনুরোধ করবে বিচারপতি যেন নতুন করে রায় প্রদান করেন।

কিন্তু ওইসময় নেপোলিয়ন চোটাস স্টাভরসের কাছে এসে বলেন, 'কাল যদি ফ্রী থাকো, আমার সাথে লাঞ্চ করবে ফ্রেডেরিক? আমার পার্টনারদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব...'

চার সপ্তাহ পরে ফ্রেডরিক স্টাভরস ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস ফার্মের ফুল পার্টনার বনে যায়। সে পেয়ে যায় বড় একটি অফিস এবং বড় অঙ্কের বেতন। কিন্তু এজন্য তাকে শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বিক্রি করতে হয়েছে। তবে স্টাভরস শুরু থেকেই বিবেকের তীব্র দংশনে জ্বলে পুড়ে মরছে। নিজেকে তার অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে একজন খুনী।

বিবেকের জ্বালায় পুড়তে পুড়তে কয়লা হয়ে যাওয়া স্টাভরস অবশেষে সিদ্ধান্তে এল—এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না।

সে এক সকালে চলে এল নেপোলিয়ন চোটাসের ঘরে। 'লিওন।'

'মাইগড, ম্যান, তোমাকে এরকম বিধ্বস্ত লাগছে কেন?' বললেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'ক'দিনের জন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসো না কেন, ফ্রেডেরিক? তোমার

জন্য ভালো হবে।' স্টাভরস জানে এটা তার সমস্যার সমাধানের জবাব নয়। 'লিওন, আপনি আমার জন্য যা করেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমি...আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়।'

অবাক হলেন চোটাস। 'তুমি এসব বলছ কী? তুমি তো ভালোই কাজ দেখাচ্ছ।'

'না। আ–আমি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছি।'

'ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছ মানে? তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তাঁর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল স্টাভরস। 'কেউ... আমি এবং আপনি মিলে নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের যে সর্বনাশ করেছি এজন্য আপনার একটুও অনুশোচনা হচ্ছে না?'

চোখ সরু হয়ে এল চোটাসের। 'ফ্রেডরিক, মাঝে মাঝে বিচারে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে।' হাসলেন তিনি।' বিশ্বাস করো, আমরা অনুশোচনা করার মত কিছু করিনি। ওরা দোষী ছিল।'

'আমরা ওদেরকে দোষী বানিয়েছি। ওদের সঙ্গে চালাকি করেছি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি দুঃখিত। আমি পদত্যাগের চিঠি দেব। আপনার সঙ্গে শুধু এই মাসটা আছি।

'তোমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে না,' দৃঢ় গলায় বললেন চোটাস। 'তোমাকে যা বললাম তা করছ না কেন–ছুটি নিয়ে কোথাও থেকে বেরিয়ে এসো...'

'আমি যা করেছি তার জন্য বিবেকের জ্বালায় জ্বলছি। এখানে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। আমি দুঃখিত।'

স্টাভরসকে কঠিন চোখে দেখছেন চোটাস। 'তুমি কী করতে চলেছ সে বিষয়ে তোমার কোনও ধারণা আছে? তুমি সম্ভাবনাময় একটা ক্যারিয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছ...তোমার জীবন।'

'না, আমি আমার জীবন রক্ষা করছি।'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। আমি সত্যি দুঃখিত, লিওন। তবে আপনার দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। যা ঘটেছে তা নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে কথা বলব না।' ঘুরল সে। চলে গেল অফিস থেকে।

অনেকক্ষণ নিজের ডেস্কে বসে রইলেন নেপোলিয়ন চোটাস। ডুবে গেছেন চিন্তায়। অবশেষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন তিনি। ফোন তুলে ডায়াল করলেন একটি নাম্বারে। 'মি. ডেমিরিসকে কী বলবেন আজ বিকেলে তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই? বলুন বিষয়টি খুব জরুরী।'

ওইদিন বিকেল চারটা। নেপোলিয়ন চোটাস এসেছেন কনস্টানটিন ডেমিরিসের অফিসে।

'সমস্যাটা কী, লিওন?' জানতে চাইলেন ডেমিরিস।

'এটা কোনও সমস্যা নাও হতে পারে।' সাবধানে জবাব দিলেন চোটাস। 'তবে ভাবলাম খবরটা আপনাকে জানানো দরকার। আজ সকালে ফ্রেডরিক স্টাভরস আমার অফিসে এসেছিল। সে ফার্ম ছেড়ে দিতে চাইছে।'

'স্টাভরস? ল্যারি ডগলাসের উকিল? তো?'

'সে বিবেকের দংশনে জ্বলছে।'

ভারী নীরবতা নেমে এল ঘরে।

'আচ্ছা।'

'সে কথা দিয়েছে আদালতে যা ঘটেছে তা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবে না।'

'ওকে তুমি বিশ্বাস করো?'

'হ্যাঁ। করি, কোস্টা।'

হাসলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'তাহলে তো মিটেই গেল। এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আছে কী?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সিধে হলেন নেপোলিয়ন চোটাস, 'আমারও তাই ধারণা। তবু ভাবলাম বিষয়টি আপনাকে জানানো দরকার।'

'বলে ভালোই করেছ। আগামী হপ্তায় আমার সঙ্গে ডিনার করতে পারবে? ফ্রী আছ?'

'অবশ্যই।'

'তোমাকে ফোন করব আমি। জানিয়ে দেব ডিনারের ভেনু।'

'ধন্যবাদ, কোস্টা।'

শুক্রবার, শেষ বিকেলে এথেন্সের ডাউনটাউনের প্রাচীন কাপনি-কারিয়া চার্চের নীরবতা ভেঙে গেল মনুষ্য কণ্ঠের ফিসফিসানিতে। বেদীর পাশে, এক কিনারে, ফাদার কনস্টানটিনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে ফ্রেডরিক স্টাভরস। প্রীস্ট স্টাভরসের মাথায় এক টুকরো কাপড় রাখলেন।

'আমি পাপ করেছি, ফাদার। আমি ক্ষমার অযোগ্য পাপ করেছি।'

'মানুষের বড় সমস্যা হলো সে নিজেকে শুধু মানুষই ভাবে। তুমি কী পাপ করেছ?'

'আমি খুনী।'

'তুমি কারও জীবন কেড়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ফাদার। জানি না কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করব।'

'একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কী করতে হবে। আমরা তাঁর কাছে পরামর্শ চাইব।'

'আমি লোভে পড়ে কাজটা করেছি, ফাদার। এক বছর আগের ঘটনা সেটা। হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এক লোকের পক্ষে লড়াই করছিলাম। মামলার কাজ বেশ ভালোই এগুচ্ছিল। কিন্তু তখন নেপোলিয়ন চোটাস...'

এক ঘণ্টা পরে গির্জা থেকে বেরুল ফ্রেডরিক স্টাভরস, নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ মনে হচ্ছে তার। যেন কাঁধ থেকে দশমণি একটা বোঝা নেমে গেছে। স্বীকারোক্তির পরে নিজেকে একদম পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। খ্রীস্টের কাছে সে কিছুই গোপন করেনি। ওই ভয়ঙ্কর দিনটির পরে এই প্রথম আবার মনে শান্তি অনুভব করছে স্টাভরস।

নতুন একটি জীবন শুরু করব আমি। চলে যাব অন্য কোনও শহরে, নতুনভাবে শুরু করব সবকিছু। ধন্যবাদ, ফাদার, আমাকে আরেকটি সুযোগ দেয়ার জন্য।

সাঁঝ নেমেছে। এরা মাস স্কোয়ার প্রায় জনশূন্য। রাস্তার কিনারে পৌঁছুল ফ্রেডরিক স্টাভরস। ট্রাফিকের সবুজ বাতি জ্বলছে। রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়াল সে। মাঝামাঝি এসেছে পাহাড় থেকে নেমে এল একটা কালো লিমুজিন। ওটার হেডলাইট জ্বলছে না। হাঁ হাঁ করে দানবের মত ছুটে গেল স্টাভরসের দিকে। আতঙ্কে জমে গেল সে। ছুটে পালাবার সময় পাওয়া গেল না। তার আগেই দানবটা তাকে পিষে ফেলল রাস্তার সঙ্গে। বুকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে, তারপর স্টাভরসের দুনিয়া আঁধার হয়ে এল।

নেপোলিয়ন চোটাস খুব সকালে ঘুম থেকে জাগেন। ভোরের নির্মল নির্জনতা উপভোগ করেন তিনি। একাই নাস্তা সারেন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে। আজ অনেক চিত্তাকর্ষক খবর ছেপেছে কাগজগুলো। প্রধানমন্ত্রী থেমিস্টোক্লুস সোফুলিস নতুন কোয়ালিশন কেবিনেট গঠন করেছেন। *ওকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখব।* চীনা কমুনিস্ট ফোর্স ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরে পৌঁছে গেছে। হ্যারী ট্রুম্যান এবং আলবেন বেকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চলে এলেন চোটাস। তাঁর রক্ত হিম হয়ে গেল। তিনি পড়লেন :

দেশের প্রখ্যাত ল ফার্ম ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস-এর অংশীদার মি. ফ্রেডরিক স্টাভরস কাপনিকারিয়া চার্চের রাস্তা পার হবার সময় গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, গাড়িটি ছিল একটি কালো লিমুজিন এবং এর কোনও লাইসেন্স প্লেট ছিল না। মি. স্টাভরস নোয়েল পেজ ও ল্যারি ডগলাসের সাড়া জাগানো মামলার অন্যতম আইনজীবী ছিলেন। তিনি ল্যারি ডগলাসের উকিল ছিলেন এবং...

আর পড়তে পারলেন না নেপোলিয়ন চোটাস। স্থাণুর মত বসে রইলেন চেয়ারে, নাস্তা খেতে ভুলে গেছেন। *অ্যাক্সিডেন্ট।* ওটা কী সত্যি দুর্ঘটনা ছিল? কনস্টানটিন

ডেমিরিস তাঁকে বলেছিলেন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু ডেমিরিসের মুখের কথায় বিশ্বাস করে অনেকেই ভুল করেছে।

হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নিলেন চোটাস। ডায়াল করলেন কনস্টানটিন ডেমিরিসের নাম্বারে। তাঁর সেক্রেটারি ডেমিরিসের লাইন দিল।

'আজ সকালের কাগজ পড়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন চোটাস।

'না তো! কেন?'

'মারা গেছে ফ্রেডরিক স্টাভরস।'

'কী?' ডেমিরিসের বিস্মিত চিৎকার বিস্ফোরণের মত বাজল কানে। 'কী বলছ তুমি?'

'গত রাতে স্টাভরসকে একটি গাড়ি চাপা দিয়েছে।'

'মাই গড, লিওন। শুনে খুব খারাপ লাগছে। ওরা কি ড্রাইভারকে পাকড়াও করতে পেরেছে?'

'না, এখনও পারেনি।'

'আমি পুলিশকে বলব জোর তদন্ত চালাতে। আজকাল নিরাপদে রাস্তায় চলাফেরা করাই মুশকিল। ভালো কথা, বিষ্যুদবার আমার সঙ্গে ডিনার করতে পারবে?'

'পারব।'

ফোন রেখে দিলেন ডেমিরিস।

ডেমিরিসের কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছে স্টাভরসের মৃত্যুতে তিনি সত্যি বিস্মিত। আর মানুষের কণ্ঠ শুনে তার মনের ভাব বোঝার ব্যাপারে নেপোলিয়ন চোটাস একজন প্রতিভা। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, স্টাভরসের মৃত্যুর সঙ্গে ডেমিরিসের কোনও সম্পর্ক নেই।

পরদিন সকালে নেপোলিয়ন চোটাস গাড়ি চালিয়ে নিজের অফিস ভবনের প্রাইভেট গ্যারেজে চলে এলেন। পার্ক করলেন গাড়ি। এলিভেটরে পা বাড়িয়েছেন, এক তরুণ উদয় হলো ছায়া থেকে।

'আপনার কাছে দেশলাই হবে?'

সতর্ক হয়ে উঠলেন চোটাস। ওকে আগে কখনও দেখেননি তিনি। গ্যারেজে এর কী কাজ?

'অবশ্যই,' বলেই ব্রিফকেস দিয়ে বাড়ি মেরে বসলেন লোকটির মুখে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ ছাড়ল আগন্তুক।' কুত্তার বাচ্চা, 'পকেট থেকে সাইলেন্সার পেঁচানো একটা পিস্তল বের করল সে। 'অ্যাই! হচ্ছে কী এখানে?' ভেসে এল একটা কণ্ঠ। ইউনিফর্ম পরা গার্ড ছুটে আসছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তরুণ, তারপর দৌড় দিল খোলা দরজা লক্ষ্য করে।

চোটাসের পাশে চলে এল গার্ড। 'আপনি ঠিক আছেন তো, মি. চোটাস?'

'আঃ হ্যাঁ।' নেপোলিয়ন চোটাসের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। 'আমি ঠিক আছি।'

'লোকটা কী করছিল?'

ধীরে ধীরে বললেন চোটাস, 'জানি না।'

এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। নিজের ডেস্কে বসতে বসতে ভাবলেন নেপোলিয়ন চোটাস। হয়তো টাকা পয়সা কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল লোকটার। কিন্তু এজন্য সাইলেন্সার পেঁচানো পিস্তলের প্রয়োজন হয় না। না, আমাকে হত্যা করাই ছিল লোকটির উদ্দেশ্য? যদি কনস্টানটিন ডেমিরিসের কাজ হয় এটা, খবরটা শুনে তিনি স্টাইরসের মৃত্যুর ঘটনার মতোই আঁতকে ওঠার ভান করবেন।

আমার বোঝা উচিত ছিল, ভাবছেন চোটাস। ডেমিরিস ঝুঁকি নেয়ার মানুষ নন। তিনি যা করেন ভেবেচিন্তে করেন। ঠিক আছে, মি. ডেমিরিসকে একটা সারপ্রাইজ দিতে হবে।

ইন্টারকমে ভেসে এল নেপোলিয়ন চোটাসের সেক্রেটারির কণ্ঠ।

'মি. চোটাস, আধঘণ্টার মধ্যে আপনার কোর্টে যাওয়ার কথা।'

আজ একটি সিরিয়াল মার্ডার-কেস-এর সামেশন দেবেন তিনি। কিন্তু আদালতে যাবার মত শক্তি পাচ্ছেন না।

'বিচারককে ফোন করে বলো আমি অসুস্থ। আমার কোনও পার্টনারকে পাঠিয়ে দাও। আর কেউ ফোন করলে বলবে আমি নেই।'

তিনি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটি টেপ রেকর্ডার বের করলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর কথা বলতে শুরু করলেন।

সেদিন বিকেলে রাষ্ট্রপক্ষের উকিল পিটার ডেমোনিডসের অফিসে হাজির হয়ে গেলেন নেপোলিয়ন চোটাস। হাতে ম্যানিলা খাম। রিসেপশনিস্ট তাঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

'গুড আফটারনুন, মি. চোটাস। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'মি. ডেমোনিডসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'উনি মীটিং-এ আছেন। আপনার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না। আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন যে আমি এসেছি। ব্যাপারটি জরুরী।'

'অবশ্যই।'

পনের মিনিট পরে প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো নেপোলিয়ন চোটাসকে।

'গরীবের ঘরে হাতির পাড়া,' বললেন ডেমোনিডস। 'তো, আপনার জন্য কী করতে পারি? ঝগড়া করতে আসেন নি তো?'

'না। ব্যক্তিগত কাজে এসেছি, পিটার।'

'বসুন, লিওন।'

বসলেন দুজনে। চোটাস বললেন, 'তোমার কাছে একটা খাম রেখে যাব। মুখ বন্ধ খাম। আমি যদি দুর্ঘটনায় মারা যাই তাহলেই কেবল খামটা খুলবে।'

কৌতূহল নিয়ে চোটাসকে দেখছেন পিটার ডেমোনিডস। 'এরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

'আছে।'

'আচ্ছা। আপনার কোনও অকৃতজ্ঞ ক্লায়েন্ট?'

'কে তা কোনও ব্যাপার নয়। তোমাকেই আমি একমাত্র বিশ্বাস করতে পারি। তুমি এটা এমন কোনও জায়গায় রেখে দাও যাতে অন্য কারও হাতে না পড়ে।'

'রাখব।' সামনে ঝুঁকে এলেন পিটার। 'আপনাকে ভীত দেখাচ্ছে।'

'আমি ভীতই।'

'আমি কি আপনার প্রটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি? আপনার জন্য পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা যায়।'

খামের গায়ে টোকা দিলেন চোটাস। 'আমার শুধু এ প্রটেকশন দরকার।'

'ঠিক আছে। পাবেন।'

চেয়ার ছাড়লেন চোটাস। বাড়িয়ে দিলেন হাত। 'এ হারিস্তো। তুমি আজ মস্ত উপকার করলে আমার।'

হাসলেন পিটার ডেমোনিডস। 'পারাবালো। আপনার কাছে আমার একটি উপকার পাওনা রইল।'

এক ঘণ্টা পরে ইউনিফর্ম পরা এক মেসেঞ্জার হাজির হলো হেলেনিক ট্রেড কর্পোরেশনের অফিসে। একজন সেক্রেটারির দিকে এগিয়ে গেল সে।

'মি. ডেমিরিসের জন্য একটি প্যাকেজ আছে।'

'আমি সাইন করে দিচ্ছি।'

'হুকুম আছে মি. ডেমেরিসকে সরাসরি দিতে হবে।'

'দুঃখিত। তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। প্যাকেটটা কে পাঠিয়েছেন?'

'নেপোলিয়ন চোটাস।'

'তুমি আমাকে প্যাকেটটা দিতে পারবে না?'

'না, ম্যাম।'

'দেখছি মি. ডেমিরিস এটা নেবেন কিনা।'

ইন্টারকমের সুইচ অন করল সেক্রেটারি। 'মাফ করবেন, মি. ডেমিরিস। এক মেসেঞ্জার মি. চোটাসের কাছ থেকে একটা প্যাকেজ নিয়ে এসেছে।'

ইন্টারকমে গমগম করে উঠল ডেমিরিসের কণ্ঠ। 'ওটা পাঠিয়ে দাও, আইরিন।'

'মেসেঞ্জার বলছে সে প্যাকেটটা আপনাকে সরাসরি দেবে।' এক মুহূর্ত নীরবতা। 'ঠিক আছে। ওকে নিয়ে এসো।'

আইরিন এবং মেসেঞ্জার ঢুকল অফিসে।

'আপনি কনস্টানটিন ডেমিরিস?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে সাইন করুন, প্লীজ।'

ডেমিরিস এক টুকরো কাগজে দস্তখত দিলেন। মেসেঞ্জার একটা খাম রাখল ডেমিরিসের টেবিলে। 'ধন্যবাদ।'

সেক্রেটারি এবং মেসেঞ্জার চলে গেল। খামটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ডেমিরিস। চিন্তান্বিত মুখ। তারপর খুললেন ওটা। ভেতরে একটা টেপ প্লেয়ার। সঙ্গে একটি টেপ। কৌতূহলী হয়ে বোতাম টিপলেন ডেমিরিস। চালু হয়ে গেল টেপ রেকর্ডার।

ভেসে এল নেপোলিয়ন চোটাসের কণ্ঠ। 'মাই ডিয়ার কোস্টা আপনি যদি বিশ্বাস করতেন ফ্রেডরিক স্টাভরস আমাদের ছোট্ট গোপন কথাটি ফাঁস করবে না, তাহলে কোনও সমস্যাই হতো না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেননি বলে আমার আফসোস হচ্ছে। বেচারী স্টাভরসের মৃত্যুর পেছনে যে আপনার হাত ছিল তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আমার কাছে রয়েছে। এখন আপনি আমাকেও হত্যা করতে চাইছেন। যেহেতু আমার জীবনটা আপনার জীবনের মতই আমার কাছে মূল্যবান এজন্য আপনার আগামী শিকার হবার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। আপনি এবং আমি মিলে নোয়েল পেজ ও ল্যারি ডগলাসের বিচার নিয়ে যে ষড়যন্ত্র করেছিলাম তার সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করে একটি মুখবন্ধ খামে প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে বলেছি দুর্ঘটনাজনিত কারণে আমার মৃত্যু হলে যেন ওই খাম খোলা হয়। কাজেই বন্ধু, আপনার নিজের স্বার্থেই আমাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য।' শেষ হয়ে গেল টেপ।

বসে রইলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। শূন্য দৃষ্টি চোখে।

সেদিন বিকেলে নিজের অফিসে ফিরলেন নেপোলিয়ন চোটাস টেনশন ফ্রী হয়ে। এখন আর তাঁর ভয় করছে না। কনস্টানটিন ডেমিরিস বিপজ্জনক মানুষ তবে বোকা নন। নিজেকে ঝামেলায় জড়িয়ে কারও ক্ষতি করার ঝুঁকি তিনি নেবেন না। বিষ্যুদবারের ডিনার নিয়ে অন্য কিছু ভাবতে হবে, হাসলেন চোটাস।

পরের ক'টা দিন নতুন একটি মার্ডার ট্রায়াল নিয়ে ব্যস্ত রইলেন নেপোলিয়ন চোটাস। এক স্ত্রী তার স্বামীর দুই রক্ষিতাকে খুন করেছে। চোটাস প্রতিদিন ভোরে ওঠেন, কাজ করেন গভীর রাত পর্যন্ত। ক্রস-এক্সামিনেশনের জন্য প্রস্তুতি নেন। তিনি জানেন এ মামলাতেও জিতে যাবেন।

বুধবার অফিসে কাজ করতে করতে মাঝরাত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরলেন রাত একটায়।

বাটলার দরজা খুলে দিল। 'আপনি কিছু খাবেন, মি. চোটাস?'

'না, ধন্যবাদ। এখন কিছু খাব না। সোজা বিছানায় যাব।'

বেডরুমে গেলেন নেপোলিয়ন চোটাস। মার্ডার ট্রায়াল তাঁর মস্তিস্কে ঘুরপাক খাচ্ছে। রাত দুটোর সময় বিছানায় শুয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন।

চোটাস আদালতে, এক সাক্ষীকে জেরা করছেন। হঠাৎ জামা-কাপড় খুলতে শুরু করল সাক্ষী।

'আরে করছেন কী আপনি?' বললেন চোটাস।

'গা জ্বলে গেল আমার।'

আদালত কক্ষে চোখ বুলালেন চোটাস। দর্শকদের সবাই পরনের পোশাক খুলছে।

বিচারকের দিকে ঘুরলেন চোটাস। 'ইয়োর অনার, আই মাস্ট অবজেক্ট টু...'

রোব খুলে ফেলছেন বিচারক। 'এখানে খুব গরম লাগছে।'

এখানে খুব গরম লাগছে। এবং শব্দও হচ্ছে।

চোখ মেলে তাকালেন চোটাস। শোবার ঘরের দরজা দাউদাউ জ্বলছে। ঘরে গলগল করে ঢুকছে ধোঁয়া।

উঠে বসলেন নেপোলিয়ন। ঘুম উধাও হয়ে গেছে চোখ থেকে। *বাড়িতে আগুন লেগেছে। কিন্তু অ্যালার্ম বাজল না কেন?* প্রচণ্ড উত্তাপে কব্জা থেকে খুলে আসছে দরজা। এক লাফে জানালার সামনে চলে এলেন নেপোলিয়ন চোটাস। ধোঁয়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। বেদম কাঁপছেন। জানালা খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জ্যাম হয়ে আছে ওটা। ঘন হয়ে উঠছে ধোঁয়া। শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। পালাবার পথ নেই।

ছাদ থেকে খসে পড়তে লাগল জ্বলন্ত কড়ি-বর্গা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল একটি দেয়াল। অগ্নিশিখা ঘিরে ফেলল চৌদিক। আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। তার চুল এবং পাজামায় আগুন ধরে গেছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না চোটাস তবু বন্ধ জানালা লক্ষ করে লাফ দিলেন। বিকট শব্দে ভাঙল কাঁচ। তাঁর প্রজ্বলিত দেহ আছড়ে পড়ল ষোল ফুট নিচে, জমিনে।

পরদিন সকালে স্টেট প্রসিকিউটর পিটার ডেমোনিডসকে নিয়ে কনস্টানটিন ডেমিরিসের পড়ার ঘরে ঢুকল এক ভৃত্য।

'কালিমেহরা, পিটার,' বললেন ডেমিরিস। 'আসার জন্য ধন্যবাদ। ওটা এনেছ?'

'জ্বী, স্যার।' নেপোলিয়ন চোটাসের দেয়া মুখ বন্ধ খামখানা ডেমিরিসের হাতে দিলেন ডেমোনিডস। 'ভাবলাম এটা আপনার কাছে থাকলেই ভালো হবে।'

'খুব ভালো করেছ, পিটার। আমার সঙ্গে নাস্তা করবে?'

'*এফহারিস্তো।* আপনার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করি কীভাবে, মি. ডেমিরিস।'

'কোস্টা। আমাকে কোস্টা বলে ডাকবে। তোমার ওপর আমার নজর আছে, পিটার। আমার ধারণা তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমার প্রতিষ্ঠানে ভালো একটা পজিশন তোমাকে দিতে চাই। তুমি কাজ করতে আগ্রহী?'

হাসলেন পিটার ডেমোনিডস। 'জ্বী, কোস্টা। আমি কাজ করতে যথেষ্ট আগ্রহী।'

'বেশ। নাস্তা খেতে খেতে এ নিয়ে কথা বলব আমরা।'

নয়

লন্ডন

প্রতি হপ্তায় অন্তত একদিন কনস্টানটিন ডেমোরিসের সঙ্গে কথা বলে ক্যাথেরিন। এটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। উনি উপহার পাঠান। ক্যাথেরিন আপত্তি জানালে বলেন এসব ক্যাথেরিনের কাজের জন্য অভিনন্দন। 'ইভলিন বলেছে তুমি বাক্সটারদের বিষয়টি চমৎকারভাবে সামাল দিয়েছ।' অথবা 'ইভলিনের কাছ থেকে শুনলাম তোমার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আমাদের শিপিং চার্জ অনেকটাই বেঁচে গেছে।'

নিজের কাজ নিয়ে ক্যাথেরিনও গর্বিত। সে লক্ষ করেছে অফিসের অন্তত আধডজন জিনিসের উন্নয়ন সম্ভব। তার পুরানো দক্ষতা ফিরে এসেছে আবার। জানে তার কারণে অফিসে কাজের উৎকর্ষও বৃদ্ধি পেয়েছে।

'তোমাকে নিয়ে আমি খুব গর্বিত,' বলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ক্যাথেরিনের চেহারা। মানুষটা সত্যি চমৎকার।

এবারে আমার নড়েচড়ে ওঠার সময় হয়েছে, ভাবেন ডেমিরিস। স্টাভরস এবং চোটাসকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এখন সরিয়ে দেবেন ক্যাথেরিনকে। কারণ ক্যাথরিনও তাঁর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কোনও ঝুঁকির মধ্যে যেতে চান না ডেমিরিস। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক যে মেয়েটিকে চলে যেতে হবে, ভাবেন তিনি। কারণ মেয়েটি ভারী সুন্দরী। তবে আগে রাফিনার ভিলায় নিয়ে ক্যাথেরিনকে তুলবেন ডেমিরিস। ওর সঙ্গে প্রেম করবেন। যেভাবে ল্যারি ডগলাস মিলিত হতো নোয়েল পেজের সঙ্গে। তারপর...

মাঝেমাঝেই অতীতের কথা মনে পড়ে যায় ক্যাথেরিনের। সে লন্ডন টাইমসে ফ্রেডরিক স্টাভরস এবং নেপোলিয়ন চোটাসের মৃত্যুর খবর পড়েছে। নামগুলো তার জন্য বিশেষ কোনও স্মৃতি বয়ে আনল না। কাগজে বলা হয়েছে ওরা ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েল পেজের আইনজীবী ছিলেন।

তবে খবরটা পড়ার পরে সে রাতে সেই স্বপ্নটি আবার দেখল ক্যাথেরিন।

একদিন সকালে কাগজের একটা খবর নজর কাড়ল ক্যাথেরিনের। মার্কিন

প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যানের সহকারী উইলিয়াম ফ্রেজার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নতুন একটি ব্যবসা চুক্তি করতে আজ লন্ডন পৌঁছেছেন।

কাগজটা নামিয়ে রাখল ক্যাথেরিন। ফ্রেজারের কথা মনে পড়ছে। এই মানুষটি তার জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মানুষটি ওকে খুব ভালবাসতেন। উনি এখন লন্ডনে। *ওর সঙ্গে আমি দেখা করব,* সিদ্ধান্ত নিল ক্যাথেরিন। কাগজে লিখেছে ফ্রেজার ক্লারিজ হোটেলে উঠেছেন।

হোটেলের নাম্বারে ফোন করছে ক্যাথেরিন, লক্ষ করল আঙুল কাঁপছে। মনে হচ্ছে অতীত যেন ফিরে এসেছে বর্তমানের চেহারা নিয়ে। ফ্রেজারের সঙ্গে এতদিন পরে আবার দেখা হবে ভেবে পুলকিত সে। *আমার কণ্ঠ শুনে কী বলবেন উনি? কখন আমার সঙ্গে দেখা করবেন?*

অপারেটর বলল, 'গুড মর্নিং : ক্লারিজ থেকে বলছি।'

বুক ভরে দম নিল ক্যাথেরিন। 'উইলিয়াম ফ্রেজার, প্লীজ।'

'দুঃখিত ম্যাডাম। আপনি মি. নাকি মিসেস উইলিয়াম ফ্রেজারকে চাইছেন?'

দড়াম করে বুকে যেন ঘুসি খেল ক্যাথেরিন। *কী বোকা আমি, এ কথাটা আমার একবারও মনে হলো না কেন? এতদিনে তো তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা।*

'ম্যাডাম...'

'আ...নেভার মাইন্ড। ধন্যবাদ।' ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্যাথেরিন।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইটস ওভার। কোস্টাই ঠিক বলেছেন। অতীত অতীত হয়েই থাকুক।

একাকীত্ব ক্ষয়রোগের মত, শক্তি এবং উদ্যম কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে। আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগির জন্য প্রত্যেকেরই সঙ্গী দরকার। ক্যাথেরিন অচেনা মানুষদের একটি জগতে আছে। সে দম্পতিদের সুখী চেহারা দেখছে, প্রেমিক-প্রেমিকার উচ্ছল হাসি প্রতিধ্বনি তোলে তার কানে। তবে এ জন্য দুঃখবোধের শিকার হতে রাজি নয় ক্যাথেরিন।

এ পৃথিবীতে আমিই একাকী নারী নই। আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া আমি বেঁচে আছি।

লন্ডনে কোনও কিছুরই কমতি নেই। লন্ডনের সিমেনা হলগুলোতে আমেরিকান ছবি চলে। ক্যাথেরিন ওইসব ছবি দেখতে ভালোও বাসে। সে রেজরস এজ এবং অ্যানা অ্যান্ড দ্য কিং অব সিয়াম দেখেছে। ক্যারি গ্রান্টকে দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সারে দারুণ লেগেছে।

ক্যাথেরিন আলবার্ট হলের কনসার্ট উপভোগ করে, দেখে স্যাডলার্স ওয়েলসের ব্যালে। অ্যান্থনি কোয়েলের দ্য টেমিং অব দা শ্রু এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়েরের রিচার্ড থ্রী'ও দেখল সে। তবে একা একা ছবি দেখে মজা নেই।

এমন সময় তার জীবনে আবির্ভাব ঘটল কার্ক রেনল্ডসের।

একদিন অফিসে ঢুকল লম্বা, সুদর্শন এক লোক। সে সোজা ক্যাথেরিনের সামনে এসে বলল, 'আমি কার্ক রেনল্ডস। আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'মানে?'

'আমি আপনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।'

ব্যস, এভাবে শুরু হলো ঘটনা।

কার্ক রেনল্ডস আমেরিকান অ্যাটর্নি, কনস্টানটিন ডেমিরিসের আন্তর্জাতিক মামলা-মোকদ্দমাগুলো সে দেখে। তার বয়স চল্লিশ, কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস, বুদ্ধিমান এবং মনোযোগী।

কার্ক রেনল্ডসকে নিয়ে একদিন ইভলিনের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠল ক্যাথেরিন। 'ওর কোন্ ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, জানো? ওর কাছে গেলে মনে হয় আমি যেন একজন নারী। এরকম অনুভূতি আগে কখনও হয়নি আমার।'

'হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত যেন নিয়ে ফেলো না,' বিড়বিড় করল ইভলিন।

'নেব না,' বলল ক্যাথেরিন।

কার্ক রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে লন্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখাল। গেল ওল্ড বেইলিতে। ওখানে শতাব্দীকাল ধরে অপরাধীদের বিচার করা হয়েছে। ল কোর্টের মেইন হল-এ ঘুরে বেড়াল ওরা, ক্যাথেরিন উইগ আর গাউন পরা গোমরামুখো ব্যারিস্টারদের দেখল কৌতূহল নিয়ে, অষ্টাদশ শতকে তৈরি নিউগেট প্রিজনে ওকে নিয়ে গেল রেনল্ডস। কারাগারের সামনের রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। পরে হঠাৎ করে সরু হয়ে গেছে। কারণ জানতে চাইলে ব্যাখ্যা দিল রেনল্ডস। 'এখানে দাঁড়িয়ে জনতা মৃত্যুদণ্ড দেখত। সরু রাস্তায় ফাঁসিতে ঝোলানো হতো অপরাধীদের।'

গা শিরশির করে ওঠে ক্যাথেরিনের।

কার্ক রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে নিয়ে একদিন প্রসপেক্ট অব হুইটকিতে ডিনার করল। এটা ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম পাবগুলোর একটি। টেমসের তীরে পার্কটি। এখান থেকে দেখা যায় বড় বড় জাহাজ, বার্জ।

আরেকদিন সিটি রোডের পুরানো একটি পাবলিক হাউজে গেল ওরা। নাম ঈগল। সেখানে বসে রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে ছেলেবেলার ছড়া শোনাল। তারপর ক্যাথেরিনকে প্রস্তাব দিল ওর সঙ্গে সেন্ট মটিজে স্কি করতে যেতে। ক্যাথেরিন কথা দিল না। তবে ফিরিয়েও দিল না প্রস্তাব। বলল ভেবে দেখবে।

ভিমের সঙ্গে কার্কের পরিচয় করিয়ে দিল ক্যাথেরিন। ভিমকে তার ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিল ওরা। আইভিতে গেল ডিনার করতে। সারা সন্ধ্যায় ভিম একবারও

কার্ক রেনল্ডসের দিকে সরাসরি চোখ তুলে চাইল না। কার্ক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে। ক্যাথেরিন কার্ক ইঙ্গিত দিল– ওর সঙ্গে কথা বলো। মাথা ঝাঁকাল কার্ক। ফিরল ভিমের দিকে।

'তুমি লন্ডন পছন্দ করো, ভিম?'

'ইটস অলরাইট।'

'তোমার কোনও প্রিয় শহর নেই?'

'না।'

'তুমি তোমার চাকরিটা উপভোগ করো?'

'ইটস অলরাইট।'

কার্ক তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে। মাথা নাড়ছে। শ্রাগ করল।

ক্যাথেরিন নিশব্দে মুখ খুলল : *প্লীজ।*

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কার্ক। ফিরল ভিমের দিকে। 'আমি রোববার গলফ খেলি, ভিম। তুমি খেলো?'

ভিম মাথা নাড়ল। হাল ছেড়ে দিল কার্ক। এ লোক তো মুখই খুলতে চায় না। যদিও ক্যাথেরিন বলেছে ভিম এক আশ্চর্য জিনিয়াস। অংকে সাংঘাতিক মাথা সাফ। তবে এরকম প্রতিভাকে নিয়ে ডিনারে আসা উচিত হয়নি। সন্ধ্যাটাই মাটি। অবশ্য একটু পরেই ভিম ভয়ানক চমকে দিল কার্ককে। ক্যাথেরিন টেবিলের গুমোট ভাবটা দূর করতে ভিমকে কিছু অংকের ধাঁধা জিজ্ঞেস করল। ঝটপট ধাঁধার জবাব দিয়ে দিল ভিম। কার্ক ওকে বাজিয়ে দেখতে ভয়াবহ কঠিন কিছু অংকের প্রশ্ন করল। একটুও না ভেবে সঠিক জবাব দিয়ে কার্ককে স্তম্ভিত করে দিল ভিম। সে বিস্ময় নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ভিমের দিকে। তারপর বলল, 'আমার অফিসে তোমার মত লোক দরকার।'

'আমার একটা চাকরি আছে,' ঘাউ করে উঠল ভিম।

কার্ক রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে বিদায় দেয়ার সময় বলল, 'সেন্ট মরটিজের কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি?'

'না, ভুলিনি।' জবাব দিল ক্যাথেরিন। *হ্যাঁ বলে দিলেই তো পারি।*

কনস্টানটিন ডেমিরিমস ওইদিন গভীর রাতে ফোন করলেন। কার্ক রেনল্ডসের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল ক্যাথেরিনের। শেষ মুহূর্তে কী ভেবে আর বলল না।

দশ

এথেন্স

ফাদার কনস্টানটিন অস্থির বোধ করছেন। খবরের কাগজে ফ্রেডরিক স্টাভরসের গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা জানার পর থেকে বিচলিত হয়ে আছেন তিনি। তিনি বহু লোকের বহু স্বীকারোক্তি শুনেছেন। কিন্তু ফ্রেডরিক স্টাভরসের নাটকীয় কনফেশনের পরে তার এমন করুণ মৃত্যু ফাদারের মনে গভীর দাগ কেটেছে।

'আপনাকে এমন অস্থির লাগছে কেন?'

ফাদার কনস্টানটিন বিছানায়, তাঁর পাশে শোয়া অত্যন্ত সুদর্শন তরুণের দিকে ফিরলেন। 'কিছু না, লাভ।'

'আমি কি আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারি নি?'

'তুমি যে তা পেরেছ তা তুমি জানো, জর্জিওস।'

'তাহলে সমস্যাটা কী? আপনি এমন আচরণ করছেন যেন আমার কোনও অস্তিত্বই নেই। নিজেকে অত্যন্ত অবহেলিত মনে হচ্ছে আমার।'

'আমি দুঃখিত ডার্লিং। এটা আসলে...আমার এক প্যারিশিওনার গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

'আমাদের সবাইকেই তো একদিন চলে যেতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে এ মানুষটার ব্যাপার ছিল ভিন্ন। অস্থিরতায় ভুগছিল সে।'

'মস্তিষ্কে সমস্যা?'

'না। একটা ভয়ঙ্কর গোপন স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে। গোপন ব্যাপারটা বহন করে চলা খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল তার জন্য।'

'কী গোপন ব্যাপার?'

তরুণের উরুতে হাত বুলাতে বুলাতে প্রীস্ট বললেন, 'আমি কথাটা বলতে পারব না। খুবই গোপন।'

'আমার ধারণা ছিল আমাদের ভেতরে গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু লোকটা তো মারা গেছে। এখন ওর কথাটা বলে ফেললে কী এমন ক্ষতি?'

ক্ষতি আছে...আসলে...

জর্জিওস তার বিছানার সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরল, ফিসফিস করল কানে, 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'তুমি আমার কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছ।'

ফাদারের শরীরে নিজের শরীর ঘষতে লাগল জর্জিওস।

'ওহ্... থেমো না...'

'তাহলে বলুন।'

'বেশ। এখন বললে হয়তো ক্ষতি নেই...'

জর্জিওস লাটোর জন্ম এথেন্সের বস্তিতে। বারো বছর বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বেছে নেয় সে। শুরুর দিকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, গলির মাতাল কিংবা ট্যুরিস্টদের কাছে অল্প কিছু ডলারের বিনিময়ে বিকিয়ে দিত নিজেকে। চেহারা সুন্দর বলে অনেকেই তাকে বিছানায় পেতে চাইত।

ষোল বছর বয়সে এক পিম্প তাকে বলে, 'তুমি একটি জিনিস, জর্জিওস। তোমাকে প্রচুর পয়সা কামাইয়ের ধান্ধা আমি বাতলে দেব।'

কথা রেখেছিল পিম্প। তারপর থেকে জর্জিওস লাটো শুধু ধনবান সমকামীদের শয্যাসঙ্গী হচ্ছে, বিনিময়ে পয়সাও পাচ্ছে প্রচুর।

বিখ্যাত টাইকুন স্পাইরস লামব্রু'র ব্যক্তিগত সহকারী নিকোস ভেরিটসের সঙ্গে পরিচয়ের পরে জীবনধারা বদলে যায় লাটোর।

'আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।' নিকোস ভেরিটস বলেছিল তরুণ ছেলেটিকে। 'আমি চাই না তুমি যার তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দাও। আজ থেকে তুমি শুধু আমার।'

'অবশ্যই, নিকি। আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

ভেরিটস ছেলেটিকে নানান উপহার কিনে দিতে থাকে। তাকে জামাকাপড় কিনে দেয়, ওর জন্য ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছে। নিয়মিত হাতখরচাও পাচ্ছে লাটো। লাটোকে চোখের আড়াল করতে চাইত না ভেরিটস। তাই একদিন ঘোষণা করে, 'আমি যেখানে চাকরি করি অর্থাৎ স্পাইরস লামব্রুর কোম্পানিতে, তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি, লাটো।'

'যাতে আমাকে সবসময় চোখে চোখে রাখা যায়? আমি এ চাকরি করব না।'

'আরে, তা কেন হবে, সুইটহার্ট? আমি চাই তুমি সবসময় আমার পাশে পাশে থাকবে।'

জর্জিওস লাটো প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কোম্পানির কাজটা সে উপভোগই করছিল। সে মেইল রুম ডেলিভারি বয়ের কাজ করে। বাইরে, ফাদার কনস্টানটিনের মত বাছাই খদ্দেরের শয্যাসঙ্গী হওয়ার মত স্বাধীনতা পাচ্ছিল সে।

ওই বিকালে ফাদার কনস্টানটিনের বিছানা ছাড়ল লাটো প্রবল উত্তেজনা নিয়ে। প্রীস্ট যে তথ্য তাকে দিয়েছেন, এর মূল্য অসীম। এ খবর বিক্রি করে কীভাবে টাকা কামাই করা যায় সে ধান্ধার কথা ভাবছিল লাটো। খবরটি নিকোস

ভেরিটসকে জানানো যায়। তবে লাটোর খাই অনেক বেশি। সরাসরি বড় কর্তার কাছে যাব আমি, মনে মনে বলল লাটো। তিনিই আমাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পরদিন সকালে স্পাইরস লামব্রুর অফিসে গেল লাটো। ডেস্কের পেছনে বসা সেক্রেটারি মুখ তুলে চাইল। 'এখনও তো মেইল আসে নি, জর্জিওস।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল জর্জিওস লাটো। 'না, ম্যাম। আমি মি. লামব্রুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

হাসল মেয়েটি। 'তাই নাকি? তা ওনার সঙ্গে তোমার দরকারটা কী।' ব্যবসায়িক কোনও প্রস্তাব নিয়ে এসেছ বুঝি?'

টিপ্পনি কাটল সে।

সিরিয়াস গলা লাটোর। 'না, সেসব কিছু না। কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম আমার মা মৃত্যুশয্যায়। আ...আমাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে। এখানে চাকরি দেয়ার জন্য মি. লামব্রুকে ধন্যবাদ জনিয়েই বিদায় হবো আমি। তবে উনি যদি খুব ব্যস্ত থাকেন...' চলে যাওয়ার ভঙ্গি করল সে।

'দাঁড়াও। দেখি উনি ব্যস্ত কিনা।'

দশ মিনিট পরে। জর্জিওস লাটো দাঁড়িয়ে আছে স্পাইরস লামব্রুর অফিসে। সে জীবনে এই প্রথম এ অফিসের ভেতরে এসেছে। সাজসজ্জা দেখে ঘুরে গেছে মাথা।'

'তো, খোকা, আমি জেনে খুবই দুঃখিত যে তোমার মা মৃত্যু শয্যায়। তোমাকে একটা বোনাস দেয়ার...'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমি ঠিক ওজন্য এখানে আসি নি।'

ভুরু কুঁচকে গেল লামব্রুর। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'মি. লামব্রু, আমি কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। আমার ধারণা আপনার কাজে লাগবে।'

লামব্রুর চেহারায় বিরক্তি ফুটল। 'আচ্ছা? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। কাজেই তুমি যদি পরে...'

'কনস্টানটিন ডেমিরিসকে নিয়ে তথ্য,' হড়বড় করে মুখ দিয়ে গলে বেরিয়ে এল শব্দগুলো। 'আমার এক প্রীস্ট বন্ধু আছে। খুব ঘনিষ্ঠ। উনি এক লোকের স্বীকারোক্তি শুনেছেন। লোকটি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। সে কনস্টানটিন ডেমিরিস সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে গেছে। মি. ডেমিরিস ভয়ঙ্কর একটা কাজ করেছেন। খুবই ভয়ঙ্কর। এ জন্য তাঁকে জেলেও যেতে হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি শুনতে না চান...' স্পাইরস লামব্রুর ল্যাটোর কথা শুনতে হঠাৎই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। 'বসো...কী নাম তোমার?'

'লাটো, স্যার। জর্জিওস ল্যাটো।'

'বেশ, ল্যাটো। প্রথম থেকে আবার শুরু করোতো শুনি...'

কনস্টানটিন ডেমিরিস এবং মেলিনার দাম্পত্য জীবন থেকে সুখপাখিটি উড়াল দিয়েছে অনেক আগেই। কলহ তাদের প্রায় নিত্যকার বিষয়। তবে ডেমিরিস স্ত্রীর আগে কখনও হাত তোলেননি। আজ তুললেন।

মেলিনার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবীর সঙ্গে পরকীয়া করছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। এ নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত। ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পরিবেশ। 'প্রত্যেকটি মেয়েকে তুমি বেশ্যা বানিয়েছ।' চিৎকার করলেন মেলিনা। 'তুমি যাতে হাত দাও সবকিছু নোংরা হয়ে যায়।'

'স্কাশেহ্! তোমার কুৎসিত মুখটা বন্ধ করো।'

'বন্ধ করব না।' আরও জোরে চেঁচালেন মেলিনা।

'সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেব তুমি একটা পুস্টিস। ভাইয়া ঠিকই বলেছে। তুমি একটা দানব।'

ঠাস করে মেলিনার গালে চড় বসিয়ে দিলেন ডেমিরিস। কাঁদতে কাঁদতে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

পরের হপ্তায় আবার আরেকটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলো তাঁদের। আবার স্ত্রীর গায়ে হাত তুললেন ডেমিরিস। মেলিনা ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে প্লেনে চলে এলেন আটিকোস-এ। এটা তাঁর বড় ভাইয়ের ব্যক্তিগত দ্বীপ। এক হপ্তা এখানে থাকলেন তিনি। একাকী, বিষণ্ন। স্বামীকে মিস করছিলেন মেলিনা। স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করার জন্য নিজের ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেন।

দোষটা আসলে আমারই, ভাবলেন তিনি। কোস্টার সঙ্গে ঝগড়া করা আমার উচিত হয়নি। ও আসলে আমাকে মারতেও চায়নি। রাগ উঠে গিয়েছিল মাথায়। সামলাতে না পেরে চড় মেরে বসেছে।

মেলিনা দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছিলেন কারণ ডেমিরিসকে তিনি ভালোবাসেন এবং দাম্পত্য সম্পর্কটা ভাঙতে চাননি। পরের রোববার বাড়ি ফিরে এলেন তিনি।

ডেমিরিস লাইব্রেরিতে ছিলেন।

মেলিনা ভেতরে ঢুকতে চোখ তুলে চাইলেন তিনি। 'তুমি তাহলে ফিরে এসেছ।'

'এটা আমার বাড়ি, কোস্টা। তুমি আমার স্বামী এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি। তবে একটা কথা–আবার যদি কখনও আমার গায়ে হাত তুলেছ, স্রেফ খুন করে ফেলব।'

মেলিনার চেহারা দেখে ডেমিরিস বুঝতে পারলেন তাঁর স্ত্রী নিছক হুমকি দিচ্ছেন না।

এ ঘটনার পরে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটল। দীর্ঘদিন কনস্টানটিন মেলিনার সঙ্গে মেজাজ করলেন না। তবে তিনি তার পরকীয়া ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মেলিনা ভাবছিলেন, একদিন ও ওর বেশ্যাগুলোর ওপর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে। তখন বুঝতে পারবে আমাকেই ওর শুধু প্রয়োজন।

শনিবারের এক সন্ধ্যায়, কনস্টানটিন ডেমিরিস ডিনার জ্যাকেট গায়ে চড়াচ্ছেন, বাইরে যাবেন। মেলিনা ঢুকলেন ঘরে।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'কাজ আছে।'

'ভাইয়ার বাড়িতে আজ আমাদের ডিনারের দাওয়াতের কথা ভুলে গেছ?'

'ভুলি নি। খুব জরুরী একটা কাজে যেতে হবে।'

রেগে গেলেন মেলিনা। 'জানি তো জরুরী কাজটা কী–তোমার *পুলাকি।* তোমার বেশ্যাদের কাছে যাচ্ছ।'

'মুখ সামলে কথা বলো। দিন দিন তোমার আচরণ মেছুনীদের মত হয়ে যাচ্ছে মেলিনা।' আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে বললেন ডেমিরিস।

'তোমাকে আজ আমি বেরুতে দেব না!' ডেমিরিস মেলিনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, এটা তিনি মেনে নিয়েছেন কিন্তু তাঁর ভাইয়াকে অপমান করা সহ্য করবেন না মেলিনা। স্বামীকে আঘাত করার জন্য ফুঁসছেন তিনি। অস্ত্রও জানা আছে। সেটাই ব্যবহার করলেন। 'আমরা দু'জনেই আজ বাড়িতে থাকব।' বললেন তিনি।

'আচ্ছা?' নিরুত্তাপ গলা ডেমিরিসের। 'কেন, জানতে পারি?'

'আজকের দিনটির মাজেজা জানা নেই তোমার?' খোঁচা দিলেন মেলিনা।

'নাতো!'

'আজকের দিনটাতে তোমার ছেলেকে আমি খুন করেছিলাম, কোস্টা। আমি গর্ভপাত করিয়েছিলাম।' মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকলেন ডেমিরিস। মেলিনা দেখলেন তাঁর চোখের তারা অন্ধকার হয়ে গেছে।

'ডাক্তারদের বলেছিলাম এমন ব্যবস্থা করতে যাতে কোনওদিন তোমার সন্তান আমার গর্ভে ধারণ করতে না হয়।'

মিথ্যা বললেন মেলিনা।

নিজের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন ডেমিরিস। 'স্কাশেহ?' গর্জন করেই স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। নির্দয়ভাবে পেটাতে লাগলেন।

কাঁদতে কাঁদতে হলঘরে ছুটলেন মেলিনা, তাঁকে ধাওয়া করলেন ডেমিরিস।

সিঁড়ি গোড়ায় স্ত্রীর চুলের গোছা খামচে ধরলেন।

'তোকে আজ আমি খুন করে ফেলব,' চেঁচাচ্ছেন ডেমিরিস। আবার মারলেন স্ত্রীকে। সিঁড়িতে পা পিছলে গেল মেলিনার, গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে পড়লেন।

ব্যথায় কাঁদতে লাগলেন তিনি। 'ওহ্ গড, হেল্প মী। আমার শরীরের কী যেন একটা ভেঙে গেছে।'

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন ডেমিরিস। শীতল চাউনি চোখে।

'আমি চাকরদের বলে দিচ্ছি ডাক্তারকে খবর দিতে। তোমার জন্য আমি দেরী করতে পারব না।'

ডিনারের খানিক আগে এল ফোনটি।

'মি. লামব্রু? ড. মেটাক্সিস বলছি। আপনার বোন আপনাকে খবর দিতে বললেন। 'উনি আমার প্রাইভেট হাসপাতালে আছেন। তাঁর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে...'

স্পাইরস লামব্রু মেলিনার হাসপাতাল রুমে ঢুকে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বোনের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন। তাঁর একটা হাত ভাঙা, মারের চোটে ফুলে আছে মুখ। গলা দিয়ে শুধু একটা শব্দ বেরুল লামব্রুর। 'কনস্টানটিন।' প্রচণ্ড রাগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

মেলিনার চোখে জল। 'ও আমাকে মারতে চায় নি,' ফিসফিস করলেন তিনি।

'কুত্তার বাচ্চাকে শেষ করে দেব আমি। ঈশ্বরের দোহাই,' ভয়ানক রাগে থরথর করে কাঁপছেন স্পাইরস।

কনস্টানটিন ডেমিরিসকে ধ্বংস করে দিতে চান স্পাইরস। কিন্তু কীভাবে? তাঁর পরামর্শ দরকার। অতীতে যেমন করেছেন, স্পাইরস লামব্রু সিদ্ধান্ত নিলেন মাদাম পিরিসের কাছে যাবেন। বৃদ্ধা হয়তো তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন।

স্বল্প আলোকিত ক্যাফের অন্ধকার কোণের একটি টেবিল দখল করেছেন ওরা দু'জন। বৃদ্ধাকে শেষ যেবার দেখেছেন স্পাইরস, তার চেয়েও এখন বুড়ো লাগছে। মাদাম পিরিস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্পাইরসের দিকে।

'আপনার সাহায্য দরকার, মাদাম পিরিস,' বললেন লামব্রু।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা।

কোত্থেকে শুরু করা যায়? বছর দেড়েক আগে একটা হত্যা মামলার বিচার হয়েছিল। ক্যাথেরিন ডগলাস নামে এক মহিলা...'

মাদাম পিরিসের চেহারায় আতঙ্ক ফুটল। 'না,' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন স্পাইরস লামব্রু।'

'তাকে হত্যা করা হয়...'

চেয়ার ছাড়লেন মাদাম পিরিস। 'না। আত্মারা আমাকে বলেছে সে মারা যাবে।'

হতবুদ্ধি দেখাল লামব্রুকে। 'কিন্তু সে তো মারা গেছে,' বললেন তিনি। 'তাকে খুন করেছে...'

'সে বেঁচে আছে!'

মুখ হাঁ হয়ে গেল লামব্রুর। 'এ হতেই পারে না।'

'সে এখানে এসেছিল। তিন মাস আগে। তাকে ওরা কনভেন্টে আশ্রয় দিয়েছিল।'

বোবার মত বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্পাইরস লামব্রু। হঠাৎ সব খাপেখাপ মিলে গেল। *তাকে ওরা কনভেন্টে আশ্রয় দিয়েছিল।* ডেমিরিস আইওনিনার একটি কনভেন্টে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেন। ওই শহরেই ক্যাথেরিন ডগলাস খুন হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জর্জিওস ল্যাটো যে খবর দিয়েছে তা তাহলে সত্যি। ডেমিরিস নিরপরাধ দু'জন মানুষকে হত্যা মামলার আসামী সাজিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অথচ ক্যাথেরিন এখনও বেঁচে আছে। নানরা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

কনস্টানটিন ডেমিরিসকে ধ্বংসের রাস্তা হঠাৎ পেয়ে গেলেন লামব্রু।

টনি রিজ্জোলি।

এগার

টনি রিজ্জোলির সমস্যা হাজারওটা। যেটা নিয়ে ঝামেলার আশঙ্কা থাকে ওটাতেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। যা ঘটেছে তার জন্য টনি দায়ী নয়। তবে সে জানে ফ্যামিলি বা পরিবার তাকেই দোষারোপ করবে। তারা কোনও অজুহাত শোনে না।

ড্রাগ অপারেশনের প্রথম পর্বটি ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে। সে কোনও ঝামেলা ছাড়াই শিপমেন্ট নিয়ে এথেন্সে ঢুকতে পেরেছিল এবং সাময়িকভাবে একটা গুদামে রাখা হয়েছিল মাল। টনি এক এয়ারলাইনের স্টুয়ার্ডকে ঘুষ দিয়েছিল। তার কাজ এথেন্স থেকে নিউ ইয়র্কে পাচার করে দেবে জিনিস। কিন্তু ফ্লাইটের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে যায় গর্দভটা। এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরিচ্যুত করে।

বিকল্প একটি চিন্তা করেছিল টনি রিজ্জোলি। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে পাচার করবে মাল। সে সারা মার্চিসন নামে সত্তর বছরের এক বুড়িকে মাল পাচারের জন্য টার্গেট করে। বুড়ি এথেন্সে তার মেয়েকে দেখতে এসেছে। সে টনির একটা সুটকেস নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দেবে। বুড়ির কোনও ধারণাই নেই সুটকেসে কী জিনিস আছে।

'কিছু সুভেনির আছে আমার মা'র জন্য,' ব্যাখ্যা করেছে টনি।

'আপনি যেহেতু জিনিসটা পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন কাজেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি আপনার টিকেটটা কেটে দিতে চাই।'

'আরে, তার দরকার হবে না,' আপত্তি জানিয়েছে সারা মার্চিসন। 'আমি খুশি মনেই তোমার কাজ করে দেব। তোমার মা'র অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আমার বাসা বেশী দূরে নয়। তোমার মা'র সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে ভালোই লাগবে।'

'আমার মাও আপনার সঙ্গ উপভোগ করবেন,' হাসিমুখে বলেছে টনি রিজ্জোলি। 'তবে সমস্যা হলো তিনি অসুস্থ। অবশ্য সুটকেস বুঝে নেয়ার লোক থাকবে।'

কাজটির জন্য বুড়ি যথার্থ-মিষ্টি এক দাদীমা। কাস্টমস দাদীমাকে মোটেই সন্দেহ করবে না।

পরদিন সকালে নিউ ইয়র্কে যাত্রা করবে সারা মার্চিসন।

'আপনাকে বাসা থেকে তুলে নেব আমি। পৌঁছে দেব এয়ারপোর্টে।'

'বাহ, ধন্যবাদ। তুমি কত ভালো ছেলে। তোমার মা তোমাকে নিয়ে নিশ্চয় অনেক গর্ব করেন।'

'জ্বী। মা আমাকে ছাড়া কিচ্ছু বোঝেন না আমিও মা ছাড়া কিচ্ছু চিনি না।' টনির মা মারা গেছেন দশ বছর আগে।

পরদিন সকালে রিজ্জোলি প্রস্তুত হচ্ছে ওয়্যারহাউজ থেকে সুটকেস নিয়ে আসবে। বেজে উঠল ফোন।

'মি রিজ্জোলি?' ভেসে এল অচেনা একটি কণ্ঠ।

'বলছি।'

'আমি এথেন্স হসপিটাল ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে ড. পাতসাফা বলছি। এখানে জনৈক সারা মার্চিসন ভর্তি হয়েছেন। গত রাতে সিঁড়ি থেকে পিছলে গিয়ে নিতম্বের হাড় ভেঙে গেছে তাঁর। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন...'

ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল টনি রিজ্জোলি। এখন সে কোথায় যাবে? কোথায় পাবে আরেকটা খচ্চর?

রিজ্জোলি জানে তাকে অত্যন্ত সাবধানে ফেলতে হবে পা। শোনা যায়, ঘাগু আমেরিকান নারকোটিক্স এজেন্ট এ মুহূর্তে এথেন্সে, গ্রীক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে। এথেন্স থেকে যেই বেরুচ্ছে, কড়া চোখ রাখছে তার ওপর, প্লেন এবং জাহাজ সার্চ করা হচ্ছে নিয়মিত।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মত এক ছিঁচকে মাদক সেবী চোর খবর এনেছে পুলিশ ওয়্যারহাউজগুলোতে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে ড্রাগসের খোঁজে। দুশ্চিন্তায় টনির মাথা খারাপ হওয়ার দশা। ফ্যামিলিকে পরিস্থিতি এবার ব্যাখ্যা করতেই হবে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল টনি রিজ্জোলি। পাটিসন স্ট্রীটে সিটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চলে এল। হোটেলের ফোনে ছারপোকা বসানো আছে কিনা জানে না সে। তবে কোনও ঝুঁকি নেবে না টনি।

বাদামী পাথরের বড়সড় একটা ভবন সিটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। সামনে একসারি পিলার। সাইনবোর্ডে লেখা : O.T.E. রিজ্জোলি প্রবেশ পথে হেঁটে গেল। চোখ বুলাল চারপাশে। দেয়াল ঘেঁষে দুই ডজন ফোন বুদ, প্রতিটিতে নাম্বার দেয়া। তাকগুলোতে ফোন ডিরেক্টরি। সারা বিশ্বের ফোন নাম্বার আছে ওতে। ঘরের মাঝখানে একটি ডেস্ক। ওখানে চারজন কেরানী শ্রেণীর মানুষ কোথায় কল করতে হবে তার অর্ডার নিচ্ছে। ফোন করার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ।

টনি রিজ্জোলি ডেস্কের পেছনে বসা এক মহিলার দিকে পা বাড়াল। 'গুড মর্নিং' বলল সে।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'দেশের বাইরে একটা ফোন করব।'

'আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

'নো প্রবলেম।'

'দেশের নাম আর নাম্বারটা দিন।'

'ইতস্তত করল টনি।' অবশ্যই। এক টুকরো কাগজ দিল মহিলাকে।

'আপনার নাম?'

'ব্রাউন। মি. ব্রাউন।'

'বেশ। মি. ব্রাউন। যখন আপনার পালা আসবে, ডাক দেব।'

'ধন্যবাদ।'

ঘরের কিনারে রাখা একখানা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল টনি। *গাড়িতে প্যাকেটটা লুকানোর চেষ্টা করা যায়। কাউকে পয়সা দিয়ে বলব সীমান্ত পার করিয়ে দিতে। কিন্তু এতে ঝুঁকি আছে। গাড়ি সার্চ করা হয়। যদি অন্য কোনও উপায় পেতাম...*

মি. ব্রাউন...মি. টম ব্রাউন...'নামটা দু'বার পুনরাবৃত্তির পরে টনি বুঝতে পারল ওকেই ডাকা হচ্ছে। বেঞ্চ ছাড়ল সে, দ্রুত এগোল ডেস্কে।

'আপনার লোক ফোন ধরে আছে। বুদ নাম্বার সাত।'

'ধন্যবাদ। ভালো কথা, আপনাকে যে চিরকুটটি দিয়েছি ওটা দেয়া যাবে? নাম্বারটা একটু লাগবে।'

'নিশ্চয়ই,' কাগজের টুকরোটা টনিকে ফিরিয়ে দিল মহিলা।

সাত নম্বর বুদে ঢুকল টনি রিজ্জোলি। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

'হ্যালো।'

'টনি বলছ?'

'ইয়াহ্। কেমন আছ, পেট?'

'সত্যি বলতে কী দুশ্চিন্তায় আছি, টনি। ওরা প্যাকেটটা চাইছে।'

'কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

'প্যাকেজ কী পাঠিয়ে দিয়েছ?'

'না। এখানে আছে এখনও।

নীরবতা। 'ওটাকে নিয়ে কোনও ঝামেলা হোক তা আমরা চাই না, টনি।'

'ঝামেলা হবে না। ওটাকে শুধু এখান থেকে পাচার করার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। সারা শহরে গিজগিজ করছে নারকোটিক্সের মানুষজন।'

'আমরা দশ মিলিয়ন ডলার নিয়ে কথা বলছি, টনি।'

'জানি। ভেবো না। কোনও না কোনও রাস্তা ঠিকই বের করে ফেলব।'

'তাই করো, টনি। কোনও রাস্তা বের করে ফেলো।' কেটে গেল লাইন।

ধূসর রঙা সুট পরা এক লোক লক্ষ্য করছিল টনিকে। দেখল সে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। ধূসর সুট ডেস্কের পেছনে বসা মহিলার দিকে এগোল।

'*সিগনোমি*, এই মাত্র যে লোকটা চলে গেল ওকে লক্ষ করেছেন?'

মুখ তুলে চাইল মহিলা। '*ওচি?*'

'লোকটা যে নাম্বারে ফোন করেছে ওটা আমার দরকার।'

'দুঃখিত। আমরা নাম্বার দিতে পারব না।'

পেছনের পকেট থেকে একটি ওয়ালেট বের করল লোকটি। ওয়ালেটে সোনার একটি ধাতব পাত লাগানো। 'পুলিশ। আমি ইন্সপেক্টর টিনু।'

মহিলার চেহারায় ভাবের পরিবর্তন ঘটল। 'উনি আমাকে এক টুকরো কাগজ দিয়েছিলেন। চিরকুটটি আবার ফেরত নিয়ে গেছেন।'

'কিন্তু রেকর্ডের জন্য তো কপি করেছেন?'

'জ্বী। তা সবসময়ই করি।'

'নাম্বারটা কি দেবেন?'

'অবশ্যই।'

কাগজে নাম্বার লিখে ইন্সপেক্টরকে দিল মহিলা। কাগজে চোখ বুলাল সে। দেশের কোড নাম্বার ৩৯, এক্সচেঞ্জ নাম্বার ৯১।

ইটালি, পালেরমো।

'ধন্যবাদ। লোকটা কি তার নাম বলেছিল?'

'জ্বী। ব্রাউন। টিম ব্রাউন।'

ফোনের আলাপচারিতা নার্ভাস করে তুলেছে টনি রিজ্জোলিকে। বাথরুম পেয়ে গেছে ওর। গোল্লায় যাক পেটে লুকা। সামনে কলোনাকি স্কোয়ারের কিনারে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল টনি : APOHORITIRION W.C. পুরুষ-নারী একই বাথরুম ব্যবহার করছে। *গ্রীকরা নাকি নিজেদের সভ্য বলে দাবি করে।* নাক সিটকাল টনি। ফুঃ!

পালেরমোর পাহাড়ের ওপরের ভিলায়, কনফারেন্স টেবিলে ঘিরে বসেছে চারজন লোক।

'মাল তো এতক্ষণে পাঠিয়ে দেয়ার কথা, পেটে,' অভিযোগের সুরে বলল একজন। 'সমস্যা কী?'

'আমি ঠিক জানি না। সমস্যা বোধহয় টনি রিজ্জোলিকে নিয়ে।'

'টনিকে নিয়ে এর আগে তো আমাদের কোনও সমস্যা হয় নি।'

'জানি– তবে মাঝেমাঝে লোভী হয়ে ওঠে মানুষ। কী ঘটেছে জানার জন্য কাউকে এথেন্সে পাঠানো দরকার।'

'খুব খারাপ। টনিকে আমি খুব পছন্দ করতাম।'

এথেন্সের ১০, স্টাডিউ স্ট্রীটের পুলিশ সদর দপ্তরে একটি মীটিং হচ্ছে। মীটিং-এ উপস্থিত আছেন পুলিশ প্রধান লিভরের দিমিত্রি, ইন্সপেক্টর টিনু এবং একজন

আমেরিকান, লেফটেন্যান্ট ওয়াল্ট কেলি। সে ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের কাস্টমস শাখার একজন এজেন্ট।

'আমাদের কাছে খবর আছে,' বলল কেলি, 'বড় একটি মাদকের চোরাচালান এথেন্সের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত টনি রিজ্জোলি।'

চুপচাপ বসে আছে ইন্সপেক্টর টিনু। গ্রীক পুলিশ বিভাগ তাদের কাজে অন্য দেশের নাক গলানো পছন্দ করে না। বিশেষ করে আমেরিকানদের তারা মোটেই দেখতে পারে না। আমেরিকানরা নিজেদের সবজান্তা মনে করে।

চিফ অভ পুলিশ বললেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি, লেফটেন্যান্ট। টনি রিজ্জোলি কিছুক্ষণ আগে পালেরমোতে ফোন করেছে। আমরা নাম্বারটি সনাক্ত করার চেষ্টা করছি। নাম্বার ট্রেস করা গেলেই এর সোর্স জেনে যাব।'

পুলিশ প্রধানের ডেস্কের ফোন বেজে উঠল। দিমিত্রি এবং ইন্সপেক্টর টিনু পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

ফোন তুলল ইন্সপেক্টর টিনু। 'পেয়েছ ওটা?' ভাবলেশহীন চেহারায় অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনল, তারপর রেখে দিল রিসিভার।

'তো?'

'ওরা নাম্বার ট্রেস করেছে।'

'এবং?'

'টাউন স্কোয়ারের পাবলিক টেলিফোন বুদে ফোন করা হয়েছে।'

'গামোঁটো!'

'আমাদের রিজ্জোলি সাহেব খুব ধূর্ত মানুষ।'

কেলি বলল, 'ওর ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে।'

চিফ দিমিত্রি তাকালেন ইন্সপেক্টর টিনুর দিকে। 'আমরা কি যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পেয়েছি?'

'না, স্যার। শুধু সন্দেহ করছি।'

ওয়াল্ট কেলির দিকে ফিরলেন চিফ দিমিত্রি। 'মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে সবার ওপর নজরদারি রাখার মত যথেষ্ট লোকজন আমাদের নেই।'

'কিন্তু রিজ্জোলি–'

'আমাদের নিজস্ব সোর্স আছে, মি. কেলি। কোনও তথ্য পেলেই আপনাকে জানিয়ে দেয়া হবে।'

হতাশ দেখাল ওয়াল্ট কেলিকে। 'বেশী দেরী করবেন না যেন। গায়েব হয়ে যাবে মাল।'

রাফিনার ভিলা রেডি। কেয়ারটেকার কনস্টানটিন ডেমিরিসকে বলেছিল, 'আপনি ভিলাটি আসবাবসহ কিনেছেন। তবে যদি নতুন কোনও ফার্নিচারের প্রয়োজন হয়...'

'না, পুরানো আসবাব যেগুলো যেরকম ছিল সে অবস্থায় থাকবে।'

ডেমিরিস লিভিংরুমে ঢুকলেন। *নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাস কি এ ঘরের মেঝেতে শুয়ে উদ্দাম প্রেমলীলায় মেতে উঠত? কিংবা ডেন-এ? অথবা কিচেনে?*

তিনি বেডরুমে চলে এলেন। কিনারে প্রকাণ্ড একটি খাট। *ওদের বিছানা।* এখানে শুয়ে ডগলাস নোয়েলের নগ্ন শরীরে আদর করত। এখানে শুয়ে সে ডেমিরিসের সম্পদ চুরি করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পেয়েছে ডগলাস। আবার মাশুল গুনতে হবে তাকে। বিছানায় তাকালেন ডেমিরিস। *আমি প্রথমেই এখানে শুইয়ে ফেলব ক্যাথেরিনকে।* ভাবলেন তিনি। *তারপর অন্য ঘরগুলোতে গিয়েও প্রেম করব। সবগুলো ঘর ব্যবহার করব।* ভিলা থেকে ক্যাথেরিনকে ফোন করলেন তিনি।

'হ্যালো।'

'তোমার কথা খুব মনে পড়ছে আমার।'

সিসিলি থেকে অপ্রত্যাশিত দু'জন দর্শনার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো টনি রিজ্জোলির। কোনও ঘোষণা ছাড়াই তারা ঢুকে পড়ল ঘরে। সাথে সাথে বিপদের গন্ধ পেল টনি। আলফ্রেডো ম্যানকুসো প্রকাণ্ডদেহী। জিনো ল্যাভেরি তার চেয়েও আকারে বিশাল। যেন জঙ্গল থেকে উঠে এসেছে দুই গরিলা।

সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ম্যানকুসো। পেটে লুক্কা পাঠিয়েছে আমাদেরকে।'

কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রিজ্জোলি। 'বেশ। এথেন্সে স্বাগতম। তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

'ভনিতা রাখো, রিজ্জোলি,' বলল ম্যানকুসো' লুক্কা জানতে চেয়েছে তুমি কী ধরনের খেলা শুরু করেছ।'

'খেলা? এসব কী বলছ? ওকে বলেছি একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি আমি।'

'এজন্যই এসেছি আমরা। তোমাকে ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে।'

'দাঁড়াও।' বলল রিজ্জোলি। 'প্যাকেজ নিরাপদেই আছে। লুকিয়ে রেখেছি। যখন...'

'পেটে চায়না জিনিস তুমি লুকিয়ে রাখো। ওতে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছে সে।' লাভেরি রিজ্জোলিকে ধাক্কা মেরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার জানিয়ে দিই, রিজ্জোলি। জিনিস নিউ ইয়র্কে পৌছালে পেটে ওটা দিয়ে টাকা কামাবে। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

'অবশ্যই। কী বলতে চাইছ তা আমার কাছে পানির মত পরিষ্কার।' নরম গলায় বলল টনি। 'কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়। গ্রীক পুলিশ ছড়িয়ে আছে শহরের সবখানে। ওয়াশিংটন থেকে নারকোটিক্সের এক এজেন্টও এসেছে। আমি একটা প্ল্যান করেছি...'

'পোর্টও তাই করেছে।' বাধা দিল লাভেরি। 'ওর প্ল্যানটা কী শুনবে? আগামী হপ্তার মধ্যে তার কাছে মাল না পৌঁছালে তুমি পুরো টাকা তাকে পরিশোধ করে দেবে।'

'হেই!' আপত্তি জানাল রিজ্জোলি। আমার কাছে অত টাকা নেই। আমি....'

'পেটেও জানে নেই। তাই সে বলেছে অন্য যে কোনও ভাবেই হোক আমরা যেন তোমার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করি।'

গভীর শ্বাস নিল টনি রিজ্জোলি। 'ঠিক আছে। ওকে বোলো সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

'বেশ। আমরা আশপাশেই থাকব। তোমার হাতে সময় কিন্তু মাত্র এক হপ্তা।'

টনি রিজ্জোলি দুপুরের আগে কখনও মদ ছুঁয়ে দেখে না। তবে গরিলা দুটো চলে যাওয়ার পরে সে একটি স্কচের বোতল খুলে মস্ত দুটো চুমুক দিল। গলা আর বুক জ্বালিয়ে নিচে নেমে গেল তরল আগুন। এতেও কোনও কাজ হলো না। *কোনও কিছুতেই কাজ হবে না, ভাবছে টনি। বুড়ো আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে কেন? সে তো আমাকে তার ছেলের মতই দেখে। অথচ আমাকে কিনা মাত্র এক হপ্তা সময় দিয়েছে। আমার একটা খচ্চর দরকার। ক্যাসিনো, সিদ্ধান্ত নিল ও। ওখানে খচ্চর খুঁজে বের করতে হবে।*

ওইদিন রাত দশটায় এথেন্সের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে জনপ্রিয় ক্যাসিনো লুট্রাকিতে চলে এল টনি রিজ্জোলি। ঢুকল ব্যস্ত, প্রকাণ্ড জুয়ো খেলার ঘরে। জুয়োয় হেরে যাওয়া লোকের অভাব নেই। তারা জুয়ো খেলার টাকার জন্য যা খুশি করতে রাজি। খেলোয়াড় যত মরিয়া হবে, শিকার হিসেবে ততই সহজলভ্য হয়ে উঠবে সে। একটি রুলেত টেবিলে টার্গেটকে পেয়ে গেল রিজ্জোলি। বেঁটেখাটো এক লোক। ধূসর চুল, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। একটু পরপর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। যত হারছে তত বেশী ঘামছে।

আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখল রিজ্জোলি। লোকটা হারছে তো হারছেই। শেষ কপর্দকটি হারার পরে হতবুদ্ধি হয়ে সে টেবিলের চিপসের দিকে তাকিয়ে থাকল। চিপসগুলো তার সামনে থেকে সরিয়ে ফেলা হলো। তবু লোকটা আশা নিয়ে ক্রুপিয়ারের দিকে তাকাল। 'আমি কি আরেক দান...?'

মাথা নাড়ল ক্রুপিয়ার। 'দুঃখিত।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিধে হলো লোকটি।

একই সঙ্গে রিজ্জোলিও খাড়া হলো। 'খুব খারাপ,' কণ্ঠে সহানুভূতি ফোটাল। 'তবে আজ ভাগ্য আমাকে কিছুটা সাহায্য করেছে। আপনাকে একটা ড্রিংক কিনে দিই?'

চোখ পিটপিট করল লোকটি। কথা বলার সময় কেঁপে গেল গলা। 'সে আপনার দয়া, স্যার।'

আমার খচ্চর মিলে গেছে, ভাবল রিজ্জোলি। এ লোকটার অবশ্যই টাকা দরকার। নিউ ইয়র্কে একশ ডলারের বিনিময়ে নির্দোষ প্যাকেজ পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাবে সে নিশ্চয় লাফিয়ে উঠবে। বিনে পয়সায় আমেরিকা ভ্রমণের প্রস্তাবও নির্ঘাৎ লুফে নেবে।

'আমি টনি রিজ্জোলি।'

'ভিক্টর করোনজিৎস।'

ভিক্টরকে বার-এ নিয়ে এল টনি। 'কী খাবেন?'

'রেস্টিনা। ধন্যবাদ।'

ওয়েস্টারের দিকে ফিরল রিজ্জোলি। 'এবং শিভাস রিগাল।'

'আপনি ট্যুরিস্ট?' বিনীত গলায় জানতে চাইল ভিক্টর।'

'জ্বী।' জবাব দিল রিজ্জোলি। 'ছুটি কাটাতে এসেছি। এ দেশটা খুব সুন্দর।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভিক্টর। 'হুঁ।'

'আপনার এখানে ভালো লাগে না?'

'সুন্দর, ঠিক আছে। তবে খুব খরচের শহর। এখানে মিলিওনেয়ার না হলে টেবিলে খাবার তুলতে পারবেন না। বিশেষ করে যদি চার সন্তানের বাপ হন আপনি।' তেতো শোনাল তার কণ্ঠ।

'আপনি কী করেন, ভিক্টর?' নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন করল রিজ্জোলি।

'আমি এথেন্স স্টেট মিউজিয়ামের কিউরেটর।

'আচ্ছা? কিউরেটরের কাজটা কী?'

কণ্ঠে গর্ব ফুটল ভিক্টরের। 'গ্রীসের মাটি খুঁড়ে যে সব অ্যান্টিক্স পাওয়া যায় ওগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব আমার।' গ্লাসে চুমুক দিল সে। 'তবে সব অ্যান্টিকস নয়। দেশে আরও জাদুঘর আছে। অ্যাক্রোপলিস, ন্যাশনাল আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম। তবে আমাদের জাদুঘরে সবচেয়ে দামী আর্টিফ্যাক্ট আছে।'

আগ্রহ বোধ করল টনি রিজ্জোলি।

'কীরকম দামী?'

কাঁধ ঝাঁকাল ভিক্টর করোনজিৎস। 'বেশীরভাগই অমূল্য। আইন আছে দেশের বাইরে কোনও অ্যান্টিকস নেয়া যাবে না। আমাদের ছোট একটি দোকান আছে। ওখানে নকল অ্যান্টিকস বিক্রি করা হয়।'

ঝড়ের গতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে রিজ্জোলির মস্তিষ্ক।

'তাই নাকি? নকলগুলো কী রকম?'

'দারুণ। এক্সপার্ট ছাড়া নকল আর আসলের ফারাক বুঝতেই পারবে না।'

'আরেকটা ড্রিংক নিন।' বলল রিজ্জোলি।

'ধন্যবাদ। আপনার অশেষ দয়া। আমাকে ড্রিংক খাওয়াচ্ছেন। অথচ আপনার জন্য বিনিময়ে কিছুই করতে পারছি না।'

হাসল রিজ্জোলি।' কিছু করতে হবে না। জাদুঘরের কথা শুনে লোভ লাগছে খুব। দেখা যাবে?'

'অবশ্যই। উৎফুল্ল গলায় বলল ভিক্টর। 'বিশ্বের অন্যতম সেরা আমাদের জাদুঘর। আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাতে পারলে খুশিই হবো। কখন ফ্রী আছেন?'

'কাল সকালে?'

টনি রিজ্জোলির মনে হচ্ছে খচ্চর নয়, তার চেয়ে অনেক দামী একটা জিনিস পেয়ে গেছে সে।

এথেন্সের হৃদপিণ্ড প্লাটিয়া সিনটাগমায় গড়ে উঠেছে এথেন্স স্টেট মিউজিয়াম। প্রাচীন মন্দিরের আদলে তৈরি চমৎকার এ ভবন। সামনের দিকে রয়েছে চারটি আইওনিয়ন কলাম, মাথায় পতপত করে উড়ছে গ্রীক পতাকা। উঁচু ছাদে খোদাই করা চারটা মূর্তি।

ভেতরে, মার্বেল পাথরের মস্ত হলঘরে গ্রীক ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের নানান অ্যান্টিকের নিদর্শন। এ ঘরগুলোতে রয়েছে রেলিকস এবং আর্টিফ্যাক্টের কাঁচের বাক্স। ওসবের মধ্যে আছে সোনার কাপ, মুকুট, তরবারি, মদের পাত্র। একটি বাক্সে চারটা সোনার মুখোশ, আরেকটিতে শতাব্দী প্রাচীন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ।

ভিক্টর করোনজিৎস নিজে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে টনি রিজ্জোলিকে। টনি মাথায় পপি ফুলের মুকুট পরা এক দেবী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'এ হলো পপি দেবী,' ফিসফিসে কণ্ঠে জানাল ভিক্টর। 'তার মুকুট হলো ঘুম, স্বপ্ন, বিদ্রোহ এবং মৃত্যুর প্রতীক।'

'এটার দাম কত?'

হেসে উঠল ভিক্টর। 'বিক্রি হলে তো! দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার।'

'তাই নাকি?'

গর্বে বুক আধহাত উঁচু হয়ে আছে ছোটখাট মানুষটির। অমূল্য সব সম্পদ দেখাচ্ছে সে টনিকে। এটা কুয়োসের মাথা, খ্রীস্টপূর্ব ৫৩০...এ হলো এথেনার মাথা, সিরকা, খ্রীস্টপূর্ব ১৪৫০... 'এটা এক অমূল্য সম্পদ। খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতকের সোনার মুখোশ এটা। মাইসিনাইর অ্যাক্রোপলিসের রাজকীয় কবর থেকে এ মুখোশ উদ্ধার করা হয়েছে।'

আরেকটি কাঁচের বাক্সের সামনে রিজ্জোলিকে নিয়ে গেল ভিক্টর। উদ্ভাসিত মুখে ঘোষণা করল, 'এটি আমার খুব পছন্দের একটি জিনিস। এই অ্যাম্ফোরাটি–'

'দেখে তো ফুলদানি মনে হচ্ছে।'

'আ–হ্যাঁ। এই ফুলদানিটি নগস শহর খোঁড়ার সময় পাওয়া যায়। ফুলদানির গায়ে একটা ষাঁড়ের ছবি দেখতে পাচ্ছেন তো। জালে আটকে আছে ষাঁড়। প্রাচীনকালে এভাবে জাল ছুঁড়ে বন্দি করা হতো ষাঁড়।'

‘এর দাম কত?’ বাধা দিল রিজ্জোলি।

‘দশ মিলিয়ন ডলার।’

কপাল কোঁচকাল রিজ্জোলি। ‘কত?’

‘ভুল শোনেননি। এটা মাইনওনিয়ান আমলের জিনিস, খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০।’

রিজ্জোলি কয়েক ডজন কাঁচের বাক্সে চোখ বুলাল। সবগুলোর ভেতর আর্টিফ্যাক্ট। ‘এখানকার সব জিনিসের কী এরকম দাম?’

‘আরে না। শুধু অ্যান্টিকগুলো। আরেকটা জিনিস দেখাই, চলুন।’

কিউরেটরের পেছন পেছন আরেকটি ঘরে ঢুকল টনি। কিনারে রাখা একটি গ্লাস কেসের সামনে দাঁড়াল। একটা কুজোর দিকে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করল ভিক্টর। ‘অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ। ফোনেটিক সাইনের প্রাচীন প্রতীক। বৃত্তের গায়ে যে ক্রস দেখছেন ওটা। ক্রস করা বৃত্ত দিয়ে বোঝানো হয়েছে কসমস। ওগুলো...

কে শুনতে চায় ইতিহাস! ‘দাম কত?’ জিজ্ঞেস করল টনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিক্টর। ‘এক রাজ্যের সমান।’

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এল টনি রিজ্জোলি। যেন এতক্ষণ একটা সোনার খনির মধ্যে ছিল। খচ্চর খুঁজছিল ও বদলে ট্রেজার হাউজ পেয়ে গেছে। টনি যদি অ্যান্টিকগুলো গ্রীস থেকে পাচার করতে পারে, রাজা বনে যাবে। এখন যা করতে হবে, মাছ গাঁথতে হবে বড়শিতে।

ওইদিন সন্ধ্যায় রিজ্জোলি তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে ঢুকল মস্ত্রোভ এথেনায়। এটা একটা নাইটক্লাব। শো শেষে এখানকার সুন্দরীদের কাছে পাওয়া যায়।

‘চলুন সুন্দরীদের নিয়ে একটু মৌজমস্তি করি।’ প্রস্তাব দিল টনি।

‘আমাকে বাসায় যেতে হবে।’ বলল ভিক্টর। ‘তাছাড়া স্ফূর্তি করার মত টাকা আমার নেই।’

‘আরে, আপনি আমার অতিথি। আপনার সমস্ত খরচ আমার।’

রিজ্জোলি নাইটক্লাবের এক সুন্দরীকে ভিক্টরের জন্য ভাড়া করল। সুন্দরী ভিক্টরকে নিয়ে তার হোটেলে যাবে।

‘আপনি আসবেন না?’ জিজ্ঞেস করল ভিক্টর।

‘আমার একটু কাজ আছে।’ বলল টনি। ‘আপনারা যান। কোনও সমস্যা নেই।’

পরদিন সকালে আবার জাদুঘরে ঢুঁ মারল টনি রিজ্জোলি। ভিক্টর ওকে নিয়ে নিজের অফিসে ঢুকল। কথা বলার সময় তার মুখ লাল হয়ে গেল। ‘কাল রাতের জন্য আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না, টনি। মেয়েটি... দারুণ ছিল।’

হাসল রিজ্জোলি। 'বন্ধুরা তাহলে কীসের জন্য রয়েছে, ভিক্টর?'

'কিন্তু আপনার জন্য তো কিছুই করতে পারছি না।'

'কিছু করতে হবে না।' গলায় আন্তরিকতা ফোটাল টনি। 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আপনার সঙ্গ আমি পছন্দ করি। ভালো কথা, আজ এক হোটেলে পোকার খেলতে যাব। যাবেন নাকি?'

'ধন্যবাদ, যেতে পারলে ভালোই লাগত, তবে...' শ্রাগ করল সে। 'কিন্তু আমার তো ফাটা কপাল।'

'চলুন না। টাকার কথা ভাববেন না। আমি টাকা ধার দেব।'

মাথা নাড়ল ভিক্টর। 'উহুঁ, আপনি অনেক করেছেন আমার জন্য। হেরে গেলে দেনা শোধ করতে পারব না।'

মুচকি হাসল টনি। 'কে বলল আপনি হেরে যাবেন? ওটাতো পাতানো খেলা।'

'পাতানো খেলা? আ...আমি ঠিক বুঝলাম না।'

শান্ত গলায় বলল রিজ্জোলি, 'অটো ডালটন নামে আমার এক বন্ধু খেলাটা পরিচালনা করে। শহরে মালদার কয়েকজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট এসেছে। জুয়ো খেলতে পছন্দ করে। আমি আর অটো ওদেরকে খসাব।'

চোখ বড় বড় করে টনির দিকে তাকাল ভিক্টর। 'খসাবেন? মানে... ওদের সঙ্গে চিট করবেন?' ঠোঁট চাটল সে।' আঃ... আমি এমন কাজ কখনও করি নি।'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রিজ্জোলি। 'তা আমি জানি। তবে বিব্রত বোধ করলে থাক। যেতে হবে না। ভাবলাম খেলাটা খেললে দু'তিন হাজার ডলার হয়তো কামিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবেন।'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ভিক্টরের। 'দু'তিন হাজার ডলার?'

'হ্যাঁ। কমপক্ষে।'

আবার ঠোঁটে জিভ বুলাল ভিক্টর। 'কী-কাজটা বিপজ্জনক নয় কী?'

হেসে উঠল টনি রিজ্জোলি। 'বিপজ্জনক হলে তো আমি নিজেই এর ধারে কাছে ঘেষতাম না। অটো বহুদিন ধরে এ কাজ করে আসছে। আজতক ধরা খায় নি।'

হাঁ করে টনির দিকে তাকিয়ে আছে ভিক্টর।

'কত... খেলতে হলে কত টাকা দিতে হবে?'

'পাঁচশো ডলার। তবে বললামই তো টাকাটা আমি ধার দেব। হেরে গেলেও টাকা শোধ করতে হবে না।'

'আপনি সত্যি দয়াবান, টনি। আপনি... কেন আমার জন্য এসব করছেন?'

'বলছি কেন,' সিরিয়াস শোনাল টনির কণ্ঠ। 'যখন আমি দেখি আপনার মত একজন কর্মঠ, ভালোমানুষ বিশ্বের অন্যতম সেরা জাদুঘরের কিউরেটর হয়েও ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না, পরিবারের মুখে ভাত জোগাতে তার নাভিশ্বাস উঠে

যায়, তখন আমার ভেতরটা বড্ড জ্বলতে থাকে। আপনার বেতন শেষ কবে বেড়েছে, ভিক্টর?'

'ওরা...ওরা বেতন বাড়ায় না।'

'তাহলে শুনুন, ভিক্টর। আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আজ রাতে আমার ছোট্ট একটা কাজ করে দেবেন। আপনি বিনিময়ে কয়েক হাজার ডলার পেয়ে যাবেন। সংসারে সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন। আর যদি প্রস্তাবটা গ্রহণ না করেন, সে আপনার ইচ্ছে। আমি হয়তো দু'এক বছর পরে আবার এথেন্সে আসব। হয়তো দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে।' দরজার দিকে পা বাড়াল টনি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ভিক্টর। 'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আ–আমি আপনার সঙ্গে আজ যাব।'

টোপ গিলেছে মাছ। 'বেশ।' বলল টনি। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারব বলে ভালো লাগছে।'

ইতস্তত করল ভিক্টর। 'মাফ করবেন। তবে একটা বিষয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। আপনি বললেন পাঁচশ ডলার হারলেও টাকাটা আপনাকে ফেরতে দিতে হবে না। কিন্তু কেন?'

'কারণ,' জবাব দিল রিজ্জোলি। 'আপনি হারবেন না। কারণ আগেই বলেছি এটা পাতানো খেলা।'

'কোথায় খেলা হবে?'

'মেট্রোপোল হোটেলের চব্বিশ নম্বর রুমে। রাত দশটায়। আপনার স্ত্রীকে বলবেন কাজে আটকা পড়ে গেছেন। বাড়ি ফিরতে দেরী হবে।'

বারো

টনি রিজ্জোলি এবং ভিক্টর করোনথজিস ছাড়াও হোটেল রুমে চারজন লোক আছে।

'এ আমার বন্ধু অটো ডালটন,' বলল রিজ্জোলি। 'আর ইনি ভিক্টর করোনথজিস।'

দু'জনে হ্যান্ডশেক করল।

রিজ্জোলি অন্যদের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওনাদের সঙ্গে আমার আগে নিশ্চয় পরিচয় হয়নি।'

পরিচয় করিয়ে দিল অটো ডালটন। 'ইনি ডেট্রয়েটের পেরী ব্রেসলাউয়ের... ইনি হাউস্টনের মারভিন সিমূর আর ইনি সাল পিরিজ্জি, নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছেন।'

সবার দিকে তাকিয়ে কেবল মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর, মুখে রা ফুটছে না।

অটো ডালটনের বয়স ষাট, হালকা-পাতলা গড়ন, মাথার চুল বেশীরভাগ পেকে গেছে। পেরী ব্রেসলাউয়ের বয়সে তরুণ, তবে মুখটা ভাঙাচোরা। মারভিন সিমূর রোগা-পাতলা, আমুদে চেহারার। সাল পিরিজ্জি বিশালদেহী, যেন ওক গাছ, পেশীবহুল শরীর। চোখ জোড়া ছোট ছোট, কুঁৎকুতে। গালে ছুরির শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন।

রিজ্জোলি ভিক্টরকে খেলোয়ারদের সম্পর্কে আগেই ব্রিফ করেছে। এরা সবাই প্রচুর টাকার মালিক। বড় অঙ্কের দান হারলেও তাদের কিছু এসে যায় না। সিমূরের ইনসিওরেন্স কোম্পানি আছে, ব্রেসলাউয়ের অটো ডিলারশিপের ব্যবসা ছড়িয়ে রয়েছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এবং সাল পিরিজ্জি নিউ ইয়র্কের বড় একটি ইউনিয়নের নেতা।

অটো ডালটন কথা বলছিল। 'তো, ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা কি খেলা শুরু করতে পারি? সাদা চিপসগুলো পাঁচ ডলার, নীলগুলো দশ এবং লালগুলো পঁচিশ ডলার করে। আর কালোগুলো পঞ্চাশ। এবার আপনাদের যে যার টাকা বের করুন।'

টনি রিজ্জোলির কাছ থেকে ধার নেয়া পাঁচশ ডলার পকেট থেকে বের করল ভিক্টর। না ধার নয়, টনি তাকে টাকাটা এমনিই দিয়ে দিয়েছে। সে রিজ্জোলির দিকে তাকিয়ে হাসল। কী চমৎকার এক বন্ধু পেয়েছে সে।

অন্যান্যরা বড় অঙ্কের নোট বের করল।

হঠাৎ উদ্বেগ বোধ করল ভিক্টর। যদি কোনও ভজকট হয়ে যায় আর সে পাঁচশ ডলার হেরে যায়? শ্রাগ করল সে। ওটা টনিই দেখবে। কিন্তু যদি সে জিতে যায়? উল্লাস বোধ করল ভিক্টর।

শুরু হয়ে গেল খেলা।

শুরুতে অল্প বাজি দিয়ে খেলতে লাগল ওরা। এবং ভালো ভালো তাস বেশীরভাগ পেল টনি এবং ভিক্টর।

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না ভিক্টরের। সে দুই হাজার ডলার জিতে ফেলল। এতো মিরাক্‌ল্‌!

'তোমরা খুব ভাগ্যবান,' ঘোঁত ঘোঁত করল মারভিন সিমুর।

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল ব্রেস লাউয়ের। 'কাল আরেক দান খেলবে নাকি?'

'আমি জানাব আপনাদেরকে,' বলল রিজ্জোলি।

ওরা চলে যাবার পরে তারস্বরে চেঁচাল ভিক্টর। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। দুই হাজার ডলার।'

হাসল রিজ্জোলি 'এটা তো মুরগির খাবার, বন্ধু। তোমাকে আগেই বলেছি।' সে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এল। 'অটো এ ব্যবসা ভালোই বোঝে। ওরা আরেকদান খেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। খেলবে?'

'অবশ্যই,' চওড়া হাসি দিল ভিক্টর।

পরের রাতে তিন হাজার ডলার জিতল ভিক্টর করোনজিৎস।

'ফ্যান্টাস্টিক!' বলল সে রিজ্জোলিকে। 'ওরা কোনও সন্দেহ করছে নাতো।'

'অবশ্যই না। বাজি ধরে বলতে পারি কাল ওরা আরও উঁচু স্টেক খেলতে চাইবে। ওরা আশা করছে জিতে যাবে। তুমি খেলছ তো?'

'একশোবার, টনি।'

পরদিন খেলতে বসে সাল পিরিজ্জি বলল, 'তোমরা জানো, আমরা কেবল হেরেই চলেছি। বাজেই স্টেক বাড়াতে চাই।' টনি রিজ্জোলি ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

'আমাদের কোনও সমস্যা নেই,' বলল রিজ্জোলি। 'তোমরা কী বলো?'

প্রতিপক্ষ সায় দেয়ার ভঙ্গিতে ঝাঁকাল মাথা।

অটো ডালটন চিপস সাজাল। 'সাদাগুলো পঞ্চাশ ডলার। নীল একশো, লাল পাঁচশো এবং কালোগুলো হাজার ডলার।'

ভিক্টর রিজ্জোলির দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল টনি।

শুরু হলো খেলা।

এবারও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। সব ভালো ভালো তাস জাদুর মত চলে এসেছে ভিক্টরের হাতে।

'ফাকিং কার্ডস!' গজগজ করল পিরিজ্জি। 'ডেক চেঞ্জ করো।' অটো ডালটন নতুন ডেকের ব্যবস্থা করল। কিন্তু লাভ হলো না। জিতে গেল ভিক্টর।

ওরা চলে যাওয়ার পরে সে টনিকে বলল, 'আমি তো অনেক টাকা জিতেছি। এবারে ক্ষান্ত দেয়া উচিত না?'

টনি রিজ্জোলি ভিক্টরের চোখে চোখ রাখল। 'ভিক্টর, পঞ্চাশ হাজার ডলার জিততে কেমন লাগবে তোমার?'

পঞ্চাশ হাজার ডলার! এত টাকা জিততে পারলে ভিক্টরের জীবনযাত্রাই বদলে যাবে। সে একটা বাড়ি কিনতে পারবে, বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘুরে আসতে পারবে আমেরিকা। সে রীতিমত লোভে পড়ে গেল। বলল চালিয়ে যাবে খেলা।

পরের রাতে সবচেয়ে উঁচু স্টেকে খেলা হলো। প্রথম রাউন্ডে দশ হাজার ডলার জিতল ভিক্টর। পঞ্চাশ হাজার ডলার জেতার স্বপ্নে তখন তার চোখ চকচক করছে। কিন্তু লোভ তার কাল হলো। ভোজবাজির মত ভালো ভালো কার্ড হাতে আসা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা যখন সে বুঝতে পারল ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে অনেক। পয়ষট্টি হাজার ডলার হেরেছে ভিক্টর। এবং টাকাটা তার দিতে হবে সাল পিরিজ্জিকে।

'টাকাটা কীভাবে দেবেন আপনি?' ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করল অটো ডালটন। 'ক্যাশ নাকি চেক?'

'আমি চেক ফেক নিই না,' বলল পিরিজ্জি। তাকাল ভিক্টরের দিকে। 'আমি নগদের কারবার করি।'

'আ...আমি...' গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না ভিক্টরের, কাঁপছে। 'আ...আমার কাছে নেই...'

চেহারায় অন্ধকার ঘনাল সাল পিরিজ্জির। 'কী নেই?' খেঁকিয়ে করে উঠল সে।

টনি রিজ্জোলি চট করে বলে উঠল, 'এক মিনিট। ভিক্টর বলতে চাইছে টাকাটা ওর কাছে নেই।'

'ও সব বললে হবে না, রিজ্জোলি। টাকা আমার চাই।'

'পাবে,' তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল রিজ্জোলি, 'কয়েকদিন সময় দাও।'

লাফ মেরে খাড়া হলো পিরিজ্জি। 'গুষ্টি মারি। আমি কোনও চ্যারিটি নই। টাকা আমার কালকের মধ্যে চাই।'

'বললাম তো পেয়ে যাবে।'

একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আটকে পড়েছে ভিক্টর, এখান থেকে বেরুবার রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। বসে রইল সে, নড়াচড়ার শক্তিও নেই। ওরা সবাই কখন চলে গেছে খেয়ালও করেনি। ঘরে শুধু সে আর টনি।

ভিক্টর গুঙিয়ে উঠল। 'অত টাকা কিছুতেই জোগাড় করতে পারব না আমি। অসম্ভব!'

তার কাঁধে হাত রাখল টনি। 'তোমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না, ভিক্টর। কীভাবে যে কী হয়ে গেল আমার মাথায়ই ঢুকছে না। মনে হচ্ছে তুমি নও, টাকাটা হেরেছি আমি।'

চোখ মুছল ভিক্টর। 'আমি... আমি ওদেরকে বলব টাকা দিতে পারব না।'

টনি রিজ্জোলি বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে অন্যরকম চিন্তাভাবনা করতাম, ভিক্টর। সাল পিরিজ্জি ইস্ট কোস্ট সীমেন ইউনিয়নের মাথা। শুনেছি ওর দলের লোকজন খুবই নৃশংস স্বভাবের।'

'আমার তো টাকাই নেই দেব কোত্থেকে শুনি? ও আমার কী করবে?'

'ও কী করতে পারে শোনো,' বলল রিজ্জোলি। 'সে তার ছেলেদের দিয়ে তোমার হাঁটু ভেঙে দিতে পারে। জীবনেও হাঁটতে পারবে না। এসিড মেরে অন্ধ করে দিতে পারে চোখ। তারপর হয়তো তোমাকে খুন করবে।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে টনির দিকে তাকিয়ে থাকল ভিক্টর, মুখ সাদা ছাই। 'তুমি...তুমি ঠাট্টা করছ।'

'এটা ঠাট্টা হলে ভালোই হতো। তবে দোষ আমারই, ভিক্টর। সাল পিরিজ্জির মত লোকের সঙ্গে তোমাকে খেলতে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি। ও একটা খুনী।'

'ওহ্, মাই গড। এখন আমি কী করি?'

'টাকাটা জোগাড় করা কি কোনওভাবেই সম্ভব নয়?'

হিস্টিরিয়া রোগীর মত হেসে উঠল ভিক্টর। 'টনি... আমি যা বেতন পাই তা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাই।'

'বেশ। তাহলে একটা কাজ করো, ভিক্টর। সম্ভব হলে দেশ থেকে কেটে পড়ো। এমন কোথাও লুকিয়ে পড়ো যাতে পিরিজ্জি তোমাকে খুঁজে না পায়।'

'পারব না,' গুঙিয়ে উঠল ভিক্টর। 'আমার বউ আছে, চারটা বাচ্চা আছে।' কটমট করে টনির দিকে তাকাল সে। 'তুমি বলেছিলে এটা সাজানো খেলা। আমরা হারব না। তুমি বলেছিলে...'

'আমি জানি। এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এর আগেও তো এরকম খেলেছি। কখনও সমস্যা হয়নি। আমার মনে হচ্ছে পিরিজ্জি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।'

চেহারায় আশার আলো ফুটল ভিক্টরের। 'ও প্রতারণা করে থাকলে তো পয়সা দেয়ার প্রশ্নই নেই।'

'সমস্যা একটা আছে,' ধৈর্য নিয়ে বলল টনি। 'তুমি ওর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলে, সে তোমাকে খুন করে ফেলবে আবার টাকা না দিলেও হত্যা করবে।'

'ওহ, মাই গড,' কাতরে উঠল ভিক্টর। 'আমি শেষ।'

'তোমার জন্য আমার খুবই কষ্ট লাগছে। টাকা জোগাড় করার কোনও রাস্তাই কী নেই?'

'আমাকে হাজার বার বিক্রি করলেও অতগুলো টাকা জোগাড় করতে পারব না। আমার সব কিছু ব্যাংকের কাছে বন্ধক দেয়া। কোত্থেকে টাকা পাব...?'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল টনির। 'এক মিনিট, ভিক্টর। তুমি বললে না তোমার জাদুঘরের আর্টিফ্যাক্টগুলো মহামূল্যবান?

'হ্যাঁ। কিন্তু এসবের সঙ্গে ওগুলোর কী সম্পর্ক...?'

'সম্পর্ক আছে। তুমি বলেছ নকলগুলোও আসলের মত দেখতে।

'হ্যাঁ। একমাত্র এক্সপার্ট ছাড়া কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়...'

'ওয়াও! যদি এমন হয় একটা আর্টিফ্যাক্ট অদৃশ্য হয়ে গেল, ওখানে নকলটা রাখা হলো? মানে বলতে চাইছি, জাদুঘরে তো অনেক ট্যুরিস্ট দেখলাম। ওরা কী আসল-নকলের পার্থক্য বুঝতে পারবে?'

'না, কিন্তু... আমি... আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ। না, ওকাজ আমি জীবনেও করতে পারব না।'

নরম গলায় টনি বলল, 'আমি জানি, ভিক্টর। ভাবলাম জাদুঘরের আর্টিফ্যাক্টের তো অভাব নেই। একটা হারিয়ে গেলে এমন কী ক্ষতি?'

মাথা নাড়ল ভিক্টর। 'আমি কুড়ি বছর যাবৎ জাদুঘরে কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করছি। অমন কিছু করার কথা কল্পনাতেও আসেনি।'

'আমি দুঃখিত, কথাটা তোমাকে বলা উচিত হয়নি। আসলে তোমার জীবন বাঁচানোর জন্যই পরামর্শটা দিয়েছিলাম।' চেয়ার ছাড়ল টনি। গা মোচড়াল। 'দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোমার বউ হয়তো তোমার জন্য চিন্তা করছে।'

ভিক্টর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টনির দিকে। 'ওটা আমার জীবন বাঁচাতে পারে? কীভাবে?'

'সহজ। তুমি যদি ওই অ্যান্টিকসগুলোর একটা সরিয়ে ফেল...

'অ্যান্টিকুইটিজ।'

'...অ্যান্টিকুইটিজ... তারপর আমাকে দিলে, আমি ওটা দেশ থেকে বের করে নিয়ে বিক্রি করে দেব। তারপর তোমার কাছে পিরিজ্জির পাওনা তাকে মিটিয়ে দেব। ওর কাছে আরও ক'টা দিন সময় চাইব। তোমার জন্য যে বিরাট একটা ঝুঁকি নিতে চলেছি, নিশ্চয় বুঝতে পারছ। কারণ ধরা পড়ে গেলে মস্ত বিপদে পড়ে যাব। তবু কাজটা করতে চাইছি কারণ এর মধ্যে তো আমিই তোমাকে টেনে এনেছি। তোমার প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে।'

'তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু,' বলল ভিক্টর। 'তবে তোমাকে দোষ দিই না। আমারই খেলতে যাওয়া উচিত হয়নি। তুমি তো আমার উপকারই করতে চেয়েছ।'

'তা ঠিক। তবে সব এরকম উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে কল্পনাও করিনি। তুমি এখন বিশ্রাম নাও। কাল কথা বলব। গুড নাইট, ভিক্টর।'

'গুড নাইট, টনি।'

পরদিন সকালে ফোন এল জাদুঘরে। 'ভিক্টর?'

'বলছি।'

'আমি সাল পিরিজ্জি।'

'গুড মর্নিং, মি. পিরিজ্জি।'

'আমার পাওনা পয়ষট্টি হাজার ডলার নিতে কখন আসব?'

দরদর করে ঘামতে লাগল ভিক্টর। 'আ... আমার কাছে এ মুহূর্তে অত টাকা নেই, মি. পিরিজ্জি।'

অপর প্রান্তে অশুভ নীরবতা। 'আমার সঙ্গে এটা কী ধরনের খেলা খেলছেন?'

'বিশ্বাস করুন, আমি কোনও খেলা খেলছি না। আমি...'

'আমি আমার টাকা চাই। বোঝা গেছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'জাদুঘর বন্ধ হয় ক'টায়?'

'ছ'...ছ'টায়।'

'আমি চলে আসব। টাকা রেডি রাখবেন। নইলে ঘাড় ভেঙে দেব।'

কেটে গেল লাইন।

আতঙ্কিত হয়ে বসে রইল ভিক্টর। কোথাও লুকিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু কোথায়? প্রবল হতাশা গ্রাস করল ওকে। অসংখ্য 'যদি' এসে ভিড় করল মনে *যদি আমি ওই রাতে ক্যাসিনোতে খেলতে না যেতাম; যদি টনি রিজ্জোলির সঙ্গে পরিচয় না হতো; যদি আমার স্ত্রীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতাম যে আর কোনওদিন জুয়া খেলব না।* মাথা ঝাঁকি দিল। যেন ঝাঁকি দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মাথা। *আমাকে কিছু একটা করতে হবে*–এখুনি।

এমন সময় ঘরে ঢুকল টনি রিজ্জোলি। 'গুড মর্নিং, ভিক্টর।'

সাড়ে ছ'টা বাজে। কর্মচারীরা সবাই বাড়ি চলে গেছে। জাদুঘর বন্ধ হয়ে গেছে আধঘণ্টা আগে। সদর দরজার দিকে তাকিয়ে আছে টনি রিজ্জোলি এবং ভিক্টর করোনথজিস। ভয়ানক নার্ভাস বোধ করছে ভিক্টর। 'ও যদি না বলে দেয় তখন কী হবে? যদি আজ রাতের মধ্যে টাকা ফেরত চেয়ে বসে?'

'আমি ওকে সামলাব,' বলল টনি। 'কথা বলে দেখি।'

'ও যদি না আসে... যদি কাউকে পাঠিয়ে দেয় আমাকে হত্যা করার জন্য? সে কি ওটা করতে পারে?'

'টাকা ফেরত পাবার চান্স আছে সে জানে।' বলল টনি। 'কাজেই মনে হয় না হুট করে এমন কিছু করে বসবে।'

সাতটার সময় আবির্ভাব ঘটল সাল পিরিজ্জির।

ভিক্টর দ্রুত খুলে দিল দরজা। 'গুড ইভনিং।'

রিজ্জোলির দিকে তাকাল পিরিজ্জি। 'তুমি এখানে কী করছ?' ফিরল ভিক্টরের দিকে। 'এটা তো আমার আর আপনার ব্যাপার।'

'টেক ইট ইজি,' বলল রিজ্জোলি। 'আমি এসেছি সাহায্য করতে।'

'তোমার সাহায্যের দরকার নেই,' ফিরল ভিক্টরের দিকে। 'আমার টাকা কই?'

'টা-টাকা জোগাড় করতে পারিনি। তবে...'

ভিক্টরের গলা টিপে ধরল পিরিজ্জি। 'শোন বুড়ো, আজ রাতের মধ্যে তুই আমার টাকা দিবি। নইলে তোকে মাছ দিয়ে খাওয়াব, বোঝা গেছে?' সে ছেড়ে দিল ভিক্টরকে।

টনি বলল, 'অ্যাই, শান্ত হও। তোমার টাকা তুমি পাবে।

পিরিজ্জি তার দিকে ফিরল। 'তোমাকে এর মধ্যে নাক গলাতে নিষেধ করেছি, না? এটা আমাদের ব্যাপার।'

'আমি ভিক্টরের বন্ধু। ভিক্টরের কাছে এ মুহূর্তে নগদ টাকা নেই। তবে টাকা দেয়ার রাস্তা আছে।'

'ওর কাছে টাকা আছে কী নেই?'

'টাকা আছে আবার নেই-ও,' বলল রিজ্জোলি।

'এটা কী ধরনের জবাব হলো?'

ঘরের চারপাশে একবার হাত ঘোরাল টনি। 'টাকা আছে ওখানে।'

ঘরে চোখ বুলাল পিরিজ্জি। 'কোথায়?'

'ওই কাঁচের বাক্সগুলোতে। ওর মধ্যে অ্যান্টিকস আছে...'

'অ্যান্টিকুইটিজ,' অভ্যাস বশে শব্দটা বেরিয়ে এল ভিক্টরের মুখ থেকে।

'...ওগুলো সাংঘাতিক দামী। মিলিয়ন ডলার।'

'আচ্ছা!' গ্লাস কেসে চোখ বুলাল পিরিজ্জি। 'কিন্তু জাদুঘরে এ জিনিস পড়ে থাকলে আমার কী? আমার চাই নগদ।'

'তুমি নগদই পাবে,' বলল রিজ্জোলি। 'তোমাকে কেবল একটু ধৈর্য ধরতে হবে এই যা। ভিক্টর টাকা মেরে দেয়ার লোক নয়। তার শুধু খানিকটা সময়ের দরকার। আমি ওর প্ল্যানটা বলছি। ভিক্টর ওই অ্যান্টিকস... অ্যান্টিকুইটিজগুলোর একটা সরিয়ে ফেলে বিক্রি করবে। টাকা হাতে পেলেই তোমার টাকা শোধ করে দেবে।

মাথা নাড়ল সাল পিরিজ্জি। 'প্ল্যানটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি এসব অ্যান্টিক ফ্যান্টিক বুঝি না।'

'বোঝার দরকারও নেই। ভিক্টর বিশ্বের সেরা এক্সপার্টদের একজন।' একটা কেসের সামনে হেঁটে এল রিজ্জোলি। ভেতরে রাখা মার্বেলের মাথার দিকে ইঙ্গিত করল। 'এটার দাম কত, ভিক্টর?'

ঢোল গিলল ভিক্টর। 'এটা হাইজিয়া দেবীর মাথা। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের। যে কোনও কালেক্টর এটার জন্য তিন মিলিয়ন ডলার দিতে চাইবে।'

রিজ্জোলি তাকাল সান পিরিজ্জির দিকে। 'দেখলে তো?'

ভুরু কোঁচকাল পিরিজ্জি। 'আমাকে কদ্দিন অপেক্ষা করতে হবে?'

'এক মাস।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল পিরিজ্জি। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। তবে এক মাস অপেক্ষা করতে হলে আমাকে অতিরিক্ত আরও একশ হাজার ডলার দিতে হবে।'

টনি তাকাল ভিক্টরের দিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল কিউরেটর।

'ঠিক আছে,' বলল রিজ্জোলি। 'তোমার কথাই রইল।'

বেঁটে খাটো মানুষটির কাছে হেঁটে এল সাল পিরিজ্জি। 'আমি তোমাকে ত্রিশদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে টাকা না পেলে তোমার মাংস আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াব। আমি কি আমার কথা বোঝাতে পেরেছি?'

ঢোক গিলল ভিক্টর। 'জ্বী, স্যার।'

'মনে রেখো... ত্রিশ দিন।'

টনি রিজ্জোলির দিকে কটমট করে তাকাল পিরিজ্জি। 'তোমাকে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি।'

ঘুরল সে। বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ভিক্টর। মুছল ভুরুর ঘাম।

'ওহ্, মাই গড,' বলল সে, 'মনে হচ্ছিল লোকটা আমাকে খুন করে ফেলবে। ত্রিশ দিনের মধ্যে কী টাকা জোগাড় করা সম্ভব?'

'সম্ভব,' বলল টনি। 'তুমি আসল একটা অ্যার্টিফ্যাক্ট সরিয়ে সেখানে নকলটা বসিয়ে দেবে।'

'কিন্তু জিনিসটা দেশের বাইরে কী করে নিয়ে যাবে? ধরতে পারলে ওরা তোমাকে জেলে ঢোকাবে।'

'জানি,' বলল রিজ্জোলি। 'তবু ঝুঁকিটা নিতেই হবে। কারণ তোমার এ অবস্থার জন্য নিজেকে আমার দায়ী মনে হচ্ছে, ভিক্টর। আমি এ দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে চাই।'

এক ঘণ্টা পরে, টনি রিজ্জোলি, সাল পিরিজ্জি, অটো ডালটন, পেরী ব্রেসলাউয়ের এবং মারভিন সিমূর ডালটনের হোটেল সুইটে বসে মদ পান করছে।

'সব জলের মত সহজ,' বলল রিজ্জোলি। 'ব্যাটা প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে।'

দাঁত বের করে হাসল সাল পিরিজ্জি। 'ওকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি, না?'

'তুমি আমা:ক ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' বলল রিজ্জোলি। 'তোমার আসলে সিনেমায় নেমে পড়া উচিত।'

'তো ব্যাপারটা এখন কী দাঁড়াল?' জিজ্ঞেস করল মারভিন সিমূর।

জবাব দিল রিজ্জোলি। 'ব্যাপার দাঁড়াল সে আমাকে একটা অ্যান্টিক দিচ্ছে। আমি ওটা দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাব এবং বিক্রি করব। তারপর তোমাদের যে যার ভাগ বুঝিয়ে দেব।'

'বেশ,' বলল পেরী। 'আই লাভ ইট।'

ওটা সোনার খনি, ভাবছে রিজ্জোলি। একবার ভিক্টর এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেই হয়, আর বেরুতে পারবে না। আমি ওকে দিয়ে ওই জাদুঘর সাফা করে ফেলব।

মারভিন সিমূর জানতে চাইল, 'মাল দেশ থেকে বের করবে কীভাবে?'

'একটা না একটা রাস্তা বের করা যাবেই,' জবাব দিল টনি। রাস্তা ওকে বের করতেই হবে। এবং দ্রুত। কারণ আলফ্রেডো ম্যানকুসো এবং জিনো লাভেরি অপেক্ষা করছে তার জন্য।

তেরো

স্টাডিউ স্ট্রীটের পুলিশ সদর দপ্তরে জরুরী মীটিং ডাকা হয়েছে। কনফারেন্স রুমে আছেন চিফ অব পুলিশ দিমিত্রি, ইন্সপেক্টর টিনু, ইন্সপেক্টর নিকোলিনো, ইউ.এস ট্রেজারি এজেন্ট ওয়াল্ট কেলি এবং আধ ডজন গোয়েন্দা। এর আগের মীটিং-এর চেয়ে এখনকার পরিবেশ ভিন্ন।

ইন্সপেক্টর নিকোলিনো বলল, 'এখন আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে আপনার তথ্য সঠিক, মি. কেলি। আমাদের সোর্স জানিয়েছে টনি রিজ্জোলি বিপুল পরিমাণে হেরোইন এথেন্স থেকে পাচারের চেষ্টা করছে। সে হেরোইন লুকিয়ে রাখতে পারে এ রকম সম্ভাব্য ওয়্যারহাউজগুলোতে ইতিমধ্যে সার্চ শুরু করে দিয়েছি আমরা।'

'রিজ্জোলির পেছনে ফেউ লাগিয়েছেন?'

'আজ সকালেই গোয়েন্দা সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে,' জানালেন চিফ দিমিত্রি।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেলি। 'আশা করি খুব বেশী দেরী হয়ে যায়নি।

ইন্সপেক্টর নিকোলিনো টনি রিজ্জোলির ওপর নজর রাখতে দু'দল গোয়েন্দাকে নির্দেশ দিয়েছে। তবে সে তার সাবজেক্টকে আন্ডার-এস্টিমেট করেছিল। রিজ্জোলি বিকেলের মধ্যে টের পেয়ে গেল তার পেছনে ফেউ লেগেছে। যে ছোট হোটেলটিতে সে থাকছে, সেখান থেকে বেরুলেই একজন তার পিছু নিচ্ছে, ফেরার সময়ও আরেকজনকে পেছনে ঘুরঘুর করতে দেখে সে।

এখন শুধু হেরোইন নয়, এথেন্স থেকে তাকে বহুমূল্য একটি অ্যান্টিক বের করে নিয়ে যেতে হবে। আলফ্রেড ম্যানকুসো এবং জিনো লাভেরি আমার ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে আছে, এদিকে পুলিশ গায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে ভেজা কম্বলের মত। আগে একটা কন্টাক্ট করতে হবে আমাকে। সবার আগে ইভো ব্রুগ্নির নামটাই মনে পড়ল। ইভো রোমের ক্ষুদ্র এক জাহাজ ব্যবসায়ী। ইভোর সঙ্গে রিজ্জোলি আগেও কাজ করেছে। সময় লেগে যাবে অনেক। কিন্তু টনির কাছে এ মুহূর্তে বিকল্পও তো নেই কোনও।

রিজ্জোলি নিশ্চিত তার হোটেলের ফোনে আড়িপাতা হয়েছে। একটা সেট আপের দরকার ওর যেখান থেকে ফোন করা যাবে। অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল টনি।

অবশেষে সিধে হলো। হলঘরের মাথার ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টোকা দিল দরজায়। দরজা খুলে দিল এক বুড়ো। চোখ-মুখ কুঁচকে আছে।

'ইয়াহ্?'

টনি মধুর হাসি ফোটাল ঠোঁটে। 'মাফ করবেন,' বলল সে। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, আমি আপনার প্রতিবেশী। ওই রুমে থাকি। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি?

সন্দেহ নিয়ে তাকে দেখল বুড়ো। 'আপনার রুমটা আগে দেখি।'

'অবশ্যই,' হাসল রিজ্জোলি। নিজের ঘরে নিয়ে এল সে বুড়োকে। বুড়ো উঁকি দিয়ে দেখল। রিজ্জোলি ভুয়া নয় বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। আমার ঘরে চলুন।'

নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল রিজ্জোলি। চলল বুড়োর ঘরে।

'কী চান আপনি?'

'ব্যক্তিগত একটা সমস্যা আপনাকে বলতে খারাপই লাগছে। তবু... ঘটনা হলো, আমি আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স দেব। কিন্তু সে আমার পিছু নিয়েছে।' চোখে ঘৃণা ফোটাল রিজ্জোলি। 'এমনকী আমার ঘরের ফোনে আড়ি পর্যন্ত পেতেছে।'

'মহিলারা এমনই হয়!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বুড়ো। 'জাহান্নামে যাক ওরা। আমার স্ত্রীকে গত বছর ডিভোর্স দিয়েছি। যদিও দশ বছর আগেই কাজটা করা উচিত ছিল।'

'তাই নাকি! আমার বন্ধুরা মাঝে মধ্যে ফোন করে। কিন্তু আমার ঘরের ফোন ব্যবহার করার জো নেই যেহেতু তাই ভাবছিলাম আপনার ফোনটা যদি ব্যবহার করতে দিতেন। ওদের ফোন এলে যদি ডেকে দেন।'

মাথা নাড়তে গেল বুড়ো। 'আমি পারব না–'

রিজ্জোলি পকেট থেকে একশ ডলারের একটি নোট বের করল।

'এটা রাখুন। আপনাকে যে ঝামেলাটুকু পোহাতে হবে সেজন্য।' ঠোঁট চাটল বুড়ো। 'ঠিক আছে। আপনার বন্ধুদের ফোন এলে ডেকে দেব।'

'আপনার অশেষ দয়া। ফোন এলে শুধু আমার ঘরের দরজায় নক্ করলেই হবে। আমি বেশীরভাগ সময় ঘরেই থাকব।'

'আচ্ছা।'

পরদিন সকালে পাবলিক পে স্টেশন থেকে ইভো ক্রুগ্নিকে ফোন করল টনি। পেল না। অপারেটর জানাল কেউ ফোন ধরছে না। তার মানে ঘরে নেই ইভো। টনি সুইচবোর্ড অপারেটরকে নিজের নাম আর প্রতিবেশী বুড়োর ঘরের ফোন নাম্বার দিয়ে এল। ফিরল নিজের ঘরে। এ ঘর তার মোটেই পছন্দ নয়। খুবই নোংরা। আসবাব বলতে ক্যাটকেটে সবুজ রঙের একসেট সোফা, দুটো ভাঙা টেবিল, খুদে একটা লেখার টেবিল, ল্যাম্পসহ। আর ডেস্ক চেয়ার। বিছানাটাও তেমন আরামদায়ক নয়। এরচেয়ে জেলখানাও ভালো, ভাবে রিজ্জোলি।

পরবর্তী দুটো দিন ঘরেই থাকল টনি রিজ্জোলি। আশা করল বুড়ো দরজার কড়া নাড়বে। কিন্তু বুড়ো এল না। কেউ ফোন করেনি টনিকে। *ইভো ক্রুগ্নি গেল কই?*

সার্ভিলেন্স টিম ইন্সপেক্টর নিকোলিনো এবং ওয়াল্ট কেলিকে রিপোর্ট দিল। 'রিজ্জোলি গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় একবারও হোটেল থেকে বেরোয়নি।

'তোমরা নিশ্চিত সে হোটেলেই আছে?'

'জ্বী, স্যার। মেইডরা প্রতিদিন সকালে এবং রাতে তার ঘর ঝাঁট দিতে যায়। টনিকে তারা ঘরেই দেখেছে।'

'ফোন টোন করে না?'

'এখনও করেনি। আমরা কী করব?'

'নজর রাখতে থাকো। আজ হোক কাল হোক, হোটেল থেকে সে বেরুবেই। ওর ফোনের আড়িপাতা যন্ত্র ঠিক মত কাজ করছে কিনা খেয়াল রেখো।'

পরদিন রিজ্জোলির ঘরের ফোন বেজে উঠল। ধ্যাত! ইভোর মোটেই উচিত হয়নি তার রুমে ফোন করা। গাধাটার জন্য মেসেজ পাঠিয়েছে যাতে প্রতিবেশীর ঘরে ফোন করে। রিসিভার তুলল রিজ্জোলি।

'হ্যালো?'

একটি কণ্ঠ জানতে চাইল, 'টনি রিজ্জোলি বলছেন?'

ইভো ক্রুগ্নি নয়। 'কে বলছেন?'

'আপনি কয়েকদিন আগে আমার অফিসে এসেছিলেন, মি. রিজ্জোলি। ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা বলতে। আপনাকে তখন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ভাবলাম বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা করা যেতে পারে।'

উল্লাস বোধ করল টনি রিজ্জোলি। *স্পাইরস লামব্রু! ব্যাটা তাহলে লাইনে এসেছে।* নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না টনির। *আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আমি এখন হেরোইন এবং অ্যান্টিক একই সঙ্গে পাচার করতে পারব।*

'ইয়াহ্, শিওর। আমি আলোচনায় বসতে আগ্রহী। কখন সাক্ষাৎ করতে চান?'

'আজ বিকেলেই হলে কেমন হয়?'

তাহলে সে কথা বলতে মুখিয়ে আছে। হারামজাদা ধনীগুলো সব একরকমের। খালি খাই খাই স্বভাব। 'চমৎকার। কোথায়?'

'আমার অফিসে চলে আসুন না?'

'আসছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল টনি।

হোটেলের লবিতে এক হতাশ গোয়েন্দা রিপোর্ট করল সদর দপ্তরে।

'রিজ্জোলি এইমাত্র একটা ফোন পেয়েছে। সে কারও সঙ্গে দেখা করতে তার অফিসে যাচ্ছে। তবে ওই লোক নিজের নাম বলেনি। আমরা কল ট্রেস করতে পারিনি।'

'ঠিক আছে। ও হোটেল থেকে বেরুলেই পিছু নেবে। কোথায় যায় আমাকে জানাবে।'

'জ্বী, স্যার।'

দশ মিনিট পরে বেসমেন্টের জানালা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল টনি। হোটেলের পেছনে এটা একটি গলি। বার দুই ট্যাক্সি বদলাল সে। কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। নিশ্চিত হয়ে শেষে ছুটল স্পাইরস লামব্রু'র অফিসে।

স্পাইরস লামব্রু মেলিনাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বোনের ওপর অত্যাচারের শোধ নেবেন। কিন্তু কনস্টানটিন ডেমিরিসকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য কঠোর শাস্তি কীভাবে দেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তারপর জর্জিওস লাটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মাদাম পিরিসের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য খবর পেয়ে তাঁর হাতে দারুণ এক অস্ত্র এসে যায়। বোন-জামাইকে ধ্বংস করে দেয়ার চমৎকার মওকা পেয়ে যান।

তাঁর সেক্রেটারি ঘোষণা করল: 'জনৈক মি. অ্যান্থনি রিজ্জোলি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, মি. লামব্রু। কিন্তু তার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই এবং আমি তাকে বলেছি আপনি...'

'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বী, স্যার।'

হাসি মুখে, আত্মবিশ্বাসী চেহারা নিয়ে স্পাইরসের অফিসে ঢুকল টনি রিজ্জোলি।

'আসার জন্য ধন্যবাদ, মি. রিজ্জোলি।'

দাঁত দেখাল টনি। 'মাই প্লেজার। আপনি তাহলে আমার সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'না।'

মুখের হাসি মুছে গেল টনির। 'কী বললেন?'

'বললাম না। আপনার সঙ্গে কাজ করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল টনি, হতভম্ব। 'তাহলে আমাকে ফোন করলেন কেন? বললেন আমার জন্য একটা প্রস্তাব আছে এবং...'

'আছে তো। কনস্টানটিন ডেমিরিসের জাহাজ ব্যবহার করবেন?'

একটি চেয়ারে বসে পড়ল টনি রিজ্জোলি। 'কনস্টানটিন ডেমিরিস? আপনি কী বলছেন? উনি কক্ষনো...'

'হ্যাঁ, করবেন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি যা চাইবেন তা-ই হাসিমুখে আপনাকে দেবেন মি. ডেমিরিস।'

'কেন? বিনিময়ে কী পাবেন তিনি?'

'কিছুই না।'

'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ডেমিরিস কেন আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন?'

'প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ,' ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন লামব্রু।

'কফি পাঠিয়ে দাও, প্লীজ।' তিনি টনি রিজ্জোলির দিকে তাকালেন। 'আপনি কী খাবেন?'

'আ– ব্ল্যাক, চিনি ছাড়া।'

'ব্ল্যাক, চিনি ছাড়া, মি. রিজ্জোলির জন্য।'

কফি দিয়ে গেল সেক্রেটারি। সে চলে যাওয়ার পরে লামব্রু বললেন, 'আপনাকে একটি ছোট গল্প শোনাতে চাই, মি. রিজ্জোলি।

'শোনান।'

'কনস্টানটিন ডেমিরিস আমার বোনকে বিয়ে করেছে। বছর কয়েক আগে সে এক রক্ষিতা নিয়ে থাকত। তার নাম নোয়েল পেজ।'

'অভিনেত্রী?'

'হ্যাঁ। মেয়েটি ডেমিরিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে ল্যারি ডগলাস নামে এক যুবককে ভালোবাসত। ডগলাসের স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় নোয়েল এবং ল্যারির বিরুদ্ধে। মেয়েটির অপরাধ–সে ল্যারিকে ডিভোর্স দিতে চায়নি। তাদের বিচার শুরু হয়। কনস্টানটিন ডেমিরিস নেপোলিয়ন চোটাস নামে এক উকিলকে ভাড়া করেন নোয়েলের জন্য।'

'বিচারের কথা খবরের কাগজে পড়েছি।'

'তবে কাগজে কিছু কথা ছাপা হয়নি। আমার প্রিয় বোন-জামাই তার রক্ষিতার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। নোয়েলকে বাঁচানোর কোনও ইচ্ছেই তাঁর ছিল না। তিনি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়ন চোটাসকে তিনি ভাড়া করেন যাতে নোয়েল দোষী বলে সাব্যস্ত হয়। বিচারের শেষ পর্যায়ে চোটাস বিবাদীদের বলেন তিনি বিচারকদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন নোয়েল এবং ল্যারি দোষ স্বীকার করলে তারা মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যাবে। কথাটা মিথ্যা ছিল। তারা দোষ স্বীকার করে। তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।'

'চোটাস হয়তো সত্যি ভেবেছিলেন যে...'

'কথাটা শেষ করি। ক্যাথেরিন ডগলাসের লাশ কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণও ছিল অজ্ঞাত। কারণ, মি. রিজ্জোলি, সে বেঁচে আছে। কনস্টানটিন ডেমিরিস তাকে লুকিয়ে রাখেন।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে টনির। 'দাঁড়ান! দাঁড়ান! ডেমিরিস জানতেন মেয়েটি বেঁচে আছে। তারপরও তিনি তার রক্ষিতা এবং তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ওদেরকে মেরে ফেলেন?'

'ঠিক তাই। দেশের আইন-কানুন ভালো জানি না আমি, তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, যদি আসল ঘটনা এখন ফাঁস হয়ে যায়, আমার বোন-জামাইকে বেশ কয়েক বছরের জন্য শ্রীঘরে ঢুকতে হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সে।'

যা শুনেছে তা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে টনি। তবে একটা ব্যাপার তাকে বিস্মিত করে তুলছে। 'মি. লামব্রু, আপনি আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছেন কেন?'

স্বর্গীয় হাসি ফুটল স্পাইরস লামব্রু'র মুখে। 'কারণ আমার বোন-জামাইর কাছে আমার একটি দেনা রয়ে গেছে। ওটা শোধ করতে চাই। আপনি ডেমিরিসের কাছে যান। তিনি সানন্দে তাঁর জাহাজ আপনাকে ব্যবহার করতে দেবেন।'

চোদ্দ

তাঁর ভেতরে ঝড় উঠছে। তিনি জানেন না ঝড়টাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। নোয়েলের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন নোয়েলের মৃত্যুর সঙ্গে সবকিছু চুকে বুকে গেছে। সমাধিস্থ হয়েছে অতীত। কোনওদিনই ভাবেননি ওটা আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার আবার ফিরিয়ে এনেছে অতীত। তিনি বাধ্য হয়েছেন ফ্রেডরিক স্টাভরস এবং নেপোলিয়ন চোটাসকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে। ওরা তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এক খেলায় মেতে উঠেছিল। সে খেলায় তিনি জিতে গেছেন।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের কাছে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার বিষয়ক রিপোর্ট প্রতি হপ্তায় পৌঁছে যায়। এখন পর্যন্ত সব পরিকল্পনা মাফিক চলছে। ক্যাথেরিন ভালোই কাজ দেখাচ্ছে। তবে ইভলিন জানিয়েছে ক্যাথেরিন মাঝে মাঝে কার্ক রেনল্ডসের সঙ্গে ঘুরতে যায়। রেনল্ডস যতদিন ডেমিরিসের সঙ্গে কাজ করবে, কোনও সমস্যা হবে না। রেনল্ডস একটা বিরক্তিকর চরিত্র। আইন ছাড়া কিছু বোঝে না। একদিক থেকে অবশ্য ভালোই হয়েছে। ক্যাথেরিন রেনল্ডসের আইনি বকবক শুনে ওর প্রতি নিশ্চয় একসময় হারিয়ে ফেলবে আগ্রহ। ক্যাথেরিনের কাছে ঘেষা ডেমিরিসের জন্য তখন আরও সহজ হয়ে উঠবে।

কার্ক রেনল্ডসের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় ক্যাথেরিনের। ওর প্রতি দিনদিন আকর্ষণ বেড়ে চলেছে ক্যাথেরিনের। কার্ক সুদর্শন নয়, তবে চেহারা আকর্ষণীয়। সেদিন কার্ক ঘোষণা করল, 'আমি আগামী হপ্তায় সেন্ট মরিজে যাচ্ছি। তোমার যাওয়ার ব্যাপারে কী ভাবলে?'

ক্যাথেরিন অনেক কিছুই ভেবেছে। সে নিশ্চিত কার্ক তার প্রেমে পড়েছে। *আমিও ওকে ভালোবাসি। কার্ক রেনল্ডস স্বামী হিসেবে চমৎকার হবে। আমি জবাব দিতে কেন এত ইতস্তত করছি?*

মিরাবেলে ডিনার করতে এসেছে ক্যাথেরিন এবং কার্ক। ডেসার্ট খাওয়ার সময় কার্ক বলল, 'ক্যাথেরিন, তুমি হয়তো জানো না। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

হঠাৎ আতঙ্কবোধ করল ক্যাথেরিন। *'কার্ক...' কী বলবে ভেবে পেল না। আমি কেন বলছি না আমিও ওকে ভালোবাসি? হ্যাঁ বলে ফেললেই হলো। নাকি অতীতের ভয় এখনও কুড়ে খাচ্ছে আমাকে? সারাটা জীবনই কি এভাবে ভয় নিয়ে আমাকে কাটাতে হবে? এ হতে পারে না।*

'ক্যাথি...'

'কার্ক– চলো, এক সঙ্গে সেন্ট মরিজে যাই।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কার্কের চেহারা। 'তার মানে...?'

'যখন দেখবে স্কির কিছুই জানি না আমি আর বিয়ে করতে চাইবে না আমাকে।'

হেসে উঠল কার্ক। 'তোমাকে আমি বিয়ে করবই। কোনও কিছুই আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা নভেম্বরের পাঁচ তারিখ যাবো ওখানে।'

'মি. ডেমিরিস?'

'বলো।'

'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার আজ সকালে সেন্ট মরিজে গেছে।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। 'সেন্ট মরিজ?'

'জ্বী, স্যার।'

'একা গেছে?'

'না, স্যার। কার্ক রেনল্ডসের সঙ্গে গেছে।'

এবারে নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী হলো। 'ধন্যবাদ, ইভলিন।'

কার্ক রেনল্ডস! অসম্ভব, লোকটার মধ্যে ও পেয়েছেটা কী? অনেক বেশী অপেক্ষা করে ফেলেছি আমি। আরও দ্রুত মুভ করা উচিত ছিল। কিছু একটা করতেই হবে। ওকে আমি–

বেজে উঠল ইন্টারকম।

সেক্রেটারির কণ্ঠ, 'মি. ডেমিরিস জনৈক মি. অ্যান্থনি রিজ্জোলি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই এবং...'

'তাহলে বিরক্ত করছ কেন আমাকে?' ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিলেন তিনি।

আবার বাজল ওটা। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মি. রিজ্জোলি বলছেন তিনি মি. লামব্রুর কাছ থেকে একটি মেসেজ নিয়ে এসেছেন। বলছেন খুব নাকি জরুরী।'

মেসেজ? আশ্চর্য তো। তাঁর সম্বন্ধী ফোন করলেই পারতেন। 'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বী, স্যার।'

টনি রিজ্জোলি কনস্টানটিন ডেমিরিসের অফিসে ঢুকল। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল চারদিকে। চাকচিক্য এবং আভিজাত্যে লামব্রুর অফিস এর কাছে নস্যি।

'নাইস অব ইউ টু সী মি, মি. ডেমিরিস।'

'আপনি সময় পাবেন মাত্র দু'মিনিট।'

'স্পাইরস পাঠিয়েছেন আমাকে। বলেছেন আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার।'

'তাই নাকি? তা কী নিয়ে কথা বলতে চাইছেন?'

'বসে বলি?'

'অতটা সময় দিতে পারব না।'

ডেমিরিসের মুখোমুখি একটি চেয়ার দখল করল টনি রিজ্জোলি। 'আমার একটি ম্যানুফাকচারিং প্ল্যান্ট আছে, মি. ডেমিরিস। আমি বিশ্বের নানান জায়গায় মাল পাঠাই।'

'আচ্ছা। আপনি তাহলে আমার জাহাজ ভাড়া করতে চাইছেন।'

'ঠিক তাই।'

'স্পাইরস আমার কাছে আপনাকে পাঠাল কেন? আপনি ওর কোনও জাহাজ ভাড়া করলেই পারতেন? তার দুটো জাহাজ এ মুহূর্তে বেকার পড়ে আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টনি। 'আমি যে জিনিস পাঠাব ওনার সে জিনিস পছন্দ হবে না বলেই আমার ধারণা।'

'বুঝলাম না। কী পাঠাতে চাইছেন?'

'মাদক,' নিস্পাপ গলায় বলল টনি রিজ্জোলি। 'হেরোইন।'

অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

'আপনি আশা করছেন আমি...?' এখুনি বেরিয়ে যান নইলে পুলিশ ডাকব আমি।'

ফোনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রিজ্জোলি। 'ডাকুন।' দেখল ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন ডেমিরিস। 'আমিও পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাই। নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের ট্রায়াল সম্পর্কে বলব।'

জমে গেলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'কী বললেন?'

'বলছি দু'জন মানুষের কথা। যে মানুষ দুটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে এমন একজনকে হত্যার অপরাধে যে এখনও বেঁচে আছে।' রক্ত সরে গিয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল ডেমিরিসের।

'আপনার কি মনে হয় পুলিশ গল্পটা শুনতে আগ্রহী হবে না, মি. ডেমিরিস? তারা আগ্রহী না হলে প্রেস নিশ্চয়ই হবে। আমি সবগুলো খবরের কাগজের হেডলাইন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনাকে কোস্টা বলে ডাকতে পারি? স্পাইরস বলেছেন আপনার বন্ধুরা নাকি আপনাকে কোস্টা বলে ডাকে। এবং আমার ধারণা আমরা দু'জনে ভালো বন্ধু হবো। জানেন কেন? কারণ ভালো বন্ধুরা একে অন্যের মাংস খায় না। আমরা আমাদের ছোট্ট গোপন কথাটি গোপন রাখব, কী বলেন?'

নিজের চেয়ারে পাথর হয়ে বসে আছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'আপনি কী চান?'

'একটু আগেই তা বলেছি। আপনার একটি জাহাজ ভাড়া করতে চাই। আর যেহেতু আমরা ভালো বন্ধু কাজেই মনে করি না আপনি আমার কাছ থেকে মাল পরিবহনের ভাড়া নিতে চাইবেন। ধরুন, একটা উপকারের বিনিময়ে আরেকটা উপকার করলেন।'

বুক ভরে দম নিলেন ডেমিরিস। 'আপনাকে এ কাজ করতে দেব না আমি। যদি জানাজানি হয়ে যায় আমার জাহাজে চোরাচালানের মাল আছে গোটা নৌবহরের লাইসেন্স হারাব আমি।'

'কিন্তু জানাজানি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমার ব্যবসায় প্রচারণার কোনও অবকাশ নেই। চুপচাপ কাজটা করব।'

কঠোর দেখাল কনস্টানটিন ডেমিরিসের চেহারা। 'আপনি বিরাট ভুল করছেন। আমাকে আপনি ব্লাকমেইল করতে পারেন না। আপনি জানেন আমি কে?'

'অবশ্যই। আপনি আমার নতুন পার্টনার। আমি এবং আপনি মিলে অনেকদিন ব্যবসা করব, কোস্টা বেবী। আপনি যদি 'না' বলেন সোজা পুলিশ এবং সাংবাদিকদের কাছে যাব আমি। এবং ফাঁস করে দেব গোমর। আপনার খ্যাতি এবং সাম্রাজ্য দুটোই মিশে যাবে ধুলোয়।'

অনেকক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক নীরবতা চেপে রইল ঘরে।

'ক্বী-কীভাবে আমার সম্বন্ধী এসব জানল?'

দাঁত কেলিয়ে হাসল রিজ্জোলি। 'সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার ওল এখন আমার হাতের মুঠোয়। জোরে চাপ দিলেই আপনি খোজা বনে যাবেন। বাকি জীবন জেলে বসে মেয়েদের মত গুণগুন করে গান গাইবেন।' ঘড়ি দেখল রিজ্জোলি। 'মাই গুডনেস, আমার দুই মিনিট কখন শেষ হয়ে গেছে।' সিধে হলো সে। 'আপনাকে ষাট সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমি এখান থেকে আপনার পার্টনার হয়ে বেরিয়ে যাব নাকি শূন্য হাতে ফিরব।'

হঠাৎ যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেল কনস্টানটিন ডেমিরিসের। রক্তশূন্য হয়ে গেছে চেহারা। তিনি জানেন বিচারে কী ঘটেছে তা জানাজানি হয়ে গেলে কী ঘটবে। প্রেস তাঁকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। তাকে সবাই দানব, খুনী বলে থুথু ছিটাবে। স্টাভরস এবং চোটাসের মৃত্যু নিয়ে তদন্তও শুরু হতে পারে।

'আপনার ষাট সেকেন্ড শেষ।'

ধীর গতিতে মাথা ঝাঁকালেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'ঠিক আছে,' ফিসফিসে শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'ঠিক আছে।'

হাসিতে ভরে গেল টনি রিজ্জোলির মুখ। 'আপনি বুদ্ধিমান।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ডেমিরিস। 'আপনি যা করার এই একবারই করবেন,' বললেন তিনি। 'কীভাবে বা কখন কাজটা করবেন জানতে চাই না। আপনার একজন লোককে আমার জাহাজে তুলে নেব আমি। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়।'

'তাতেই চলবে,' বলল টনি রিজ্জোলি। *হয়তো তোমাকে যতটা বুদ্ধিমান ভেবেছি ততটা তুমি নও। একবার হেরোইন পাচার করেই দেখ, ও ফাঁদ থেকে জিন্দেগীতে বেরুতে পারবে না। আমি তোমাকে বেরুতে দেব না।*

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে হোটেলে ফিরে চলল টনি রিজ্জোলি। দারুণ দান মারা গেছে। নারকোটিক্স বিভাগ কোনওদিনই ডেমিরিসের জাহাজ সার্চ করার চিন্তা করবে না। ক্রাইস্ট, এখন থেকে ওর প্রতিটি জাহাজে আমি মাল পাঠাব। টাকা আসতেই থাকবে। হেরোইন এবং অ্যান্টিকস-সরি, ভিক্টর, জোরে হেসে উঠল সে- *অ্যান্টিকুইটিজ।*

স্টাডিউ এভিন্যুর পাবলিক টেলিফোন বুদে ঢুকে দুটো ফোন করল রিজ্জোলি। প্রথমটা পালেরমোতে, পেটে লুক্কার কাছে।

'তোমার দুই গরিলাকে এখান থেকে কেটে পড়তে বলো। ওদের উপযুক্ত স্থান চিড়িয়াখানায় যেতে বলো। মাল যাওয়ার জন্য রেডি। জাহাজে যাবে।'

'প্যাকেজ নিরাপদে আছে তো?'

হাসল রিজ্জোলি 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের চেয়ে নিরাপদে আছে। আরেকটা ভালো খবর আছে। এখন থেকে প্রতি হপ্তায় আমরা মাল পাঠাতে পারব।'

'বাহ্, চমৎকার, টনি। আমি জানতাম তোমার ওপর সবসময় ভরসা রাখা যায়।'

তুমি হচ্ছো একটা হারামজাদা।

দ্বিতীয় ফোনটি করা হলো স্পাইরস লামব্রুকে। 'সব কাজ ঠিকঠাক মত হয়েছে। আপনার বোন জামাইর সঙ্গে একত্রে ব্যবসা করতে যাচ্ছি।'

'অভিনন্দন। শুনে খুশি হলাম, মি. রিজ্জোলি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে হাসলেন লামব্রু। *নারকোটিক্স বিভাগও খুশি হবে।*

সেদিন মাঝরাত পর্যন্ত অফিসে বসে রইলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। নতুন ঝামেলাটা নিয়ে ডুবে আছেন গভীর চিন্তায়। নোয়েল পেজের ওপর শোধ নিয়েছেন। এখন সে কবর থেকে উঠে এসে তাঁকে তাড়া করেছে। ডেস্ক ড্রয়ার খুলে ফ্রেমে বাঁধানো নোয়েলের একটি ছবি বের করলেন। *হ্যালো, মাগী।* গড, ওহ্ কী সুন্দরী! *তাহলে তুমি ভাবছ আমাকে ধ্বংস করে দেবে। বেশ, দেখা যাবে কে কাকে ধ্বংস করে।*

পনের

দারুণ একটি জায়গা সেন্ট মরিজ। এখানে রয়েছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত স্কিরান, হাইকিং ট্রেইল, বব স্লেজ এবং স্লেজ রাইড, পোলো টুর্নামেন্টসহ ডজনখানেক আরও নানান কর্মকাণ্ড। আল্পসের দক্ষিণ ঢালের ছয় হাজার ফুট উঁচুতে, এনগাডিন ভ্যালিকে ঘিরে রয়েছে ঝলমলে হ্রদ। ছোট্ট গ্রামটির অপরূপ নিসর্গ মুগ্ধ করে তুলল ক্যাথেরিনকে।

ক্যাথেরিন এবং কার্ক রেনল্ডস রাজকীয় প্যালেস হোটেলে উঠল। লবি ডজনখানেক দেশ থেকে আসা ট্যুরিস্টদের ভিড়ে পূর্ণ। কার্ক রেনল্ডস রিসেপশন ক্লার্ককে বলল, 'মি. এবং মিসেস রেনল্ডসের নামে রিজার্ভেশন আছে।' মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। *আমার বিয়ের আংটি পরা উচিত ছিল।* ওর মনে হচ্ছে সবাই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'জ্বী, মি. রেনল্ডস, স্যুইট নাম্বার ২১৫,' ক্লার্ক এক বেলবয়কে একটি চাবি দিল। বেলবয় বলল, 'এদিক দিয়ে আসুন, প্লীজ।'

স্যুইটটি বেশ সুন্দর, ছিমছাম। সবগুলো জানালা দিয়েই পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

বেলবয় চলে যাবার পরে ক্যাথেরিনের হাতে হাত রাখল কার্ক। 'তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তুমি আমাকে কতটা সুখি করেছ, ডার্লিং।'

ও কত ভাল, ভাবল ক্যাথেরিন। *কিন্তু আমার অতীতের কথা যদি বলি তখন ও কী করবে?* ল্যারি কিংবা মার্ডার ট্রায়ালের কথা একবারও মুখ থেকে উচ্চারণ করেনি ক্যাথেরিন। ও কার্কের খুব কাছে যেতে চায়, ওর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার আকুলতা অনুভব করে, কিন্তু কী যেন ওকে বাধা দেয়, ঠেকিয়ে রাখে।

'আমি সুটকেস খুলছি,' বলল ক্যাথেরিন।

খুব আস্তে আস্তে ব্যাগ খুলতে লাগল ও। হঠাৎ বুঝতে পারল ও আসলে ভয় পাচ্ছে। কারণ জানে এরপরে কী ঘটবে। পাশের ঘর থেকে ভেসে এল কার্কের কণ্ঠ, 'ক্যাথেরিন...' *ওহ মাই গড, ও আমাকে কাপড় খুলতে বলবে। বলবে বিছানায় যেতে।* ঢোক গিলল ক্যাথেরিন, মৃদু গলায় সাড়া দিল, 'উঃ?'

'বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি চলো। ভালো লাগবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ক্যাথেরিন। পরক্ষণে প্রশ্ন করল নিজেকে।

আমার হয়েছেটা কী? আমি পৃথিবীর অন্যতম রোমান্টিক একটি জায়গায় এসেছি। আছি আকর্ষণীয় এক পুরুষের সঙ্গে যে আমাকে ভালোবাসে। অথচ আমি আতঙ্কে ভুগছি।

রেনল্ডস ঢুকল ঘরে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী হয়েছে?'

'না, আমি ঠিকই আছি,' মুখে উজ্জ্বল হাসি ফোটাল ক্যাথেরিন।

'কিন্তু মুখটা কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।'

'আ...আমি আসলে স্কি'র কথা ভাবছিলাম। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক।'

হাসল রেনল্ডস। 'ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমরা বেশী খাড়া ঢালে চড়ব না। চলো।'

সোয়েটার এবং জ্যাকেট গায়ে চড়াল ওরা। বেরিয়ে এল বাইরের চনমনে, পরিষ্কার বাতাসে।

বুক ভরে শ্বাস নিল ক্যাথেরিন। 'দারুণ, কার্ক। জায়গাটি খুব পছন্দ হয়েছে আমার।'

'তুমি তো এখনও কিছুই দেখনি,' হাসল রেনল্ডস।

'গরমের সময় আরও মনোহর হয়ে ওঠে এ জায়গা।'

ও কী গরমের সময়েও আমাকে এখানে নিয়ে আসতে চাইছে? ভাবল ক্যাথেরিন। *নাকি ওর জন্য আমি বিরাট হতাশায় পরিণত হতে চলেছি! এত দুশ্চিন্তা করছি কেন আমি?*

সেন্ট মরিজের গ্রামটি সত্যি সুন্দর। ছোট ছোট দোকান এবং রেস্টুরেন্ট আছে, আল্পসের মাঝে শ্যালে।

ওরা দোকানে ঘুরে বেড়াল, ক্যাথেরিন ইভলিন এবং ভিমের জন্য উপহার কিনল। বিকেলে ওকে নিয়ে উপকূলে গেল কার্ক, বরফে ঢাকা রাস্তা বেয়ে উঠে এল পাহাড়ে। নিচের দৃশ্য এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর।

'ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রেনল্ডস।

'অবশ্যই,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। তাকাল রেনল্ডসের দিকে। *আজ রাতে তোমাকে আমি সুখে ভরিয়ে দেব।*

কিন্তু রাতটা নষ্ট করে দিল ক্যাথেরিন নিজেই। চমৎকার ডিনার শেষে ওরা বেডরুমে ঢুকল। রেনল্ডস লক্ষ করছিল ক্যাথেরিনকে। বলল, 'ক্যাথেরিন...তুমি কি কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ?'

'কী?' প্রাণহীন হাসল ক্যাথেরিন। 'অবশ্যই না। আমি শুধু...'

'শুধু কী?'

'নাহ্, কিছু না।' হাসিটিকে উজ্জ্বল করে তুলল ও।

'বেশ। চলো, শুয়ে পড়ি।'

বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাথেরিন। খাটটিকে প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। যেন পুরো ঘর দখল করে রেখেছে।

'কাপড় খুলবে না, ডার্লিং?'

খুলব কী! শেষ কবে আমি পুরুষের সঙ্গে ঘুমিয়েছি? একবছরেরও আগে। আর সে ছিল আমার স্বামী।

'ক্যাথি...'

'হ্যাঁ।' আমি কাপড় খুলব, বিছানাতেও যাব। তবে তোমাকে আমি হতাশ করব, কার্ক। কারণ তোমার সঙ্গে আমি শোবো না।

'কার্ক...'

ঘুরল রেনল্ডস, অর্ধনগ্ন, 'বলো।'

'কার্ক,...আমি...আমাকে মাফ করো। তুমি নিশ্চয়ই অনেক রাগ করবে। কিন্তু আমি... আমি পারব না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি হয়তো ভাবছ...'

কার্কের চেহারায় হতাশা ফুটল। তবু জোর করে হাসল। 'ক্যাথি, আমি ধৈর্য ধরতে জানি। তুমি যদি এখন প্রস্তুত না থাকো। আ...আমি বুঝতে পারছি।'

কৃতজ্ঞচিত্তে রেনল্ডসের গালে চুমু খেল ক্যাথেরিন, 'ওহ্, কার্ক। ধন্যবাদ। নিজেকে আমার খুব হাস্যকর লাগছে। জানি না কী হয়েছে আমার।'

'তোমার কিছুই হয়নি,' ওকে আশ্বস্ত করল কার্ক। আমি বুঝতে পারছি।'

ওকে আলিঙ্গন করল ক্যাথেরিন। 'ধন্যবাদ। ইউ আর অ্যান অ্যাঞ্জেল।' 'আমি লিভিংরুমের কাউচে শুচ্ছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্ক।

'না, তা হবে না,' ঘোষণা করল ক্যাথেরিন। 'সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। কাজেই কষ্ট করতে হলে আমি করব। তুমি আরামে ঘুমাও। আমি কাউচে শোবো।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

বিছানায় শুয়ে আছে ক্যাথেরিন। ঘুম আসছে না। কার্ক রেনল্ডসের কথা ভাবছে। *আমি কি কোনওদিন অন্য পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যেতে পারব? নাকি ল্যারি আমার সে ইচ্ছেটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেছে! একদিক থেকে তো ও আমাকে খুন করেই গেল।* অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল ক্যাথেরিন।

মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে গেল কার্ক রেনল্ডস তীব্র এক চিৎকারে। খাড়া হয়ে বসল কাউচে। চিৎকার থামছে না, বেডরুমে এক লাফে ঢুকে পড়ল সে।

ক্যাথেরিনের চোখ বোজা, বিছানার চাদর খামচে ধরে চিৎকার করে চলেছে। 'না,' গোঙাচ্ছে সে, 'না! না! আমাকে ছেড়ে দাও!'

হাঁটু মুড়ে ওর পাশে বসল রেনল্ডস, জড়িয়ে ধরল ক্যাথেরিনকে।

'শ্‌শ্‌শ, ইটস অল রাইট। ইটস অলরাইট।'

কান্নার দমকে কাঁপছে ক্যাথেরিনের গা, ফোঁপানি না থামা পর্যন্ত ওকে জড়িয়ে ধরে থাকল রেনল্ডস। চোখ মেলল ক্যাথেরিন।

'ওরা–ওরা আমাকে চুবিয়ে মারতে চাইছিল।'

'তুমি স্বপ্ন দেখেছ,' নরম গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'দুঃস্বপ্ন দেখেছ।'

ক্যাথেরিনের শরীর কাঁপছে এখনও। 'না, ওটা স্বপ্ন নয়। বাস্তব। ওরা আমাকে খুন করতে চেয়েছে।'

বিস্মিত কার্ক। 'কে তোমাকে খুন করতে চেয়েছে?'

'আমার... আমার স্বামী আর তার রক্ষিতা।'

মাথা নাড়ল কার্ক। 'ক্যাথেরিন, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছ এবং...'

'তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এ জন্য ওদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।'

অবিশ্বাস ফুটল কার্কের চোখের তারায়। 'ক্যাথেরিন...'

'তোমাকে আগে বলিনি কারণ... কারণ বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার।'

কার্ক হঠাৎ বুঝতে পারল ক্যাথেরিন সিরিয়াস। 'কী ঘটেছিল?'

'আমি ল্যারিকে ডিভোর্স দিতে চাইনি। সে... সে আরেক মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। ওরা আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার মতলব করে।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে কার্ক। 'কবে ঘটেছে এসব?'

'বছর খানেক আগে।'

'ওদের কী হলো?'

'রাষ্ট্র ওদের মৃত্যুদণ্ড দেয়।'

একটা হাত তুলল কার্ক। 'দাঁড়াও! দাঁড়াও। তোমাকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়?'

'হ্যাঁ।'

রেনল্ডস বলল, 'গ্রীক আইন তেমন ভালো জানি না আমি। তবে বাজি ধরে বলতে পারি হত্যা চেষ্টার জন্য কখনও মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান নেই। নিশ্চয় কোথাও কোনও ভুল হয়ে গেছে। এথেন্সে এক আইনজীবীকে চিনি। রাষ্ট্রপক্ষের উকিল। তাকে সকালে ফোন করব। বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। লোকটির নাম পিটার ডেমোনিডস।'

ক্যাথেরিন ঘুমাচ্ছে, জেগে গেল কার্ক রেনল্ডস। নিশব্দে পোশাক পরল, চলে এল বেডরুমে। ক্যাথেরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। *ওকে এত ভালোবাসি আমি। আসলে কী ঘটেছে জানতে হবে আমার। ওর ওপর থেকে ছায়াটা দূর করে দেব আমি।*

কার্ক রেনল্ডস চলে এল হোটেল লবিতে। ফোন করল এথেন্সে, পিটার ডেমোনিডসকে।

'মি. ডেমোনিডস? কার্ক রেনল্ডস। আমাকে আপনার মনে আছে কিনা জানি না, তবে...'

'অবশ্যই মনে আছে। আপনি তো কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে কাজ করেন।'

'জ্বী।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. রেনল্ডস?'

'বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। একটা তথ্যের জন্য ফোন করলাম। গ্রীক আইনের ব্যাপারে।'

'গ্রীক আইন সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জানি আমি,' বললেন ডেমোনিডস। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবো।'

'আইনে এমন কোনও বিধান আছে কি হত্যা চেষ্টার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়?'

অপর প্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। 'এ তথ্যটি কেন দরকার জানতে পারি কী?'

'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার নামে এক ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা জানতে চেয়েছেন। তার ধারণা তাঁকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে তার স্বামী এবং তার রক্ষিতাকে রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। আমার কাছে বিষয়টি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়নি। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন তো?'

'হুঁ,' চিন্তিত শোনাল ডেমিনিডসের কণ্ঠ। 'বুঝতে পারছি। আপনি কোথায় আছেন, মি. রেনল্ডস?'

'সেন্ট মরিজে, প্যালেস হোটেলে।'

'আমি একটু বইপত্র ঘেঁটে দেখি তারপর জানাচ্ছি আপনাকে।'

'তাহলে খুব ভালো হয়। আমার ধারণা, মিস আলেকজান্ডার কল্পনাশ্রিত হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর ভুলগুলো ভাঙিয়ে দিতে চাই।'

'বুঝলাম। আমি ফোন করব আপনাকে।'

স্কি করতে গেল কার্ক এবং ক্যাথেরিন। শুরুতে বেশ নার্ভাস ছিল ক্যাথেরিন। অল্প খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে গিয়েও বার কয়েক আছাড় খেল। তবে ইন্সট্রাক্টর এবং কার্কের সহায়তায় শীঘ্রি জড়তা কাটিয়ে উঠল ও। স্কি উপভোগ্য হয়ে উঠল ওর কাছে। অনেকক্ষণ স্কি করল ক্যাথেরিন। তারপর ফিরে এল হোটেলে। তবে কার্ক থেকে গেল স্কি রানে। সে আরও কিছুক্ষণ স্কি করবে।

গ্রিল রুমে কার্কের জন্য অপেক্ষা করছিল ক্যাথেরিন। স্কি করে ফিরল কার্ক। ঠাণ্ডায় লাল হয়ে আছে গাল। ওরা একসঙ্গে লাঞ্চ করল। তারপর বরফে হাঁটতে বেরুল। কয়েকটি দোকানে ঢুঁ দিল। স্কির ক্লান্তিতে ঘুম আসছিল ক্যাথেরিনের। বলল, 'আমি হোটেলে যাব। ঘুমাব।'

'তাই ভালো। এখানে বাতাস পাতলা। অনভ্যস্ত মানুষ এদিকটাতে এলে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।'

'তুমি কী করবে, কার্ক?'

দূরের একটা ঢালের দিকে তাকাল কার্ক। ওটার নাম গ্রিশা। 'আমি ওই ঢালে উঠব। গ্রিশায় কখনও স্কি করিনি। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।'

'কিন্তু ওটার চেহারা কীরকম বিদঘুটে। কী খাড়া! ভয় লাগছে আমার।'

'এ জন্যই তো ওটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ।'

ক্যাথেরিন কার্কের হাত ধরল। 'কার্ক, গত রাতের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত।'

'আরে, ওতে কিছু আসে যায় না। হোটেলে যাও। জম্পেশ একটা ঘুম দাও। জেগে উঠে দেখবে চনমনে লাগছে শরীর।' চলে গেল কার্ক।

ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভাবল, *ও কত চমৎকার একজন মানুষ। আমার মত একটা নির্বোধের মধ্যে ও যে কী দেখেছে।*

ক্যাথেরিন সারা বিকেল ঘুমাল। এবার সে কোনও স্বপ্ন দেখল না। জেগে উঠে দেখল প্রায় ছ'টা বাজে। কার্কের ফেরার সময় হয়ে গেছে।

গোসল সারল ক্যাথেরিন, কাপড় পরল। সামনের রাতটার কথা ভাবল। আজ কার্ককে সে অবশ্যই সুখি করবে।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ক্যাথেরিন। সাঁঝ নামছে। কার্ক নিশ্চয় খুব মজা করছে। ও খুব এক্সপার্ট স্কিয়ার।

সাতটার পরেও রেনল্ডস ফিরল না দেখে উদ্বেগ বোধ করল ক্যাথেরিন। সন্ধ্যার আবির মিলিয়ে গিয়ে কালো আঁধার ঢেকে ফেলেছে আকাশ। *অন্ধকারে নিশ্চয় স্কি করছে না ও,* ভাবল ক্যাথেরিন। *ও হয়তো নিচের বার-এ, ড্রিংক করছে।*

দরজার দিকে পা বাড়াল ক্যাথেরিন, ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন। হাসল ক্যাথেরিন। *ঠিকই ভেবেছি আমি। ও আমাকে ফোন করেছে নিচে যেতে বলার জন্য।*

রিসিভার তুলল ক্যাথেরিন। ভেসে এল অচেনা একটি কণ্ঠ। 'মিসেস রেনল্ডস?'

না বলতে যাচ্ছিল, মনে পড়ে গেল কার্ক মি. এবং মিসেস রেনল্ডস নামে হোটেলে রুম ভাড়া করেছে। 'জ্বী, বলছি।'

'আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। আপনার স্বামী স্কি করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন।'

'ওহ্, নো। অ্যাক্সিডেন্ট...ওটা কি সিরিয়াস?'

'জ্বী।'

'আমি আসছি এখুনি। কোথায়...?'

'উনি...মারা গেছেন, মিসেস রেনল্ডস। লাগালপে স্কি করতে গিয়ে ঘাড় মটকে গেছে তাঁর।'

ষোলো

মেয়েটি নগ্ন হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। তার দিকে তাকিয়ে টনি রিজ্জোলি ভাবল, *গ্রীক মেয়েদের পাছা এত বড় হয় কেন?*

বিছানায়, ওর পাশে শুয়ে পড়ল মেয়েটি, জড়িয়ে ধরল। ফিসফিস করল, 'তুমি আমাকে পছন্দ করেছ। আমি যে কী খুশি হয়েছি, *পুলাকি!* তোমাকে প্রথম দেখা মাত্র ভালো লেগেছে আমার।' অনেক কষ্টে অট্টহাসি থেকে নিজেকে দমন করল টনি। মাগী বি টাইপের ছবি দেখে দেখে মুখস্থ করে রেখেছে সস্তা সংলাপ। 'আমিও তাই,' বলল সে।

মেয়েটিকে কাপ্পারি স্ট্রীটের নাইট ক্লাব দ্য নিউ ইর্য়কার থেকে তুলে এনেছে টনি। ওখানে গান গায় এ মেয়ে। অতি বিশ্রী গলা। ওই ক্লাবের কোনও মেয়েই গাইতে জানে না। তবে টাকা দিলে এদেরকে শয্যাসঙ্গিনী করা যায়। এ মেয়েটি, হেলেন, চেহারা সুরত বেশ। কালো চোখ, টসটসে মুখ, ভরাট শরীর। বয়স চব্বিশ। টনির পছন্দের মেয়েদের তুলনায় বয়সটা সামান্য বেশী। তবে এথেন্সে কোনও মেয়েকে চেনে না সে। কাজেই একেই পছন্দ করতে হয়েছে।

'আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?' আদুরে গলায় বলল হেলেন।

'খুব। আমি তোমার প্রেমে পাজ্জো (দিওয়ানা) হয়ে আছি।'

হেলেনের বুকে হাত বুলাতে লাগল টনি। শক্ত হয়ে গেল স্তন। বোঁটা ধরে মুচড়ে দিল সে।

'উহ্!'

'মাথা নামিয়ে আনো, বেবী।'

মাথা নাড়ল হেলেন। 'পারব না।'

কটমট করে ওর দিকে তাকাল টনি। 'তাই নাকি?'

পরমুহূর্তে খপ করে হেলেনের চুলের মুঠি ধরল সে, টান মারল, আর্তনাদ ছাড়ল হেলেন। *'পারাবালো!'*

ঠাস করে মুখে চড় বসিয়ে দিল টনি। 'আরেকটা শব্দ করেছ কী মুচড়ে দেব ঘাড়।'

দু'পায়ের ফাঁকে মেয়েটার মুখ ঠেকাল টনি। 'চোষো, বেবী। ওকে আনন্দ দাও।'

'আমাকে ছেড়ে দাও,' গোঙাচ্ছে মেয়েটা। 'লাগছে তো!'

চুলে আরও শক্ত হলো মুঠি। 'তুমি না আমাকে দেখেই ভালোবেসে ফেলেছ?'

চুল ছেড়ে দিল টনি। মুখ তুলে তাকাল হেলেন। রাগে জ্বলছে চোখ। 'গোল্লায়–'

গালিটা শেষ করল না হেলেন। টনির হিমশীতল চাউনি ওর মুখ বুজিয়ে দিল। বুঝতে পেরেছে এ বড় ভয়ঙ্কর লোক। কেন যে মরতে এর সঙ্গে এসেছে ও!

'রাগারাগি করার কী দরকার,' তোষামোদের সুরে বলল হেলেন। 'তুমি আর আমি...'

মেয়েটির ঘাড়ে গাঁথল টনির শক্ত আঙুল। 'প্যাচাল পারার জন্য তোমাকে আনা হয়নি।' ঘুসি মারল মুখে। 'মুখ বুজে কাজে লেগে যাও।'

'লাগছি, সুইট হার্ট,' চোখের জল সামলাতে সামলাতে বলল হেলেন। 'কাজে লেগে যাচ্ছি।'

টনি রিজ্জোলির যৌন ক্ষুধা প্রচণ্ড। যখন তার খিদে মিটল ততক্ষণে হেলেনের অবস্থা কাহিল। টনির পাশে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল অনেকক্ষণ। লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে নিঃশব্দে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। কাপড় পরল। ব্যথায় টনটন করছে শরীর। রিজ্জোলি তার পারিশ্রমিক দেয়নি এখনও। হেলেন ওর পকেট থেকে আলগোছে সরিয়ে নিতে পারে টাকা, সেইসঙ্গে মোটা অংকের বকশিশও। কিন্তু টনির ওয়ালেটে হাত দিতে সাহস হলো না। টাকা না নিয়েই চলে গেল সে।

একঘণ্টা বাদে, দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল টনির। উঠে বসল ও, তাকাল কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে। চারটা বাজে। মেয়েটা চলে গেছে।

'কে?' হাঁক ছাড়ল টনি।

'আপনার প্রতিবেশী,' ভেসে এল বিরক্ত কণ্ঠ। 'আপনার ফোন এসেছে।

কপাল ঘষতে ঘষতে টনি বলল, 'আসছি।'

রোব গায়ে চড়াল ও, চেয়ারের পিঠে রাখা ট্রাউজার্সে হাত বাড়াল চেক করল ওয়ালেট। মেয়েটা একটা টাকাও সরায়নি। তোড়া থেকে একশ ডলারের একটা নোট আলাদা করল ও। হেঁটে গেল দরজায়। খুলল।

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ওর প্রতিবেশী, পরনে রোব, পায়ে চপ্পল।

'এখন ক'টা বাজে জানেন?' ঘেউ করে উঠল সে। 'আপনি আমাকে বলেছেন...'

একশ ডলারের নোটটা বুড়োর হাতে গুঁজে দিল টনি। 'আমি খুবই দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল। 'বেশিক্ষণ কথা বলব না।'

বুড়ো ঢোক গিলল, বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করল। 'ঠিক আছে। দরকার না থাকলে কী আর কেউ এত সকালে ফোন করে?'

বুড়োর ঘরে ঢুকল রিজ্জোলি। তুলল ফোন। 'রিজ্জোলি।'

একটি কণ্ঠ বলল, 'আপনি একটি সমস্যায় পড়তে যাচ্ছেন, মি. রিজ্জোলি।'

'কে বলছেন?'

'স্পাইরস লামব্রু আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল টনির শরীর। 'সমস্যাটা কী?'

'কনস্টানটিন ডেমিরিসকে নিয়ে।'

'উনি আবার কী বলেছেন?'

'তাঁর একটা ট্যাঙ্কার থেলে এমুহূর্তে ম্যার্সেইতে আছে। বেসিন ডি লা গ্রান্দি জুলিয়েটটির জেটিতে নোঙর করা।'

'তো?'

'আমরা খবর পেয়েছি মি. ডেমিরিস তার জাহাজকে হুকুম দিয়েছেন এথেন্সে চলে আসার জন্য। রোববার ভোর নাগাদ এটা এখানে চলে আসবে। রোববার রাতে আবার চলে যাবে। কনস্টানটিন ডেমিরিস মতলব করেছেন ওই জাহাজে চলে যাবেন।'

'কী?'

'উনি পালাচ্ছেন।'

'কিন্তু আমি এবং তিনি একটা–'

'মি. লামব্রু আপনাকে বলতে বলেছেন যে, ডেমিরিস আমেরিকায় পালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে আপনি তার সন্ধান না পান।'

শূয়োরের বাচ্চা! দাঁতে দাঁত ঘষল টনি।

'আচ্ছা। মি. লামব্রুকে আমার ধন্যবাদ দেবেন।'

রিজ্জোলি নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'সব ঠিক আছে তো মি. রিজ্জোলি?'

'কী? ও হ্যাঁ। সব কিছু ঠিক আছে।'

রিজ্জোলি ফোন কলটা নিয়ে যত ভাবছে ততই আমোদ বোধ করছে। সে কনস্টানটিন ডেমিরিসের কলজে শুকিয়ে দিয়েছে। এখন লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করা তার জন্য আরও সহজ হবে। *রোববার!* নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ওর হাতে আরও দুটো দিন সময় আছে।

রিজ্জোলি জানে ওকে আরও সাবধান হতে হবে। সে যেখানেই যাচ্ছে, পেছনে লেগে আছে ফেউ। *শালার কীস্টোন ঠোলা*, মুখ বাঁকাল রিজ্জোলি। *সময় আসুক, ওদেরকে ঘোল খাইয়ে দেব।*

পরদিন সকালে রিজ্জোলি কিফিসিয়াস স্ট্রীটে পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে এথেন্স স্টেট মিউজিয়ামের নাম্বারে ফোন করল।

কাঁচের গায়ে একটা লোকের প্রতিবিম্ব পড়েছে। রিজ্জোলি দেখতে পারছে লোকটা একটা দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকার ভান করছে এবং রাস্তার ওপারে আরেক লোক এক ফুলঅলার সঙ্গে কথা বলছে। এরা দু'জনেই সার্ভিলেন্স টিমের সদস্য, নজর রাখছে রিজ্জোলির ওপর। *গুড লাক টু ইউ*, মনে মনে বলল সে।

'কিউরেটর অফিস। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'ভিক্টর? টনি।'

'কোনও সমস্যা?' আকস্মিক আতঙ্কিত শোনাল ভিক্টরের কণ্ঠ।

'না,' মসৃণ গলায় বলল রিজ্জোলি। 'সব ঠিক আছে, ভিক্টর, সুন্দর সেই ফুলদানিটার কথা মনে আছে তোমার? গায়ে লাল মূর্তির ছবি?

'কা আমফোরা।'

'হুঁ। ওটা আজ রাতে চুরি করবে তুমি।'

দীর্ঘ বিরতি। 'আজ রাতে? আমি... আমি পারব কিনা জানি না, টনি।' গলা কাঁপছে ভিক্টরের। 'যদি কোনও বিপদ হয়ে যায়...'

'ঠিক হ্যায়, দোস্ত। ভুলে যাও তোমার উপকার করার চেষ্টা করেছিলাম। তুমি সাল পিরিজ্জিকে জানিয়ে দিয়ো টাকার জোগাড় করতে পারনি। তারপর সে যা করার করবে...'

'না, টনি। দাঁড়াও। আমি...আমি...' আবার বিরতি। 'ঠিক আছে।'

'সত্যি ঠিক আছে, ভিক্টর? যদি কাজটা না করতে চাও তো বলো। আমি স্টেটসে ফিরে যাব। এসবের মধ্যে নিজেকে আর জড়াতে চাই না...'

'না, না। তুমি আমার জন্য অনেক করেছ, টনি। আজ রাতে কাজটা অবশ্যই করব আমি।'

'বেশ। জাদুঘর বন্ধ হওয়ার পরে তুমি শুধু আসল ফুলদানিটা তুলে ওখানে নকলটা বসিয়ে দেবে। ব্যস, ঝামেলা শেষ।'

'কিন্তু গার্ডরা বাইরে কোনও প্যাকেজ নিয়ে গেলে তা পরীক্ষা করে দেখে।'

'তাতে কী? গার্ডরাও কি আর্ট এক্সপার্ট নাকি?'

'তা না। তবে...'

'তবে আর কী? ভিক্টর, শোনো। তুমি নকল মালের একটা রশিদ জোগাড় করবে। তারপর আসলটা একটা পেপার ব্যাগে করে নিয়ে আসবে। সঙ্গে থাকবে ওই রশিদ। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ...বুঝতে পেরেছি। আমরা কোথায় সাক্ষাৎ করব?'

'আমরা কোথাও সাক্ষাৎ করছি না। ছ'টার সময় জাদুঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। জাদুঘরের সামনে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকবে। প্যাকেজ তোমার হাতে

থাকবে। ড্রাইভারকে বলবে হোটেল গ্রাদ ব্রেটাঙ্গেতে যাবে। তাকে অপেক্ষা করতে বলবে। প্যাকেজটা ক্যাবে রেখে বেরিয়ে পড়বে। ঢুকবে হোটেল বার-এ, একটা ড্রিংক কিনবে, তারপর বাড়ি ফিরে যাবে।'

'কিন্তু প্যাকেজ...'

'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। প্যাকেজ যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।'

ঘামছে ভিক্টর। 'আমি কোনওদিন এরকম কাজ করিনি, টনি। কোনওদিন কিছু চুরি করিনি। আমার সারা জীবন...'

'জানি আমি।' নরম গলায় বলল টনি। আমিও না। একটা কথা মনে রেখো, ভিক্টর। পুরো ঝুঁকিটা আমি একাই নিচ্ছি এবং এ থেকে কোনওরকম লাভবানও হচ্ছি না।'

গলা ভেঙে গেল ভিক্টরের। 'তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু, টনি। তোমার মত বন্ধু জীবনে পাইনি আমি।' হাত মোচড়াচ্ছে সে।

'টাকাটা কবে পাব বলতে পার?'

'শীঘ্রি,' তাকে আশ্বস্ত করল রিজ্জোলি। 'একবার মাল দেশের বাইরে পাচার করতে পারলেই হলো, সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে তোমার ছুটি।' *এবং আমারও*, উৎফুল্ল মনে ভাবল রিজ্জোলি। আমাকেও আর কখনও দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

ওইদিন বিকেলে পিরাউস বন্দরে দুটো ক্রুইজ শিপ ভিড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে দর্শকে ভরে গেল জাদুঘর। এমনিতে ট্যুরিস্টদেরকে দেখতে খুব পছন্দ করে ভিক্টর। কে কেমন, তাদের লাইফ স্টাইল কীরকম ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে আমোদিত হয় সে। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমেরিকান, ব্রিটিশসহ ডজনখানেক দেশের মানুষ রয়েছে। কিন্তু আজ আর ওদের দিকে মনোযোগ দিতে পারল না ভিক্টর।

দুটো শো কেসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ওতে নকল অ্যান্টিকুইটিজ রয়েছে। কাঁচের কেস দুটো ঘিরে আছে ট্যুরিস্টের দল, দুটো মেয়ে তাদের চাহিদা মাফিক জিনিস বিক্রিতে ব্যস্ত।

হয়তো আমার জিনিসটাও বিক্রি হয়ে যাবে, ভাবল ভিক্টর। তাহলে আর রিজ্জোলির পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে না। তবে বোকার মত এমন ভাবছে, জানে সে। কারণ জাদুঘরের বেযমেন্টে রেপ্লিকার অভাব নেই কোনও।

টনি যে ফুলদানিটি চুরি করতে বলেছে ওটি জাদুঘরের অন্যতম সেরা সম্পদ। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতকের জিনিস। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর লাল পাথরের পৌরাণিক মূর্তি। শেষ ওটা ভিক্টর হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে পনের বছর আগে। তখন আমফোরাটি আনা হয়েছিল জাদুঘরে। *আর সে জিনিসই আমি চুরি করতে যাচ্ছি*, দুঃখিত মনে ভাবল ভিক্টর। *ঈশ্বর আমাকে বাঁচাও।*

সারা বিকেল অনুশোচনায় ভুগল ভিক্টর। দরজা বন্ধ করে বসে থাকল নিজের ঘরে। আমি ওটা চুরি করতে পারব না। অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করতে

হবে। কিন্তু অত টাকা তার চোদ্দগুষ্টিকে বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না। পিরিজ্জির কণ্ঠ বাজছে কানে। *আজ রাতের মধ্যে আমার টাকা দিয়ে দেবে। নইলে মাছ দিয়ে খাওয়াব তোমাকে।* লোকটা একটা খুনে। নাহ্, ভিক্টরের কোনও উপায় নেই।

ছ'টা বাজার খানিক আগে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ভিক্টর, যে দু'টি মেয়ে রেপ্লিকা বিক্রি করছিল তারা এখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

'*সিগনোমি* (গুড আফটার নুন)' বলল ভিক্টর। 'আজ আমার এক বন্ধুর জন্মদিন। জাদুঘরের একটা জিনিস ওকে উপহার দেব ভাবছি।' কেসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দেখার ভান করল। নানান ফুলদানি, আবক্ষ মূর্তি, বই এবং মানচিত্র। কোনটা নেবে চিন্তা করার ভান করছে ভিক্টর। অবশেষে হাত তুলে লাল অ্যামফোরা দেখাল। 'আমার বন্ধুটির ওটার নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে।'

'এ জিনিস পছন্দ না হয়েই পারে না,' বলল একটি মেয়ে। সে রেপ্লিকাটি বের করল কেস থেকে, ভিক্টরের হাতে দিল।

'একটা রশিদ লিখে দাও।'

'অবশ্যই, মি. করনথজিস। উপহার কি র‍্যাপিং পেপারে মুড়ে দেব?'

'না, না। তার দরকার নেই,' দ্রুত বলল ভিক্টর। 'একটা ব্যাগে দিয়ে দাও।'

রেপ্লিকাটি একটি পেপার ব্যাগে ভরে দিল মেয়েটি। রশিদ রাখল সেই সঙ্গে।

'ধন্যবাদ।'

'আশা করি আপনার বন্ধু খুশি হবেন এটা পেয়ে।'

'আমারও তাই ধারণা,' ব্যাগটি হাতে নিল ভিক্টর। ওর হাত কাঁপছিল। ফিরে এল অফিসে।

দরজা বন্ধ করে দিল ভিক্টর। ব্যাগ থেকে বের করল নকল জিনিসটি। রাখল ডেস্কে। *এখনও কিছু ঘটাইনি আমি।* সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ভিক্টর। *কোনও অপরাধ করিনি।* নানান ভীতিকর চিন্তা খেলছে মাথায়। *আমি স্ত্রী-পুত্র ফেলে রেখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারি। অথবা বেছে নিতে পারি আত্মহননের রাস্তা। কিংবা পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। খতম হয়ে যাব আমি।* নাহ্, এ থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই। টাকা শোধ না করতে পারলে পিরিজ্জি ওকে খুন করে ফেলবে। *থ্যাংক গড, টনি না থাকলে তো এতক্ষণে আমার লাশ পড়ে থাকত রাস্তায়।*

ঘড়ি দেখল ভিক্টর। কাজে নেমে পড়ার সময় হয়েছে। সিধে হলো ভিক্টর, ভীষণ দুর্বল লাগছে পা, শরীরের ওজন বইতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকল ও, গভীর দম নিল। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। ঘামে ভিজে গেছে হাত। শার্টে মুছে ফেলল ঘাম। রেপ্লিকা ঢোকাল কাগজের ব্যাগে। পা বাড়াল দরজায়। সদর

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক গার্ড। আরেকজন চক্কর দিচ্ছে জাদুঘর। এ মুহূর্তে সে নিশ্চয় অনেক দূরে।

অফিস থেকে বেরুল ভিক্টর। ধাক্কা লাগল গার্ডের সঙ্গে।

'মাফ করবেন, মি. করনথজিস। জানতাম না আপনি এখনও আছেন।'

'হ্যাঁ, আমি...আমি বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।'

'জানেন,' প্রশংসার সুরে বলল গার্ড, 'আপনাকে আমি ঈর্ষা করি।'

'তাই নাকি? কেন?'

'আপনি এ জাদুঘরের সুন্দর সুন্দর সবগুলো জিনিসের ইতিহাস জানেন। আমি তো কিছুই জানি না। আপনি একদিন আমাকে ইতিহাস শোনাবেন? আমি সত্যি...'

গাধাটা বকবক করেই চলেছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই শোনাব।' ঘরের অন্য প্রান্তে, কেবিনেটের মধ্যে রয়েছে বহুমূল্য ফুলদানিটি। এ গার্ডটাকে ভাগাতে হবে।

'বেযমেন্টে অ্যালার্ম সিস্টেমে বোধহয় কোনও সমস্যা হয়েছে। তুমি একটু দেখবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'অবশ্যই। আমি জানি এখানকার কিছু কিছু জিনিস...'

'এখনই গিয়ে একটু চেক করে এসো। আমি সব ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করে তারপর যেতে চাই।'

'অবশ্যই, মি. করনথজিস, আমি দেখে আসছি।'

দাঁড়িয়ে রইল ভিক্টর। দেখল হলঘর ধরে হেঁটে যাচ্ছে গার্ড, বেযমেন্টের উদ্দেশে। সে দৃষ্টি আড়াল হওয়া মাত্র ভিক্টর কেবিনেটের দিকে পা বাড়াল। চাবি বের করল পকেট থেকে। *আমি সত্যি এটা চুরি করতে যাচ্ছি।* আঙুলের ফাঁক গলে ঝনাৎ শব্দে মেঝেতে পড়ে গেল চাবি। *এটা কি কোনও সংকেত? ঈশ্বর কি আমাকে কিছু বলতে চাইছেন।* দরদর করে ঘামতে লাগল ভিক্টর। ঝুঁকে মেঝে থেকে তুলে নিল চাবির গোছা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফুলদানির দিকে। অসম্ভব সুন্দর একটি জিনিস। কয়েক হাজার বছর আগে ওর পূর্বপুরুষরা কত যত্ন করে জিনিসটি তৈরি করেছিলেন। গার্ড ঠিকই বলেছে, এ হলো একখণ্ড ইতিহাস, এর কোনও বিকল্প নেই।

চোখ বুজল ভিক্টর, শিউরে উঠল। চোখ মেলল। তাকাল চারপাশে, কাছেপিঠে কেউ নেই। কেস খুলল সে। সাবধানে বের করে আনল ফুলদানি। পেপার ব্যাগ থেকে বের করল রেপ্লিকা। আসলটির জায়গায় রেখে দিল।

ভিক্টর নকল ফুলদানি দেখছে। অভিজ্ঞ হাতে তৈরি। এক্সপার্ট ছাড়া কেউ ধরতেই পারবে না এ আসল নয়, নকল। কারও পার্থক্য বোঝার উপায় নেই। আর কেউ খুব মনোযোগ দিয়ে এটা আসল নাকি নকল তা দেখতেও আসবে না। কাচের বাক্স বন্ধ করে দিল ভিক্টর। তালা লাগাল। আসল জিনিস পেপার ব্যাগে রাখল, সঙ্গে রশিদ।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছল ভিক্টর। কাজ শেষ। ঘড়ি দেখল–৬:১০। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দরজায় পা বাড়াল সে। গার্ড আসছে।

'অ্যালার্ম সিস্টেমে কোনও সমস্যা তো দেখলাম না, মি. করনথজিস।'

'তাহলে তো ভালোই,' বলল ভিক্টর।

'যাচ্ছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল গার্ড।

'হুঁ। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

দ্বিতীয় গার্ড সদর দরজায়। চলে যাবে এখুনি। তার জায়গায় আসবে আরেকজন। পেপার ব্যাগ দেখে হাসল সে। 'ব্যাগটা চেক করে দেখতে হবে। আইন।'

'অবশ্যই,' বলল ভিক্টর। সে ব্যাগটি গার্ডের হাতে দিল। ভেতরে উঁকি দিল গার্ড। বের করল ফুলদানি এবং রশিদ। 'আমার এক বন্ধুর জন্য উপহারটি কিনলাম,' ব্যাখ্যা দিল ভিক্টর। 'সে ইঞ্জিনিয়ার।' *আরে, একথা বলার কী দরকার ছিল? ওর এতে কী এসে যায়। স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে আমাকে।*

'সুন্দর,' গার্ড ফুলদানিটি ছুঁড়ে দিল ব্যাগে। এক মুহূর্তের জন্য আত্মা উড়ে গিয়েছিল ভিক্টরের। ভেবেছে ফুলদানিটি বুঝি মাটিতে আছড়ে পড়ে ভাঙল।

ব্যাগটি বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকল ভিক্টর। *'কালিনিহতা।'* দরজা খুলে দিল গার্ড। 'কালিনিহতা।'

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এল ভিক্টর। ঘনঘন শ্বাস ফেলছে। বমি এসে যাচ্ছিল। ঠেকাল বহু কষ্টে। তার হাতে কোটি টাকার সম্পদ। তবে এ নিয়ে ভাবছে না ভিক্টর। ভাবছে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। প্রিয় স্বদেশ ভূমির মূল্যবান সম্পদ চুরি করে তুলে দিচ্ছে নাম-পরিচয়হীন এক বিদেশীর কাছে।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ভিক্টর। রিজ্জোলি যেভাবে বলেছিল, জাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল ভিক্টর। 'হোটেল গ্রান্দ ব্রেন্টাগনে,' বলল সে।

সীটে হেলান দিল রিজ্জোলি। নিজেকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত লাগছে, যেন ভয়ানক লড়াই করে এসেছে। সে কি জিতেছে নাকি হেরেছে?

হোটেল গ্রান্দ ব্রেন্টাগনের সামনে এসে থামল ট্যাক্সি। ভিক্টর বলল ড্রাইভারকে, 'এখানে একটু দাঁড়াও, প্লীজ।' পেছনের সীটে পড়ে থাকা মহামূল্যবান প্যাকেজের দিকে একবার তাকাল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। দ্রুত ঢুকে পড়ল হোটেলের লবিতে। পেছন ফিরে তাকাল একবার। এক লোক ঢুকছে ট্যাক্সিতে। চলে গেল ট্যাক্সি।

এরকম কাজ আর জীবনেও করব না আমি। ভাবল ভিক্টর। *যতদিন বেঁচে আছি।* দুঃস্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটল।

রোববার বিকেল তিনটায় হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল টনি রিজ্জোলি। এগোল প্লাটিয়া ওমোনিয়ার দিকে। পরনে লাল টকটকে চেক জ্যাকেট, সবুজ ট্রাউজার্স এবং লাল বেরেট। দু'জন গোয়েন্দা ওর পিছু নিয়েছিল। একজন বলল, 'লোকটা নির্ঘাত সার্কাস থেকে ওই পোশাক কিনে এনেছে।'

মেটাক্সা স্ট্রীটে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল টনি। গোয়েন্দা তার ওয়াকি-টকিতে কথা বলল, 'সাবজেক্ট ট্যাক্সি নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছে।' একটি কণ্ঠ সাড়া দিল, 'আমরা ওকে দেখতে পাচ্ছি। পিছু নিয়েছি। হোটেলে ফিরে যাও।'

'আচ্ছা।'

ধূসর রঙের একটি সেডান যথেষ্ট ভদ্র দূরত্ব রেখে ট্যাক্সির পিছু নিয়েছে। ট্যাক্সি মনাসটিরাকি পার হয়ে দক্ষিণে ছুটল। ড্রাইভারের পাশে বসা ডিটেকটিভ হ্যান্ড মাইক্রোফোন তুলে নিল। 'সেন্ট্রাল। ইউনিট চার বলছি। সাবজেক্ট ট্যাক্সিতে। ফিলহেলিনন স্ট্রীট ধরে যাচ্ছে...দাঁড়ান। এইমাত্র পেটা স্ট্রীটে মোড় নিল। সম্ভবত প্লাকা অভিমুখে রওনা হয়েছে। ওখানে ওকে হারিয়ে ফেলতে পারি। ওকে কি পায়ে হেঁটে পিছু নেয়ার লোক আছে?'

'একমিনিট, ইউনিট চার।' কয়েক সেকেন্ড পরে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও।

'ইউনিট চার। আমরা লোক পেয়ে গেছি। সে যদি প্লাকায় নেমে পড়ে, ওর ওপর নজরদারি রাখা হবে।'

'কালা। সাবজেক্টের পরনে লাল চেক জ্যাকেট, সবুজ ট্রাউজার্স এবং লাল বেরেট। ওকে সহজেই চেনা যাবে। এক মিনিট। দাঁড়িয়ে পড়ছে ট্যাক্সি। সে প্লাকায় নামছে।'

'আমরা খবরটা পৌঁছে দিচ্ছি। হি ইজ কাভারড। ইউ আর ক্লিয়ার। আউট।'

প্লাকায় দু'জন ডিটেকটিভ ট্যাক্সি থেকে লোকটাকে নামতে দেখল।

'অমন অদ্ভুত পোশাক ও পেল কোথায়?' মন্তব্য করল এক গোয়েন্দা।

ওরা ব্যস্ত রাস্তায় পিছু নিল সাবজেক্টের। সে কয়েক ঘণ্টা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল রাস্তায়, দেখল শুঁড়িখানা, বার, স্যুভেনিয়রের দোকান, ক্ষুদ্র আর্ট গ্যালারি। আনফিওটিকায় একটি মার্কেটে ঢুকে গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল তরবারি, ড্যাগার, মাস্কেট, রান্নার পাত্র, মোম, বাতিদান, বিনোকিউলার ইত্যাদি।

'ওর মতলবটা আসলে কী?'

'যেন বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে। ওই যে যাচ্ছে।'

সাবজেক্ট আগিহু জেরোনডায় ঢুকল, এগোল জিনোস রেস্টুরেন্টের দিকে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দুই ডিটেকটিভ দেখল লোকটা খাবারের অর্ডার দিচ্ছে।

শীঘ্রি বিরক্ত হয়ে উঠল গোয়েন্দাদ্বয়। 'ব্যাটা নড়েচড়ে না কেন! বাড়ি যেতে হবে। ঘুম আসছে।'

'জেগে থাকো। ওকে হারিয়ে ফেললে নিকোলিনো চাবকে আমাদের পাছার ছাল তুলে দেবে।'

'হারাব কেন? ও তো লাঠির মত খাড়া হয়ে আছে।'

বিস্ফারিত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল অপর ডিটেকটিভ।

'কী বললে?'

'বললাম যে...'

'নেভার মাইন্ড।' ডিটেকটিভের কণ্ঠে জরুরী ভাব প্রকাশ পেল।

'তুমি ওর চেহারা দেখেছ?'

'নাহ্।'

'আমিও না। খাইছে! এসো।'

দুই গোয়েন্দা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল রেস্টুরেন্টে। দাঁড়াল সাবজেক্টের টেবিলের সামনে।

এ সাবজেক্ট নয়। ওরা তাকিয়ে আছে সম্পূর্ণ অচেনা এক মানুষের মুখের দিকে।

রাগে ফেটে পড়ল ইন্সপেক্টর নিকোলিনো। 'রিজ্জোলির পিছু নিতে তিনটা দল পাঠিয়েছি। তোমরা ওকে হারিয়ে ফেললে কোন্ আক্কেলে?'

'সে আমাদের ধোঁকা দিয়েছে, ইন্সপেক্টর। প্রথম দল ওকে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছে এবং...'

'এবং তারা ট্যাক্সিটাকে হারিয়ে ফেলেছে?'

'না, স্যার। আমরা ওকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছি। ভেবেছি সে-ই সাবজেক্ট। হাস্যকর একটা পোশাক পরনে ছিল তার। রিজ্জোলি ট্যাক্সিতে আরেকজন যাত্রী লুকিয়ে রেখেছিল। তারা পরস্পরের পোশাক বদল করে। আমরা ভুল লোকটির পিছু নিই।'

'তার মানে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে রিজ্জোলি।'

'জ্বী, স্যার।'

'গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার টুকেছ?'

'ইয়ে মানে স্যার, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।'

'যে লোকটাকে রেস্টুরেন্টে পেয়েছ সে কী বলে?'

'সে রিজ্জোলির হোটেলের বেল বয়। রিজ্জোলি তাকে বলেছে সে একজনকে বোকা বানাতে চায়। ছেলেটাকে সে একশো ডলার দিয়েছে। ছেলেটা এর বেশী কিছু জানে না।'

গভীর দম নিল ইন্সপেক্টর নিকোলিনো। 'তার মানে কেউ জানে না মি. রিজ্জোলি কোথায়?'

'আমার ধারণা তা-ই, স্যার।'

গ্রীসের মূল বন্দর সাতটি—থেসালোনিকি, পাত্রাস, ভোলোস, ইগুমেনিৎসা, কাভানা, ইরাক্লিয়ন এবং পিরাউস।

পিরাউস এথেন্সের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এটি শুধু গ্রীসের মূল বন্দরই নয়, ইউরোপের প্রধান বন্দরগুলোর একটি। বন্দরে রয়েছে চারটে জেটি, এর মধ্যে তিনটিতে প্লেজার বোট এবং সমুদ্রগামী জলযান নোঙর করে থাকে। চতুর্থ জেটি, হেরাক্লাস, সংরক্ষিত ফ্রেইটারের জন্য। এর হ্যাচ খোলা, সরাসরি জাহাজঘাটায় মাল নামানো হয়।

থেলে নোঙর করেছে হেরাক্লাসে। এটি একটি প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কার। অন্ধকার জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

চারজন লোক নিয়ে জেটি ধরে হনহন করে এগিয়ে আসছিল টনি রিজ্জোলি। প্রকাণ্ড জাহাজটির দিকে তাকিয়ে ভাবল, এটাই তাহলে সে-ই জলযান। দেখা যাক আমাদের বন্ধু ডেমিরিস ভেতরে আছেন কিনা।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে। 'তোমরা দু'জন এখানেই থাকো। বাকি দু'জন আমার সঙ্গে এসো। লক্ষ রাখবে কেউ যেন জাহাজ থেকে না নামতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

দু'জনকে নিয়ে গ্যাংপ্লাঙ্ক ধরে হাঁটতে লাগল টনি রিজ্জোলি। উঠে এল ওপরে। এক ডেক হ্যান্ড এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আমরা মি. ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'মি. ডেমিরিস তাঁর কেবিনে আছেন। উনি কি আপনাদেরকে আশা করছেন?'

ফোনের বার্তা তাহলে ঠিকই ছিল। হাসল রিজ্জোলি। 'ইয়াহ্। উনি আমাদেরকে আশা করছেন। জাহাজ ছাড়বে কখন?'

'মাঝ রাতে। চলুন আমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ।'

নাবিকের পেছন পেছন ডেক ধরে এগোল ওরা। একটি মই বেয়ে নামল নিচে। ঢুকল সরু প্যাসেজওয়েতে। প্যাসেজের দু'পাশে অন্তত আধ ডজন কেবিন।

শেষ কেবিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নাবিক, নক করতে যাচ্ছে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল রিজ্জোলি। 'আমরা নিজেরাই আমাদের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করব।' সে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। ঢুকল ভেতরে।

রিজ্জোলি যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বড় কেবিন। একটি বিছানা, কাউচ, একখানা ডেস্ক এবং একজোড়া আরামকেদারা রয়েছে। ডেস্কের পেছনে বসে আছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

মুখ তুলে চাইলেন তিনি। রিজ্জোলিকে দেখা মাত্র খাড়া হয়ে গেলেন ঝট করে। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। 'কী-কী চাই এখানে?' তার গলা ফিসফিসে শোনাল।

'আমি এবং আমার বন্ধুরা আপনাকে সঙ্গ দিতে এসেছি, কোস্টা।'

'আপনারা কী করে জানলেন যে আমি...? মানে... আপনাদেরকে মোটেই আশা করিনি।'

'তা করার কথাও নয়।' বলল রিজ্জোলি। ফিরল নাবিকের দিকে।

'ধন্যবাদ, দোস্তো।'

চলে গেল নাবিক।

রিজ্জোলি ডেমিরিসের দিকে ফিরল। 'আপনি আপনার পার্টনারকে বিদায় না বলেই চলে যেতে চাইছেন?'

দ্রুত বলে উঠলেন ডেমিরিস। 'না, অবশ্যই না। আমি এসেছি... আমি এসেছিলাম জাহাজে একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে। কাল সকালে ছাড়বে জাহাজ।' তার আঙুল কাঁপছে।

রিজ্জোলি ডেমিরিসের কাছ ঘেষে দাঁড়াল। কথা বলার সময় নরম থাকল কণ্ঠস্বর। 'কোস্টা বেবী, আপনি মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছেন। পালাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। কারণ আপনি কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। আপনার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছে, মনে আছে তো? যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের কী হয়, জানেন? তারা মরে যায়– খুব নৃশংস মৃত্যু ঘটে তাদের।'

ঢোক গিললেন ডেমিরিস। 'আমি... আমি আপনার সঙ্গে একাকী একটু কথা বলতে চাই।'

রিজ্জোলি তার লোকদের দিকে ফিরল। 'তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো।' ওরা চলে যাওয়ার পরে একটি আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিল রিজ্জোলি। 'আপনি আমাকে খুব হতাশ করলেন, কোস্টা।'

'আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না,' বললেন ডেমিরিস।

'আমি তোমাকে টাকা দেব–এত টাকা যা তুমি স্বপ্নেও দেখোনি।'

'বিনিময়ে কী?'

'এ জাহাজ ছেড়ে চলে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।' মরিয়া হয়ে উঠেছেন ডেমিরিস। 'তুমি আমার সঙ্গে এরকম করতে পার না। সরকার আমার গোটা নৌবহরের লাইসেন্স বাতিল করে দেবে। আমি ধ্বংস হয়ে যাব। প্লীজ, তুমি যা চাও, সব পাবে।'

হাসল টনি রিজ্জোলি। 'আমি যা চাই তা আমার আছে। আপনার কত ট্যাঙ্কার আছে? কুড়ি? ত্রিশ? সবগুলো ট্যাঙ্কার আমরা ব্যস্ত রাখব। আপনি এবং আমি।'

'তুমি... তুমি জানো না আমার কী ক্ষতি করছ।'

'ওই নাটকটা সাজানোর আগে এ পরিণতির কথা আপনার ভাবা উচিত ছিল।' চেয়ার ছাড়ল টনি রিজ্জোলি। 'আপনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলুন। তাকে জানান আমাদেরকে ফ্লোরিডায় নামিয়ে দিতে হবে।'

ইতস্তত করলেন ডেমিরিস। 'ঠিক আছে। কাল সকালে যখন আসবে... হেসে উঠল রিজ্জোলি। 'আমি এ জাহাজ ছেড়ে কোথাও নড়ছি না। খেলা শেষ। আমি জানি আপনি আজ রাতেই কেটে পড়ার তাল করেছেন। বেশ। আমিও আপনার সঙ্গে কেটে পড়ব। হেরোইনের বেশ বড় একটা চালান নিয়ে যাচ্ছি আমরা। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জাদুঘর থেকে চুরি করে আনা বহুমূল্য একটি সম্পদ। আপনি এসব জিনিস যুক্তরাষ্ট্রে আমাকে পৌঁছে দেবেন। আমাকে ডাবল-ক্রস করার চেষ্টা করার শাস্তি এটা।'

হতভম্ব দেখাল ডেমিরিসকে। 'আর কোনও উপায় কী নেই? আমি... মানে...'

ডেমিরিসের কাঁধ চাপড়ে দিল রিজ্জোলি। 'চিয়ার আপ। কথা দিচ্ছি, আমার পার্টনার হিসেবে যাত্রাটা আপনার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে।'

হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিল রিজ্জোলি। 'ঠিক আছে। জাহাজে নিয়ে এসো মাল।'

'রাখব কোথায়?'

জাহাজে মাল লুকিয়ে রাখার হাজারটা জায়গা আছে। তবে অত সাবধানী হওয়ার দরকার নেই রিজ্জোলির। কারণ ডেমিরিসের জাহাজ কেউ সার্চ করবে না।

'আলুর বস্তার মধ্যে রেখে দাও,' বলল সে। 'বস্তায় চিহ্ন দিয়ে দিয়ো। গ্যালির পেছনে রাখবে বস্তা। আর ফুলদানিটা মি. ডেমিরিসকে এনে দাও। উনি ব্যক্তিগতভাবে ওটার যত্ন নেবেন।' রিজ্জোলি ফিরল ডেমিরিসের দিকে। ঘৃণায় তাঁর চোখ জ্বলছে।

'মালটা রাখতে সমস্যা নেই তো?'

কথা বলার চেষ্টা করলেন ডেমিরিস, রা ফুটল না গলায়।

'ঠিক আছে, ছেলেরা,' বলল রিজ্জোলি। 'কাজে নেমে পড়ো।

রিজ্জোলি একটা আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। 'চমৎকার কেবিন। এটা আপনার দখলেই থাকবে, কোস্টা। আমি আর আমার ছেলেরা নিজেদের কেবিন বেছে নেব।'

'ধন্যবাদ,' তেতো গলায় বললেন ডেমিরিস। 'ধন্যবাদ।'

মাঝ রাতে একজোড়া টাগ বোট সঙ্গে নিয়ে জেটি ছাড়ল বিশাল ট্যাঙ্কার। হেরোইন জাহাজে তোলা হয়েছে, ফুলদানিটি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কনস্টানটিন ডেমিরিসের কেবিনে।

টনি রিজ্জোলি তার লোকদের ডেকে নিয়ে বলল, 'তোমরা রেডিও রুমে যাও। নষ্ট করে দাও ওয়্যারলেস সিস্টেম। আমি চাই না ডেমিরিস কাউকে কোনও মেসেজ পাঠানোর সুযোগ পান।'

'ঠিক হ্যায়, টনি।'

কনস্টানটিন ডেমিরিস এখন পরাজিত মানুষ। তবু কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না রিজ্জোলি।

জাহাজ ছাড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভয়ে ছিল টনি। যদি কোনও বিপদ হয়ে যায়! বিশ্বের অন্যতম ধনবান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কনস্টানটিন ডেমিরিস তার পার্টনার। *ধুত্তোর, পার্টনার,* ভাবে রিজ্জোলি। *হারামজাদা এখন আমার হাতের মুঠোয়। ওর গোটা নৌবহর এখন আমার দখলে। আমি আমেরিকায় যত ইচ্ছা মাল চালান দেব। তাছাড়া জাদুঘরের মালগুলো তো আছেই। ওটা তো আরেকটা সোনার খনি। ওটার মালিকও আমি।*

সে রাতে সোনার জাহাজ, প্রাসাদ আর সুন্দরী ক্রীতদাসীদের স্বপ্নে দেখল টনি রিজ্জোলি।

সকালে ঘুম ভাঙার পরে দলবল নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল টনি। আধডজন ক্রু আগেই ওখানে উপস্থিত। এগিয়ে এল এক স্টুয়ার্ড।

'গুড মর্নিং।'

'মি. ডেমিরিস কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রিজ্জোলি। 'উনি নাস্তা করবেন না?'

'উনি তাঁর কেবিনে আছেন, মি. রিজ্জোলি। উনি আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন আপনাদের যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়।'

'শুনে প্রীত হলুম,' হাসল রিজ্জোলি। 'আমার জন্যে কমলার রস, বেকন এবং ডিম নিয়ে এসো। তোমরা কী খাবে, ছেলেরা?'

'আমাদের জন্যেও একই নাস্তা।'

অর্ডার দেয়ার পরে রিজ্জোলি বলল, 'ছেলেরা, তোমরা কেউ মাথা গরম করবে না। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা নিষেধ। ভদ্র এবং নম্র হয়ে থাকবে। মনে রেখো, আমরা মি. ডেমিরিসের মেহমান।'

ডেমিরিস লাঞ্চ খেতেও এলেন না। ডিনারেও তাঁর চেহারা দেখা গেল না।

রিজ্জোলি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল।

ডেমিরিস কেবিনেই ছিলেন, পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। তাঁকে বিবর্ণ ও ম্লান লাগছে।

রিজ্জোলি বলল, 'না খেলে তো দুর্বল হয়ে পড়বেন, পার্টনার। আমি আপনাকে অসুস্থ দেখতে চাই না। আমাদের অনেক কাজ আছে। আমি স্টুয়ার্ডকে বলে দিয়েছি আপনার ডিনার এখানে পাঠিয়ে দিতে।'

গভীর শ্বাস নিলেন ডেমিরিস। 'আমি পারব না– ঠিক আছে। এখন দয়া করে চলে যাও।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল রিজ্জোলি 'যাচ্ছি। ডিনার খেয়ে একটা ঘুম দেবেন। আপনাকে ঝোড়ো কাকের মত লাগছে।'

সকালে রিজ্জোলি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

'আমি টনি রিজ্জোলি,' বলল সে। 'আমি মি. ডেমিরিসের অতিথি।'

'ও, আচ্ছা। মি. ডেমিরিস বলেছিলেন আপনি আসবেন। কোর্স বোধহয় বদলাতে হবে, তাই না?'

'জ্বী। কবে নাগাদ ফ্লোরিডা পৌঁছুব?'

'হপ্তা তিনেক লেগে যাবে, মি. রিজ্জোলি।'

'বেশ। আবার পরে দেখা হবে।'

চলে এল রিজ্জোলি। জাহাজের ডেকে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। *তার জাহাজ।* গোটা নৌবহর তার। পৃথিবীর অধিশ্বরও সে। ভয়ানক সুখ বোধ করছে রিজ্জোলি। এমন উল্লাস অনুভব করেনি কোনওদিন।

ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। তবে প্রতিটি ঘণ্টা যেন স্বপ্নের কাছে নিয়ে চলেছে রিজ্জোলিকে। ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠছে সে।

এক হপ্তা পার হলো। তারপর আরও এক হপ্তা। ওরা উত্তর আমেরিকার কাছাকাছি চলে এসেছে।

শনিবার সন্ধ্যায়, জাহাজের রেইলিং-এ দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে রিজ্জোলি, আকাশে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ।

ফার্স্ট মেট এসে জানাল, 'সাগরে ঝড় উঠতে পারে, মি. রিজ্জোলি। আশা করি ভয় পাবেন না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রিজ্জোলি। 'আমি ঝড়টড় ডরাই না।'

ফুঁসে উঠতে লাগল সমুদ্র। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ ট্যাঙ্কারটিকে নিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো নাচানাচি করতে লাগল।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল রিজ্জোলি। সে কেবিন থেকে বেরুল না। দরজা আটকে শুয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল রিজ্জোলি। তবে সোনার জাহাজ কিংবা সুন্দরী, নগ্ন নারী নয়। দুঃস্বপ্ন হানা দিল। দেখল যুদ্ধ চলছে। বিকট শব্দে গর্জাচ্ছে কামান। বিস্ফোরণের শব্দে জেগে গেল সে।

বিছানায় উঠে বসল রিজ্জোলি। দুলছে কেবিন। ঝড় নিশ্চয় রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। করিডরে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। হচ্ছেটা কী?

দ্রুত বিছানা থেকে নামল রিজ্জোলি। বেরিয়ে এল করিডরে। মেঝে এমন ভয়ানক জোরে কেঁপে উঠল, আরেকটু হলে তাল হারিয়ে আছড়ে পড়ত রিজ্জোলি।

'কী হচ্ছে?' দলের এক লোক পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তাকে থামাল রিজ্জোলি।

'বিস্ফোরণ ঘটেছে। আগুন ধরে গেছে জাহাজে। ডুবে যাচ্ছি আমরা। জলদি ডেকে যান।'

'ডুবে যাচ্ছি...?' নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না রিজ্জোলির। *সবকিছু কী চমৎকার মসৃণগতিতে এগোচ্ছিল। তবে এতে কিছু এসে যায় না। এবারের চালান লোকসান যাওয়ার ধাক্কা আমি সামলে উঠতে পারব। আমার দরকার ডেমিরিসকে বাঁচানো। সে-ই আসল মানুষ। সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে হবে।* হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর নির্দেশে ওয়ায়েরলেস সিস্টেম অনেক আগেই অকেজো করে রাখা হয়েছে।

দোদুল্যমান মেঝেতে টলতে টলতে কম্পানিওনওয়ের দিকে এগোল রিজ্জোলি। চলে এল ডেকে। বিস্মিত হয়ে দেখল ঝড়টড় কিছু নেই। সমুদ্র শান্ত। আকাশে রূপোর থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ। আবার বিকট শব্দের বিস্ফোরণ! তারপর আরেকটা। জাহাজ একদিকে হেলে পড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ডুবে গেছে স্টার্ন, ডুবছে দ্রুত। লাইফ বোট নামানোর চেষ্টা করছে নাবিকরা। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে অনেক। জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়া তেলে আগুন ধরে গেছে। লেলিহান শিখা জ্বলছে দাউদাউ। পানিতে নামার উপায় নেই। কনস্টানটিন ডেমিরিস কোথায়?

এমন সময় আওয়াজটা শুনতে পেল রিজ্জোলি। বিস্ফোরণের শব্দ ছাপিয়ে এল ঘরঘর আওয়াজটা। মুখ তুলে চাইল সে। জাহাজ থেকে দশ ফুট ওপরে উড়ছে একটি হেলিকপ্টার। *আমরা বেঁচে গেছি।* আনন্দ নিয়ে ভাবল রিজ্জোলি। হেলিকপ্টারের উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগল পাগলের মত।

একটি মুখ উঁকি দিল জানালায়। রিজ্জোলির বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল যে ওটা কনস্টানটিন ডেমিরিস। হাসছেন তিনি। হাত তুলে দেখালেন মুঠোতে ধরে আছেন বহুমূল্য অ্যামফোরা।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রিজ্জোলি। দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করছে মস্তিষ্ক। মাঝরাতে হেলিকপ্টার কোথায় পেলেন ডেমিরিস...?

হঠাৎ সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল রিজ্জোলির কাছে। শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফ জল। কনস্টানটিন ডেমিরিসের রিজ্জোলির সঙ্গে কাজ করার কখনোই ইচ্ছে ছিল না। কুত্তার বাচ্চা শুরু থেকেই প্ল্যান মাফিক এগিয়েছে। ডেমিরিস পালিয়ে যাচ্ছেন বলে যে ফোনটি এসেছিল–ওটা স্পাইরস লামব্রু'র লোকে করেনি, ডেমিরিস কাউকে দিয়ে করিয়েছেন! রিজ্জোলিকে নিজের জাহাজে পাবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলেন তিনি। রিজ্জোলি সে ফাঁদে ধরা দিয়েছে।

ট্যাঙ্কার দ্রুত ডুবছে, রিজ্জোলি পায়ে ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ পেল। সেকেন্ডের মধ্যে হাঁটু ছুঁলো। বাস্টার্ডটা ওদেরকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে মারছে। কেউ জানতে পারবে না কী ঘটেছে।

হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটাল রিজ্জোলি। 'ফিরে আসুন। আপনি যা চান তা-ই দেব!' কিন্তু বাতাস ছোঁ মেরে কেড়ে নিল তার কথা।

জাহাজ উল্টে যাবার পূর্ব মুহূর্তে, চোখে সাগরের নোনা পানির জ্বালাময় স্পর্শ নিয়ে টনি রিজ্জোলি দেখল হেলিকপ্টার রূপোর থালার মত পূর্ণিমার চাঁদের দিকে উড়ে চলেছে।

সতের

স্তম্ভিত হয়ে হোটেল রুমে বসে আছে ক্যাথেরিন। স্কি পেট্রলের প্রধান লেফটেন্যান্ট হানস বার্গম্যানের কথা শুনছে। সে বলছে মারা গেছে কার্ক। বার্গমানের কণ্ঠ যেন ঢেউয়ের মত ভেসে ভেসে আসছে। অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে ক্যাথেরিনের। *আমার আশপাশে যারা আছে তাদের সবাই-ই মারা যায়।* বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে ওর। ল্যারি মারা গেছে। এখন কার্ক। এ ছাড়াও আছে: নোয়েল, নেপোলিয়ন চোটাস, ফ্রেডরিক স্টাভরস। এ যেন বিরতিহীন দুঃস্বপ্ন। বার্গম্যান বলছে সে কার্কের মৃত্যুতে স্তম্ভিত। কারণ কার্ক খুব ভালো স্কিয়ার। তার লাশ পাওয়া গেছে লাগালাশে। কিছুদিন আগে হিমবাহের কারণে ওই ঢাল বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু সাইনবোর্ডটা সম্ভবত বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। লক্ষ করেনি কার্ক। *আমি অত্যন্ত দুঃখিত।*

দুঃখিত। কী দুর্বল আর নির্বোধ একটি শব্দ।

'আপনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি কীভাবে করতে চান, মিস আলেকজান্ডার?' ক্যাথেরিন বার্গম্যানকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে সে কার্কের বউ ছিল না, বন্ধু ছিল মাত্র।

ক্যাথেরিন বলল, 'আমি কার্কের পরিবারকে জানাচ্ছি খবরটা। ওরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।'

'ধন্যবাদ।'

লন্ডনে ফিরে এল ক্যাথেরিন। বিধ্বস্ত, শোকাহত। কাজে যোগ দিতে পারল না বেশ কয়েকদিন। ঘরের মধ্যে বসে থাকল, কারও সঙ্গে কথা বলল না, দেখাও করল না। হাউজকীপার অ্যানা ক্যাথেরিনের খাবার দিয়ে গেল তার ঘরে। সে খাবার ছুঁয়েও দেখল না ক্যাথেরিন।

'আপনার কিছু খাওয়া উচিত, মিস আলেকজান্ডার।'

কিন্তু খাবারের দিকে তাকালেই পেট গুলিয়ে ওঠে ক্যাথেরিনের।

দম বন্ধ হয়ে আসছে ক্যাথেরিনের। যেন লোহার খাঁচা দিয়ে আটকে ফেলা হয়েছে ওর হৃৎপিণ্ড।

এভাবে চলতে পারে না, ভাবল ক্যাথেরিন। কিছু একটা করা দরকার আমার।

বিষয়টি নিয়ে ইভলিন কে'র সঙ্গে কথা বলল সে।

'যা ঘটেছে সে জন্য নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে আমার।'

'তুমি আসলে অর্থহীন কথা বলছ, ক্যাথেরিন।'

'জানি। তবু বলতে হচ্ছে। সবকিছুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে। আমার কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার। কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট...

'এক সাইকিয়াট্রিস্টের কথা জানি। খুব ভালো,' বলল ইভলিন। 'ভিম তার রোগী। মাঝে মাঝেই ভিম তার কাছে যায়। ভদ্র লোকের নাম অ্যালান হ্যামিলটন। আমার এক বন্ধু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ড. হ্যামিলটন তার চিকিৎসা করেছেন। সে এখন খুব ভালো আছে। তুমি তাকে দেখাবে?'

যদি উনি বলেন আমি পাগল! 'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল ক্যাথেরিন।

'আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার চেষ্টা করব। উনি ভয়ানক ব্যস্ত থাকেন।'

'ধন্যবাদ, ইভলিন।'

ভিমের অফিসে গেল ক্যাথেরিন।

'ভিম, কার্ক রেনল্ডসকে মনে আছে তোমার? ও কয়েকদিন আগে স্কি করতে গিয়ে মারা গেছে।'

'ইয়াহ্? ওয়েস্টমিনিস্টার 047।'

চোখ পিটপিট করল ক্যাথেরিন। 'কী?' তারপর মনে পড়ে গেল ভিম কার্কের ফোন নাম্বার বলেছে। ভিমের কাছে মানুষ মানে কী শুধু কতগুলো সংখ্যা! মানুষের প্রতি ওর কোনও অনুভূতি, মায়া-মমতা নেই? প্রেম-ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা কোনও কিছুই কি বোঝে না ভিম!

হয়তো আমার চেয়ে ভালোই আছে ভিম, ভাবে ক্যাথেরিন। *অন্তত আমাদের মত মানসিক যন্ত্রণা ওকে সইতে হয় না।*

পরের শুক্রবার ড. হ্যামিলটনের সঙ্গে ক্যাথেরিনের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিল ইভলিন। কনস্টানটিন ডেমিরিসকে খবরটা জানাতে গিয়েও ফোন করল না। এটা এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

অ্যালান হ্যামিলটনের অফিস উইশপেল স্ট্রীটে। অফিসে ঢুকল ক্যাথেরিন রাগ নিয়ে। রাগ নিজের ওপর। কারণ তার ধারণা বেহুদাই সে এসেছে এখানে। যে যন্ত্রণায় সে জর্জরিত, এর সমাধান নিজেই করতে পারবে। কেন অচেনা একজনকে এসব জানানো?

ক্যাথেরিনকে রিসেপশনিস্ট বলল, 'ড. হ্যামিলটন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, মিস আলেকজান্ডার।'

ক্যাথেরিন বলল, 'আ–আমি মত বদলে ফেলেছি। আমার ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।'

'এক মিনিট, প্লীজ।' বলে ডাক্তারের অফিসে ঢুকে পড়ল রিসেপশনিস্ট।

একটু পরে খুলে গেল অফিসের দরজা। বেরিয়ে এল অ্যালান হ্যামিলটন। তার বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। লম্বা, সোনালি চুল, ঝকঝকে নীল চোখ। অমায়িক হাসি মুখে। ক্যাথেরিনকে অ্যালান বলল, 'আপনি আমার সুনাম বাড়িয়ে দিলেন। আমার রিসেপশন অফিসে ঢুকলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভালো বোধ করতে লাগলেন। এটা এক ধরনের রেকর্ড।'

বেপরোয়া গলায় ক্যাথেরিন বলল, 'আমি দুঃখিত। আমি একটি ভুল করে ফেলেছি। আমার সাহায্যের কোনও দরকার নেই।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল অ্যালান হ্যামিলটন। 'আমার সব রোগী যদি এরকম বোধ করে তো খুব ভালো। তবে এতদূরে যখন কষ্ট করে এসেই পড়েছেন, অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

'ধন্যবাদ। না, আমি...'

'কথা দিচ্ছি, শুধু কফি পান করব। অন্য কোনও কথা বলব না।' ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। 'ঠিক আছে। শুধু এক মিনিটের জন্য।'

অ্যালান ক্যাথেরিনকে নিয়ে তার অফিসে ঢুকল। ছিমছাম অফিস, এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন অফিস নয়, লিভিংরুম। দেয়ালে ছবি ঝুলছে। একটি কফি টেবিলে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী ও একটি বাচ্চার ছবি। *বেশ, এ লোকের সুন্দর অফিস আছে। চমৎকার একটি পরিবারও আছে। এতে কী প্রমাণ হয়?*

'বসুন, প্লীজ,' বলল ড. হ্যামিলটন। 'এখুনি কফি চলে আসবে।'

'আমি বেহুদা আপনার সময় নষ্ট করছি, ডক্টর। আমি...'

'কিছু সময় নষ্ট হচ্ছে না,' ইজি চেয়ারে বসল ডাক্তার, লক্ষ করছে ক্যাথেরিনকে। 'আপনার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে।' সহানুভূতি তার কণ্ঠে।

'আপনি এসব কী করে জানেন?' রেগে গেল ক্যাথেরিন।

'ইভলিনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সেন্ট মরিজের ঘটনাটা সে বলেছে আমাকে। আমি দুঃখিত।

আবার সেই বাজে শব্দটা। 'তাই নাকি? আপনি যদি সত্যি খুব ভালো ডাক্তার হয়ে থাকেন তাহলে কার্কের জীবন ফিরিয়ে দিন।' বুকের ভেতরে জমে থাকা সমস্ত কষ্ট আর বেদনার হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল। হিস্টিরিয়া রোগীর মত ফোঁপাতে লাগল ক্যাথেরিন। 'লিভ মী অ্যালোন।' চেঁচাচ্ছে সে। 'লিভ মী অ্যালোন।'

ওকে শুধু লক্ষ করছে ডাক্তার, কিছু বলছে না।

অবশেষে কান্না থামল ক্যাথেরিনের। ভেজা গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি এখন যাব।' সিধে হলো সে, পা বাড়াল দরজার দিকে।

'মিস আলেকজান্ডার, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব কিনা জানি না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। এটুকু কথা দিলাম–আপনি মনে আঘাত পান এমন কিছু করব না।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাথেরিন। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ঘুরল সে। চোখ ভরা জল। 'আমি জানি না আমার কী হয়েছে,' ফিসফিস করল সে। 'আমি হারিয়ে গেছি।' চেয়ার ছাড়ল অ্যালান হ্যামিলটন। হেঁটে এল ওর পাশে। 'তাহলে নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন না কেন? জানি, খুব যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে যাচ্ছেন আপনি। তবু চেষ্টা করে দেখি এ যন্ত্রণা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারি কিনা। আসুন, প্লীজ। বসুন।'

বসল ক্যাথেরিন। ইতিমধ্যে চলে এসেছে কফি। কফি পান করতে করতে স্কি দুর্ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনল অ্যালান। শেষে বলল, 'আমরা আরেকবার বসি না কেন? তখনও যদি আমাকে পছন্দ না হয়, আপনাকে আর আসতে হবে না।

'আপনাকে আমি অপছন্দ করছি না,' বলল ক্যাথেরিন।

অ্যালান হ্যামিলটন ডেস্কের ক্যালেন্ডার ওল্টাল। সবগুলো শিডিউল বুকড।

'সোমবার আসতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান। 'একটার দিকে?' বেলা একটায় সে লাঞ্চ করে। কিন্তু ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের জন্য সে সময়টা ছেড়ে দেবে। মেয়েটির ওপর কেন জানি তার অসম্ভব মায়া পড়ে গেছে। সে ওর জন্য কিছু করতে চায়।

অনেকক্ষণ অ্যালানের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন।

'ঠিক আছে।'

'বেশ। তাহলে ওইদিন দেখা হচ্ছে,' একটি কার্ড দিল সে ক্যাথেরিনকে। 'এর মধ্যে যদি আমাকে আপনার দরকার হয়ে পড়ে, এখানে আমার অফিস এবং বাড়ির নাম্বার আছে। আমার ঘুম হালকা। কাজেই নিঃসংকোচে আমাকে ঘুম থেকে তুলতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি সোমবার আসব।'

মাঝরাতে এল ফোন।

বক্তব্য শুনলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস, কণ্ঠে ফোটালেন নিখাদ বিস্ময়। 'থেলে ডুবে গেছে? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ঘটনা তা-ই ঘটেছে, মি. ডেমিরিস। কোস্ট গার্ড সামান্য কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই পায়নি।'

'কেউ বাঁচেনি?'

'না, স্যার। জাহাজের সবাইকে আমরা হারিয়েছি।'

'কীভাবে ঘটনা ঘটেছে জানে কেউ?'

'কারণটা হয়তো কোনকদিনই জানতে পারব না, স্যার। সমস্ত প্রমাণ এখন সাগর তলে।'

'সাগর,' বিড়বিড় করলেন ডেমিরিস। 'নিষ্ঠুর সাগর।'

'আমরা কি ইনস্যুরেন্সের জন্য ক্লেইম করব?'

'হুঁ। করো।' ডেমিরিস ফোন রেখে দিলেন। বহুমূল্য অ্যামাফোরাটি তিনি নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখে দেবেন।

এবারে তাঁর সম্বন্ধীকে শাস্তি দিতে হবে।

আঠারো

স্পাইরস লামব্রু অস্থিরতায় ভুগছেন। কনস্টানটিন ডেমিরিসের গ্রেফতার হওয়ার খবর শোনার অপেক্ষা করছেন। অফিসে রেডিও সারাক্ষণ চলছে। প্রতিটি খবরের কাগজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন প্রত্যাশিত খবরটি। পাননি। *পুলিশের তো এতদিনে ডেমিরিসকে গ্রেপ্তার করার কথা।*

টনি রিজ্জোলি যখন স্পাইরসকে জানাল ডেমিরিস থেলে জাহাজে চড়ে পগারপার হওয়ার মতলব করেছেন, লামব্রু সঙ্গে সঙ্গে খবরটা মার্কিন কাস্টমসকে জানিয়ে দেন, ছদ্মনামে অবশ্যই। বলেন থেলেতে হেরোইনের বিরাট একটি চালান যাচ্ছে। *ওদের এতদিনে ধরা পড়ে যাওয়ার কথা। কাগজগুলো এখনও এ খবর পায়নি?*

বেজে উঠল ইন্টারকম। 'দুই নাম্বার লাইনে মি. ডেমিরিস আছেন।'

'কেউ মি. ডেমিরিসকে চাইছে?'

'না, মি. লামব্রু। মি. ডেমিরিস নিজে আছেন লাইনে।' কথাটা শুনে গায়ের রক্ত পানি হয়ে গেল।

এ অসম্ভব!

নার্ভাস ভঙ্গিতে ফোন তুললেন লামব্রু। 'কোস্টা?'

'স্পাইরস?' খুশি খুশি গলা ডেমিরিসের। 'কেমন চলছে সবকিছু?'

'ভালো। ভালো। কোথায় তুমি?'

'এথেন্সে।'

'অ:,' ঢোক গিললেন লামব্রু। 'তোমার সঙ্গে অনেকদি দেখা হয় না।'

'ব্যস্ত ছিলাম। আজ লাঞ্চ করলে কেমন হয়? ফ্রী আছ?' লাঞ্চের জরুরী একটা দাওয়াত আছে লামব্রুর। 'আছি।'

'গুড। ক্লাবে চলে এসো। বেলা দুটোয়।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন লামব্রু। হাত কাঁপছে। ঝামেলাটা হলো কোথায়? যা-ই ঘটুক, তিনি জেনে যাবেন শীঘ্রি।

আধঘন্টা দেরীতে ক্লাবে পৌছুলেন''স্পাইরস লামব্রু। 'দুঃখিত, দেরী হয়ে গেল।'

'ইটস অল রাইট।'

স্পাইরস সাবধানে লক্ষ করছেন কনস্টানটিন ডেমিরিসকে। লোকটার চেহারায় উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা কিছুই ফুটে নেই।

'আমার খিদে পেয়েছে,' সহাস্যে বললেন স্পাইরস। 'দেখি তো আজকের মেনুতে কী আছে।' তিনি মেনুতে চোখ বুলালেন।

'আহ্, স্ট্রিডিয়া। অয়েস্টার দিয়ে শুরু করা যাক, স্পাইরস?'

'না, আমি অন্য কিছু নেব।' লামব্রুর খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। ডেমিরিস অতি খুশি হওয়ার ভান করছেন। মনে কুডাক ডাকছে লামব্রুর। অর্ডার দেয়ার পরে ডেমিরিস বললেন, 'তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, স্পাইরস।'

চোখ সরু হয়ে এল লামব্রুর, 'কেন?'

'কেন? কারণ তুমি আমার কাছে ভালো একজন কাস্টোমার পাঠিয়েছ– মি. রিজ্জোলি।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন লামব্রু। 'তো-তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?'

'ও, হ্যাঁ। বলল তার সঙ্গে নাকি ব্যবসা করলে ভবিষ্যতে অনেক লাভ করতে পারব দু'জনে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডেমিরিস। 'কিন্তু মি. রিজ্জোলির ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু নেই।'

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন স্পাইরস। 'মানে?'

কঠিন শোনাল ডেমিরিসের কণ্ঠ। 'মানে হলো মারা গেছে টনি রিজ্জোলি।'

'কীভাবে... কীভাবে মারা গেল?'

'অ্যাক্সিডেন্টে, স্পাইরস,' সম্বন্ধীর চোখে চোখ রাখলেন তিনি।

'আমাকে কেউ ডাবল ক্রসের চেষ্টা করলে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।'

'আমি... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি...'

'বুঝতে পারছ না? তুমি আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলে। ব্যর্থ হয়েছ। সফল হলেই বরং ভালো হতো।'

'তুমি... তুমি কী বলছ সত্যি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছ না, স্পাইরস?' হাসলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

'শীঘ্রি বুঝতে পারবে। তবে প্রথমে আমি তোমার বোনকে ধ্বংস করব।'

চলে এল অয়েস্টার।

'আহ্,' বললেন ডেমিরিস। 'দারুণ দেখাচ্ছে। এসো, শুরু করা যাক।'

স্পাইরস লামব্রু চলে যাওয়ার পরে গভীর তৃপ্তি অনুভব করলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। লামব্রুকে দারুণ ভড়কে দেয়া গেছে। তিনি জানেন লামব্রু বোন অন্ত প্রাণ। অবশ্যই তিনি লামব্রু এবং তার বোনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তবে তার আগে আরেকটা কাজ সারবেন তিনি। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্ল্যান বদলে ফেলেছেন স্পাইরস। এখন রাফিনায় ক্যাথেরিনকে

নিয়ে গিয়ে উপভোগ করার সময় নেই। নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের জীবনে যা ঘটেছে তার সঙ্গে একমাত্র সম্পর্কযুক্ত রয়েছে ক্যাথেরিন। ওকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখে ভুল করেছেন ডেমিরিস। ও বেঁচে থাকা মানে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হবে ডেমিরিসকে। ক্যাথেরিন মরে গেলে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়ে যাবেন তিনি।

ডেস্ক থেকে ফোন তুলে নিলেন তিনি। একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন। ও প্রান্তে জবাব পেয়ে বললেন. 'আমি সোমবার কাউলুন আসছি। ওখানে থাকবে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডেমিরিস।

দু'জনে পরিত্যক্ত একটি ভবনে সাক্ষাৎ করল।

'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্টের মত ঘটাতে হবে। পারবে কাজটা করতে?'

কথাটি তার জন্য অপমানজনক। রাগ হলো তার। এ ধরনের প্রশ্ন রাস্তা থেকে তুলে আনা অ্যামেচারকে করা যায়, তার মত প্রফেশনালকে নয়। তার ইচ্ছে করল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জবাব দেয় ও হ্যাঁ, আশা করি কাজটা করতে পারব আমি। অ্যাক্সিডেন্টটা কি বাড়ির ভেতরে ঘটাতে চান? তাহলে তাকে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে ঘাড় মটকানোর ব্যবস্থা করা যায়। মার্সেইতে একজন নর্তকীকে সে এভাবে হত্যা করেছে। অথবা তার ভিক্টিম অতিরিক্ত মদপান করে বাথটাবে ডুবে মারা যেতে পারে। গস্তাদ-এ এক কোটিপতি নারীর অমন মৃত্যু ঘটেছিল। তাকে ওভার ডোজ হেরোইন দিলেও চলে। সে তিন রকম উপায়ে হেরোইন দিতে পারবে। অথবা মেয়েটি বিছানায় শুয়ে লাইটার জ্বালাতে গিয়ে পুড়ে মরেছে, এমন দুর্ঘটনাও ঘটানো যায়। প্যারিসের লেফট ব্যাংক-এর লা হোটেল-এর গোয়েন্দার জীবনাবসান হয়েছিল এভাবেই। নাকি আপনি মেয়েটিকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে চান? আমি ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, প্লেনক্রাশ কিংবা সাগরে সলিল সমাধির ব্যবস্থাও করতে পারি।

কিন্তু সে এসবের কিছুই বলল না। কারণ সত্যি কথা এটাই সামনে বসা মানুষটিকে ভয় লাগছে তার। এ লোক সম্পর্কে গা হিম করা অনেক গল্প শুনেছে সে। সে সব গল্প বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

সে শুধু বলল, 'জ্বী, স্যার। আমি অ্যাক্সিডেন্টের ব্যবস্থা করতে পারব। কেউ জানতে পারবে না।'

ওরা কাউলুনের দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি ভবনের দোতলায় বসেছে। দেয়াল ঘেরা এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা একদল চীনা। ব্রিটিশ বর্বরদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে ১৮৪০ সালে তারা এ শহর প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহরের দেয়াল বা প্রাচীর প্রায় ধ্বংস করে দেয়া হয়। তবে এখানে আরেকটি দেয়াল আছে যে কারণে বহিরাগতরা এ এলাকার ছায়াও মাড়ায় না রয়েছে গলা কাটার দল, নেশাখোর এবং ধর্ষণকারী। তারা সরু, অন্ধকার গলিপথে

ভূতের মত ঘুরে বেড়ায়। ট্যুরিস্টদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয় এদের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকার জন্য। এমনকী পুলিশও তুং তাউ সুয়েন স্ট্রীটের ভেতরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করে না। বাইরে থেকে খিস্তি খেউড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। দেয়াল ঘেরা এ নগরীর বাসিন্দাদের মুখের বুলিই এটা।

সামনে বসা মানুষটি ঠাণ্ডা, কালো চোখে দেখছেন তাকে। অবশেষে কথা বললেন, 'ঠিক আছে। কীভাবে কী করবে সে ভার তোমার ওপরেই রইল।'

'জ্বী, স্যার। টার্গেট কি কাউলুনে আছে?'

'লন্ডন। তার নাম ক্যাথেরিন। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।' সে আমার লন্ডন অফিসে কাজ করে।

'ভদ্র মহিলার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে ভালো হতো।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডেমিরিস, 'আমি আগামী হপ্তায় লন্ডনে এক্সিকিউটিভদের ডেলিগেশন পাঠাচ্ছি। তুমি ওই পার্টিতে থাকবে।' সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি। 'একটা কথা।'

'জ্বী, স্যার?'

'আমি চাই না ওর লাশ কেউ খুঁজে পাক।'

উনিশ

ফোন করেছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'গুড মর্নিং, ক্যাথেরিন। কেমন আছ?'

'ভালো, ধন্যবাদ, কোস্টা।'

'শরীর ঠিক আছে তো?'

'জ্বী।'

'বেশ। শুনে খুশি হলাম। আমি লন্ডনে আমাদের কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তাদের একটি ডেলিগেশন পাঠাব। ওরা ওখানকার কাজ পর্যবেক্ষণ করবে। তুমি যদি নিজে ওদের দেখভাল করো, খুব খুশি হবো।'

'অবশ্যই করব। কবে আসছেন ওঁরা?'

'কাল সকালে।'

'আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সব করব।'

'আমি জানি তোমার ওপর ভরসা করা যায়। ধন্যবাদ, ক্যাথেরিন।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

বিদায়, ক্যাথেরিন।

কেটে গেল লাইন।

যাক, ঝামেলা শেষ! নিজের চেয়ারে বসে ভাবছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার দূর হয়ে গেলে তার জন্য উদ্বেগের আর কিছু থাকবে না। এরপর তিনি স্ত্রী এবং তার ভাই'র প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন।

'আজ কয়েকজন গেস্ট আসবে। অফিসের ক'জন এক্সিকিউটিভ। আমি চাই তুমি হোস্টেসের দায়িত্ব পালন করবে।'

স্বামীর জন্য হোস্টেসের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি বহু আগে। আবার সে সুযোগ এসেছে। উল্লসিত এবং উত্তেজিত বোধ করলেন মেলিনা। *এবার আশা করি সব কিছু বদলে যাবে।*

কিন্তু সে রাতের ডিনার কিছুই বদলাতে পারল না। তিনজন লোক এল, খেল, এবং চলে গেল।

অতিথিদের সঙ্গে নিতান্তই দায়সারাভাবে স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। মজার মজার গল্প বলে একাই আসর জমিয়ে রাখলেন। মেলিনা কথা বলার কোনও সুযোগই পেলেন না। যতবারই মুখ খুলতে গেছেন, বাধা দিয়েছেন কোস্টা, শেষে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন মেলিনা।

তাহলে ও আমাকে এখানে থাকতে বলল কেন? অবাক হলেন মেলিনা।

ডিনার শেষে অতিথিরা যখন বিদায় নিচ্ছেন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ডেমিরিস বললেন. 'কাল খুব ভোরে আপনারা লন্ডন যাচ্ছেন। আশা করি আপনাদের অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করবেন।'

চলে গেল তারা।

পরদিন সকালে লন্ডনে পৌঁছুল ডেলিগেশন দল। মোট তিনজন, একেকজন একেক দেশের।

আমেরিকান, জেরী হেলি, লম্বা, পেশীবহুল শরীর, হাসিখুশি চেহারা, স্লেটরঙা চোখ। তার মত বিরাট হাত জীবনেও দেখেনি ক্যাথেরিন। যেন হাত জোড়ার আলাদা জীবন আছে, সারাক্ষণ মোচড় খাচ্ছে, কিছু করতে চাইছে।

ফরাসী ইভস রেনার্দ, বেঁটে, গাট্টাগোট্টা। শীতল চোখের অর্ন্তভেদী দৃষ্টি যেন ক্যাথেরিনের কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। লোকটা কথা প্রায় বলেই না। সারাক্ষণ কী যেন চিন্তা করছে। কীসের চিন্তা করছে সে? ভাবে ক্যাথেরিন।

ডেলিগেশন দলের তৃতীয় সদস্য দিনো মাত্তুসি, জাতিতে ইতালীয়, বন্ধুবৎসল, প্রাণোচ্ছল। প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে যেন ফুটে বেরুচ্ছে উচ্ছ্বাস।

'মি. ডেমিরিস আপনার অনেক প্রশংসা করেছেন।'

'উনি বাড়িয়ে বলেছেন।'

'বললেন লন্ডনে আপনিই আমাদের দেখভাল করবেন। আপনার জন্য ক্ষুদ্র একটি উপহার নিয়ে এসেছি আমি।' হারমিসের ছাপ মারা একটি প্যাকেট দিল সে ক্যাথেরিনকে। ভেতরে চমৎকার একটি সিল্ক স্কার্ফ।

'ধন্যবাদ,' বলল ক্যাথেরিন। 'খুব সুন্দর হয়েছে উপহারটি।' অন্যদের দিকে তাকাল সে। 'চলুন, আপনাদেরকে অফিস দেখিয়ে দিই।'

পেছনে বিকট একটি শব্দ হলো। সবাই ঘুরে তাকাল। একটি অল্পবয়েসী ছেলে মুখ শুকনো করে তাকিয়ে আছে হাত থেকে পড়ে যাওয়া একটি প্যাকেজের দিকে। মাথায় তিনটে সুটকেস। বড় জোর বছর পনের হবে বয়স। তবে বয়সের তুলনায় লম্বায় বাড়েনি তার শরীর। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ। মুখখানা খুবই অসহায়।

'ফর ক্রাইস্টস শেক,' ঝাঁঝিয়ে উঠল রেনার্দ। 'আরেকটু সাবধান হতে পার না?'

'আমি দুঃখিত,' নার্ভাস গলায় বলল ছেলেটি। 'মাফ করবেন, সুটকেসগুলো কোথায় রাখব?'

অধৈর্য গলায় রেনার্দ বলল, 'যেখানে খুশি রেখে দাও। পরে বুঝে নেব।'

কৌতূহল নিয়ে ছেলেটিকে দেখছিল ক্যাথেরিন। ইভলিন জানাল, 'ছেলেটা এথেন্সে অফিস বয়ের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। আমাদের এখানে একজন অফিস বয় দরকার।'

'কী নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'আতানাস স্তাভিচ, ম্যাম,' চোখে প্রায় জল এসে গেছে ছেলেটির।

'ঠিক আছে, আতানাস। ওদিকে একটা ঘর আছে। ওখানে সুটকেস রেখে দাও। আমি খেয়াল রাখব।'

কৃতজ্ঞ গলায় বলল ছেলেটি, 'ধন্যবাদ, ম্যাম।'

ক্যাথেরিন এক্সিকিউটিভদের দিকে ফিরল। 'মি. ডেমিরিস জানিয়েছেন এখানকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে আপনারা এসেছেন। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে সাহায্য করব। কিছু প্রয়োজন হলে বলবেন। আমি জোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করব। জেন্টলমেন. চলুন, আপনাদের সঙ্গে ভিমসহ অন্য স্টাফদের পরিচয় করিয়ে দিই।' করিডর ধরে হাঁটতে লাগল ক্যাথেরিন। মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়াল স্টাফদের সঙ্গে নির্বাহীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। ওরা ভিমের ঘরের সামনে চলে এল।

'ভিম, মি. ডেমিরিস এই ডেলিগেশন টিমটি পাঠিয়েছেন। ইনি ইভস রেনার্দ, ইনি দিনো মাত্তুসি আর উনি জেরী হেলি। ওনারা সবাই মাত্র গ্রীস থেকে পৌঁছেছেন।'

ভিম ওদের দিকে তাকাল। 'গ্রীসের লোকসংখ্যা সাত মিলিয়ন, ছয়শো ত্রিশ হাজার।' নির্বাহীরা বোকার মত পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

হাসল ক্যাথেরিন। প্রথম সাক্ষাৎকারে ভিম যে ধরনের আচরণ করেছিল তার সঙ্গে, ঠিক একই আচরণ করছে এদের সঙ্গেও।

'আপনাদের অফিস রেডি করে রেখেছি,' ওদেরকে বলল ক্যাথেরিন।

'চলুন।'

করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। জেরি হেলি জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোকটা কে? কে যেন বলল লোকটা অফিসের হোমড়া চোমড়া কেউ।'

'ভিম কোম্পানির সমস্ত বিভাগের অর্থনৈতিক লাভ লোকসানের খবর রাখে।' বলল ক্যাথেরিন।

'আমি ওকে আমার বেড়ালের খবর রাখতেও দেব না,' নাক সিঁটকাল হেলি।

'ওর সঙ্গে যখন একটু ঘনিষ্ঠ হবেন...'

'ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই,' বিড়বিড় করল ফরাসী।

'আপনাদের জন্য হোটেল ঠিক করেছি,' দলটিকে বলল ক্যাথেরিন।

'সবার জন্য আলাদা হোটেল।'

'ভালো,' বলল মাত্তুসি।

ক্যাথেরিন একটা মন্তব্য করতে গিয়েও করল না। ওরা কেন আলাদা আলাদা হোটেলে ওঠার কথা বলেছে তা নিতান্তই ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

সে ক্যাথেরিনকে দেখছে এবং ভাবছে।

আমি যা ভেবেছিলাম সে তারচেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। এতে কাজটা করতে আরও মজা লাগবে। ও যন্ত্রণা সয়েছে। আমি ওকে এমন যন্ত্রণা দেব, যন্ত্রণা কত আনন্দের হতে পারে তা সে উপলব্ধি করবে। আমরা ব্যাপারটা একসঙ্গে উপভোগ করব। যখন ওকে যন্ত্রণা দেয়া শেষ হবে তখন ওকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেব যেখানে ব্যথা-বেদনা বলে কিছু নেই। আমি ব্যাপারটি খুবই উপভোগ করব।

ক্যাথেরিন ডেলিগেটদের তাদের সুসজ্জিত অফিসে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এল নিজের ডেস্কে। শুনল ফরাসী লোকটা বাচ্চা ছেলেটাকে বকাঝকা করছে।

'এটা আমার ব্রিফকেস নয়, গর্দভ। আমারটা বাদামী রঙের, বাদামী! ইংরেজি বোঝো?'

'জ্বী, স্যার, দুঃখিত, স্যার।' আতঙ্কিত ছেলেটি।

ছেলেটার জন্য কিছু একটা করা দরকার, ভাবল ক্যাথেরিন।

ইভলিন কে বলল, 'ডেলিগেটদের সামলাতে আমার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে, বোলো।'

'বলব, ইভলিন।'

কিছুক্ষণ পরে আতানাস স্তাভিচ ক্যাথেরিনের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডাক দিল ও। 'একটু শুনে যাও তো।'

ভীত চেহারা নিয়ে ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল ছেলেটি। 'আসছি, ম্যাম।' এমন জড়োসরো ভঙ্গি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল যেন ক্যাথেরিন তাকে পেটাবে, সে ভয়ে অস্থির।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

'জ্বী, ম্যাম।'

'বসো, আতানাস। তোমার নাম আতানাসই তো, নাকি?'

'জ্বী, ম্যাম।'

ওকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করছে ক্যাথেরিন, পারছে না।

'আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।'

'জ্বী, ম্যাম।'

ক্যাথেরিন লক্ষ করছে ছেলেটিকে। ভাবছে এমন কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে ছেলেটির জীবনে যে সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। ওর অতীত জানা দরকার।

'আতানাস, এখানে কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমাকে বলবে। ঠিক আছে?'

ঢোক গিলল ছেলেটি। 'জ্বী, ম্যাম।'

ছেলেটি আদৌ ওর কাছে নালিশ জানাতে আসবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো ক্যাথেরিনের। কেউ ওর মানসিক শক্তি কেড়ে নিয়েছে।

'আমরা আবার পরে কথা বলব,' বলল ক্যাথেরিন।

তিন নির্বাহী কর্মকর্তা কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তারা সুপরিচিত। তবে ক্যাথেরিনকে সবচেয়ে অবাক করেছে ইতালীয় দিনো মাত্তুসি। সে ক্যাথেরিনকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলছে। লন্ডন অফিসের কাজের চেয়ে ক্যাথেরিনের ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ বেশী।

'আপনি কি বিবাহিতা?' জানতে চাইল দিনো।

'না।'

'আগে কখনও বিয়ে হয়েছিল?'

'হুঁ।'

'ডিভোর্সড?'

আলোচনার সমাপ্তি ঘটাতে চাইল ক্যাথেরিন। 'আমি বিধবা।'

দাঁত বের করে হাসল দিনো। 'আপনার নিশ্চয় কোনও বন্ধু আছে? আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।'

'বুঝতে পারছি,' আড়ষ্ট গলায় বলল ক্যাথেরিন। *আমার বন্ধু আছে কী নেই তা দিয়ে তোমার দরকার কী?* 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'সি, সি। আমার বউ এবং চারটে বাচ্চা আছে। আমি যখন বাড়ির বাইরে থাকি, ওরা আমাকে সাংঘাতিক মিস করে।'

'আপনাকে প্রচুর বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়, মি. মাত্তুসি?'

ব্যথাতুর দেখাল ইতালীয়র চেহারা, 'দিনো, দিনো। মি. মাত্তুসি আমার বাবা। হ্যাঁ, প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়,' সে ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে হাসল, গলার স্বর নামাল। 'তবে মাঝে মাঝে একা ভ্রমণে আলাদা মজা পাওয়া যায়। কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।'

দিনোর হাসি ফিরিয়ে দিল ক্যাথেরিন। 'না।'

ওই দিন দুপুর সোয়া বারোটায় ক্যাথেরিন ড. হ্যামিলটনের অফিসে গেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে। রিসেপশনিস্ট লাঞ্চে গেছে। ডাক্তারের অফিসের দরজা খোলা। অ্যালান হ্যামিলটন অপেক্ষা করছিল ক্যাথেরিনের জন্য।

'আসুন,' সম্ভাষণ জানাল সে।

ভেতরে ঢুকল ক্যাথেরিন। একটি চেয়ার দেখিয়ে ওকে বসার ইংগিত করল ডাক্তার।

'তো, হপ্তাটি নিশ্চয় ভালো কেটেছে?'

ভালো কেটেছে! একেবারেই না। কার্ক রেনল্ডসের মৃত্যুর স্মৃতি মাথা থেকে কিছুতেই সরাতে পারছে না ক্যাথেরিন। 'আমি–আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

'ব্যস্ত থাকাই তো ভালো। আপনি কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে কদ্দিন ধরে কাজ করছেন?'

'চার মাস।'

'কাজটা ভালো লাগছে?'

'কাজের সময় অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসে না। মি. ডেমিরিসের কাছে আমার অনেক ঋণ। আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না উনি আমার জন্য কী করেছেন।'

হ্যামিলটন বলল, 'আপনি যা বলতে এসেছেন এখন কি তা বলবেন?'

বিরতি। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল ক্যাথেরিন। 'আমার স্বামী মি. ডেমিরিসের সঙ্গে কাজ করত। তাঁর পাইলট ছিল। আমি... বোট অ্যাক্সিডেন্টে আমি স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলি। স্মৃতি ফিরে পাবার পরে মি. ডেমিরিস আমার জন্য এ কাজটির ব্যবস্থা করে দেন।'

অ্যালান হ্যামিলটন লক্ষ করছে ক্যাথেরিনকে। 'আপনি কি ডিভোর্সড?'

'আমার... আমার স্বামী মারা গেছে।'

'মিস অ্যালেকজান্ডার,' ইতস্তত করল ডাক্তার। 'আপনাকে ক্যাথেরিন বলে ডাকলে কি মাইন্ড করবেন?'

'না।'

'আমি অ্যালান। ক্যাথেরিন, আপনি কীসের ভয় পাচ্ছেন?'

শরীর শক্ত হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। 'আপনাকে কে বলল আমি ভয় পাচ্ছি?'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন না?'

'না।' এবারে নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী হলো।

কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না ক্যাথেরিন, বাস্তবতা তুলে ধরতে ডর লাগছে। 'আমার আশপাশের লোকজন... মরে যায়।'

অবাক হলেও চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না অ্যালান। 'এবং আপনার ধারণা তাদের মৃত্যুর কারণ আপনি?'

'হ্যাঁ, না। আমি জানি না। আমি... কনফিউজড।'

'অন্য কারও দুর্ঘটনার জন্য আমরা প্রায়ই নিজেদেরকে দায়ী করি। স্বামী স্ত্রীকে ডিভোর্স দিলে সন্তান ভাবে এ জন্য তারা দায়ী। একজন কাউকে অভিশাপ দিল আর ওই লোকটি মরে গেল, অপরজন এ মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী ভাবে। এরকম ভাবনা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আপনি...'

'আমার ব্যাপারটি ভিন্ন।'

'তাই নাকি?'

স্রোতের বেগে মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দগুলো। 'আমার স্বামীকে মেরে ফেলা হয়েছে... তার মিস্ট্রেসকেও। যে দু'জন আইনজীবী ওদের পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁরাও মারা গেছেন। আর এখন...' ক্যাথেরিনের গলা ধরে এল... 'কার্ক।'

'এবং আপনি ভাবছেন এসব মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী? আপনি কেন এতবড় বোঝা নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

'আমি... আমার মনে হয় কারও অভিশাপ আছে আমার ওপরে। কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভয় পাই আমি। আবার যদি কিছু ঘটে আমি সহ্য করতে পারব না...'

'ক্যাথেরিন, আপনি জানেন কার জীবনের সমস্ত দায়দায়িত্ব আপনার? আপনার নিজের জীবনের। অন্য কারও নয়। কারও জন্ম বা মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আপনার নেই। আপনি নিষ্পাপ। ওই মৃত্যুগুলোর সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি নিশ্চয় আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।'

আপনি নিষ্পাপ। ওই মৃত্যুগুলোর সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। কথাগুলো ক্যাথেরিনের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে। ওই মানুষগুলো যে যার কৃতকর্মের কারণে মরেছে, ক্যাথেরিনের জন্য নয়। আর কার্কের মৃত্যু ছিল নিছক দুর্ঘটনা। তাই নয় কী?

নিশব্দে ক্যাথেরিনকে লক্ষ করছে অ্যালান। ক্যাথেরিন মুখ তুলে চাইল। ভাবল *এই মানুষটি খুব ভালো।* আরেকটা কথা মনে এল: *এর সঙ্গে আরও আগে কেন পরিচয় হলো না আমার।* কফি টেবিলে রাখা অ্যালানের স্ত্রী এবং সন্তানের ছবির দিকে চট করে চলে গেল দৃষ্টি।

'ধন্যবাদ,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি... আমি আপনার কথাগুলো বিশ্বাস করার চেষ্টা করব।'

হাসল হ্যামিলটন। 'আপনি আবার আসছেন তো?'

'মানে?'

'এটা একটা ট্রায়াল রান। পুরোপুরি সুস্থ হতে চাইলে আবার আসতে হবে।'

এবার আর জবাব দিতে ইতস্তত করল না ক্যাথেরিন। 'আসব, অ্যালান।'

কুড়ি

তুমি আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছ। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছ। সফল হলেই বরং ভালো করতে। আমি তোমার বোনকে ধ্বংস করে দেব।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের কথাগুলো এখনও স্পাইরস লামব্রুর কানে বাজছে। তাঁর কোনই সন্দেহ নেই ডেমিরিস এ হুমকির বাস্তবায়ন ঘটাবেন। কিন্তু রিজ্জোলির হলোটা কী? অত্যন্ত ভেবে চিন্তেই তো পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে যা ঘটেছে তা নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময় নেই। এখন জরুরী হলো তার বোনকে সতর্ক করে দেয়া।

লামব্রু'র সেক্রেটারি ঘরে ঢুকল। 'দশটায় আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ওরা অপেক্ষা করছে। আমি কী...?'

'না, আমার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দাও। আজ সকালে আমি আর ফিরছি না।'

একটা ফোন করলেন তিনি। পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে গেলেন গাড়ি নিয়ে। মেলিনার কাছে।

মেলিনা ভিলার বাগানে অপেক্ষা করছিলেন বড় ভাইয়ের জন্য।

'ভাইয়া, ফোনে তোমাকে খুব আপসেট মনে হলো। কী হয়েছে?'

'বলছি,' দ্রাক্ষালতার সামিয়ানায় ঘেরা একটি বেঞ্চিতে বোনকে নিয়ে বসলেন তিনি। মেলিনার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এক দৃষ্টিতে। *কী সুন্দর আমার বোন। ও কোনওদিন কাউকে কষ্ট দেয়নি। বরং যে-ই ওর সংস্পর্শে এসেছে, তাকে সুখি করার চেষ্টা করেছে। এত কষ্ট আর যন্ত্রণা ওর প্রাপ্য নয়।*

'কী হয়েছে বলবে?'

গভীর দম নিলেন লামব্রু। 'শুনলে খুব কষ্ট পাবে, ডার্লিং।'

'তোমার কথা শুনে শংকিত বোধ করছি।'

'তোমার জীবন বিপদাপন্ন।'

'কী? কে আমার জন্য বিপদ ডেকে আনবে?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন লামব্রু। 'কোস্টা তোমাকে খুন করতে চাইছে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল মেলিনার। 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, সত্যি কথাই বলছি, মেলিনা।'

'ডার্লিং, কোস্টা অনেক খারাপ কাজ করে। কিন্তু সে খুনী নয়।'

'তুমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানো না। সে খুনী। মানুষ খুন করেছে।'

বিবর্ণ হয়ে গেল মেলিনার চেহারা। 'কী বলছ তুমি?'

'সে নিজের হাতে খুন করে না। তবে ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে কাজটা করায়।'

'তোমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'ক্যাথেরিন ডগলাসের কথা মনে আছে?'

'যে মহিলা খুন হয়ে গিয়েছিল...'

'সে খুন হয়নি। বেঁচে আছে।'

মাথা নাড়লেন মেলিনা। 'এ হতে পারে না। ওই মহিলাকে খুনের দায়ে দু'জনকে মরতে হয়েছে।'

বোনের হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন লামব্রু। 'মেলিনা, ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েল পেজ খুন করেনি ক্যাথেরিনকে। বিচারের পুরোটা সময় ডেমিরিস তাকে লুকিয়ে রেখেছিল।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মেলিনা, মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে, বাড়িতে এক ঝলক দেখা সেই মহিলাকে মনে পড়ে গেল। ডেমিরিস বলেছিলেন মেয়েটি তার এক ব্যবসায়ী সহকর্মীর বান্ধবী, লন্ডন অফিসে কাজ করে। মেলিনা মাত্র এক নজর দেখেছিলেন তাকে। দেখে চেনা চেনা লাগছিল। ল্যারি ডগলাসের বউর মত মনে হয়েছিল।

মুখে রা ফিরে পেলেন মেলিনা। 'আমি ওকে আমাদের বাড়িতে দেখেছিলাম, ভাইয়া। কোস্টা ওর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে আমাকে।'

'লোকটা উন্মাদ। তুমি এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকবে না। আমার সঙ্গে চলো।'

ভাইয়ের দিকে তাকালেন বোন। 'না, আমি কোথাও যাব না। এটা আমার বাড়ি।'

'মেলিনা, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।'

কঠিন শোনাল মেলিনার কণ্ঠ। 'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমার কিছুই হবে না। কোস্টা বোকা নয়। সে জানে আমার কোনও ক্ষতি করলে তার জন্য তাকে পস্তাতে হবে।'

'ও তোমার স্বামী। কিন্তু ওকে তুমি চেনো না। তোমাকে নিয়ে ভয় লাগছে আমার।'

'আমি ওকে সামাল দিতে পারব, স্পাইরস।'

স্পাইরস বুঝতে পারছেন তাঁর জিদ্দি বোন যখন একবার না বলেছেন, কোনওভাবেই তাঁকে আর 'হ্যাঁ' করানো যাবে না। 'ঠিক আছে। যেতে না চাইলে যাবে না। তবে কথা দাও ওর সঙ্গে কখনও একা থাকবে না?'

স্পাইরসের গালে আদর করে দিলেন মেলিনা। 'কথা দিলাম, ভাইয়া।'

কথা রাখার কোনও ইচ্ছেই ছিল না মেলিনার।

সেদিন সন্ধ্যায় কনস্টানটিন ডেমিরিস বাড়ি ফেরার পরে মেলিনা সরাসরি বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ঘড়ি দেখলেন ডেমিরিস। 'আমার হাতে সময় নেই। একটা কাজ আছে।'

'তাই নাকি? কাউকে খুন করার পরিকল্পনা করতে যাচ্ছ বুঝি?' স্ত্রীর দিকে ঝট করে ঘুরলেন ডেমিরিস। 'তোমার মতলবটা কী?'

'ভাইয়া আজ সকালে বাড়িতে এসেছিল।'

'তোমার ভাইয়া যেন আমার বাড়ির ধারে কাছেও আর না ঘেঁষে বলে দিলাম।'

'এ বাড়িতে আমারও হক আছে,' ক্রুদ্ধ গলায় বললেন মেলিনা। 'ভাইয়ার সঙ্গে অনেক কথা হলো।'

'আচ্ছা? তা কী নিয়ে প্যাঁচাল পাড়লে শুনি?'

'ক্যাথেরিন ডগলাস, নোয়েল পেজ এবং তোমাকে নিয়ে।'

স্ত্রীর দিকে এখন পূর্ণ মনোযোগ ডেমিরিসের। 'ওটা প্রাচীন ইতিহাস।'

'তাই কী? ভাইয়া বলেছে তোমার কারণে দু'জন নিরপরাধ মানুষকে মরতে হয়েছে।'

'তোমার ভাইয়া একটা বোকা।'

'আমি মেয়েটিকে দেখেছি, এ বাড়িতে।'

'তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি তাকে কোনওদিন দেখতে পাবে না। তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

হঠাৎ সেই তিনজন লোকের কথা মনে পড়ে গেল মেলিনার। ওরা ডিনারের দাওয়াতে এসেছিল। *কাল সকালে আপনারা লন্ডন চলে যাবেন। আশা করি আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন।* মেলিনার কাছ ঘেঁষে এলেন ডেমিরিস। মৃদু গলায় বললেন, 'তুমি জানো, তুমি এবং তোমার ভাইকে নিয়ে আমি মহা বিরক্ত।' মেলিনার একটা হাত ধরে জোরে মুচড়ে দিলেন। 'স্পাইরস আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। ওর আসলে আমাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল।' আরও জোরে মোচড় দিলেন হাতে।

'থামো। লাগছে তো!'

'প্রিয় সহধর্মিণী, ব্যথা কী জিনিস এখনও জানো না তুমি। তবে টের পাবে।' হাত ছেড়ে দিলেন ডেমিরিস। 'আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব। আমি সত্যিকারের একজন নারী চাই। তবে তোমাকে আমি ছাড়ছি না। তোমার এবং তোমার প্রিয় ভাইয়াকে নিয়ে আমার কিছু প্ল্যান আছে। যাকগে, ভ্যাজর ভ্যাজর অনেক হয়েছে।

আমি গেলাম। একজন ভদ্রমহিলা আমার জন্য বসে আছে। তাকে অপেক্ষায় রাখা ঠিক হচ্ছে না।

ঘুরলেন ডেমিরিস, ঢুকলেন নিজের ড্রেসিংরুমে। মেলিনা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড। *ভাইয়া ঠিকই বলেছে। এ লোক উন্মাদ।*

নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছে মেলিনার। তবে নিজের জীবন নিয়ে ভীত নন তিনি। *আমার বেঁচে থেকে কী লাভ?* তিক্ত মন নিয়ে ভাবলেন মেলিনা। তাঁর স্বামী তাঁকে পদে পদে অপমান করছেন, তাঁকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন। লোকের সামনে তাঁকে অপমান করার সমস্ত স্মৃতি মনে পড়ে গেল মেলিনার। তিনি জানেন বন্ধুদের কাছে তিনি হাসি ও করুণার পাত্রী। না, নিজেকে নিয়ে একটুও ভাবিত নন মেলিনা। *আমি মরার জন্য প্রস্তুত। তবে ভাইয়ার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না।* কিন্তু ডেমিরিসের মত দানবকে তিনি থামাবেন কী করে? স্পাইরস ক্ষমতাবান তবে তার স্বামীর প্রভাব অনেক বেশী। কিন্তু ডেমিরিসকে তাঁর থামাতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?...

একুশ

এথেন্স থেকে আসা এক্সিকিউটিভের দল ব্যস্ত রাখছে ক্যাথেরিনকে। তাকে অন্য কোম্পানির নির্বাহীদের সঙ্গে এদের মীটিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে হয়। লন্ডনও ঘুরিয়ে দেখাতে হয়। লন্ডন অফিসের কাজের ফিরিস্তিও বুঝিয়ে দেয় ক্যাথেরিন। এক্সিকিউটিভরা ক্যাথেরিনের দক্ষতায় মুগ্ধ। ক্যাথেরিন ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভালো বোঝে। তিন নির্বাহীই ক্যাথেরিনের কাজে সন্তুষ্ট।

প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে একটা দিকে ভালোই হয়েছে ক্যাথেরিনের– নিজের সমস্যাগুলো ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে একটু একটু করে তিন নির্বাহীকে জানছে।

জেরী হেলি তাদের পরিবারের কুলাঙ্গার। তার বাবা ধনী তেল ব্যবসায়ী। ঠাকুর্দা বিচারপতি। একুশ বছর বয়সে জেল খাটতে হয়েছে জেরীকে গাড়ি চুরি, বাড়িতে ডাকাতি এবং ধর্ষণের অপরাধে। তার পরিবার তাকে অবশেষে ইউরোপে পাঠিয়ে দেয় তার মুখদর্শন করতে চায় না বলে।

'তবে এখন আমি নিজেকে একদম বদলে ফেলেছি,' ক্যাথেরিনকে বলেছে জেরি। 'গাছের নতুন গজানো পাতার মত আমি এখন।'

ইভস রেনার্দ সম্পর্কে ক্যাথেরিন শুনেছে তার বাবা মা রেনার্দকে অভাবের কারণে দূর সম্পর্কের আত্মীয়র কাছে পাঠিয়ে দেয়। আত্মীয় ভয়ানক অত্যাচার করত রেনার্দকে। 'ভিচির কাছে ওদের একটা খামার বাড়ি ছিল। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুকুরের মত খাটতাম আমি। পনের বছর বয়সে আমি ওখান থেকে পালিয়ে যাই। চলে আসি প্যারিসে।'

হাসিখুশি ইতালীয় দিনো মাত্তুসির বাড়ি সিসিলিতে, মধ্যবিত্ত পরিবারে। 'ষোল বছর বয়সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড় এক মহিলাকে নিয়ে কেটে পড়ে বিরাট কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেলি আমি। ওহ্, সে একটি জিনিস ছিল বটে।'

'তারপর কী হলো?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দিনো। 'ওরা আমাকে ফিরিয়ে আনে বাড়িতে। পাঠিয়ে দেয় রোমে মহিলার স্বামীর ক্রোধ থেকে বাঁচাতে।'

হাসল ক্যাথেরিন। 'আচ্ছা, তা মি. ডেমিরিসের কোম্পানিতে যোগ দিলেন কবে?'

'পরে। এর আগে নানান হাবিজাবি কাজ করেছি আমি। অড জবস আর কী। বেঁচে থাকার জন্য।'

সে ক্যাথেরিনকে লক্ষ করছে। তার সঙ্গে কথা বলছে। তার কণ্ঠ শুনছে, গন্ধ নিচ্ছে পারফিউমের। সে ক্যাথেরিন সম্পর্কে সব কিছু জানতে চায়। ক্যাথেরিনের হাঁটার ভঙ্গিটি তার খুব ভালো লাগে। ভাবে এ মেয়ের পোশাকের নিচে শরীরখানা না জানি কত টসটসে। তবে সে ওই শরীরটাকে দেখার সুযোগ পাবে। শীঘ্রি। খুবই শীঘ্রি। তার আর তর সইছে না।

জেরি হেলি ক্যাথেরিনের অফিসে ঢুকল। 'থিয়েটার তোমার ভালো লাগে, ক্যাথেরিন?'

'কেন, হ্যাঁ, আমি...'

'নতুন একটি মিউজিকাল শো শুরু হয়েছে। ফিনিয়ানস রেইন বো। আজ রাতে দেখতে যাব।'

'আমি আপনার জন্য টিকেটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'একা যেতে ভালো লাগবে না। তুমি ফ্রী আছ?'

ইতস্তত করল ক্যাথেরিন, 'হ্যাঁ,' সে লোকটার প্রকাণ্ড হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

'দারুণ। আমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেল থেকে তুলে নিয়ো।' এটা একটা হুকুম। বেরিয়ে গেল জেরি।

হোটেল স্যাভয়ে জেরি হেলি অপেক্ষা করছিল ক্যাথেরিনের জন্য। কোম্পানির লিমুজিনে চড়ে ওরা থিয়েটার দেখতে গেল।

'লন্ডন দারুণ শহর,' বলল জেরি হেলি। 'এখানে এলে খুব ভালো লাগে আমার। কদ্দিন ধরে এখানে আছ তুমি?'

'কয়েক মাস।'

'সরাসরি স্টেটস থেকে এসেছ?'

'জ্বী। শিকাগো।'

'ওটাও চমৎকার শহর। ওখানেও আমার ভালো সময় কেটেছে।'

মেয়েদের ধর্ষণ করে?

শোটা চমৎকার ছিল। তবে উপভোগ করতে পারল না ক্যাথেরিন। কারণ জেরী হেলি সারাক্ষণই তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে চেয়ার কিংবা নিজের হাঁটুতে তবলা বাজাচ্ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে স্থির থাকতে দেখল না ক্যাথেরিন।

নাটক শেষে জেরি ক্যাথেরিনকে বলল, 'আজকের রাতটা খুব সুন্দর। চলো হাইড পার্কে একটু হেঁটে আসি।'

'আমাকে কাল খুব ভোরে অফিসে যেতে হবে,' বলল ক্যাথেরিন।

'অন্য আরেকদিন যাব।'

হেলি তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিনের দিকে। রহস্যময় হাসি ঠোঁটে। 'ঠিক আছে। আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে।'

ইভস রেনার্দের আগ্রহ জাদুঘরের প্রতি। ক্যাথেরিনকে সে বলল, 'এতে কোনও দ্বিমত নেই যে বিশ্বের সেরা জাদুঘরটি রয়েছে আমাদের প্যারিসে। লুভরে গেছেন কখনও?'

'না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'আমি কখনও প্যারিসে যাইনি।'

'ভুল করেছেন। আপনার যাওয়া উচিত। চলুন লন্ডনের জাদুঘর ঘুরিয়ে দেখাবেন। শনিবার চলুন।'

শনিবার অফিসের কিছু জরুরী কাজ সারতে হবে ক্যাথেরিনকে। কিন্তু ডেমিরিস ওকে হুকুম দিয়েছেন ডেলিগেটদের যত্ন আত্তিতে যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'শনিবার যাওয়া যাবে।'

ফরাসী লোকটার সঙ্গে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না ক্যাথেরিনের। কেমন অদ্ভুত একটা মানুষ। এমন ভাব করে যেন এখনও তার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

শনিবার ওরা প্রথমে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখল জাদুঘর। কিন্তু একঘণ্টা ঘুরে দেখার পরে ক্যাথেরিন আবিষ্কার করল ইভস রেনার্দের জাদুঘরের প্রতি মোটেই আগ্রহ নেই। সে সারাক্ষণই কী যেন ভাবছে। *তাহলে এ আমাকে জাদুঘর দেখাতে বলল কেন!* অবাক হলো ক্যাথেরিন।

হোটেলে ফেরার পথে ইভস রেনার্দ বলল, 'ধন্যবাদ, মিস আলেকজান্ডার। আমি সময়টা বেশ উপভোগ করেছি।'

মিথ্যা বলছে লোকটা। কিন্তু কেন?

'একটা জায়গার নাম শুনেছি– স্টোন হেঞ্জ। খুব নাকি মজার জায়গা।'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাথেরিন।

'পরের শনিবার চলুন ওটা দেখে আসি?'

যে লোক জাদুঘরই দেখল না ঠিকমত সে কি স্টোন হেঞ্জ দেখে মজা পাবে?

'ঠিক আছে,' সায় দিল ক্যাথেরিন।

দিনো মাত্তুসির আকর্ষণ খাবারের প্রতি। সে গাইড বুক নিয়ে ঢুকল ক্যাথেরিনের অফিসে। 'এখানে লন্ডনের সেরা রেস্টুরেন্টগুলোর একটি তালিকা আছে। যাবে?'

'আমি...'

'চলো। তোমাকে আজ রাতে কনাটে ডিনার খাওয়াব।'

ক্যাথেরিন বলল, 'আজ রাতে আমার...'

'কোনও মানা শুনব না। আমি তোমাকে আটটার সময় বাসা থেকে তুলে নেব।'

ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। 'ঠিক আছে।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো দিনোর চেহারা। *'বেনে!* সামনে ঝুঁকল।

'একা একা কোনও কাজ করে মজা নেই, তাই না?' লোকটা যা বলে সরাসরি। এ জন্যই তাকে তেমন বিপজ্জনক মনে হয় না ক্যাথেরিনের।

কনাটের ডিনারটি ছিল খুবই সুস্বাদু। ওরা স্মোকড স্কটিশ স্যামন, রোস্ট বীফ এবং ইয়র্কশায়ার পুডিং খেল।

সালাদ খাওয়ার সময় দিনো বলল, 'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ক্যাথেরিন। আই লাভ আমেরিকান উওমেন।'

'আপনার স্ত্রী আমেরিকান বুঝি?' নিষ্পাপ গলায় প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন।

শ্রাগ করল মাত্তুসি, 'না। সে ইটালিয়ান। তবে খুব সমঝদার।'

'তাহলে তো খুবই ভালো।' বলল ক্যাথেরিন।

হাসল দিনো। 'হ্যাঁ, ভালো।'

ডেসার্ট খাওয়ার সময় আবার প্রশ্ন করল দিনো। 'এ দেশ তোমার ভালো লাগে? আমার এক বন্ধুর গাড়ি আছে। রোববার চলো কোথাও থেকে ঘুরে আসি।'

না বলতে গিয়েও থেমে গেল ক্যাথেরিন। ভিমের কথা মনে পড়ে গেল। বেচারা বড্ড একা। ও হয়তো গাড়ি-ভ্রমণ পছন্দ করবে।

'প্রস্তাব মন্দ নয়,' বলল ক্যাথেরিন।

'তোমার খুবই ভালো লাগবে।'

'সঙ্গে ভিমকে নেয়া যাবে?'

মাথা নাড়ল দিনো। 'গাড়িটি ছোট। আমাকে বড় গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।'

এথেন্সের কর্মকর্তাদের চাওয়ার যেন শেষ নেই। এদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নিজের জন্য ব্যয় করার সময়ই থাকে না ক্যাথেরিনের। হেলি, রেনার্দ এবং মাত্তুসি

বেশ কয়েকবার মীটিং করেছে ভিম ভানদিনের সঙ্গে। ভিমের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে খুশি ক্যাথেরিন।

'এ লোক সব কাজ করে ক্যালকুলেটর ছাড়াই?' হ্যারি একদিন বিস্ময় প্রকাশ করল।

'জ্বী।'

'ওর মত মানুষ জীবনেও দেখিনি আমি।'

ক্যাথেরিন আতানাস স্তাভিচের কাজে সন্তুষ্ট। এত পরিশ্রম করতে পারে ছেলেটা! ক্যাথেরিন অফিসে ঢুকে দেখে অনেক আগেই চলে এসেছে আতানাস। সবসময় হাসি মুখ তার আর ক্যাথেরিনকে খুশি রাখতে চায়। ওর প্রতি দারুণ একটা মায়া পড়ে গেছে ক্যাথেরিনের। একদিন অ্যালানের কাছে ওকে নিয়ে যেতে হবে। ওর ভেতরে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারবে অ্যালান।

'তুমি জানো, বাচ্চাটা তোমার প্রেমে পড়ে গেছে?' একদিন বলল ইভলিন।

'ধ্যাত, কী সব বলছ?'

'ঠিকই বলছি। ও কেমন ভক্তি নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে লক্ষ করেছ কখনও? সব সময় তোমার পেছনে ঘুরঘুর করেই চলেছে।'

হেসে উঠল ক্যাথেরিন। 'তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়।'

একদিন আতানাসকে লাঞ্চের দাওয়াত দিল ক্যাথেরিন।

'রে- রেস্টুরেন্টে?'

হাসল ক্যাথেরিন, 'অবশ্যই।'

বিব্রত দেখাল আতানাসকে। 'রেস্টুরেন্টে পরে যাওয়ার মত ভালো পোশাক আমার নেই, মিস আলেকজান্ডার। লোকজন আমার সঙ্গে আপনাকে দেখলে আপনি লজ্জাই পাবেন।'

'আমি কাপড় দেখে মানুষ বিচার করি না,' দৃঢ় গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'তোমার যা আছে তা-ই পরে আসবে।'

আতানাসকে নিয়ে সে লিওনস কর্নার হাউজে ঢুকল। ক্যাথেরিনের কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসল আতানাস। পরিবেশ নিয়ে খুবই অস্বস্তি আছে। 'আ-আমি এমন জায়গায় কোনওদিন আসিনি। খুব সুন্দর।'

মায়া লাগল ক্যাথেরিনের। 'তোমার যা খেতে মন চায় অর্ডার দিতে পার।'

মেনুতে চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল আতানাস। 'সবগুলো খাবারই খুব দামী।'

হাসল ক্যাথেরিন। 'ও নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এবং আমি খুব ধনী একজন মানুষের অধীনে কাজ করি। উনি নিশ্চয় চাইবেন আমরা পেট পুরে খাই।' বলল না বিল পুরোটা ক্যাথেরিনের পকেট থেকে দিতে হবে।

আতানাস চিংড়ি ককটেল, সালাদ, রোস্ট চিকেন এবং আলু ভাজার অর্ডার দিল। লাঞ্চ শেষ করল চকোলেট কেক এবং আইসক্রিম সহযোগে।

অবাক চোখে ওকে লক্ষ করছিল ক্যাথেরিন। ছোটখাট একটা মানুষ অথচ খেতেও পারে বটে! 'এত খাবার-পেটের মধ্যে কোথায় রাখো!'

লাজুক ভঙ্গিতে হাসল আতানাস। 'আমি যতই খাইনা কেন, ওজন একরকমই থাকে। বাড়ে না।'

'লন্ডন ভালো লাগে তোমার, আতানাস?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'যতটুকু দেখেছি ভালোই লেগেছে।'

'তুমি এথেন্সে অফিস বয়ের কাজ করতে, না?'

মাথা দোলাল সে। 'মি. ডেমিরিসের সঙ্গে।' তার গলার স্বরে তিক্ততা।

'কাজটা ভালো লাগত না?'

'মাফ করবেন–বলা উচিত হচ্ছে না–তবু বলি, মি. ডেমিরিসকে আমার ভালো মানুষ বলে মনে হয়নি', দ্রুত চারপাশে চোখ বুলাল ছেলেটা দেখতে কেউ তার কথা শুনে ফেলেছে কিনা।

'তুমি লন্ডনে কেন এসেছ, আতানাস?'

খুব মৃদু গলায় কী যেন জবাব দিল আতানাস, বুঝতে পারল না ক্যাথেরিন।

'কী বললে?'

'আমি ডাক্তার হতে চাই।'

কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। 'ডাক্তার হতে চাও?'

'জ্বী, ম্যাম। জানি কথাটা বোকার মত শোনাচ্ছে,' ইতস্তত করল ও, তবু বলে চলল, 'আমার পরিবার মেসিডোনিয়া থেকে এসেছে। সারা জীবন আমি শুনেছি তুর্কীরা আমাদের গ্রামে হামলা চালিয়ে মানুষ মেরেছে। আহতদের চিকিৎসা করার মত কোনও ডাক্তার ছিল না। সে গ্রাম এখন ধ্বংস হয়ে গেছে, আমার পরিবারেরও অস্তিত্ব নেই। তবে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে রয়েছে আহত মানুষ। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাই।'

চোখ নামাল সে, বিব্রত। 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমি একটা পাগল।'

'না,' শান্ত গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'আমি মোটেই তা ভাবছি না। তাহলে তুমি লন্ডন এসেছ চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার জন্য?

'জ্বী, ম্যাম। আমি দিনে কাজ করি, রাতে স্কুলে যাই। আমি একদিন ডাক্তার হবো।'

আতানাসের কণ্ঠে দৃঢ় সংকল্প। মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন। 'আমি বিশ্বাস করি তুমি তা হতে পারবে। আমার এক বন্ধু আছে সে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। তোমার সঙ্গে এ নিয়ে পরে আবার কথা বলব। পরের হপ্তায় আমরা আরেকটি রেস্টুরেন্টে খাবো।'

মাঝরাতে স্পাইরস লামব্রু'র ভিলায় ভয়াবহ বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় বাড়ির সামনের অংশ উড়ে গেল। মারা গেল দুই ভৃত্য। মাটির সঙ্গে মিশে গেল স্পাইরস লামব্রুর শয়নকক্ষ। তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন কারণ ওইদিন শেষ মুহূর্তে এথেন্সের মেয়রের ডিনার পার্টিতে সস্ত্রীক যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে।

পরদিন সকালে একটি চিরকুট এল লামব্রুর অফিসে। তাতে লেখাঃ পুঁজিবাদীদের মৃত্যু হোক। নিচে ঃ হেলেনিক বিপ্লবী দল।

'ওরা তোমাকে মারতে চাইবে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন আতঙ্কিত মেলিনা।

'ওরা আমাকে মারতে চায়নি।' ভোঁতা গলায় বললেন স্পাইরস।

'ওটা কোস্টার কাণ্ড।'

'কিন্তু... কিন্তু তোমার কাছে তো কোনও প্রমাণ নেই।'

'প্রমাণের দরকার নেই। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না কার সঙ্গে ঘর করছ?'

'আ– আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

'মেলিনা ওই লোকটা যতদিন বেঁচে থাকবে, নিরাপদ নই। ওকে কিছুতেই থামানো যাবে না।'

'পুলিশের কাছে যাও।'

'তুমি নিজেই বললে কোনও প্রমাণ নেই। ওরা আমার কথা শুনে হাসবে।' বোনের হাত তুলে নিলেন তিনি নিজের হাতে। 'তুমি এখান থেকে চলে যাও, প্লীজ। যত দূরে পার চলে যাও।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন মেলিনা। অবশেষে যখন কথা বললেন. মনে হলো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছেন। 'ঠিক আছে, ভাইয়া। আমার যা করণীয় আমি তা করব।'

বোনকে আলিঙ্গন করলেন ভাই। 'গুড। তবে ভেবো না। ওকে থামানোর কোনও না কোনও রাস্তা পাবই।'

বিকেল বেলাটা নিজের বেডরুমে বসে কাটালেন মেলিনা। যা ঘটেছে তা নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্বামী সত্যি তাঁর এবং তাঁর ভাই'র জন্য বিরাট একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এভাবে লোকটাকে চলতে দেয়া যায় না। তাদের জীবন বিপদাপন্ন। তার মানে নিরাপদ নয় ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারও। *সে কোস্টার হয়ে লন্ডনে কাজ করছে। ওকে সাবধান করা দরকার,* ভাবলেন মেলিনা। তবে *কোস্টাকে আমার ধ্বংস করতে হবে। ও যাতে আর কারও ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য ওকে থামাতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?* হঠাৎ জবাবটা পেয়ে গেলেন তিনি। *অবশ্যই। এটাই একমাত্র রাস্তা। এ বুদ্ধিটা আমার মাথায় আগে এল না কেন?*

বাইশ

কনফিডেন্সিয়াল ফাইল

ক্যাথেরিন ডগলাসের সঙ্গে সেসনের ট্রান্সক্রিপ্ট

ক (ক্যাথেরিন) দুঃখিত, আসতে দেরী হয়ে গেল অ্যালান। হঠাৎ করে মিটিং ডেকে বসল অফিস।

অ (অ্যালান) : নো প্রোবলেম। এথেন্সে ডেলিগেশন পার্টি এখনও লন্ডনে আছে?

ক : হ্যাঁ। আগামী হপ্তার শেষ দিকে চলে যাবে।

অ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। লোকগুলো কি কঠিন প্রকৃতির?

ক না, ঠিক কঠিন প্রকৃতির নয়। তবে... ওদেরকে একটু অদ্ভুত মনে হয় আমার।

অ : অদ্ভুত?

ক : ব্যাখ্যা করা মুশকিল। জানি হাস্যকর শোনাচ্ছে। তবে... সবার মধ্যে কেমন একটা ভীতিকর ব্যাপার আছে।

অ : ওরা কি কিছু করেছে...?

ক না। ওদেরকে আমার অস্বস্তি লাগে। কাল রাতে আবার সেই দুঃস্বপ্নটা দেখেছি।

অ : তোমাকে কেউ চুবিয়ে মারতে চাইছে সেই স্বপ্নটা?

ক : হ্যাঁ। এবারে স্বপ্নটা অন্যরকম ছিল।

অ : কীরকম?

ক : অনেক বেশী... বাস্তব। আরও বিস্তৃত।

অ : তোমাকে কেউ চুবিয়ে মারতে চাইছে, এরপরেও দেখেছ?

ক হ্যাঁ। ওরা আমাকে চুবিয়ে মারতে চাইছে দেখলাম। তারপরই দেখলাম নিরাপদ একটি জায়গায় চলে এসেছি।

অ : কনভেন্ট?

ক : আমি ঠিক বলতে পারব না। হতেও পারে। একটা বাগান দেখলাম। একজন লোক এলেন আমাকে দেখতে। এরকম একজনকে আগেও দেখেছি স্বপ্নে। তবে এবার তার মুখ দেখতে পেয়েছি।

অ : তাকে কি চিনতে পেরেছ?

ক : হ্যাঁ। তিনি কনস্টানটিন ডেমিরিস।

অ : তো, তোমার স্বপ্নে...

ক অ্যালান, ওটা স্রেফ স্বপ্ন নয়। সত্যিকারের স্মৃতি। হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায় কনস্টানটিন ডেমিরিস আমাকে একটা গোল্ড পিন দিয়েছিলেন।

অ : তুমি বিশ্বাস করছ যে তোমার অবচেতন মন বলতে চাইছে এরকম সত্যি কিছু ঘটেছে?

ক : কনস্টানটিন ডেমিরিস ওই পিনটি আমাকে কনভেন্টে বসে দেন।

অ তুমি বলেছ তোমাকে কেউ হ্রদ থেকে উদ্ধার করে কনভেন্টে পৌঁছে দিয়েছিল।

ক : হ্যাঁ।

অ : ক্যাথেরিন, তুমি যে কনভেন্টে আছ এ কথা কি কেউ জানত?

ক : আমার মনে হয় না।

অ : তাহলে কনস্টানটিন ডেমিরিস কী করে জানলেন তুমি ওখানে আছ?

ক আ– আমি জানি না। শুধু জানি এটা ঘটেছে। আমি ভয় পেয়ে জেগে উঠি। যেন স্বপ্নটা আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

অ : দুঃস্বপ্ন দেখলে অমন মনে হতেই পারে।

ক : তোমার কি মনে হয় না এর সত্যিকারের কোনও অর্থ থাকতে পারে?

অ : মাঝে মাঝে থাকে। কোলরিজ লিখেছেন: 'স্বপ্ন ছায়া নয়, আমাদের জীবনের অন্যতম উপাদান এবং দুর্দশা মাত্র।

ক : আমি হয়তো এগুলো খুব বেশী সিরিয়াসভাবে নিচ্ছি। এগুলো হয়তো দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। ওহ্, একজনের কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, অ্যালান।

অ : কে?

ক : তার নাম আতানাস স্তাভিচ। বাচ্চা একটা ছেলে। এথেন্স থেকে লন্ডন এসেছে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। খুব কষ্টের জীবন ছেলেটার। তোমার কাছে একদিন ওকে নিয়ে আসব। তোমার পরামর্শ ওর খুব কাজে লাগবে।

অ : আচ্ছা, নিয়ে এসো। ভুরু কোঁচকাচ্ছো কেন?

ক : একটা কথা মনে পড়ে গেল।

অ : কী কথা?

ক স্বপ্নে যখন দেখলাম মি. ডেমিরিস আমাকে সোনার পিনটি দিলেন তখন একটি অদৃশ্য কণ্ঠ বলে উঠল, 'সে তোমাকে খুন করবে।

ঘটনাটা অ্যাক্সিডেন্টের আদলে ঘটাতে হবে। ওর লাশ যেন কেউ সনাক্ত করতে না পারে। ক্যাথেরিনকে হত্যা করার নানান উপায় আছে। সে ব্যবস্থা নিতে শুরু করবে। বিছানায় শুয়ে ভাবছে সে কীভাবে কী করবে। সঙ্গে সঙ্গে তার যৌন উত্তেজনা জাগল। মৃত্যু হলো চরম রেত:পাত। সে এখন জানে কীভাবে কী করবে। খুব সহজ কাজ। কেউ ক্যাথেরিনের লাশ সনাক্ত করতে পারবে না। খুশি হবেন কনস্টানটিন ডেমিরিস।

তেইশ

কনস্টানটিন ডেমিরিসের বীচ হাউজটি পিরাউসের তিন মাইল উত্তরে। বাড়ি থেকে সাগর দেখা যায়। ডেমিরিস ওখানে সন্ধ্যা সাতটার সময় পৌঁছুলেন। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামালেন, দরজা খুলে নেমে এলেন। পা বাড়ালেন বীচ হাউজে।

বাড়ির দরজা খুলে দিল অচেনা এক লোক।

'গুড ইভনিং, মি. ডেমিরিস।'

বাড়ির ভেতরে পাঁচ/ছ'জন পুলিশ কর্মকর্তা দেখতে পেলেন ডেমিরিস।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' গর্জে উঠলেন তিনি।

'আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর থিওফিলস। আমি...'

ডেমিরিস তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ঢুকে পড়লেন লিভিং রুমে। ঘর নয় যেন কসাইখানা। লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে সবকিছু। উল্টে পড়ে রয়েছে চেয়ার এবং টেবিল। মেলিনার একটি পোশাক মেঝেতে, ছেড়া কুটিকুটি। ড্রেসটি হাতে তুলে নিলেন ডেমিরিস, ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

'আমার স্ত্রী কোথায়? ওর তো এখানেই থাকার কথা।'

পুলিশ লেফটেন্যান্ট বলল, 'উনি এখানে নেই। গোটা বাড়ি সার্চ করেছি আমরা। মনে হচ্ছে আপনাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল।'

'কিন্তু মেলিনা কই? সে কি আপনাদের ফোন করেছিল? এখানে কি সে ছিল?'

'জ্বী, আমাদের ধারণা উনি এখানে ছিলেন।' একটি লেডিস হাতঘড়ি দেখাল সে। চুরমার হয়ে গেছে কাঁচ। তিনটার ঘরে এসে থেমে রয়েছে কাঁটা। 'আপনার স্ত্রীর ঘড়ি?'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

'ঘড়ির পেছনে লেখা আছে 'মেলিনাকে ভালোবাসাসহ', কোস্টা।

'তাহলে এটা ওরই ঘড়ি। জন্মদিনের উপহার।'

কার্পেটে হাত তুলে দেখাল গোয়েন্দা থিওফিলস।

'ওখানে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।' মেঝে থেকে একটি ছুরি তুলে নিল সে। হাতল স্পর্শ করল না। ছুরির ফলায় রক্ত।

'এ ছুরিটি আগে কখনও দেখেছেন, স্যার?'

'না। আমার স্ত্রী কি মারা গেছে?'

'সম্ভবত, স্যার। সৈকত থেকে সাগর পর্যন্ত রক্তের দাগ দেখেছি আমরা।

'মাই গড,' বললেন ডেমিরিস।

'ছুরির গায়ে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

ধপাশ করে চেয়ারে বসে পড়লেন ডেমিরিস। 'তাহলে নিশ্চয় খুনীকে ধরতে পারবেন।'

'যদি ফাইলে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়। সারা ঘরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছড়িয়ে রয়েছে। আপনার আঙুলের ছাপও দরকার হবে, মি. ডেমিরিস।'

ইতস্তত গলায় বললেন ডেমিরিস। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'ওই সার্জেন্ট আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবে।' ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশের দিকে ইংগিত করল গোয়েন্দা। লোকটির হাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্যাড।

সার্জেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ডেমিরিস। সে বলল, 'আপনার হাত এখানে রাখুন, স্যার।' প্যাডে হাত রাখলেন ডেমিরিস। 'বুঝতেই পারছেন স্রেফ ফরমালিটি।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি।'

লেফটেন্যান্ট থিওফিলস ডেমিরিসকে ছোট একটি বিজেনস কার্ড দিল। 'এটি সম্পর্কে কিছু জানেন, মি. ডেমিরিস?' ডেমিরস কার্ডটি দেখলেন। ওতে লেখা KATELANOS DETECTIVE AGENCY PRIVATE INVESTI GATIONS কার্ডটি ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

'না, এটা কি গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

'বলতে পারব না। চেক করে দেখছি।'

'দেখুন। দায়ী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন। আমার স্ত্রীর কোনও খবর পেলে জানাবেন।'

ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট থিওফিলস।

'অবশ্যই জানাব।'

পরদিন দুপুরে একটি ফোন এল। কনস্টানটিন ডেমিরিস তখন মীটিং করছেন, এমন সময় বেজে উঠল বাজার। সেক্রেটারি বলল, 'মাফ করবেন, মি. ডেমিরিস...'

'মীটিং-এর মাঝখানে ডিস্টার্ব করতে মানা করেছি না?'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু ইন্সপেক্টর লাভানস নামে একজন আপনাকে চাইছেন। বলছেন খুব জরুরী। আমি কী বলব পরে ফোন...'

'না, আমি ধরছি।' কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকজনের দিকে তাকালেন তিনি। 'এক মিনিটের জন্য মাফ করবেন, জেন্টলমেন।' রিসিভার কানে ঠেকালেন ডেমিরিস।

'ডেমিরিস।'

একটি কণ্ঠ বলল, 'সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে চিফ ইন্সপেক্টর লাভানস, মি. ডেমিরিস। কিছু তথ্য পেয়েছি আমরা। আপনি শুনতে হয়তো আগ্রহ বোধ করবেন। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে একবার আসতে পারবেন কি?'

'আমার স্ত্রীর কোনও খবর?'

'ফোনে এ নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ডেমিরিস। 'আচ্ছা আসছি।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি, ঘুরলেন অন্যদের দিকে।

'খুব জরুরী একটা কাজে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে আমাকে। আপনারা ডাইনিং রুমে গিয়ে বসুন। আমার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে থাকুন। আমি আপনাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দেব।'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। পাঁচ মিনিট পরে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের উদ্দেশে ছুটলেন ডেমিরিস।

পুলিশ কমিশনারের অফিসে ডেমিরিসের জন্য আধ ডজন মানুষ অপেক্ষা করছিল। এদেরকে বীচ হাউজে দেখেছেন তিনি। '...আর ইনি স্পেশাল প্রসিকিউটর ডেলমা।'

ডেলমা বেঁটেখাট, শক্তপোক্ত গড়ন, ঝোপের মত ভুরু, গোল মুখ, চোখে চিরস্থায়ী বিরক্তির ছাপ।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন ডেমিরিস। 'আমার স্ত্রীর কোনও খবর পেয়েছেন?'

চিফ ইন্সপেক্টর বললেন. 'আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি, মি. ডেমিরিস। তথ্যগুলো আমাদেরকে বিস্মিত করে তুলেছে। আপনি হয়তো আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।'

'মনে হয় না খুব বেশী সাহায্য করতে পারব।'

'গতকাল বেলা তিনটায় আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বীচ হাউজে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল?'

'কী? না, মিসেস ডেমিরিস আমাকে ওখানে সন্ধ্যা সাতটায় যেতে বলেছিলেন।'

প্রসিকিউটর ডেলমা বলল, 'একটা ব্যাপার আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আপনার বাড়ির এক চাকরানি আমাদেরকে বলেছে আপনি নাকি আপনার স্ত্রীকে দুটোর সময় ফোন করেছিলেন এবং তাকে একা বীচ হাউজে যেতে বলেছেন। এবং অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

ভুরু কোঁচকালেন ডেমিরিস, 'তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে সে। আমার স্ত্রী আমাকে ফোন করে ওখানে সাতটার দিকে যেতে বলেছিলেন।'

'আচ্ছা। তাহলে চাকরানিই ভুল বলেছে।'

'অবশ্যই।'

'আপনার স্ত্রী আপনাকে কেন বীচ হাউজে যেতে বলেছিলেন?'

'আমি তাঁকে ডিভোর্স দেব বলেছিলাম। সে ব্যাপারে আলোচনা করতেই বোধহয়।'

'আপনি আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবেন বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু চাকরানি বলছে সে আপনাদের টেলিফোনের কথোপকথন শুনে ফেলে এবং মিসেস ডেমিরিস নাকি আপনাকে ডিভোর্স দেয়ার কথা বলছিলেন।'

'চাকরানি কী বলল না বলল তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি যা বলেছি ওটাই সত্যি।'

'মি. ডেমিরিস আপনি কি বীচ হাউজে সুইমিং ট্রাঙ্ক রাখেন?' জিজ্ঞেস করল চিফ ইন্সপেক্টর।

'বীচ হাউজে? না, আমি সাগরে সাঁতার কাটা বাদ দিয়েছি বহু আগে। শহরের বাড়ির সুইমিংপুলে সাঁতার কাটি।'

চিফ ইন্সপেক্টর ডেস্ক ড্রয়ার খুলে একটি প্লাস্টিক ব্যাগ বের করলেন। ভেতরে একটি সুইমিং ট্রাঙ্ক। ব্যাগ থেকে সুইমিং ট্রাঙ্ক বের করলেন তিনি। 'এটা কি আপনার জিনিস, মি. ডেমিরিস?'

'হতে পারে।'

'আপনার নামের আদ্যক্ষর লেখা আছে এতে।'

'তাহলে আমারই জিনিস।'

'এটাকে বীচ হাউজের ক্লজিটের তলায় পাওয়া গেছে।'

'তো? হয়তো অনেক আগে ওখানে রেখেছিলাম।'

'সুইমিং ট্রাঙ্কটি এখনও ভেজা। সাগরের পানি লেগে আছে গায়ে, অ্যানালিস্টি বলছেন আপনার বীচ হাউজের সামনের সাগরের পানি ওটা। ট্রাঙ্কে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।'

হঠাৎ খুব গরম লাগতে শুরু করল ডেমিরিসের।

'কেউ হয়তো ইচ্ছা করে এ কাজ করেছে,' দৃঢ় গলায় বললেন তিনি। স্পেশাল প্রসিকিউটর বলল, 'কিন্তু কেউ এটা করতে যাবে কেন? এ বিষয়টিও আমাদেরকে বিব্রত করছে, মি. ডেমিরিস।'

ডেস্ক থেকে একটি ছোট খাম বের করলেন চিফ ইন্সপেক্টর। ভেতর থেকে সোনার একটি বোতাম বের করলেন।

'এ জিনিসটি বীচ হাউজের কার্পেটের নিচে পাওয়া গেছে। চিনতে পারছেন?'

'নাহ্।'

'এটা আপনার জ্যাকেটের ছেঁড়া বোতাম। আজ সকালে এক গোয়েন্দা আপনার বাড়ি গিয়েছিল আপনার ওয়ার্ডরোব চেক করে দেখতে। আপনার একটি

জ্যাকেটের একটি বোতাম নেই। বোতামের সুতোর সঙ্গে আপনার জ্যাকেটের সুতো মিলে গেছে। জ্যাকেটটি ধোপা বাড়ি থেকে কয়েকদিন আগে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'মি. ডেমিরিস, আপনি বলেছেন আপনার স্ত্রী ডিভোর্স চাইছিলেন, এবং এ নিয়ে উনি কথাও বলতে চাইছিলেন?'

'ঠিক।'

চিফ ইন্সপেক্টর বিজনেস কার্ডটি দেখালেন। এ কার্ডটিই গতকাল বীচ হাউজে দেখেছেন ডেমিরিস। 'আমাদের এক লোক আজ কেটলানোস ডিটেকটিভ এজেন্সিতে গিয়েছিল'

'আগেই বলেছি– ওদেরকে আমি চিনি না।'

'আপনার স্ত্রী ওদেরকে ভাড়া করেছিলেন নিজের নিরাপত্তার জন্য।'

কথাটা যেন ঘুসির মত লাগল কানে। 'মেলিনা? কীসের নিরাপত্তা চাইছিল সে?'

'এজেন্সির মালিকের ভাষ্য অনুযায়ী, আপনার স্ত্রী তাদেরকে বলেন তিনি আপনাকে ডিভোর্স দেয়ার কথা বললে আপনি নাকি তাঁকে হত্যা করার হুমকি দেন। এজেন্সি প্রধান আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কেন পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না। জবাবে আপনার স্ত্রী বলেন তিনি চান না ব্যাপারটা লোক জানাজানি হোক।'

দাঁড়িয়ে গেলেন ডেমিরিস। 'আমি এসব আজাইরা কথা শোনার জন্য আর এক মুহূর্তও এখানে থাকছি না।' চিফ ইন্সপেক্টর ড্রয়ার খুলে রক্তমাখা একটি ছুরি বের করলেন। এটিও বীচ হাউজে দেখেছেন ডেমিরিস।

'আপনি বীচ হাউজে অফিসারকে বলেছেন এ জিনিসটি আগে কখনও দেখেননি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এ ছুরিতে আপনার আঙুলের ছাপ আছে।'

বিস্ফারিত চোখে ছুরির দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেমিরিস।'

'আমার–আমার আঙুলের ছাপ? নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়ে গেছে। এ অসম্ভব।'

ঝড়ের বেগে মস্তিষ্ক চলছে তাঁর। তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রমাণ হাজির করা হচ্ছে : চাকরানি বলেছে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দুটোর দিকে ফোন করেছেন এবং তাঁকে বীচ হাউজে একা আসতে বলেছেন... তাঁর রক্তমাখা সুইমিং ট্রাঙ্ক... তাঁর জ্যাকেটের বোতাম... ছুরিতে তাঁর আঙুলের ছাপ...

'আপনারা গাধা নাকি? বুঝতে পারছেন না কেউ আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে? চেঁচালেন তিনি। 'কেউ ওই সুইমিং ট্রাঙ্ক বীচ হাউজে নিয়ে গেছে, তারপর তাতে রক্ত ছিটিয়েছে, রক্ত মাখিয়েছে ছুরিতে, আমার জ্যাকেট থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে বোতাম, এবং...'

বাধা দিল স্পেশাল প্রসিকিউটর। 'মি. ডেমিরিস, ছুরিতে আপনার আঙুলের ছাপ এল কী করে বলতে পারবেন?'

'আ– আমি জানি না... দাঁড়ান। হ্যাঁ। মনে পড়েছে। মেলিনা একটা প্যাকেট খুলে দিতে বলেছিল। একটা ছুরি দিয়েছিল রশি কাটার জন্য। এটাই হয়তো সেই ছুরি। এ জন্যই ওতে আমার হাতের ছাপ পেয়েছেন আপনারা।'

'আচ্ছা। প্যাকেটে কী ছিল?'

'আ... আমি জানি না। মেলিনা শুধু রশি কেটে দিতে বলে। সে প্যাকেট খোলেনি।'

'কার্পেট এবং সৈকতে রক্তের দাগের ব্যাখ্যা কী, মি. ডেমিরিস?

'খুব সরল ব্যাখ্যা,' খেঁকিয়ে উঠলেন ডেমিরিস। 'মেলিনা নিজের গায়ে নিজেই ছুরি মেরে সৈকতে হেঁটে গেছে কার্পেট আর মাটিতে রক্তের ছাপ রেখে। যাতে আপনারা ভাবেন আমি তাকে খুন করেছি। আমি ওকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছি বলে সে এ চালাকিটা করেছে। আমি নিশ্চিত, এ মুহূর্তে সে কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনারা আমাকে গ্রেফতার করবেন ভেবে হাসাহাসি করছে। মেলিনা বেঁচে আছে।'

গম্ভীর মুখে স্পেশাল প্রসিকিউটর বলল, 'আপনার কথা সত্য হলেই ভালো হতো, স্যার। আজ সকালে তার লাশ সাগর থেকে তুলে এনেছি আমরা। তাকে ছুরিকাঘাত করার পরে পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলা হয়। স্ত্রী হত্যার দায়ে আমরা আপনাকে গ্রেফতার করছি, মি. ডেমিরিস।'

চব্বিশ

প্রথমে মেলিনা ভেবেই পাচ্ছিলেন না কীভাবে কাজটা করবেন। তিনি জানতেন তাঁর স্বামী তাঁর ভাই এবং তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এবং সেটা মেলিনা ঘটতে দেবেন না কিছুতেই। যেভাবেই হোক থামাতে হবে কোস্টাকে। এতে মেলিনার জীবন যায় যাক। এমনিতেও বেঁচে থাকতে মন চাইছিল না তাঁর। কারণ দিনরাত অপমান, নিগ্রহ এবং যন্ত্রণা সইতে সইতে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন মেলিনা। তাঁর মনে পড়ল স্পাইরস বার বার নিষেধ করেছিলেন ডেমিরিসকে বিয়ে করতে। বলেছিলেন *ডেমিরিসকে বিয়ে কোরো না। ও একটা দানব। ও তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।* ঠিক কথাই বলেছিলেন তিনি। কিন্তু পত্নী প্রেমের কারণে ভাইয়ের সাবধানবাণী কানে তোলেননি মেলিনা। এখন স্বামীকে ধ্বংস করে দিতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কীভাবে? *কোস্টার মত চিন্তা করো।* এবং মেলিনা তেমনটিই ভাবছিলেন। পরদিন সকালের মধ্যে নিখুঁত একটা ছক তৈরি করে ফেললেন। বাকিটা ঘটল সহজেই।

কনস্টানটিন ডেমিরিস স্টাডিরুমে কাজ করছিলেন। এমন সময় মেলিনা ঢুকলেন ঘরে। এক হাতে মোটা রশি দিয়ে বাঁধা একটি প্যাকেট। অন্য হাতে মাংস কাটার বড় ছুরি।

'কোস্টা, এ রশিটি একটু কেটে দেবে? আমি কাটতে পারছি না।'

স্পষ্টই বিরক্ত হলেন ডেমিরিস। 'তাতো পারবেই না। কোন কাজটাই বা পারো তুমি?' তিনি টান মেরে স্ত্রীর হাত থেকে ছুরি নিলেন, রশি কাটতে লাগলেন। 'এসব কাজ তো চাকরদের দিয়েও করানো যেত।'

মেলিনা কিছু বললেন না।

রশি কেটে মেঝেতে ছুরি নামিয়ে রাখলেন ডেমিরিস। মেলিনা সাবধানে ফলা ধরে তুলে নিলেন ছুরি। স্বামীর দিকে তাকালেন। 'কোস্টা, এভাবে আর চলা যায় না। আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি। তোমার মনে কি আমার জন্য একটুও ভালোবাসা নেই? দু'জনে একত্রে কাটানোর মধুর স্মৃতিগুলো কি একবারও মনে পড়ে না? তোমার মনে আছে মধুচন্দ্রিমার সেই রাতের কথা যখন...'

'ফর ক্রাইস্টস শেক,' খেঁকিয়ে উঠলেন ডেমিরিস। 'তুমি বুঝতে পারছ না আমাদের সম্পর্ক শেষ? এখান থেকে যাও। তোমাকে দেখলেই এখন আমার গা ঘিন ঘিন করে।'

মেলিনা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন স্বামীর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি।' ঘুরলেন তিনি, ছুরি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'তোমার প্যাকেট নিয়ে যাও,' হাঁক ছাড়লেন ডেমিরিস।

কিন্তু ফিরলেন না মেলিনা।

স্বামীর ড্রেসিংরুমে ঢুকলেন মেলিনা। খুললেন ক্লজিট ডোর। শ খানেক সুট ঝুলছে ক্লজিটে। আলাদা একটি সেকশনে রয়েছে স্পোর্টস জ্যাকেট। একটা জ্যাকেট বাছাই করলেন তিনি। সোনার একটি বোতাম ছিঁড়ে নিলেন জ্যাকেটের গা থেকে। রেখে দিলেন নিজের পকেটে।

এরপর একটি ড্রয়ার খুললেন মেলিনা। স্বামীর নামের আদ্যক্ষর লেখা একটি সুইমিং ট্রাঙ্ক সরালেন। *আমি প্রায় রেডি,* ভাবলেন তিনি।

কাটেলানোস ডিটেকটিভ এজেন্সি সোফোক্লিয়াস স্ট্রীটে, রাস্তার ধারে একটি বিবর্ণ ইটের ভবনে। মেলিনা হাঁপাতে হাঁপাতে এজেন্সি প্রধানের ঘরে ঢুকলেন। এজেন্সির মালিক মি. কাটেলানোস ছোটখাট টেকো, ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ।

'গুড মর্নিং, মিসেস ডেমিরিস। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি প্রটেকশন চাই।'

'কীসের জন্য প্রকেটশন?'

'আমার স্বামী আমাকে খুন করতে চাইছেন। তাঁর কবল থেকে আমাকে বাঁচান।'

ভুরু কুঁচকে গেল কাটেলানোসের। ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছেন। আর দশটা কেসের মত এটা নয়। কনস্টানটিন ডেমিরিসের মত প্রভাবশালী মানুষের বিরোধিতা করতে হবে তাঁকে।

'পুলিশে যাননি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'যেতে পারব না। আমি চাই না ব্যাপারটা লোক জানাজানি হোক। আমি বিষয়টি গোপন রাখতে চাই। আমি আমার স্বামীকে বলেছি তাঁকে ডিভোর্স দেব। উনি আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছেন। এজন্যই আপনাদের কাছে এসেছি।'

'আচ্ছা। তা আমাকে কী করতে বলেন?'

'আমাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য লোকের ব্যবস্থা করবেন।'

কাটেলানোস লক্ষ করছিলেন মেলিনা। *ভদ্রমহিলা খুব সুন্দরী,* ভাবছেন তিনি। *তবে উন্মাদ!* তাঁর স্বামী তাঁকে হত্যা করতে চাইবেন এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো ঝগড়া হয়েছে। কয়েকদিন দু'জনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকবে। তারপর হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে প্রটেকশন দেয়ার নামে এই ফাঁকে কিছু কামিয়ে নেবেন কেটলানোস।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি। 'আমার এক দক্ষ লোক আছে। তাকে আপনার জন্য লাগিয়ে দিচ্ছি। কবে থেকে লোক দরকার?'

'সোমবার।'

তিনি ঠিকই অনুমান করেছেন। ভদ্রমহিলার কোনও তাড়া নেই।

সিধে হলেন মেলিনা। 'আমি আপনাকে ফোন করব। আপনার একটা কার্ড দেয়া যাবে?'

'অবশ্যই।' কাটেলানোস তার বিজনেস কার্ড দিলেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। *এর মত নামী দামী ক্লায়েন্ট পেলে আমারই লাভ। আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।*

বাড়ি ফিরে ভাইকে ফোন করলেন মেলিনা। 'ভাইয়া, একটা ভালো খবর আছে।' তাঁর কণ্ঠ উত্তেজিত। 'কোস্টা সন্ধি করতে চাইছে।'

'কী? আমি ওকে বিশ্বাস করি না, মেলিনা। নিশ্চয় কোনও বদ মতলব আছে তার। সে...'

'না। ও বুঝতে পেরেছে তোমার সঙ্গে সারাক্ষণ যুদ্ধ করাটা বোকামো হয়ে যাচ্ছে। সে পরিবারের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চায়।'

ওপাশে নীরবতা।

'ওকে অন্তত একটা সুযোগ দাও। সে আজ বিকেলে আক্রোকোরিন্থে তোমার কটেজে বেলা তিনটার সময় সাক্ষাৎ করতে চায়।'

'ওখানে যেতেও তো তিন ঘণ্টা লেগে যাবে। শহরে বসে কথা বললেই হতো।'

'তুমি রাজি হয়ে যাও, ভাইয়া,' বোনের কণ্ঠে মিনতি। 'যদি দু'জনে মিলে শান্তি স্থাপন করতে পারো...'

'ঠিক আছে। যাব। তবে শুধু তোমার কথা ভেবে রাজি হলাম।'

'ধন্যবাদ, ভাইয়া,' বললেন মেলিনা। 'বিদায়।'

'বিদায়।'

মেলিনা কনস্টানটিনের অফিসে ফোন করলেন। খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন ডেমিরিস 'কী চাই? আমি এখন ব্যস্ত আছি।'

'ভাইয়া একটু আগে ফোন করেছিল। সে তোমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চাইছে।'

খিকখিক হাসলেন ডেমিরিস। 'তাতো চাইবেই। আমি যখন ওর ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাব তখন তোমার ভাইয়া আকাশে দু'হাত তুলে 'ওম্ শান্তি ওম্,' বলে গাইতে আর নাচতে থাকবে।'

'ভাইয়া বলেছে সে তোমার সঙ্গে আর প্রতিযোগিতা করতে চায় না, কোস্টা। সে তার নৌবহর তোমার কাছে বিক্রি করার কথা বলেছে।'

'জাহাজ বিক্রি করে... তুমি ঠিক বলছ?' হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠলেন ডেমিরিস।

'হ্যাঁ। ভাইয়া বলেছে অনেক হয়েছে। সে আর অশান্তি চায় না।'

'ঠিক আছে। স্পাইরসকে বলো তার অ্যাকাউনটেন্টকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিতে এবং...'

'না। ভাইয়া তোমার সঙ্গে বেলা তিনটায় আক্রোকোরিন্থে দেখা করতে চায়।'

'তার কটেজে?'

'হ্যাঁ। জায়গাটা নির্জন। তোমরা দু'জন ছাড়া কেউ থাকবে না। ভাইয়া বলেছে ব্যাপারটি যেন অন্য কেউ জানতে না পারে।'

তাতো বলবেই, তৃপ্তি নিয়ে ভাবলেন ডেমিরিস। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পরে সে হাসির পাত্রে পরিণত হবে।

'ঠিক আছে,' বললেন ডেমিরিস। 'তোমার ভাইয়াকে বলো আমি থাকব ওখানে।'

আক্রোকোরিন্থের রাস্তাটা দীর্ঘ এবং লম্বা। দু'পাশে মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য নিয়ে ছোট ছোট গ্রাম। বাতাসে লেবু আর আঙুরের সুঘ্রাণ। গাড়ি চালাতে চালাতে প্রাচীন বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল স্পাইরস লামব্রুর। দূরে ইলেফসিস দেবতার ভাঙা খিলান দেখতে পেলেন। কম শক্তিধর দেবতা ইলেফসিস। ডেমিরিসের কথা মনে পড়ল স্পাইরসের।

লামব্রু আগে পৌঁছুলেন কুটিরে। কেবিনের সামনে থামালেন গাড়ি। কিছুক্ষণ বসে রইলেন। ভাবছেন আসন্ন সাক্ষাতের কথা। কনস্টানটিন কি সত্যি সন্ধি করতে চাইছেন নাকি এটা তাঁর আরেকটি চাতুরী? তাঁর কিছু হলে অন্তত মেলিনা তো জানেন তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন স্পাইরস। নির্জন কুটিরে পা বাড়ালেন।

কাঠের তৈরি পুরানো সুন্দর একটি ভবন এটি। দূরে, নিচে অবলোকন করা যায় করিন্থের সৌন্দর্য। ছেলেবেলায় এখানে বাবার সঙ্গে ছুটি কাটাতে আসতেন স্পাইরস, পাহাড়ে যেতেন খেলতে। এখন বড় খেলায় অংশ নিতে এসেছেন।

পনের মিনিট বাদে হাজির হলেন ডেমিরিস। স্পাইরসকে কুটিরের ভেতরে দেখতে পেলেন। অপেক্ষমাণ। তৃপ্তি বোধ করলেন তিনি। *যাক, এতদিন বাদে লোকটা স্বীকার করতে রাজি হয়েছে সে পরাজিত।* গাড়ি থেকে নামলেন ডেমিরিস, পা বাড়ালেন কেবিনে। দুই পুরুষ দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন কটমট করে।

'তো মাই ডিয়ার ব্রাদার-ইন-ল,' বললেন ডেমিরিস। 'আমরা তাহলে অবশেষে রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছুতে পেরেছি।'

'আমি এই উন্মাদনার সমাপ্তি চাই, কোস্টা। খুব বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি একমত নই। তো তোমার ক'টা জাহাজ বিক্রি করতে চাইছ, স্পাইরস?'

অবাক হলেন স্পাইরস। 'কী?'

'বললাম ক'টা জাহাজ বিক্রি করার ইচ্ছে আছে তোমার? সবগুলোই কিনে নেব আমি। তবে বিশেষ ডিসকাউন্টে, অবশ্যই।'

যা শুনছেন, বিশ্বাস হলো না স্পাইরসের। 'তুমি আমার জাহাজ কিনবে?'

'সবগুলো কিনব। তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নৌবহরের মালিক হবো আমি।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তুমি–তুমি কী করে ভাবলে আমি আমার জাহাজ বিক্রি করে দেব?'

এবারে ডেমিরিসের বিস্মিত হওয়ার পালা। 'আমরা তো এ বিষয়টি নিয়েই এখানে কথা বলতে এসেছি, তাই না?'

'এখানে এসেছি কারণ তুমি আমার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইছ।'

ডেমিরিসের চেহারায় অন্ধকার ঘনাল। 'তোমাকে এ কথা কে বলল?'

'মেলিনা।'

সত্যটা মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে গেল।

'সে তোমাকে বলেছে আমি সন্ধি করতে চেয়েছি?'

'সে তোমাকে বলেছে আমি জাহাজ বিক্রি করে দিতে চেয়েছি?'

'নির্বোধ মহিলা,' গর্জন ছাড়লেন ডেমিরিস। 'সে এ চালাকিটা করেছে কারণ ভেবেছিল এভাবে আমরা একটা সখ্যে পৌঁছাতে পারব। ও দেখছি তোমার চেয়েও বোকা, লামব্রু। তোমাদের জন্য আমার বিকেলটাই মাটি হয়ে গেল।'

ঘুরে দাঁড়ালেন ডেমিরিস, ঝড় তুলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে স্পাইরস ভাবলেন আমাদের কাছে মিথ্যা বলা মেলিনার উচিত হয়নি। ওর জানা উচিত ছিল তার স্বামীর সঙ্গে আমার কোনওদিন সখ্য সম্ভব নয়।

ওই দিন বেলা দেড়টার দিকে মেলিনা তাঁর চাকরানিকে ডেকে বলছিলেন, 'আন্দ্রিয়া, আমাকে এক কাপ চা দেবে, প্লীজ?'

'অবশ্যই, ম্যাম,' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আন্দ্রিয়া। দশ মিনিট পরে চা নিয়ে ফিরেছে, শুনল তাঁর মনিবনী ফোনে কথা বলছেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠ।

'না, কোস্টা, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমাকে আমি ডিভোর্স দেব। এবং ব্যাপারটা জানিয়ে দেব সবাইকে।'

বিব্রত আন্দ্রিয়া চায়ের ট্রে টেবিলে রেখে চলে যাচ্ছে, হাত ইশারায় তাঁকে থামতে বললেন মেলিনা।

মেলিনা আসলে ফোনে কথা বলার অভিনয় করছিলেন। যেন অপর প্রান্তে ডেমিরিস আছেন। আন্দ্রিয়া শুনল মেলিনা বলছেন, 'তোমার যত খুশি হুমকি দাও, আমি কিছুতেই মত বদলাব না... কক্ষনো না... তুমি যা খুশি বলো গ্রাহ্য করি না... আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না, কোস্টা... না... আচ্ছা, ঠিক আছে। বীচ হাউজে তোমার সঙ্গে দেখা করব। যদিও তাতে কিছু লাভ নেই।

হ্যাঁ, একা আসছি। একঘণ্টার মধ্যে? ঠিক আছে?'

ধীরে ধীরে ফোন নামিয়ে রাখলেন মেলিনা, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। আন্দ্রিয়ার দিকে ফিরলেন। 'আমি বীচ হাউজে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ছ'টার মধ্যে ফিরে না এলে পুলিশে খবর দেবে।'

ঢোক গিলল আন্দ্রিয়া। 'আপনার সঙ্গে কি শোফার যাবে?'

'না, মি. ডেমিরিস আমাকে একা যেতে বলেছেন।'

'আচ্ছা, ম্যাম।'

কাজ আরও বাকি রয়ে গেছে। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের জীবন সুতোর ওপর ঝুলছে। ওকে সাবধান করে দিতে হবে। সেই ডেলিগেশন পার্টির কেউ একজন ওকে খুন করবে। ডেমিরিস মেলিনাকে বলেছিলেন তুমি ওকে আর দেখতে পাবে না। ওকে আমি দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে ফেলব। মেলিনা লন্ডনে স্বামীর অফিসে ফোন করলেন।

'এখানে কি ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার কাজ করেন?'

'এ মুহূর্তে উনি অফিসে নেই। অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবেন?'

ইতস্তত করলেন মেলিনা। তাঁর মেসেজটা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে যে কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না। মনে পড়ে গেল কোস্টা মাঝে মাঝে ভিম ভানদিন নামে একজনের খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন সে নাকি একটি প্রতিভা।

'মি. ভানদিনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'এক মিনিট।'

ফোনে ভেসে এল একটি অস্পষ্ট পুরুষ কণ্ঠ। 'হ্যালো।'

'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের জন্য একটি মেসেজ আছে। খুবই জরুরী। খবরটা তাকে পৌঁছে দিতে পারবেন, প্লীজ?'

'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।'

'জ্বী। তাকে বলবেন– বলবেন তার জীবন হুমকির মুখে। একজন তাকে হত্যা করতে চাইছে। এথেন্স থেকে আসা লোকদের মধ্যে কেউ।'

'এথেন্স...'

'জ্বী।'

'এথেন্সের জনসংখ্যা আটশো ছয় হাজার...'

মেলিনা লোকটার কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফোন রেখে দিলেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

ভিম নিজের ডেস্কে বসে আছে। ফোনের কথোপকথন হজম করতে চাইছে। কেউ খুন করতে চাইছে ক্যাথেরিনকে। এ বছর ইংল্যান্ডে একশো চোদ্দজন খুন হয়েছে। ক্যাথেরিন খুন হলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে একশো পনেরতে। এথেন্স থেকে আসা কেউ একজন। জেরি হেলি, ইভস রেনার্দ, দিনো মাতুসি। এদের কেউ একজন খুন করতে চাইছে ক্যাথেরিনকে। ভিমের কম্পিউটার মস্তিষ্কে ওই তিনজন সম্পর্কিত সমস্ত ডাটা ভিড় করল। *আমার ধারণা আমি জানি কে সেইজন।*

ক্যাথেরিন অফিসে ফিরল। তবে ফোনের কথা তাকে বলল না ভিম।

সে দেখতে চায় সে যাকে খুনি ভেবেছে তার অনুমান সত্যি হয় কিনা।

ক্যাথেরিন প্রতি সন্ধ্যায় ডেলিগেটদের একেজনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। পরদিন সকালে যখন কাজে যোগ দিতে আসে, ভিম তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ক্যাথেরিন বেঁচে আছে দেখে প্রতিবারই হতাশ হয় সে।

ও খুন হবে কবে? ভাবে ভিম। হয়তো ফোনের খবরটা ওকে বলে দেয়া উচিত। কিন্তু এটা চিটিংবাজি হয়ে যাবে। যা ঘটার ঘটবে, ভিমের এর মধ্যে নাক গলানো ঠিক হবে না।

পঁচিশ

বীচ হাউজে পৌঁছুতে সময় লাগল এক ঘণ্টা। সেই সঙ্গে ভিড় করে এল কুড়ি বছরের অসংখ্য স্মৃতি। কোস্টা, তরুণ এবং সুদর্শন, মেলিনাকে প্রথম দেখায় বলেছিলেন আপনাকে নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে জানিয়ে দিতে যে সুন্দর কী জিনিস। আপনি সমস্ত তোষামোদের উর্ধ্বে। আপনাকে নিয়ে যা-ই বলি না কেন, কোনও শব্দ দিয়েই আপনাকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়... ইয়টে সেই চমৎকার ভ্রমণ, সারা দ্বীপে স্বপ্নের মত ছুটি কাটানোর দিনগুলো... সারপ্রাইজ গিফট এবং রাতের বেলায় আদিম উন্মাদনায় বুনো হয়ে ওঠা। তারপর গর্ভপাত, ডেমিরিসের রক্ষিতাদের নিয়ে মানসিক যন্ত্রণা, নোয়েল পেজের সঙ্গে স্বামীর প্রণয়। মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া। *তোমার বেঁচে থাকার দরকারটা কী?* বলেছিলেন ডেমেরিস। *তুমি আত্মহত্যা করো না কেন?* অবশেষে স্পাইরসকে ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি।

মেলিনা আর সহ্য করতে পারছেন না।

মেলিনা বীচ হাউজে পৌঁছুলেন। নির্জন জনশূন্য বাড়ি। আকাশে মেঘ জমেছে, সাগর থেকে ভেসে আসছে হিম বাতাস। *এটা একটা সংকেত,* ভাবলেন তিনি।

বাড়িটি শেষবারের মত ঘুরে দেখলেন মেলিনা। এরপর বাড়ির আসবাব ভাঙতে শুরু করলেন। ভাঙলেন বাতি। নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। ফেলে দিলেন মেঝেতে। ডিটেকটিভ এজেন্সির কার্ডখানা রাখলেন টেবিলে। কার্পেট তুলে নিচে রেখে দিলেন সোনার বোতামটি। কোস্টার দেয়া সোনার হাতঘড়িটি টেবিলে আছড়ে ওটার বারোটা বাজিয়ে দিলেন।

মেলিনা বাড়ি থেকে নিয়ে আসা স্বামীর সুইমিং ট্রাঙ্ক নিয়ে সৈকতে চললেন। পানিতে ট্রাঙ্ক ভিজিয়ে ফিরে এলেন বীচ হাউজে। এখন শুধু একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। আর কাজটি করার সময়ও হয়ে গেছে। বুক ভরে শ্বাস নিলেন মেলিনা। কসাইর মাংস কাটা ছুরিটা হাতে নিলেন। হাতলে আটকানো টিসু পেপারটি যাতে ছিঁড়ে না যায় সেদিকে সতর্ক নজর থাকল তাঁর। স্থির দৃষ্টিতে ছুরিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন মেলিনা। পরিকল্পনার সবচেয়ে কঠিন অংশটি উপস্থিত। নিজেকে ছুরি মারবেন তিনি। তবে এমনভাবে আঘাত করতে হবে যেন মনে হয় খুন করা

হয়েছে তাঁকে। একই সঙ্গে শরীরে শক্তি রাখতে হবে পরিকল্পনার বাকি অংশের বাস্তবায়নের জন্য।

চোখ বুজলেন মেলিনা। পেটে ঢুকিয়ে দিলেন ছুরি।

ব্যথাটা অসহ্য, অবর্ণনীয়। ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। ভেজা বেদিং ট্রাংক পেটে চেপে ধরলেন মেলিনা। রক্তে ভিজে গেল ওটা। তিনি হেঁটে একটি ক্লজিটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথা ঝিমঝিম করছে। আবছা হয়ে আসছে দৃষ্টি। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন দেখতে কোথাও কোন ভুল হয়ে গেল কিনা। তারপর টলতে টলতে এগোলেন দরজায়। শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তে লাল টকটকে হয়ে গেছে কার্পেট। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মেলিনা।

সাগর লক্ষ করে হাঁটছেন তিনি। আরও জোরে বেরিয়ে আসছে রক্ত। ভয়ানক দুর্বল লাগছে শরীর। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। তাহলে কোস্টা জিতে যাবে। তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে সাগরের দিকে হাঁটছেন তিনি। *আর একটা পা। তারপর আরও একটা পা।*

হাঁটছেন মেলিনা। প্রাণপণে চেষ্টা করছেন মস্তিষ্ক থেকে অবসাদ ঝেড়ে ফেলতে। রীতিমত ঝাপসা দেখছেন এখন। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। *না, থামা যাবে না।* আবার খাড়া হলেন মেলিনা। হাঁটতে শুরু করলেন। অবশেষে পায়ে ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ পেলেন।

নোনা পানি যেন প্রচণ্ড ঘুসি মারল মেলিনার ক্ষতে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। উহ্, কী যে ভয়ঙ্কর ব্যথা! *আমি এটা তোমার জন্য করছি, ভাইয়া,* ভাবছেন মেলিনা, প্রিয় ভাইয়া আমার।

দূরে, দিগন্ত রেখায় ঝুলে রয়েছে একখণ্ড মেঘ। মেঘ লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে লাগলেন মেলিনা, পেছনে রেখে যাচ্ছেন রক্ত-স্রোত। হঠাৎ অলৌকিক একটি ঘটনা ঘটল। মেঘখণ্ড নেমে এল তাঁর কাছে, মেলিনা নরম, সাদা একটা স্পর্শ পেলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে মেঘ, আদর করছে শরীরে। ব্যথাটা চলে গেছে। শান্তির অদ্ভুত পরশ দেহ-মনে। *আমি বাড়ি যাচ্ছি,* খুশি মনে ভাবলেন মেলিনা, *অবশেষে বাড়ি যাচ্ছি আমি।*

ছাব্বিশ

আপনার স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।

এরপর থেকে সবকিছু যেন স্লো মোশনে ঘটছে। তাঁর আঙুলের ছাপ আবার নেয়া হয়েছে। ছবি তোলার পরে তাঁর জায়গা হয়েছে কারাগারে। তাঁর সঙ্গে ওরা এরকম আচরণ করতে পারে, এ অবিশ্বাস্য।

'পিটার ডেমোনিডসকে খবর দিন। বলুন আমি এক্ষুনি তাঁর চেহারা দেখতে চাই।'

'মি. ডেমোনিডসকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।'

তার মানে তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই। *আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে,* ভাবলেন তিনি। আমি কনস্টানটিন ডেমিরিস।

তিনি স্পেশাল প্রসিকিউটরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। একঘণ্টা পরে ডেলমা এল তার কারা-প্রকোষ্ঠে। 'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন ডেমিরিস। 'আপনাদের ধারণা আমার স্ত্রী বেলা তিনটার সময় মারা গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি প্রমাণ করে দেব গতকাল ওই সময় বীচ হাউজের ধারেকাছেও ছিলাম না।'

'আপনি সত্যি প্রমাণ করতে পারবেন?'

'অবশ্যই। আমার একজন সাক্ষী আছে।'

তাঁরা বসে আছেন পুলিশ কমিশনারের অফিসে, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন স্পাইরস লামব্রু। তাঁকে দেখে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেমিরিসের।

'স্পাইরস, থ্যাংক গড, তুমি এসেছ। এই নির্বোধগুলোর ধারণা আমি মেলিনাকে খুন করেছি। তুমি জানো আমি তা করিনি। ওদেরকে বলো কথাটা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল স্পাইরস লামব্রুর। 'কী কথা বলব?'

'মেলিনা গতকাল বেলা তিনটার দিকে খুন হয়ে যায়। তুমি আর আমি তিনটার সময় অ্যাক্রোকরিন্থে ছিলাম। আমি সন্ধ্যা সাতটার সময় বীচ হাউজে পৌঁছি। ওদেরকে আমাদের মীটিং-এর কথা বলো।'

ফাঁকা দৃষ্টি স্পাইরস লামব্রুর চোখে। 'কীসের মীটিং?'

ডেমিরিসের মুখ থেকে সরে গেল রক্ত। 'তুমি আর আমি... যে মীটিং করেছিলাম গতকাল। আক্রোকরিন্থের কুটিরে।'

'তোমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কোস্টা। গতকাল বিকেলে তোমার সঙ্গে কোনও মীটিং করিনি আমি। তোমার জন্য আমি মিথ্যা বলতে পারব না।'

রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল ডেমিরিসের চেহারা। 'তুমি এটা করতে পার না!' তিনি লামব্রুর কোটের ল্যাপেল চেপে ধরলেন।

'ওদেরকে সত্যি কথাটা বলো।'

ধাক্কা মেরে ডেমিরিসকে সরিয়ে দিলেন স্পাইরস। 'সত্যি হলো এটাই যে আমার বোন মারা গেছে এবং তুমি তাকে খুন করেছ।'

'মিথ্যাবাদী!' চিৎকার করে উঠলেন ডেমিরিস। 'মিথ্যুক!' আবার তেড়ে যাচ্ছিলেন লামব্রু'র দিকে, দুই পুলিশ তাকে ঠেকাল।

'কুত্তার বাচ্চা। তুই জানিস আমি নিরপরাধ।'

'সেটা বিচারকরাই সিদ্ধান্ত নেবেন... আমার ধারণা তোমার একজন ভালো আইনজীবী দরকার।'

কনস্টানটিন ডেমিরিস বুঝতে পারলেন তাঁকে একজন মানুষই রক্ষা করতে পারতেন।

তিনি নেপোলিয়ন চোটাস।

সাতাশ

কনফিডেন্সিয়াল ফাইল

ক্যাথেরিন ডগলাসের সঙ্গে সেশনের ট্রান্সক্রিস্ট

ক : তুমি প্রিমনিশনে বিশ্বাস করো, অ্যালান?

অ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আমি এতে বিশ্বাস করি। তোমার প্রিমনিশন হচ্ছে?

ক হ্যাঁ। আ-আমার মনে হচ্ছে ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে।

অ : এটা কি তোমার পুরানো স্বপ্নের অংশ?

ক : না। আমি তোমাকে বলেছিলাম মি. ডেমিরিস এথেন্স থেকে কয়েকজন লোক পাঠিয়েছেন...

অ : হ্যাঁ।

ক উনি ওদের দেখভাল করার দায়িত্ব আমাকে দেন। আমাকে তাদের সময় দিতে হচ্ছিল।

অ : ওদের কাউকে তোমার কাছে হুমকি বলে মনে হয়েছে?

ক না, ঠিক তা নয়। এটা আসলে ব্যাখ্যা করা কঠিন। ওরা এখনও কিছু করেনি। তবে ম-মনে হচ্ছে কিছু করবে। ভয়ঙ্কর কিছু। আমি কী তোমাকে বোঝাতে পারছি?

অ : লোকগুলো সম্পর্কে বলো।

ক ইভস রেনার্দ নামে এক ফরাসী আছে। সে আমাকে নিয়ে জাদুঘরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে লক্ষ করলাম জাদুঘরের ব্যাপারে তার কোনই আগ্রহ নেই। তারপর জেরি হেলির কথা ধরো। এ লোক আমেরিকান। হাসিখুশি মানুষ তবে অস্বস্তিকর কী যেন একটা আছে তার মধ্যে। তারপর দিনো মাত্তুসি। সে মি. ডেমিরিসের কোম্পানির নির্বাহী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার আগ্রহ বেশী। সে আমাকে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছে। আমি ভিমকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছি...আর ভিমও ইদানীং কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে আমার সঙ্গে।

অ : কীরকম?

ক   সকালে অফিসে ঢুকলে দেখি ভিম আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এরকম কখনও করতে দেখি নি তাকে। এটা তার চরিত্রের সঙ্গে একদম যায় না। আমাকে দেখলে মনে হয় সে যেন রেগে যায়। এসবের কোন মানে হয় না, হয় কী?

অ   মানে করা না করার বিষয়টি তোমার ওপর, ক্যাথেরিন। তুমি আর কোনও স্বপ্ন দেখেছ?

ক : কনস্টানটিন ডেমিরিসকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলাম।

অ : স্বপ্নটি কী শুনি।

ক   আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার প্রতি উনি কেন এত সদয় আচরণ করছেন। কেন তিনি আমাকে চাকরি দিয়েছেন, এখানে থাকার ব্যবস্থাও করেছেন। এবং সোনার পিনটাই বা কেন দিলেন।

অ : তিনি কী বললেন?

ক : মনে পড়ছে না। আমি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে জেগে যাই।

মনোযোগ দিয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ল ড. অ্যালান হ্যামিলটন। ক্লু খুঁজছে কী কারণে ক্যাথেরিন অস্বস্তি বোধ করছে। সে বুঝতে পারছে এথেন্স থেকে আসা লোকগুলোর সঙ্গে ক্যাথেরিনের অস্বস্তির সম্পর্ক রয়েছে। এথেন্সে রয়ে গেছে তার যন্ত্রণাকাতর অতীত। তবে ভিমের বিষয়টি বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে অ্যালানকে। এটা কি ক্যাথেরিনের কল্পনা নাকি ভিম অদ্ভুত আচরণ করছে? ভিমের সঙ্গে শীঘ্রি সেশনে বসার সিদ্ধান্ত নিল অ্যালান।

অ্যালান ক্যাথেরিনের কথা ভাবছে। যদিও রোগীর সঙ্গে কোনও আবেগী সম্পর্ক তৈরি না করার নীতি মেনে চলে সে। কিন্তু ক্যাথেরিন তার কাছে বিশেষ কেউ। চেষ্টা করেও ক্যাথেরিনকে ভুলতে পারছে না অ্যালান। বারবার সুন্দরী মেয়েটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

এদিকে ক্যাথেরিনেরও একই দশা। অ্যালান হ্যামিলটন তার মন জুড়ে। *বোকামি কোরো না,* নিজেকে শাসায় ক্যাথেরিন।

লোকটা বিবাহিত। তাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবা মোটেই উচিত হচ্ছে না তোমার। কিন্তু মন যে মানে না।

আর দু'দিন বাদে অ্যালানের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ক্যাথেরিন ভাবল অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বাতিল করে দেবে। খুব বেশী গভীরে চলে যাচ্ছে সে।

অ্যালানের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন সাবধানে পোশাক নির্বাচন করল ক্যাথেরিন। গেল বিউটি পার্লারে। *যেহেতু মানুষটি সঙ্গে আজকের পরে আর দেখা হচ্ছে না, ভাবে ও, কাজেই একটু সাজুগুজু করে গেলে দোষ কী?*

অফিসে ঢুকতে ঢুকতে ক্যাথেরিনের প্রতিজ্ঞা বানের জলে ভেসে গেল। এই পুরুষটা এত আকর্ষণীয় কেন? ওর বিয়ে হওয়ার আগে ওর সঙ্গে কেন আমার পরিচয় হলো না।

অ্যালানের সামনে বসেছে ক্যাথেরিন। প্রস্তুতি নিচ্ছে আজ যে ওর শেষ ভিজিট সেটা ডাক্তারকে জানিয়ে দেবে। বুক ভরে শ্বাস নিল ক্যাথেরিন। 'অ্যালান...' কফি টেবিলের ছবিটির দিকে দৃষ্টি চলে গেল তার এবং মুখ দিয়ে বেরুল সম্পূর্ণ অন্য কথা। 'তুমি বিয়ে করেছ কবে?'

'বিয়ে করেছি?' ক্যাথেরিনের দৃষ্টি অনুসরণ করল অ্যালান। 'ওহ্, ওটা আমার বোন আর তার ছেলের ছবি।'

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল ক্যারেরিনের শরীরে। 'বাহ্, দারুণ! মানে তোমার বোন...খুব দারুণ দেখতে!'

'তুমি ঠিক আছ তো, ক্যাথেরিন?'

একটু আগেও ঠিক ছিলাম না, মনে মনে বলল ক্যাথেরিন, তবে এখন ঠিক আছি। 'আমি ঠিক আছি।' বলল ক্যাথেরিন, 'তুমি তাহলে বিয়ে করোনি?'

'না।'

তুমি আমার সঙ্গে ডিনার করবে? আমাকে তোমার বিছানায় নিয়ে যাবে? তুমি আমাকে বিয়ে করবে? এ কথাগুলো যদি মুখে প্রকাশ করে ক্যাথেরিন, অ্যালান নির্ঘাত ওকে পাগল ঠাওরাবে। *হয়তো আমি পাগলই।*

ওকে ভুরু কুঁচকে লক্ষ করছে অ্যালান। 'ক্যাথেরিন, আমাদের সেশন আর হবে না। আজকেই শেষ।'

দমে গেল ক্যাথেরিন। 'কেন? আমি কী কিছু...?

'না, তোমার কোনও দোষ নেই। এ ধরনের পেশাদার সম্পর্কে রোগিনীর সঙ্গে ডাক্তারের মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়াটা মোটেই মানায় না।'

অ্যালানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যাথেরিন। চকচক করছে চোখ। 'তুমি বলছ তুমি আমার সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়ছ?'

'হ্যাঁ, এজন্য ভয় পাচ্ছি যে...'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' খুশি খুশি গলা ক্যাথেরিনের।

'বলো, আজ রাতে কোথায় ডিনার করব আমরা?'

সোহোর কেন্দ্রস্থলে ছোট্ট একটি ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনার করল ওরা। খাবার সুস্বাদু নাকি বিস্বাদ টের পেল না ওরা, কারণ নিজেদের মধ্যেই মগ্ন হয়ে আছে দু'জনে। খাবারের প্রতি নজর নেই।

'তুমি তো আমার সম্পর্কে সবই জানো, অ্যালান,' বলল ক্যাথেরিন। 'আজ তোমার কথা বলো। তুমি কোনওদিন বিয়ে করো নি?'

'না। তবে বিয়ে করার কথা ছিল।'

'তো কী হলো?'

'তখন যুদ্ধ চলছে। আমরা ছোট একটি ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকতাম। আমি হাসপাতালে কাজ করতাম। তখন ঘনঘন বিমান হামলা হতো। এক রাতে বাড়ি ফিরেছি...'

অ্যালানের কণ্ঠে যন্ত্রণা টের পেল ক্যাথেরিন।

'...দেখি আমাদের ভবনটির চিহ্নমাত্র নেই। মিশে গেছে ধুলোয়।' অ্যালানের হাতে হাত রাখল ক্যাথেরিন। 'আমি দুঃখিত।'

'শোক সামলে উঠতে অনেকদিন লেগেছে আমার। তারপর থেকে এমন কারও সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি যাকে বিয়ে করার কথা ভাবা যায়।'

রেস্টুরেন্টে চারঘণ্টা কাটাল ওরা। নানান বিষয় নিয়ে কথা বলল থিয়েটার, ওষুধ, বিশ্বপরিস্থিতি তবে আসল কথাটি বলা হলো না। ওদের মাঝে একটা বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছিল। দু'জনেই তা উপলব্ধি করতে পারছিল।

অবশেষে বিষয়টি উত্থাপন করল অ্যালান। 'ক্যাথেরিন, আজ সকালে ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক নিয়ে যে কথা বলছিলাম...'

'তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে এ কথা শুনব।'

একসঙ্গে দ্রুত এবং ব্যাকুলতা নিয়ে ওরা কাপড় ছাড়ল। কাপড় ছাড়ার সময় ক্যাথেরিন মনে মনে বারবার বলল *এই মানুষটিকে আমি ভালোবাসি।*

বিছানায় শুয়ে অ্যালানের জন্য অপেক্ষা করছিল ক্যাথেরিন। অ্যালান এল। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। ক্যাথেরিনের মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা এবং ভয় নিমিষে দূর হয়ে গেল। ওরা একে অন্যের শরীর নিয়ে আদর করল, আবিষ্কার করল। প্রথমে ধীরে সুস্থে, তারপর তীব্র উন্মাদনা। দারুণ সুখে গোঙাতে লাগল ক্যাথেরিন। নিজেকে যেন পূর্ণ নারী হিসেবে খুঁজে পেল ও।

মিলন শেষে বিছানায় শুয়ে থাকল ওরা। ক্যাথেরিন শক্ত আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে অ্যালানকে। কোনওদিন ছাড়বে না। আবার যখন কথা বলল ও, কেঁপে গেল গলা, 'তুমি রোগীর খুব ভালো চিকিৎসা করতে জানো, ডাক্তার।'

আটাশ

খবরের কাগজে ক্যাথেরিন জানল স্ত্রী হত্যার দায়ে কনস্টানটিন ডেমিরিসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এটা সাজ্যাতিক একটা শক ওর জন্য। অফিসে ঢুকে ক্যাথেরিন দেখল এ নিয়ে সবাই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে।

'খবর শুনেছ?' গুঙিয়ে উঠল ইভলিন। 'এখন আমরা কী করব?'

'অফিসের সমস্ত দায়িত্ব আগের মতই পালন করে যাব। আমি নিশ্চিত মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে কোথাও। আমি ফোন করছি ওখানে।'

কিন্তু কনস্টানটিন ডেমিরিস তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কনস্টানটিন ডেমিরিস কেন্দ্রীয় কারাগারের সবচেয়ে দামী কয়েদী। প্রসিকিউটর হুকুম করেছেন ডেমিরিসকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ডেমিরিস কয়েকটি জিনিস দাবি করেছিলেন: টেলিফোন, টেলেক্স মেসিন এবং কুরিয়ার সার্ভিস কিন্তু তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

ডেমিরিস কারা প্রকোষ্ঠে বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছেন হাঁটাহাঁটি করে। চিন্তা করার চেষ্টা করেন কে হত্যা করেছে।

শুরুতে ডেমিরিস ভেবেছিলেন ডাকাত ডাকাতি করতে এসে মেলিনাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ খাড়া করানোর চেষ্টা করেছে, ডেমিরিস বুঝতে পারেন তিনি একটি জালে আটকা পড়েছেন। প্রশ্ন হলো জালটা ছড়িয়েছে কে? স্পাইরস লামব্রু'র দিকে সন্দেহটা গেলেও পরক্ষণে চিন্তাটা নাকচ করে দিয়েছেন ডেমিরিস। লামব্রু দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালোবাসতেন নিজের বোনকে। তিনি কোনওদিনই এ কাজ করবেন না।

ডেমিরিসের সন্দেহ হচ্ছিল টনি রিজ্জোলির দলকে নিয়েও। তারা হয়তো জানতে পেরেছে ডেমিরিসের কারণে সলিল সমাধি ঘটেছে টনির। তাই তারা প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহও যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছে। কারণ মাফিয়া প্রতিশোধ নিতে চাইলে সরাসরি ডেমিরিসের ওপর হামলা চালাত। মেলিনাকে হত্যা করত না।

কারাগারে একা বসে বারবার ধাঁধার জবাবটা মেলাতে চেষ্টা করছেন ডেমিরিস। সমস্ত সম্ভাব্য কারণগুলো যখন একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন একটিমাত্র উপসংহার রয়ে গেল: মেলিনা আত্মহত্যা করেছেন। তিনি নিজে মরে

ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছেন ডেমিরিসকে। নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের কী দশা করেছেন মনে পড়ে গেল ডেমিরিসের। একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তিনিও। যে খুন তিনি করেননি তার জন্য আদালতের কাঠগড়ায় তাঁকে দাঁড়াতে হবে।

কারা প্রকোষ্ঠের দরজায় হাজির হলেন জেলার। 'আপনার আইনজীবী এসেছেন কথা বলতে।'

ডেমিরিস সিধে হলেন। জেলারের পেছন পেছন ঢুকে পড়লেন ছোট একটি কনফারেন্স রুমে। আইনজীবীর নাম ভাসিলিকি। বয়স পঞ্চাশ, ঝোপের মত চুলগুলো ধূসর, চেহারা মুভিস্টারদের মত। ফার্স্ট রেট ক্রিমিনাল অ্যাটর্নি হিসেবে তার খ্যাতি রয়েছে।

জেলার বললেন, 'কথা বলার জন্য পনের মিনিট সময় পাবেন।' তিনি ওদেরকে ঘরে একা রেখে বেরিয়ে গেলেন।

'আমাকে কখন এখান থেকে বের করে নেয়ার ব্যবস্থা করছ?' গর্জন ছাড়লেন ডেমিরিস। 'তোমাকে আমি বেতন দিই কীসের জন্য?'

'মি. ডেমিরিস, কাজটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। চিফ প্রসিকিউটর...।

'চিফ প্রসিকিউটর একটা গর্দভ। ওরা আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবে না। জামিনের কী হলো? ওরা যত টাকা চাইবে দেব।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটল ভাসিলিকি। 'জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আমি আপনার বিরুদ্ধে আনা পুলিশের প্রমাণগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি। মি. ডেমিরিস পরিস্থিতি খুব-খুবই খারাপ।'

'খারাপ হোক আর যা-ই হোক, মোদ্দা কথা হলো আমি মেলিনাকে খুন করি নি। আমি নিরপরাধ!'

ঢোক গিলল অ্যাটর্নি। 'জ্বী, অবশ্যই, অবশ্যই। আপনি কি-আ মানে আপনার কী কোনও ধারণা আছে কে আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে?'

'কেউ না। সে আত্মহত্যা করেছে।'

বিস্ফারিত চোখে ডেমিরিসকে দেখল আইনজীবী। 'মাফ করবেন, মি. ডেমিরিস। কিন্তু এ কথা বলেও কোনও লাভ হবে না। এটা খুব একটা ভালো ডিফেন্স হবে না।'

হতাশ মনে ডেমিরিস ভাবলেন তাঁর আইনজীবী ঠিকই বলেছে। পৃথিবীর কোনও জুরিই তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না।

পরদিন সকালে আবার চেহারা দেখাল অ্যাটর্নি।

'আপনার জন্য খুব খারাপ খবর আছে।'

অট্টহাসি দিতে যাচ্ছিলেন ডেমিরিস, সামলে নিলেন। তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন আর এই গর্দভটা কিনা বলছে তাঁর জন্য খারাপ খবর আছে। তিনি যে পরিস্থিতির মধ্যে আছেন এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

'কী খবর শুনি?'

'আপনার সম্বন্ধীকে নিয়ে খবরটা।'

'স্পাইরস? সে আবার কী করল?'

'শুনলাম তিনি নাকি পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন বলতে ক্যাথেরিন ডগলাস নামে এক মহিলা এখনও বেঁচে আছে। নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের বিচার সম্পর্কে আমি খুব বেশী জানি না তবে...'

আইনজীবীর কথা শুনছেন না ডেমিরিস। চারপাশের এত চাপে ক্যাথেরিন আলেকজাণ্ডারের কথা ভুলেই গেছিলেন। ওরা যদি মেয়েটাকে খুঁজে পায়, কথা বলতে পারে, নোয়েল এবং ল্যারির মৃত্যুর জন্য তাঁকে তখন দায়ী করা হবে। তিনি ক্যাথেরিনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য একজনকে ইতিমধ্যে লন্ডন পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে কাজটা এখন খুব দ্রুত করতে হবে। সামনে ঝুঁকলেন ডেমিরিস, খামচে ধরলেন আইনজীবীর হাত। 'লন্ডনে এখুনি আমার একটি মেসেজ পৌঁছে দাও।'

মেসেজটি দু'বার পড়ল সে এবং যৌন উত্তেজনা বোধ করল। কাউকে হত্যা করার আগে এরকম অনুভূতি হয় তার। সে যেন ঈশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করছে। সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কে বেঁচে থাকবে আর কে মারা যাবে। তবে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজটা দ্রুত করতে হলে তার আরেকটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় থাকবে না। তাকে ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। কারণ ঘটনাটা দেখাতে হবে দুর্ঘটনা হিসেবে। এবং আজ রাতেই সে কাজটা করবে।

উনত্রিশ

কনফিডেন্সিয়াল ফাইল
ভিম ভানদিনের সেশনের ট্রান্সক্রিপ্ট

অঃ অফিস কেমন চলছে, ভিম?

অঃ আপনি তো জানেনই।

ভঃ তবু বলো আমাকে।

ভঃ ওখানকার লোকদের আমার ঘেন্না লাগে।

অঃ ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারকে কেমন লাগে?

ভঃ ওহ্, সে। সে তো আর ওখানে বেশীদিন নেই।

অঃ মানে?

ভঃ ও খুন হয়ে যাবে।

অঃ কী? কে বলেছে একথা!

ভঃ একজন।

অঃ কোনজন?

ভঃ তার স্ত্রী।

অঃ কার স্ত্রী?

ভঃ কনস্টানটিন ডেমিরিস।

অঃ উনি তোমাকে বলেছেন ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার খুন হয়ে যাবে?

ভঃ মিসেস ডেমিরিস বলেছেন। তাঁর স্ত্রী। তিনি গ্রীস থেকে ফোন করেছিলেন।

অঃ কে খুন করবে ক্যাথেরিনকে?

ভঃ ওদের একজন।

অঃ এথেন্স থেকে আসা লোকদের কেউ!

ভঃ হুঁ।

অঃ ভিম, আজকের অধিবেশন এখানেই শেষ। আমি এখন একটু বেরুব।

ভঃ ঠিক আছে।

ত্রিশ

হেলেনিক ট্রেড কর্পোরেশন-এর অফিস সন্ধ্যা ছ'টায় বন্ধ হয়ে যায়। ছ'টা বাজার খানিক আগে বাড়ি যাবার তোড়জোড় করছিল ইভলিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

ক্যাথেরিনের অফিসে ঢুকল ইভলিন। 'ক্রাইটেরিয়নে মিরাকল অন থারটি ফোর্থ স্ট্রীট চলছে। খুব নাকি ভালো ছবি। দেখবে?'

'পারব না, ভাই,' বলল ক্যাথেরিন। 'জেরি হেলির সঙ্গে আজ থিয়েটারে যাওয়ার কথা।'

'ওরা তোমাকে খুব ব্যস্ততার মধ্যে রাখছে, তাই না! ঠিক আছে। হ্যাভ আ গুডটাইম।'

অফিসের সবাই একে একে চলে গেল। অবশেষে নীরবতা নেমে এল। ডেস্কে শেষবারের মত চোখ বুলাল ক্যাথেরিন। সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর গায়ে চড়াল কোট, তুলে নিল পার্স, পা বাড়াল করিডরে। সদর দরজায় পৌঁছেছে, এমন সময় ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন। ফোন ধরবে কী ধরবে না ভেবে ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। ঘড়ি দেখল। দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু বেজেই চলেছে ফোন। ছুটে এসে অফিসে ঢুকল ও। ফোন তুলল। 'হ্যালো।'

'ক্যাথেরিন,' অ্যালান হ্যামিলটনের গলা। হাঁপাচ্ছে। 'থ্যাংক গড, তোমাকে পেলাম।'

'কী হয়েছে?'

'ভয়ানক বিপদে আছ তুমি। তোমাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে।'

গুঙিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। দুঃস্বপ্নে দেখা সেই কথাগুলো সত্যি হতে চলেছে। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। 'কে?'

'আমি জানি না। তবে তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো। অফিস ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। কারও সঙ্গে কথাও বোলো না। আমি আসছি এখুনি।'

'অ্যালান, আমি–'

'ভয় পেয়ো না। আমি এখনই রওনা হচ্ছি। ঘরে তালা মেরে বসে থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কেটে গেল লাইন।

ধীরগতিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্যাথেরিন। 'ওহ্, মাই গড!'

দোরগোড়ায় হাজির হলো আতানাস। ক্যাথেরিনের রক্তশূন্য মুখের দিকে একবার তাকাল সে, পরক্ষণে ছুটে এল। 'কী হয়েছে, মিস আলেকজান্ডার?'

আতানাসের দিকে ঘুরল ক্যাথেরিন। 'কেউ... কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে।'

চমকে উঠল আতানাস। 'কেন? কে– কে আপনাকে খুন করতে চাইছে?'

'আমি জানি না।'

সদর দরজায় নক করার শব্দ হলো।

আতানাস তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে। 'আমি কি...?'

'না,' দ্রুত বলল ক্যাথেরিন। 'কাউকে ভেতরে আসতে দিয়ো না। ড. হ্যামিলটন আসছেন।'

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো আরও জোরে।

'আপনি বেযমেন্টে লুকিয়ে পড়ুন,' ফিসফিস করল আতানাস। 'ওখানে নিরাপদে থাকবেন।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন। 'ঠিক আছে।'

করিডরের পেছন দিকে চলে এল ওরা, এগোল বেযমেন্টের দরজার দিকে। 'ড. হ্যামিলটন এলে বোলো আমি এখানে আছি।'

'আপনার একা ভয় করবে না তো?'

'না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

একটি বাতি জ্বেলে দিল আতানাস। বেযমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

'এখানে আপনাকে কেউ খুঁজে পাবে না,' ক্যাথেরিনকে আশ্বস্ত করল আতানাস। 'কে আপনাকে খুন করতে চাইছে বলে আপনার ধারণা?'

কনস্টানটিন ডেমিরিস এবং তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল ক্যাথেরিনের। *সে তোমাকে খুন করবে। কিন্তু ওটা তো স্রেফ স্বপ্ন ছিল?* 'আমি জানি না।'

আতানাস তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে, ফিসফিস করল, 'আমি কিন্তু জানি।'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। 'কে?'

'আমি,' আতানাসের হাতে ভোজবাজির মত উদয় হলো একটি সুইচব্লেড। ক্যাথেরিনের গলায় ঠেসে ধরল সে ধারাল ফলা।

'আতানাস, এসব কী ফাজলামী হচ্ছে...'

ক্যাথেরিন অনুভব করল ফলাটা গভীরভাবে চেপে বসছে গলায়।

'তুমি কখনও *অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা* পড়েছ, ক্যাথেরিন। পড়নি? ভুল করেছ। গল্পটা এক লোককে নিয়ে সে মৃত্যু এড়াতে পালিয়ে বেড়ায়। সে সামারায় গিয়েছিল। ওখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল মৃত্যু। এটা তোমার সামারা, ক্যাথেরিন।'

নিষ্পাপ, সরল চেহারার একটি ছেলের মুখ থেকে ভয়ঙ্কর শব্দগুলো ক্যাথেরিনের কানে রীতিমত অশ্লীল শোনাল।

'আতানাস, প্লীজ। তুমি পারবে না...'

কষে ক্যাথেরিনের গালে চড় কষাল আতানাস। 'আমি এটা করতে পারি না কারণ আমি একটা বাচ্চা ছেলে, তাই না? তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না? আমার পুরোটাই ছিল অভিনয়। আমার বয়স ত্রিশ, ক্যাথেরিন। আমাকে বাচ্চা ছেলের মত দেখায় কেন জানো! কারণ আমি বড় হয়েছি অর্ধাহার আর অনাহারের মাঝ দিয়ে। আমি আবর্জনার মধ্যে ঘুমাতাম, রাতে আবর্জনা ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট খাবার খুঁটে খেতাম।' ক্যাথেরিনের গলায় ছুরি ঠেসে ধরে ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দেয়ালের দিকে নিয়ে চলল আতানাস। 'কৈশোরে আমার চোখের সামনে আমার মাকে সৈন্যরা ধর্ষণ করেছে। তারপর মা এবং বাবা দু'জনকেই জবাই করে হত্যা করেছে। এরপর ওরা আমাকে ধর্ষণ করে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।'

বেযমেন্টের ভেতর দিকে ক্যাথেরিনকে নিয়ে চলেছে আতানাস।

'আতানাস, আমি– আমি তো কোনওদিন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নি।'

নিষ্পাপ, ছেলেমানুষী হাসি হাসল আতানাস। 'এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নেই। এ হলো বিজনেস। তোমাকে হত্যা করলে আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পাব।'

যেন একটা পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে সামনে, সব ঝাপসা আর লালচে দেখছে ক্যাথেরিন।

'তোমাকে নিয়ে চমৎকার একটা প্ল্যান ছিল আমার। কিন্তু বসের খুব তাড়া। তাই পরিকল্পনায় খানিকটা পরিবর্তন আনতে হচ্ছে।'

ছুরির ডগা তীক্ষ্ণ খোঁচা বসাচ্ছে ক্যাথেরিনের ঘাড়ে। ছোরাটি সরিয়ে নিল আতানাস, এক পোচে ক্যাথেরিনের পোশাকের সামনেটা কেটে ফেলল। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আপেলের মত গর্বোদ্ধত এক জোড়া পয়োধর।

'সুন্দর,' ঠোঁট চাটল আতানাস, 'খুবই সুন্দর। তোমাকে নিয়ে মৌজ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তোমার ডাক্তার বন্ধুটি আসছে বলে সে সময় পাওয়া যাবে না। তোমার ভাগ্যটাই খারাপ। কারণ বিছানায় আমার তুলনা নেই।'

ক্যাথেরিন প্রায় দম বন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল।

আতানাস জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা বোতল বের করল। ভেতরে হালকা গোলাপি রঙের তরল। 'স্লিভোভিচের স্বাদ নিয়েছ কখনও? এসো, খাই।' ছুরিটা ব্যবহার করল সে ছিপি খুলতে। ক্যাথেরিনের অদম্য ইচ্ছে হলো ছুট দিতে।

'যাও না,' নরম গলায় বলল আতানাস। 'পালাবার চেষ্টা করো।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ক্যাথেরিন। 'শোনো, আমি... আমি তোমাকে যত টাকা লাগে দেব। আমি...

'নিশ্বাস বন্ধ করো,' বোতল থেকে এক ঢোকে অনেকটা তরল সাবাড় করল আতানাস। ওর হাতে গুঁজে দিল ওটা। 'খাও।'

'না, আমি খাব না...'

'খাও বলছি!'

বোতলে ছোট্ট চুমুক দিল ক্যাথেরিন। ব্রান্ডি ওর গলায় আগুন ধরিয়ে দিল। আতানাস বোতল নিয়ে আরেকটা বড় ঢোক গিলল।

'তোমার বন্ধুকে কে বলল তোমাকে কেউ খুন করতে চাইছে?'

'আ– আমি জানি না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' কাঠের মোটা খাম্বার দিকে হাত তুলে দেখাল আতানাস। খাম্বাগুলো ঠেকিয়ে রেখেছে ছাদ। 'ওখানে যাও।'

দরজার দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। ঘাড়ে ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শ পেল। 'আমি দুইবার বলব না।'

কাঠের খাম্বার দিকে পা বাড়াল ক্যাথেরিন।

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল আতানাস। 'বসো।' এক মুহূর্তের জন্য ঘুরল সে। সুযোগটা কাজে লাগাল ক্যাথেরিন। দৌড় দিল সিঁড়ি লক্ষ্য করে। বুকের পাঁজরের গায়ে দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড। প্রাণপণে ছুটছে ও। প্রথম সিঁড়িতে পা রাখল, তারপর দ্বিতীয় ধাপে। এমন সময় খপ করে ওর পা আঁকড়ে ধরল একটা হাত। টান মেরে নামিয়ে আনল। ওর গায়ে কী প্রচণ্ড শক্তি!

'মাগী!'

ক্যাথেরিনের চুল মুঠো করে ধরল আতানাস, টেনে আনল নিজের মুখের সামনে। 'আবার পালাবার চেষ্টা করেছ কী তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

শোল্ডার ব্লেডে ছোরা ঠেকল।

'আগে বাড়ো!'

কাঠের খাম্বার সামনে ওকে নিয়ে এল আতানাস। ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে।

'বসে থাকো এখানে।'

ক্যাথেরিন দেখল আতানাস মোটা রশি দিয়ে বাঁধা কতগুলো কাবার্ডের বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দুটো রশি কেটে নিয়ে ফিরে এল ক্যাথেরিনের কাছে।

'খাম্বার পেছনে হাত রাখো।'

'না, আতানাস, আমি...'

দড়াম করে মুখে ঘুসি খেল ক্যাথেরিন, চোখের সামনে দুলে উঠল ঘর। ঝুঁকল আতানাস, ভয়ঙ্কর গলায় বলল, 'আমাকে কখনও না বলবে না। যা করতে বলি করবে। নইলে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব মুণ্ডু।'

খাম্বার পেছনে হাত নিয়ে এল ক্যাথেরিন। আতানাস দ্রুত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল ওর দুই কব্জি। রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল ওখানটায়।

'উহ্,' কাতরে উঠল ক্যাথেরিন।

'গুড।' দাঁত কেলিয়ে হাসল আতানাস। দ্বিতীয় রশি দিয়ে ক্যাথেরিনের গোড়ালি বেঁধে নিল সে। তারপর সিধে হলো।

'ব্যস, কাজ শেষ,' বোতল থেকে আরেক ঢোক গিলল আতানাস।

'নেবে এক ঢোক?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন।

কাঁধ ঝাঁকাল আতানাস। 'ঠিক হ্যায়।'

বোতলে আরেকটা চুমুক দিয়ে খালি করে ফেলল আতানাস। ছুঁড়ে ফেলে দিল সিমেন্টের মেঝেতে। 'এবারে আসল কাজ।'

'তু-তুমি কী করবে?'

'ছোটখাটো একটি দুর্ঘটনা ঘটাব। তবে মাস্টারপিস অ্যাক্সিডেন্ট হবে ওটা। ডেমিরিসের কাছে এর জন্য ডাবল চার্জও চাইতে পারি।'

ডেমিরিস! তাহলে ওটা স্রেফ স্বপ্ন ছিল না। এর পেছনে তিনি আছেন। কিন্তু কেন?'

প্রকাণ্ড বয়লারের সামনে হেঁটে গেল আতানাস। বাইরের প্লেট সরিয়ে পাইলট লাইট এবং আটটি বয়লার প্লেট পরীক্ষা করল। সেফটি ভালভটি একটি মেটাল ফ্রেমের মধ্যে। আতানাস একটুকরো কাঠ ঢুকিয়ে দিল ফ্রেমের মধ্যে যাতে সেফটি ভালভ কাজ করতে না পারে। হিট ডায়াল স্থির হয়ে আছে ১৫০ ডিগ্রিতে। ক্যাথেরিন দেখল আতানাস সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে দিল ডায়াল। সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এল ক্যাথেরিনের কাছে।

'ওই ফার্নেসটা নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাদের জানোই তো,' বলল আতানাস। 'ওটাতে কিছুক্ষণের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে।' ক্যাথেরিনের শরীর ঘেষে দাঁড়াল।

'ডায়াল যখন চারশো ডিগ্রির ঘরে পৌঁছুবে, উড়ে যাবে বয়লার। তখন কী ঘটবে জানো! বিস্ফোরিত হবে গ্যাস লাইন এবং বার্নার প্লেটগুলোর দৌলতে আগুন ধরে যাবে ওতে। গোটা ভবন বোমার মত বিস্ফোরিত হবে।'

'তুমি উন্মাদ! নিরপরাধ মানুষগুলোকে তুমি...'

'এখানে নিরপরাধ কোনও মানুষ নেই। তোমরা আমেরিকানরা সুখি সমাপ্তিতে বিশ্বাস কর। তোমরা বোকা। এখানে সুখি সমাপ্তি বলে কিছু থাকবে না।' ক্যাথেরিনের হাত এবং পায়ে বাঁধা রশি টেনেটুনে দেখল সে। রশির চাপে মাংস কেটে কব্জি থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। আতানাস ধীরে ধীরে ক্যাথেরিনের নগ্ন বুকে হাত বুলাল, নামিয়ে আনল মুখ, চুমু খেল স্তনবৃন্তে। 'হাতে

একদম সময় নেই বলে খুবই খারাপ লাগছে। তুমি কোনওদিন জানতে পারবে না কী মিস করলে।' খামচে ধরল ক্যাথেরিনের চুল, চুম্বন করল অধরে। মুখ দিয়ে ভকভক করে ব্রান্ডির গন্ধ আসছে। 'বিদায়, ক্যাথেরিন।' সিধে হলো সে।

'আমাকে এভাবে ফেলে রেখে যেয়ো না,' আকুতি করল ক্যাথেরিন।

'প্লেন ধরতে হবে আমাকে। এথেন্সে ফিরে যাচ্ছি আমি।' সিঁড়িতে পা বাড়াল আতানাস। 'আলো জ্বালাই থাকল। যাতে তুমি দেখতে পাও কী ঘটছে।' এক মুহূর্ত পরে দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল বেযমেন্টের দরজা। বোল্ট টেনে দেয়ার শব্দও শুনতে পেল ক্যাথেরিন। তারপর সব নীরব হয়ে গেল। ও একা। বয়লারের ডায়ালে তাকাল। দ্রুত ওপরের দিকে উঠছে। ১৬০ ডিগ্রি,তারপর ১৭০। বাঁধন ছেঁড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল ক্যাথেরিন। কিন্তু ধস্তাধস্তিতে আরও শক্ত হয়ে মাংসে এঁটে গেল রশি। আবার তাকাল ক্যাথেরিন। ডায়াল ১৮০ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। ক্রমে ওপরের দিকে উঠছে।

উইমপোল স্ট্রীট দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলেছে অ্যালান হ্যামিলটন। উন্মাদের মত ছুটিয়েছে বাহন। কিছু দূর যেতেই জ্যামে পড়ে গেল। বামে মোড় নিল ও। ঢুকল পোর্টল্যান্ড প্লেসে, ছুটল অক্সফোর্ড সার্কাস অভিমুখে। এদিকে জ্যাম আরও বেশী। গতি মন্থর হয়ে এল অ্যালানের।

২১৭ বন্ড স্ট্রীটের বেযমেন্টের বয়লারের সুইচ ২০০ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে। গরম হতে শুরু করেছে বেযমেন্ট।

জ্যাম নড়েও না চড়েও না। গাড়ির হুইলের পেছনে হতাশ হয়ে বসে আছে অ্যালান। পুলিশে খবর দেব? কিন্তু তাতে লাভ হবে কী কিছু? আমার এক নিউরোটিক পেশেন্টের ধারণা কেউ একজন খুন হতে চলেছে, এ কথা বললে হাসবে পুলিশ। না, ওর কাছে যেতে হবে আমাকে। জ্যামের গিট্টু খুলেছে। নড়ে উঠেছে গাড়িগুলো।

বেযমেন্টের নিড্‌ল ৩০০ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে। অসহ্য গরম ঘরে। ক্যাথেরিন রশির বাঁধন খুলতে খামোকাই চেষ্টা করল। বাঁধন চেষ্টা হাতের মাংস কেটে আরও শক্ত ভাবে এঁটে বসল।

এক্স ফোর্ড স্ট্রীটে মোড় নিয়েছে অ্যালান। সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। পেছন থেকে ভেসে এল পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ। ইচ্ছে করল গাড়ি থামিয়ে সাহায্য চায়। কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় এখন নেই। ও গাড়ি চালাতে লাগল।

গলির মাথায় রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটি ট্রাক। এখানেও জ্যাম। এ রাস্তায় জ্যাম ছাড়তেও সময় লাগল। অবশেষে বন্ড স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল অ্যালান। দশ মিনিটের রাস্তায় জ্যামের কারণে আসতে লেগেছে আধঘন্টা।

বেযমেন্টে নিডল ৪০০ ডিগ্রির ঘর স্পর্শ করল।

অবশেষে ক্যাথেরিনের অফিস ভবন দেখতে পেল অ্যালান। ফুটপাতে দাঁড়া করাল গাড়ি। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা, বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। ভবনের দিকে পা বাড়িয়েছে, থেমে গেল আতঙ্ক নিয়ে। দানব বোমার মত বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ভবন, থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল ভবন। চারপাশে ছিটিয়ে পড়ছে ইট-সুড়কি।

একত্রিশ

আতানাস স্টাভিচ তীব্র যৌন-কাতর হয়ে আছে। কাউকে হত্যা করার পরে সবসময় এরকম হয় তার। সে খুন করার আগে তার শিকারদের ধর্ষণ করে, সে নারী হোক বা পুরুষ। এবং ব্যাপারটি তার কাছে দারুণ উত্তেজক মনে হয়। তার ভেতরে এখন হতাশা কাজ করছে কারণ ক্যাথেরিনকে নির্যাতন কিংবা বলাৎকার কোনওটাই করা সম্ভব হয়নি। ঘড়ি দেখল আতানাস। রাত এগারটায় তার ফ্লাইট। হাতে সময় আছে যথেষ্ট। সে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল শেফার্ড মার্কেটে। ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগল। রাস্তার কিনারে কয়েকটি মেয়ে রঙচঙা পোশাক পরে হাত দিয়ে ডাকছে পথচারীদের। এরা সবাই পতিতা।

তবে এদের কেউ আতানাসকে ডাকল না। সংক্ষিপ্ত লেদার স্কার্ট, ব্লাউজ এবং স্টিলেটো-হিলের জুতো পরা এক লম্বা স্বর্ণকেশীর দিকে এগিয়ে গেল আতানাস।

'শুভ সন্ধ্যা,' বিনীত গলায় বলল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটি। 'হ্যালো, লিটল বয়। তোমার মা কি জানে যে তুমি এখানে এসেছ?'

লাজুক হাসল আতানাস। 'জ্বী, ম্যাম। আপনার হাতে যদি কাজ না থাকে...'

উঁচু গলায় হেসে উঠল স্বর্ণকেশী। 'আমার কাজ না থাকলে কী করবে তুমি? কোনও মেয়ের সঙ্গে কখনও প্রেম করেছ?'

'একবার করেছি,' নরম গলায় জবাব দিল আতানাস। 'উপভোগও করেছি।'

'তুমি তো নিতান্তই খোকাবাবু।' হাসছে পতিতা। 'আমি সাধারণত খোকাবাবুদের নিই না। তবে আজ রাতে খদ্দের কম। দশ ডলার দিতে পারবে তো?'

'পারব, ম্যাম।'

'ঠিক আছে, বালক। চলো, ওপরে যাই।'

আতানাসকে নিয়ে গলিপথের সঙ্গে লাগোয়া একটি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল পতিতা। দুই সারি সিঁড়ি ভেঙে চলে এল ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্টে।

মেয়েটিকে পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিল আতানাস।

'বেশ, এবার দেখা যাক তুমি কীভাবে কী করতে হয় তা জানো কিনা।' কাপড় খুলে ফেলল স্বর্ণকেশী। আতানাসও উলঙ্গ হলো। তার দুই পায়ের ফাঁকের দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে উঠে গেল মেয়েটির। 'মাগো! তোমারটা এত্ত বড়!'

'তাই কী?'

বিছানায় উঠে পড়ল মেয়েটি। 'সাবধান। ব্যথাট্যথা দিয়ো না কিন্তু।'

আতানাস এগোল তার দিকে। এমনিতে বেশ্যাদের ধরে পেটায় সে। এতে তার যৌন তৃপ্তি বাড়ে। কিন্তু এখন কাজটা করা সমীচীন হবে না। কারণ ট্রেইল বা চিহ্ন রেখে গেলে পুলিশ তার পিছু নিতে পারে। আতানাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আজ তোমার সৌভাগ্যের রাত।'

'কী?'

'কিছু না।' মেয়েটির ওপর চড়ে বসল সে, চোখ বুজে তার শরীরে প্রবেশ করল। কল্পনায় ক্যাথেরিনকে দেখতে পেল। যেন ক্যাথেরিনকে যৌন নির্যাতন করছে সে আর ক্যাথেরিন ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে ওর কাছে ক্ষমা চাইছে, তাকে ছেড়ে দিতে আকুতি জানাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে রমণ করে চলল আতানাস, স্বর্ণকেশী যত চেঁচাচ্ছে, ক্যাথেরিনকে কল্পনা করে ততই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল তার। অবশেষে চরম মুহূর্ত এল এবং সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পতিতার বুকে।

'মাই গড,' বলল মেয়েটি। 'তুমি অবিশ্বাস্য।'

চোখ মেলে চাইল আতানাস। দেখল তার পাশে ক্যাথেরিন নেই, বিশ্রী একটা ঘরে সে কুৎসিত একটা বেশ্যার সঙ্গে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আতানাস। পোশাক পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরল নিজের হোটেলে। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে, হোটেলের বিল চুকিয়ে রওনা হলো এয়ারপোর্টে।

রাত সাড়ে ন'টায় এয়ারপোর্টে পৌঁছুল আতানাস। সে অলিম্পিক এয়ারওয়েজে যাবে। আতানাস ক্লার্ককে নিজের টিকেট দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্লেন ঠিক সময়ে রওনা হচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ক্লার্ক। টিকেটের গায়ে লেখা নামটি পড়ল। *আতানাস স্তাভিচ।* আতানাসের দিকে আবার তাকাল সে। তারপর কাছে দাঁড়ানো একটি লোককে ইশারা করল। লোকটি টিকেট কাউন্টারের সামনে চলে এল।

'আপনার টিকেটটি একটু দেখি তো?'

তাকে টিকেট দিল আতানাস। 'কোনও সমস্যা?'

লোকটি বলল, 'আজকের ফ্লাইট ওভারবুকড হয়ে গেছে। আপনি একটু অফিসে চলুন। আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' শ্রাগ করল আতানাস। 'ঠিক হ্যায়।' সে লোকটির পেছন পেছন অফিসে চলল। উল্লাস অনুভব করছে আতানাস। ডেমিরিস সম্ভবত এতক্ষণে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন। তাঁর মত মানুষকে ধরে রাখার ক্ষমতা আইনের নেই। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক চলেছে। সে পারিশ্রমিকের পঞ্চাশ হাজার ডলার সুইস ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে রেখে

দেবে। তারপর কয়েকদিনের জন্য ছুটি কাটিয়ে আসবে রিভিয়েরা অথবা রিও থেকে। রিওর পুরুষ পতিতাদের খুব পছন্দ আতানাসের।

অফিসে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল আতানাস। চোখ বিস্ফারিত, চেহারা বিবর্ণ। 'তুমি মারা গেছ! তুমি মারা গেছ! আমি তোমাকে খুন করেছি!' চিৎকার করছে সে।

আতানাসকে যখন ঘর থেকে বের করে পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো তখনও সে সমানে চিৎকার করে চলেছে। ওকে ওরা চলে যেতে দেখল। তারপর অ্যালান হ্যামিলটন ক্যাথেরিনের দিকে ফিরল। 'ইটস ওভার নাউ, ডার্লিং। ইটস ফাইনালি ওভার।'

বত্রিশ

বেশ কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা। বেযমেন্টে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ক্যাথেরিন। কিন্তু ধস্তাধস্তি করে লাভ হচ্ছিল না, রশি ক্রমে আরও এঁটে বসছিল হাতে। নিডল ২৫০ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। ডায়াল ৪০০ ডিগ্রিতে পৌঁছা মাত্র বিস্ফোরিত হবে ডায়াল। এখান থেকে পালাতেই হবে। পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল ক্যাথেরিন। হঠাৎ চোখ পড়ল ব্রান্ডির খালি বোতলে। ওদিকে তাকিয়ে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল হৃৎপিণ্ড। *একটা সুযোগ এখনও আছে! যদি সে...* সামনে ঝুঁকল ক্যাথেরিন। বোতলের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ওটা নাগালের বাইরে। আরও একটু ঝুঁকে এল ও। বোতলটি আর মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে। চোখে পানি এসে গেল ক্যাথেরিনের। আরেকবার চেষ্টা করবে ও। *স্রেফ আরেকবার।* শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে সামনে ঝুঁকল ক্যাথেরিন। একটা পা স্পর্শ করল বোতল। ধীরে ধীরে বোতলের ঘাড়ে আটকে দিল গোড়ালি বাঁধা রশি। তারপর খুব সাবধানে টেনে আনতে লাগল নিজের দিকে।

ডায়ালের দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। ২৮০ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। আতঙ্ক অনুভব করল ক্যাথেরিন। গরম হয়ে উঠছে বেযমেন্ট। বহু কষ্টে বোতলটাকে পা থেকে হাতে তুলে নিল। রক্তে ভেজা মুঠো থেকে পিছলে পড়ে যেতে চাইছে বোতল। তবু শক্ত করে বোতলের মুখ ধরল ক্যাথেরিন রশি বাঁধা হাতে। তারপর মেঝেতে আছাড় দিল। কিছুই ঘটল না। হতাশায় গুঙিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। চেষ্টা করল আবার। এবারও একই ফল। ডায়াল ভীতিকর ভঙ্গিতে ওপরের দিকে উঠছে। ৩৫০ ডিগ্রি! আরেকটা গভীর দম নিয়ে গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে বোতলটাকে আছাড় দিল ক্যাথেরিন। ঝনঝন শব্দে ভাঙল বোতল। বোতলের ভাঙা ঘাড় ধরে হাতের বাঁধন কাটতে শুরু করল ও। ভাঙা কাঁচ ঢুকে গেল কব্জিতে। তবে ব্যথাটা অগ্রাহ্য করল ক্যাথেরিন। হঠাৎ অনুভব করল রশি মুক্ত হয়ে গেছে হাত। এরপর দ্রুত পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল ও। ডায়াল ৩৮০ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। ফার্নেস দিয়ে শোঁ শোঁ আওয়াজে বেরুচ্ছে বাষ্প। আতানাস বেযমেন্টের দরজার ছিটকিনি বাইরে থেকে লাগিয়ে দিয়ে গেছে। বিস্ফোরণের কবল থেকে বুঝি রক্ষা নেই ক্যাথেরিনের। দেখল ডায়ালের নিডল ৪০০তে পৌঁছেছে।

সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্যাথেরিন। বম্ব শেল্টারের দরজার দিকে দিল ছুট, ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। ঢুকে পড়ল ভেতরে। বন্ধ করে দিল ভারী দরজা। প্রকাণ্ড বাংকারের কংক্রিটের মেঝেতে কুকড়ে শুয়ে থাকল। হাঁপাচ্ছে বেদম। ঠিক পাঁচ সেকেন্ড পরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। গোটা ঘর কেঁপে উঠল ভয়ানক ভাবে। অন্ধকারে শুয়ে থাকল ক্যাথেরিন, কানে ভেসে আসছে আগুনের লেলিহান শিখার শোঁ শোঁ আওয়াজ। ও বেঁচে গেছে। তবে ঘটনার পরিসমাপ্তি এখানেই নয়। এখনও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে ক্যাথেরিনের।

এক ঘণ্টা পরে দমকল কর্মীরা ক্যাথেরিনকে বম্ব শেল্টার থেকে বের করে নিয়ে এল। বাইরে অ্যালান হ্যামিলটনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক ছুটে ওর বুকে গিয়ে সেঁধুলো ক্যাথেরিন। অ্যালান ওকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

'ক্যাথেরিন, ডার্লিং। আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম! তুমি কীভাবে?'

'পরে বলব,' বলল ক্যাথেরিন। 'আগে আতানাস স্তাভিচকে আটকাতে হবে।'

উপসংহার

সংক্ষেপে, অ্যালানের বোনের খামারের কাছে একটি চার্চে গিয়ে বিয়ে করল ক্যাথেরিন এবং অ্যালান। অ্যালানের বোন খুব হাসিখুশি। ছবির সঙ্গে তার অপূর্ব মিল। তার ছেলে তখন স্কুলে। ক্যাথেরিন এবং অ্যালান খামারবাড়িতে সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে ভেনিসের উদ্দেশে উড়াল দিল মধুচন্দ্রিমায়।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিচার শুরু হওয়ার পাঁচ দিন আগে জেলার তাঁর কারা-প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

'আপনার একজন ভিজিটর এসেছেন।'

মুখ তুলে চাইলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। তাঁর আইনজীবী ছাড়া অন্য কোনও ভিজিটরের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নেই ডেমিরিসের। তিনি কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।

হারামীগুলো তাঁর সঙ্গে সাধারণ অপরাধীর মত আচরণ করছে। তিনি জেলারের সঙ্গে ছোট কনফারেন্স রুমে ঢুকলেন।

'ওই যে তিনি।'

ভেতরে ঢুকলেন ডেমিরিস এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হুইল চেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে আছেন এক খোঁড়া বৃদ্ধ। তাঁর চুল ধবধবে সাদা। মুখটা পোড়া। ঘা শুকিয়ে গেলেও লাল দগদগে মাংস দেখা যাচ্ছে। পোড়াঠোঁট কুঁচকে গিয়ে ভীতিকর একটা হাসির ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছে। দর্শনার্থীকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ডেমিরিসের। তাঁর মুখ ছাই হয়ে গেল। 'মাই গড!'

'আমি ভূত নই,' বললেন নেপোলিয়ন চোটাস। তাঁর কণ্ঠ কর্কশ এবং ঘরঘরে। 'আসুন, কোস্টা।'

গলায় বহু কষ্টে রা ফোটালেন ডেমিরিস। 'আগুন...'

'আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। দমকল বাহিনী আসার আগে আমার বাটলার ওখান থেকে আমাকে নিয়ে যায়। আমি চাইনি আপনি জানেন আমি বেঁচে আছি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমার ছিল না।'

'কিন্তু... ওরা একটা লাশ পেয়েছিল।'

'ওটা আমার বাড়ির চাকরের লাশ।'

ডেমিরিস একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। 'আ... আমি খুশি তুমি বেঁচে আছো। তাঁর কণ্ঠ কাঁপছে।

'আপনার খুশি হওয়ারই কথা। কারণ আপনার জীবন বাঁচাতে এসেছি আমি।'

ভুরু কুঁচকে চোটাসকে দেখলেন ডেমিরিস। 'তুমি?'

'হ্যাঁ। আমি আদালতে আপনার পক্ষে লড়ব।'

জোরে হেসে উঠলেন ডেমিরিস। 'সত্যি, লিওন। তুমি কী আমাকে বোকা ঠাউরেছ? তুমি কী করে ভাবলে আমার জীবন তোমার হাতে তুলে দেব?'

'কারণ একমাত্র আমিই আপনাকে বাঁচাতে পারি, কোস্টা।'

চেয়ার ছাড়লেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। 'নো থ্যাংকস।' তিনি পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

'আমি স্পাইরস লামব্রুর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন আদালতে বলতে যে তাঁর বোনের মৃত্যুর সময় তিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন।'

থেমে গেলেন ডেমিরিস। 'সে এ কাজ করতে যাবে কেন?'

হুইল চেয়ারে সামনে ঝুঁকলেন চোটাস। 'কারণ আমি তাঁকে বলেছি তিনি সাক্ষী দিতে রাজি হলে আপনার ওপরে প্রতিশোধ নেয়া যাবে।'

'মানে?'

'আমি লামব্রুকে আশ্বস্ত করেছি এই বলে যে উনি যদি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেন তাহলে আপনি আপনার সমস্ত কোম্পানি, নৌবহর– সবকিছু লামব্রুর নামে লিখে দেবেন।'

'তোমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'আমার মাথা ঠিকই আছে। আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, পৃথিবীর কোনও জেলখানা আপনাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

অবশেষে নেপোলিয়ন চোটাসের সঙ্গে রফা হলো কনস্টানটিন ডেমিরিসের। চুক্তি হলো চোটাস ডেমিরিসকে মুক্ত করতে পারলে তাঁর সবগুলো কোম্পানি এবং নৌবহর স্পাইরস লামব্রুর নামে লিখে দেবেন। চোটাসকে ফী হিসেবে দিতে হবে অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা। এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না কনস্টানটিন ডেমিরিসের।

অবশেষে কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিচার শুরু হলো। টানা দশদিন চলল সাক্ষীদেরকে জেরা। সাক্ষ্য প্রমাণ সবই চলে যাচ্ছিল ডেমিরিসের বিরুদ্ধে। সবার ধারণা দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন ডেমিরিস। তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতেই হবে।

তবে শেষ দিনে বোমাটা ফাটালেন নেপোলিয়ন চোটাস। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্পাইরস লামব্রু জানালেন তাঁর বোন যেদিন খুন হয়ে যান ওইদিন কনস্টানটিন ডেমিরিস বীচ হাউজের ধারেকাছেও ছিলেন না। ছিলেন লামব্রুর সঙ্গে আক্রোকরিন্থের কুটিরে। চোটাস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুলিশ যখন এর আগে ওই মীটিং সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল তখন স্পাইরস সত্য কথা বলেননি কেন?'

স্পাইরস জবাব দিলেন, 'আমি সেদিন মীটিং-এর কথা অস্বীকার করেছিলাম, এ কথা সত্য। কাজটা করেছিলাম প্রতিহিংসাবশত। কারণ ডেমিরিস আমার বোনের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করতেন। তাঁকে সবার সামনে তিনি অপমান করতেন। আমাকে তাঁর অ্যালিবাই হিসেবে দরকার ছিল। কিন্তু আমি তাঁর সাক্ষী হইনি।'

'কিন্তু এখন কেন হলেন?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন চোটাস।

'মিথ্যা নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যায় না। আমার মনে হয়েছে সত্য কথাটা বলে ফেলা উচিত।'

'তাহলে কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে আপনি সেদিন বিকেলে আক্রোকারিন্থে সাক্ষাৎ করেছিলেন?'

'জ্বী। সত্য হলো এটাই যে সাক্ষাৎ করেছিলাম।'

নেপোলিয়ন চোটাস প্রমাণ করে দিলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস তাঁর স্ত্রী মেলিনার মৃত্যুর সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না। জুরীরা অবশেষে রায় ঘোষণা করলেন। রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন ডেমিরিস।

রায় ঘোষণার পরে কনস্টানটিন ডেমিরসের চেহারা থেকে মেঘ কেটে গিয়ে হেসে উঠল সূর্য। বুক ভরে শ্বাস নিলেন তিনি। এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে।

'তুমি পেরেছ,' বললেন তিনি। 'তোমার কাছে মস্ত ঋণী হয়ে গেলাম।'

চোটাস ডেমিরিসের চোখে চোখ রাখলেন। 'আমাকে আপনার ঋণমুক্ত করতে হবে না। কারণ আমাকে দেয়ার মত আপনার এখন কিছু নেই। চলুন, সেলিব্রেট করি।'

কনস্টানটিন ডেমিরিস নেপোলিয়ন চোটাসের হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে চললেন পার্কিংলট অভিমুখে। চোটাস প্রবেশ মুখে দাঁড় করানো একটি সেডানের দিকে হাত তুললেন। 'ওই যে আমার গাড়ি।'

ডেমিরিস হুইল চেয়ার ঠেলে দিয়ে এলেন গাড়ির সামনে। 'তোমার শোফার নেই?'

'প্রয়োজন হয় না। এ গাড়িটি বিশেষভাবে আমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আমি নিজেই গাড়িটি চালাতে পারি। আমাকে তুলে দিন।'

গাড়ির দরজা খুললেন ডেমিরিস। চোটাসকে তুলে ড্রাইভারের আসনে বসিয়ে দিলেন। হুইল চেয়ার ভাঁজ করে রেখে দিলেন পেছনের আসনে। চোটাসের পাশে বসলেন ডেমিরিস।

'তুমি এখনও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী,' হাসলেন ডেমিরিস।

'হ্যাঁ,' গাড়ির গিয়ার দিয়ে চালাতে শুরু করলেন নেপোলিয়ন চোটাস। 'আপনি এখন কী করবেন, কোস্টা?'

সাবধানে জবাব দিলেন ডেমিরিস, 'একটা কিছু তো করবই।' তার সুইস ব্যাংকের গোপন অ্যাকাউন্টে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার আছে যার কথা পৃথিবীর কেউ জানে না। এ টাকা দিয়ে তিনি আবার নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন।

পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি। চোটাস অত্যন্ত দক্ষ হাতে লিভার, গ্যাস পেডাল এবং ব্রেক সামলাচ্ছেন। ডেমিরিস মন্তব্য করলেন, 'তুমি তো এ শরীর নিয়েও ভালোই গাড়ি চালাচ্ছ।'

'চেষ্টা থাকলে সব হয়,' বললেন চোটাস। তারা সরু পাহাড়ি একটি রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠছেন।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'পাহাড়চুড়োয় আমার ছোট একটি বাড়ি আছে। ওখানে পৌঁছে আমরা শ্যাম্পেন পান করব। তারপর আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দেব। আপনি শহরে চলে যাবেন। জানেন, কোস্টা আমি যা যা ঘটেছে সে সব নিয়ে ভাবছিলাম... নোয়েল, ল্যারি ডগলাসের মৃত্যু। বেচারা স্টাভরস। এদের কারও মৃত্যুই টাকার কারণে ঘটেনি। তাই না?' আড়চোখে তাকালেন তিনি ডেমিরিসের দিকে। 'সব মৃত্যু ঘটেছে ঘৃণার কারণে। ঘৃণা এবং ভালোবাসা। আপনি তো নোয়েলকে ভালোবাসতেন।'

'হ্যাঁ,' বললেন ডেমিরিস। 'ভালোবাসতাম।'

'আমিও তাকে ভালোবাসতাম,' বললেন চোটাস। 'আপনি নিশ্চয় কথাটা জানতেন না?'

বিস্মিত দেখাল ডেমিরিসকে। 'না।'

'তারপরও ওকে খুন হতে দিতে আপনাকে সাহায্য করেছি আমি। এ জন্য কোনওদিন ক্ষমা করতে পারিনি নিজেকে। আপনি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পেরেছেন, কোস্টা?'

'তার পাওনা যা ছিল সে তা-ই পেয়েছে।'

'আমরা আসলে সবাই-ই সবশেষে যে যার পাওনা পেয়ে যাই। আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি, কোস্টা। ওই আগুন–ওই অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে আসছি। আমি জন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেছি।' একটা লিভার ঠেলে দিলেন তিনি। বেড়ে গেল গাড়ির গতি। অত্যন্ত সরু বাঁক দিয়ে দ্রুতগতিতে চলছেন তাঁরা। রাস্তা ক্রমে আরও উঁচু হয়ে উঠছে। নিচে দেখা যাচ্ছে ঈজিয়ান সাগর।

'সত্যি কথা এটাই,' কর্কশ গলায় বললেন চোটাস, 'এত কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে যে বেঁচে থাকার কোনও মানেই আমি খুঁজে পাই না।' আবার ঠেলে দিলেন লিভার। আরও জোরে ছুটতে লাগল গাড়ি।

'আস্তে চালাও,' বললেন ডেমিরিস। 'তুমি তো...'

'আমি এতদিন বেঁচে আছি শুধু এ মুহূর্তটির জন্য। সিদ্ধান্ত নিয়েছি একসঙ্গে মরব দু'জনে।'

আতঙ্ক নিয়ে চোটাসের দিকে তাকালেন ডেমিরিস।

'এসব কী বলছ তুমি? গাড়ির গতি কমাও। তুমি আমাদের দু'জনকেই তো মেরে ফেলবে!'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন চোটাস। আবার লিভার ঠেলে দিলেন। গাড়ি লাফ দিল সামনে।

'তুমি পাগল হয়ে গেছ,' বললেন ডেমিরস। 'তুমি তো এখন মস্ত ধনী। তুমি মরতে চাইছ কেন!'

পোড়া, বিকৃত ঠোঁট বিকট হাসির ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। 'না, আমি ধনী নই। কে ধনী, জানেন? আপনার বন্ধু, সিস্টার থেরেসা। আমি আপনার সমস্ত টাকা আইওনিনার কনভেন্টকে দিয়ে দিয়েছি।'

খাড়া পাহাড়ি রাস্তার অন্ধ একটি বাঁকের দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি।

'গাড়ি থামাও!' চিৎকার দিলেন ডেমিরিস। হুইল থেকে ছুটিয়ে নিতে চাইলেন চোটাসের হাত। পারলেন না।

'তুমি যা চাও সব দেব।' আর্তনাদ করলেন ডেমিরিস। 'গাড়ি থামাও!'

চোটাস বললেন, 'আমার সব আছে।'

পরের মুহূর্তে গাড়িতে যেন পাখা গজাল। চুড়ো থেকে শূন্যে উঠে গেল ওটা, তারপর ডিগবাজি খেতে খেতে খাড়া পাহাড়ের গা থেকে পড়ে যেতে লাগল নিচে। পাহাড়ের কোলে আছড়ে পড়ল। পরমহূর্তে বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল গাড়িটিকে। জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। আগুনের শব্দ ছাড়া বাকি প্রকৃতি আশ্চর্য নীরব এবং নিথর হয়ে রইল।

শেষ